

1163

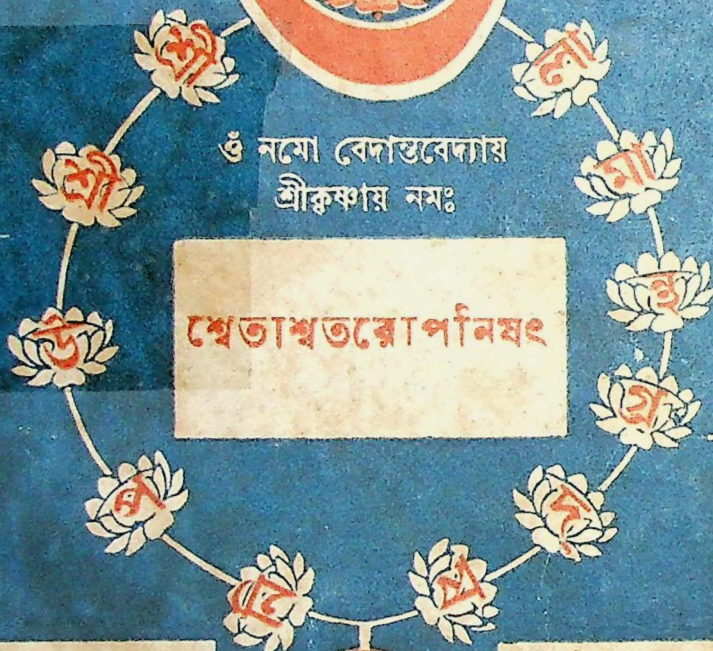


ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

বেদৈশ্চ সর্বৈষ'রহস্যেব বেদো। (স্রীগীতা)

সার্কো বেদা যৎপদত্বেননতি (কঠক্ৰটিঃ)



যং ব্রহ্মা বসুধৈক্যং কামরূপতঃ
সুখমি দিব্যোঃ সুতৈ-
বেদৈঃ সাজপদকমোপনিষদৈ-
গায়ত্রি যং সোমগাঃ ।

যানাবস্থিততদ্-গাতেন মনসা
পশ্যতি যং যোগিনো
যজ্ঞাস্থং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ । (ঈশ্বাস্তবতম্)

ত্রিদণ্ডিষ্যমিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীকৃষ্ণ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীশুরু-গৌরান্দো জয়ত:

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

বিশিষ্টা দ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্, রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতা

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদানুমানুবাদ-ভূমিকা-

সূচ্যাদি সমেতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়-নবমাধস্তনান্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়িক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ও বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমন্তুস্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুগাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিভেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানন্ত

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যোণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ-

শ্রীমন্তুস্তিশ্রীরাগ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিত্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা' নাময়া

চামুব্যাক্যায়্যাহ সহ তেনৈব সম্পাদিতা ।

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত নিত্য গোপাল

পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-

সমখ্যায়্য টীকয়া সমন্বিতা ।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা ।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালায় অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদ্ গ্রন্থখানি শ্রুতিমন্ত্র,
অম্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গ-
রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুতার্থ-
বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্তৃক রচিত
তত্ত্বকণা-নামী অনুব্যাখ্যার সহিত
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর

গৌরাক্ষ—৪৮৫, বাংলা—১৩৭৮ সাল, ইংরাজী—১৯৭১ সাল।

—প্রকাশক—

ষষ্ঠ্যমপ্রাপ্ত সভাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।



দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীনিত্যনন্দাবির্ভাব-বাসর

গৌরাক্ষ—৫০৫, বাংলা—১৩৯৮ সাল, ইংরাজী—১৯৯২ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিদিগন্তিকু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর

বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন।

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩এ, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন,

(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯।

(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

(৩) স্বাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্র

[illegible]

গোবিন্দপঞ্চাশীত্মন্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগোড়ীরাশন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২২ সংখ্যাস্তর্গতে
২২বি, সংখ্যাকে হাজরা বসদ্ভ'নি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তি শ্রীক্লপ সিদ্ধান্তিনা ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু ! ভবংকরণয়া প্রারন্ধুমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং হুমঃ ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ত তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্-বৃহৎ ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সর্হৈব রমতে মাণ্ডুক্যনাম্মাহুয়া
তা একাদশবিংশতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্কৃতমঃ ।
ভেদাভেদমতাত্ত্বচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধাস্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্মরন্ত চ গুরুদীনে প্রসীদেন্নয়ি ॥

শ্রীশ্রীতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বর-
ভেদ-শ্রীতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি ।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়াবৃত্ত্যাহুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াহধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দো জয়তঃ

পরমেশ্বর-ভব—

ভয়ীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

ভং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ । (শ্বে: উ: ৬।৭)

শক্তিমান্ শ্রীভগবানের শক্তিভ্রায়ের পরিচয়—

ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎসমশ্চাত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ । (শ্বে: উ: ৬।৮)

শুদ্ধা ভক্তির বর্ণন—

যস্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো ।

তস্মৈতে কথিতা হর্থা: প্রকাশন্তে মহাত্মন: ॥

(শ্বে: উ: ৬।২৩)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণী—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ ।

তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ।

আনন্দাংশে ‘হ্লাদিনী’, সদংশে ‘সঙ্কিনী’ ।

চিদংশে ‘সংবিৎ’, যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ।

অস্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি ।

বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ।

ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস ।

হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস ।

(চৈ: চ: মধ্য ৬।১৫৮-১৬১)

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୁରୁ-ଗୋରାକ୍ଷୋ ଜୟତ:

ପ୍ରତିପାଦନୀ

ଓଁ

ଅତ୍ତାନାତିସିଦ୍ଧାକ୍ଷୟ ଡାନାଞ୍ଜନମନାକହା ।
ଠଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିତ୍ୟ ଧେନ ତମ୍ଭେ ଅମ୍ଭୁରବେ ନନ୍ଦଃ ॥

ନନ୍ଦୋ ଓଁ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ ହୃଦ୍‌ପ୍ରେମ୍ଭୟହାସନେ ।
ଶ୍ରୀଧତେ ଓଞ୍ଜିମିଦ୍ଧାଞ୍ଜ-ମରମ୍ଭତୀତିନାସିନେ ॥
ଶ୍ରୀବାର୍ଦ୍ଧଘନବୀଦେବୀଦୟିତାୟ ହୃଦ୍‌ପାଞ୍ଜୟେ ।
ହୃଦ୍‌ମସ୍ତକବିଜ୍ଞାନଦାୟିନେ ମୁଖେବେ ନନ୍ଦଃ ॥
ହାସୁର୍ଯ୍ୟୋଞ୍ଜନପ୍ରେସାଢ୍ୟ-ଶ୍ରୀରୁପାଞ୍ଜୁମଞ୍ଜିତ ।
ଶ୍ରୀମୋର-କରୁଣାମାଞ୍ଜିବିସ୍ତହାୟ ନନ୍ଦୋଞ୍ଜୁ ତେ ॥
ନନ୍ଦଞ୍ଜେ ମୋରବାଣୀ-ଶ୍ରୀସୁର୍ଭୟେ ଦୀନତାରିଣେ ।
ରୁପାଞ୍ଜୁବିରୁଦ୍ଧାମିଦ୍ଧାଞ୍ଜ-ହାଞ୍ଜହାରିଣେ ॥

ଶ୍ରୀଠେ ତନ୍ୟାନୋଞ୍ଜଞ୍ଜିତ୍ୟ ଶ୍ରୀମିତ୍ୟ ଧେନ ଓଁତତେ ।
ହୃଦ୍‌ (ମୋହନ) ରୁପଞ୍ଜ କହା ହୃଦ୍‌ ଦହାତି
ହୃଦ୍‌ପାଞ୍ଜିକୟ ॥

ବନ୍ଦେ ମିଦ୍ଧାଞ୍ଜୁରୁଂ ଶ୍ରୀମଂ ଓଞ୍ଜିବିବେକଞ୍ଜରତୀୟ ।
ମରମ୍ଭତ୍ୟହାୟ ବିଜ୍ଞାନ ମଦା ନାଞ୍ଜପରାୟଣ ॥
ବୈଷ୍ଣବାଞ୍ଜାର୍ଯ୍ୟପାଦାୟ ଓଞ୍ଜୁମେବେକଞ୍ଜୀବିନେ ।
ଶ୍ରୀମାରମ୍ଭତମୋଡ଼ିଆମନହାପନକାରିଣେ ॥
ମଂସାରହୋଦନାମାୟ ମାମକାୟ ଓଞ୍ଜୋଞ୍ଜୁ ପଦୟ ।
ଓଞ୍ଜିବନ୍ଧୁ ଦିଶକାୟ ନନ୍ଦଞ୍ଜେ ହୃଦ୍‌ପାଞ୍ଜୟେ ॥

ନନ୍ଦୋ ମୌରୀକିଶୋରାୟ ନାମ୍ନାନ୍-ବୈରାଗ୍ୟଧୂର୍ତ୍ତସ୍ତେ ।
ବିମ୍ବଳହସ୍ତମାନ୍ତୋଷେ ! ମାଦାସ୍ତୁଜାୟ ତେ ନମଃ ॥

ନନ୍ଦୋ ଓଞ୍ଜିବିନୋଦାୟ ନାମ୍ନିଦାନନ୍ଦ-ନାମ୍ନିନେ ।
ମୌରୀଶାନ୍ତି-ସ୍ଵରୂପାୟ ରୂପାନୁଗବରାୟ ତେ ॥

ମୌରୀବିର୍ତ୍ତାବୁଦ୍ଧେଷ୍ଠଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ୍ଟା ନନ୍ଦନାମ୍ନିନଃ ।
ବୈଷ୍ଣବନାର୍କବୋଧ-ସ୍ତ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ॥

କୃତିରାବର୍ତ୍ତସ୍ତେଷୁ କଂ ପଞ୍ଚମଂ ଲେଖ୍ୟତେ ଗିରିନିଧି ।
ହାରୂପା ତଦ୍ବଦଂ ବଦେ ଶ୍ରୀଶୁକଂ ଦୀନତାରଣଂ ॥

ବାହ୍ଯାକର୍ମତରୁଣ୍ୟେଷୁ ରୂପାମିକ୍ଷୁଣ୍ୟ ଏବ ଚ ।
ମାତିତାନାଂ ମାବନେତ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେତ୍ୟୋ ନନ୍ଦୋ ନମଃ ॥

ନନ୍ଦୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଦାନାୟ କୃଷ୍ଣସ୍ନେହମଦାୟ ତେ ।
କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟନାମ୍ନେ ମୌରୀଭିଷେ ନମଃ ॥

ମହତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଓଞ୍ଜରୂପସ୍ଵରୂପକଂ ।
ଓଞ୍ଜାବତାରଂ ଓଞ୍ଜାଧ୍ୟାୟଂ ନନ୍ଦାନ୍ନି ଓଞ୍ଜାଶାନ୍ତିକଂ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ମୁଠୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅଦୈତ ।
ଶ୍ରୀମଦାଧର ଶ୍ରୀବାମାଦି ଶ୍ରୀମୌରଓଞ୍ଜାବଦ ॥

ସହେର ଆରତ୍ତେ କାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଚରଣ ।
ଶୁକ-ବୈଷ୍ଣବ-ଓଗବାନ୍ ତିନେର ଶ୍ରବଣ ॥
ତିନେର ଶ୍ରବଣେ ହସ୍ତ ବିଷ୍ଣ-ବିନାଶନ ।
ଅନାଦ୍ୟାମେ ହସ୍ତ ଧେନ ବାଞ୍ଛିତ-ପୁରଣ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনামূলে ও শ্রবণমূলে তাঁহাদের অহৈতুক রূপাশীর্ষাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত ঈশ, কেন ও কঠ-উপনিষৎ-ত্রয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত হওয়ায় নিজেকে রূতার্থবোধ করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-গৌরান্দের জয় ঘোষণা করিতেছি।

মাদৃশ অধম ও সর্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে এহেন দুর্লভ কার্য্য নিতান্তই অসম্ভব, তাহা সর্বক্ষণ হৃদয়ে উপলব্ধি হইতেছে। তৎসঙ্গে ইহাও অল্পভবের বিষয় হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায়ই ইহা সিদ্ধ হইতেছে এবং শ্রবণ করাইয়া দিতেছে যে, গুরু-বৈষ্ণব-রূপা কত মহীয়সী!

উপনিষদ্-গ্রন্থমালা-গ্রন্থে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ একাদশ উপনিষদের সম্পাদনার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু ইহার সম্পাদনায় ক্রমভঙ্গের কারণ এই যে, সর্বদা জীবনের অনিত্যতা শ্রবণ করিয়াই কোন কোন বিশেষ উপনিষদ্-প্রকাশে অগ্রাধিকার প্রদত্ত হইতেছে। যদি হঠাৎ মরণ আসিয়া উপসন্ন হয়, অথবা রোগাক্রান্ত হইয়া কার্য্যক্ষমতা হারাই, তাহা হইলে আর হইবে না ভাবিয়াই, যে কয়টি উপনিষদ্ সম্পাদনের বিশেষ ইচ্ছা, তাহাই সম্পন্ন করিতেছি; আশা করি, স্বধী ও ভক্তমণ্ডলী এই ক্রমভঙ্গের নিমিত্ত আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন।

পূর্ব সম্পাদিত উপনিষদাবলীতে ভূমিকায় উপনিষৎ-সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রারম্ভিক আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ নিবৃত্ত হইলাম। উহা তত্তৎস্থানে দ্রষ্টব্য।

বর্তমান গ্রন্থের নাম—‘শ্বেতাস্বতর-উপনিষৎ’। উপনিষদের নামকরণে দেখা যায় যে, কোথায়ও কোথায়ও গ্রন্থের আদিপদ

ধরিয়া, কোথায়ও বা ঋষির নাম ধরিয়া উপনিষদের নাম প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু উপনিষদ্ অপৌরুষেয়। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি খেতাস্থতর এই উপনিষদের দ্রষ্টা বলিয়া তাঁহারই নামে এই উপনিষৎখানি পরিচিত। তপঃপ্রভাবে ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পরব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাস্ত অত্যাশ্রয়িগণের মধ্যে পরব্রহ্মবিৎ খেতাস্থতর ঋষি ইহা বিবৃত করেন। সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপক উপনিষদই খেতাস্থতর-উপনিষদ্ নামে প্রথিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে খেতাস্থতরোপনিষদের ষষ্ঠ-অধ্যায়ের একবিংশ শ্রুতিমন্ত্র দ্রষ্টব্য।

এই উপনিষদখানি ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য দশোপনিষদের সহিত এই উপনিষদখানিরও ভাষ্য করিয়াছেন। আনন্দাশ্রমের সংস্করণে ও বঙ্গদেশের মহেশ পালের সংস্করণে খেতাস্থতরোপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য দৃষ্ট হয়। খেতাস্থতরোপনিষদে শ্রীপুরুষোত্তম তত্ত্বের বিষয় ও ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বের বিচিত্রতা-বিষয়ক অনেক মন্ত্র দৃষ্ট হন বলিয়া যাম্যাবাদি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই উপনিষদের কোন ভাষ্য করেন নাই। যাহা হউক, শ্রীশঙ্কর ভাষ্য করিয়াছেন কিংবা করেন নাই, ইহা লইয়া তর্কের প্রয়োজন মনে করি না; তবে তিনি যে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে খেতাস্থতরোপনিষদের মন্ত্র ৫৩ বার উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, খেতাস্থতরোপনিষদে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়েরও কোন ভাষ্য নাই। ইহাও ঠিক নহে। কারণ আমরা আমাদের সম্পাদিত এই খেতাস্থতরোপনিষদের সর্বত্রই শ্রীবঙ্গ-

রামানুজাচার্যের ভাষ্যটি সংরক্ষণ করিতেছি। এই ভাষ্যটিও আমরা ২৪পরগণা জিলাস্‌গত খড়দহ-স্থিত শ্রীবলরাম ধর্মসোপান (প্রকাশনী বিভাগ) হইতে বঙ্গানুবাদসহ শ্রীশ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য কড়ক সম্পাদিত ও শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কড়ক মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-দৃষ্টে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং উপনিষদের কোন ভাষ্য রচনা না করিলেও শ্রীরঙ্গরামানুজাদি অধস্তন আচার্য্যগণ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আমরা অতিকষ্টে শ্রীরঙ্গরামানুজ-ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সম্পাদিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালার মধ্যে যোজন্য করিতেছি। কালে কালে এই সকল ভাষ্য দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। যেমন গোড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাবূষণ প্রভু-বিরচিত ঐশোপনিষদ্-ভাষ্য-ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য আদৌ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সহজেই লোকে অনুমান করিবে যে, গোড়ীয়গণের উপনিষদের উপর কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ নাই। সেই অভাব দূরীকরণ-মানসেই আমরা আমাদের সন্তঃ-সম্পাদিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালার মধ্যে ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’ নামী একটি সংস্কৃত টীকা এবং ‘ভক্তকণা’ নামী একটি বাংলা-অনুব্যাখ্যা সংযোজন করিয়াছি। আশা করি, স্বধী ও ভক্তসমাজ আমাদের এই প্রচেষ্টা দর্শনে অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

ছয়টি অধ্যায়সংযুক্ত খেতাস্বরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ১৬টি মন্ত্র, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১৭টি মন্ত্র, তৃতীয়াধ্যায়ে ২১টি মন্ত্র, চতুর্থীধ্যায়ে ২২টি মন্ত্র, পঞ্চমাধ্যায়ে ১৪টি মন্ত্র এবং ষষ্ঠীধ্যায়ে ২৩টি মন্ত্র আছে। কোন কোন সংস্করণে দুই একটি মন্ত্র-সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে আমরা অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্তসার-বর্ণনে প্রয়াস পাইতেছি।

একসময় কতিপয় ঋষি পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসু হইয়া আলোচনায় রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বিশ্বসৃষ্টির মূলভূত কারণ কে ? আমরা কাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া কাঁহা দ্বারা বাঁচিয়া আছি ? প্রলয়কালে আমরা কোথায় যাইব ? বা কোথায় থাকিব ? এবং সমগ্র জগতের নিয়ন্তা কে ? ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানাবিধ বাদানুবাদের পর ধ্যানযোগাবলম্বনে শ্রীভগবৎ-কৃপায় যে তত্ত্বদর্শন ও সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াছিলেন তাহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমোক্তাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত-সারমর্মে পাই,—ব্রহ্ম, জীব, কাল ও প্রকৃতিতত্ত্বসমূহ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিই বিশ্বের কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে পরিদৃষ্ট। ব্রহ্মই জীবসমূহের বৃত্তি বিধান করিয়া থাকেন। অস্তে সকল সংসার তাঁহাতেই প্রবেশ করে বলিয়া তিনিই লয়স্থান। অজ্ঞ জীব তাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মচক্রেই পুনঃ পুনঃ গতয়াত করিয়া থাকে। ইহাই জীবের সংসারাবস্থা। ব্রহ্ম শক্তিমৎ-তত্ত্ব, জীব উহার শক্তি। ব্রহ্ম অংশী, জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ। ব্রহ্ম—বিভূচৈতন্য, জীব—অণুচৈতন্য। ব্রহ্ম—নিয়ামক আর জীব তাঁহার নিয়ম্য। জীব ও ব্রহ্মের এই প্রকার ভেদ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শক্তিমান্ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসক উপাস্ত-পরব্রহ্মের অহুগ্রহে মোক্ষ লাভ করেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব যে প্রপঞ্চের অতীত, তাহা বেদান্তে উদগীত হইয়াছে। জীব, প্রপঞ্চ ও ঈশ্বর পরব্রহ্মেই অবস্থিত আছেন। পরব্রহ্ম

প্রপঞ্চের আশ্রয় হইলেও তাঁহার বিকারাদি পরিণাম নাই। সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরকে জানিলে অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা করিলে জীব সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ঈশ্বর, জীব ও মায়া—পরমেশ্বরের বৈভব, ইহা জানিতে পারিলেই জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়। চিৎ বস্তু দুইটি—ঈশ্বর ও জীব। ঈশ্বর যিনি, তিনি বিভূচিৎ আর জীব—অণুচিৎ। ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যাহত থাকে বলিয়া তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ। জীব অনীশ্বর বলিয়া তাহার জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত হয়, সেকারণ চিৎকণ হইয়াও অজ্ঞ। কিন্তু ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মবহিত। তন্নির এক শক্তি আছেন, যিনি ভোক্তা জীবের ভোগসাধন-বিষয়-সকল প্রদান করেন। সেই শক্তির নাম মায়াশক্তি। ইনিও অজ্ঞ, জীব ও প্রকৃতি এই দুইটিই পরমেশ্বরের অধীন শক্তি।

প্রকৃতি জড়। বলিয়া পরিণামিনী। কিন্তু পরমেশ্বর চিন্ময় বলিয়া তাঁহার পরিণাম বা বিকার নাই। দেহের পরিণামে যেরূপ জীবাত্তার পরিণাম হয় না, তদ্রূপ জগতের পরিণামেও পরমেশ্বরের পরিণাম ঘটে না। ঐ পরমেশ্বর স্বপ্রকাশস্বরূপ। প্রকৃতিশক্তি বা জীবশক্তি তাঁহাকে প্রকাশ করে না। পরমেশ্বর উহাদিগের উভয়কেই নিয়মিত করেন, কার্যে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নাই। জীব প্রকৃতিসংসর্গে অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত। তিনি যখন ঐ পরমেশ্বরের অভিধ্যান করেন, তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়।

যিনি সদ্গুরু মুখে শাস্ত্র শ্রবণের ফলে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহার আর দেহ-দৈহিক মমতাপাশ থাকে না। পাশ

না থাকিলে, পাশজ্ঞ ক্লেদও থাকে না অর্থাৎ বন্ধনভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যু-জন্মিত ক্লেদও থাকে না। পরব্রহ্মের নিরন্তর স্মরণফলে জীবের লিঙ্গদেহের নাশ হয় এবং লিঙ্গদেহ নাশ হইলে তাহার ভাগবতী তত্ত্ব অর্থাৎ পার্শ্বদ-দেহ লাভ হয়। ব্রহ্মের বিভূতিতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলেই জীবের জীবমুক্তি সিদ্ধ হয়।

বহি কাষ্ঠের মধ্যে নিগূঢ় থাকে, দুইখানি কাষ্ঠের ঘর্ষণে ঐ অগ্নির উদ্ভব হয়। যে কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উদগম হয়, ঐ দুই কাষ্ঠের নাম অরণি। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠখানি দ্বারা ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরারণি এবং বাহ্যকে ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম অধরারণি। এই কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণের নাম মন্বন। অগ্নির ত্রায় আত্মাও মন্বনযোগ্য। ভূয়োভূয়ঃ প্রণবের উচ্চারণ করিতে করিতেই জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হয় এবং নির্মল হৃদয়ে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার প্রকাশেই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। নিজের দেহকে অধরারণিস্থানীয় করিয়া প্রণবকে উত্তরারণিস্থানীয় করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিতে করিতে পর-মেশ্বরের নামগুণাদি ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা সাধক ঐ নিজ দেহমধ্যেই আত্মাকে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত অগ্নির ত্রায় দর্শন করিবেন। যেমন যন্ত্রের সাহায্যে তিলে তৈল, মন্বনদণ্ডের সাহায্যে দধিতে ঘৃত, খনিজাদির সাহায্যে নদীতে জল এবং মন্বন কাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠবিশেষে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ যিনি সত্য, নিষ্ঠা, ধ্যানযোগাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তিনি নিজ আত্মাতেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

যুত দুষ্কের সর্বত্র অবস্থান করিলেও মন্বনদণ্ডের সাহায্যে যেমন তাহাকে বাহির করিতে হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সকল দেহে ও বিশ্বের সর্বত্র

ব্যাপিয়া থাকিলেও আত্মবিজ্ঞা ও উপাসনার দ্বারা তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। ঐ আত্মা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অর্থাৎ পরমাত্মার তাদৃশ স্বরূপের পরিচয় উপনিষদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসারে যিনি উপযুক্ত সাধন করিতে পারিবেন তিনিই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের সারগম্ভ্য অনুধাবন করিলে পাওয়া যায় যে, পূর্বাধ্যয়ে পরমাত্মদর্শনের উপায়স্বরূপ ধ্যান-বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া এক্ষণে ঐ ধ্যানের সাধন বলিবার নিমিত্ত এই অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন।

এই মানব শরীর-মধ্যে হৃদয়প্রদেশে পরমেশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা জগৎপ্রসবিতার অনুরূপ ব্যতীত অসম্ভব। মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলই সেই চৈতন্যময় পরমপুরুষের জ্যোতির সাহায্যে বাহ্য-বিষয় দর্শন করিতেছে। জীব-সত্তায়ও প্রকাশকেন্দ্র আছে, তবে উহা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আবৃত। পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারাই সেই আবরণসমূহ শিথিল হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে হইলে তাহার কৃপাই একমাত্র সহায়। জগতে সূর্য্য বা অগ্নিতে যে প্রকাশ-সামর্থ্য দেখা যায় তাহারও মূল পরমেশ্বর। ধ্যানের প্রধান উপকরণ একাগ্রতা। সেই একাগ্রতা লাভের জন্ত সর্বাগ্রে জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে হয়। আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের প্রতি অনুরূপ প্রকাশ করিলে আমরা পরমাত্মাতে চিত্ত সংযোজিত করিয়া সূত্মময় ধাম-লাভে যত্ন করিতে পারি।

কর্মক্ষয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ (অবিজ্ঞা, বাসনা)—এই ত্রিবিধ দেহেরই বিনাশ হইয়া থাকে। ভগবন্তক্তির ফলে প্রাকৃতদেহ বিনষ্ট হইবার পর ভক্তের পার্শ্বদ-দেহ লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র পরব্রহ্মকে আশ্রয়

কবিত্তে পারিলেই জীবের সৰ্ববন্ধন মোচন হয়। ভক্তিযোগেই এই আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

পরব্রহ্মে মনঃসংযোগের নিমিত্ত প্রাণায়াম-সাধনের উপদেশও কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারাই পরব্রহ্ম চিন্তের অবলম্বন হন। সেই পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিবলে তদীয় শ্রীনাম-রূপাদি আবির্ভূত হইয়া প্রাকৃত দেহ ও মনের অভিমান নাশপূর্বক অপ্রাকৃত দেহ ও মন উদয় করাইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চিন্তাশুদ্ধিক্রমেই আত্মদর্শন এবং শ্রীভগবানে শরণাগতি লাভ হইয়া থাকে। তখন আর সেই নির্মল-চিন্তা বিষয়াকার ধারণ করে না। চিন্তা যখন বিষয়াকার ধারণ করে না তখনই সে আত্মাকারতা লাভ করে।

জীব স্বরূপতঃ নির্মল ও বিশুদ্ধ, মায়াবদ্ধ হইলে অবিद्या-সম্পর্কে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই জীবের বন্ধাবস্থা। মৃত্তিকাসংযোগে যেৰূপ স্বভাবতঃ নির্মল স্বর্ণাদি ধাতুর মলিনতা ঘটে, জীবেরও অবিद्याসংযোগেই মলিনতা ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে জীবের আর অবিद्याজনিত মলিনতা থাকে না। ভগবৎ-সাধনার ফলে ভগবৎরূপায় চিন্তা শুদ্ধ হইলেই তাহার দ্বারা নিজের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ-স্বরূপ।

শ্রীভগবানের দয়া না হইলে সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। শ্রীভগবানের কৃপার জন্ত তচ্চরণে শরণাগতি একান্ত প্রয়োজন। জড়ীয় বাসনার একান্ত নাশের নিমিত্ত সৰ্বাস্তর্গ্যামী সৰ্বময় শ্রীভগবানের প্রপত্তিই সাধন এবং তাঁহার প্রেমলাভই সিদ্ধি।

তৃতীয়াধ্যায়ের সারমর্মে ইহাই পাওয়া যায়,—পরব্রহ্মই সর্বেশ্বরেশ্বর, মায়াধীশ, সর্বকারণ-কারণ, সর্বান্তর্যামী, সর্বলোকপিতা, বিপুলৈশ্বর্যময় ইত্যাদি। ব্রহ্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবতা গর্ভোদকশায়ী ত্রিবিষ্ণুর উপাসক। সর্বদেব-নমস্কৃত পুরুষাবতারতত্ত্বকে অবগত হইলেই জীব অমরত্ব লাভ করে।

শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। তাঁহার শক্তির পরিণতিতেই জগৎ ও জীবসমুদয় প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র তত্ত্ব আর কিছু নাই। শক্তি ও শক্তিমানরূপে তিনিই অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। সকলই তাঁহার সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। তিনিই সর্বব্যাপী ও মহান্। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিলেই তাঁহার কৃপায় জীব মুক্ত হয়।

তিনি সর্বব্যাপী হইয়াও সর্বজীবের হৃদয়গুহাতে বাস করেন। তিনিই মহাপ্রভু। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক। তাঁহার কৃপাতেই স্ননির্মল অর্থাৎ সর্বদোষবর্জিত শাস্তি লাভ হয়। তিনি জ্যোতির্ময় অর্থাৎ স্তুতিমান্ হইয়াও অব্যয়। সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ছায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

পুরুষের অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়-প্রদেশ। ঐস্থান অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া পুরুষকেও অঙ্গুষ্ঠ বলা হয়। তিনিই আমাদের জ্ঞানের বা বুদ্ধিবৃত্তির অধীশ্বর। অন্তঃকরণ-মধ্যে ভক্তিয়ুক্ত মনন দ্বারা তাঁহার প্রকাশ হয়। তিনি প্রাকৃত কৰ-চরণ-শ্রোত্রাদিরহিত হইলেও অপ্রাকৃত বিত্ত্ব ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অতএব শ্রীভগবানের শরীর অপ্রাকৃত; এবং তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি স্মৃষ্ট হইতেও স্মৃষ্টতর এবং মহান্

হইতেও মহত্তর। তিনিই সৰ্বভূতগুহাশয়। তিনি অজর, পুরাণ, সৰ্বস্ব, বিদ্যু ও নিত্যবস্তু।

চতুৰ্থাধ্যায়ে শ্রীভগবানের তত্ত্ব পুনরায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। এই সংসারে যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে-সকলই শ্রীভগবানের শক্তির প্রকাশ। তিনি স্বশক্তি-মাত্রসহায়ে আদিত্যে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিত্যে সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, তৎকর্তৃক মধ্যে রক্ষিত এবং অস্ত্যে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ চিদানন্দ-ময় পুরুষ; তিনি কৃপা করিয়া আমাদের গুণকরী বুদ্ধি প্রদান করুন,—ইহাই প্রার্থনা। তিনি অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনি চন্দ্রমা অর্থাৎ বিশ্বের যাহা কিছু—সকলই তাঁহার বহিরঙ্গের বৈভব। জগৎসৃষ্টিকারিণী মহামায়া তাঁহারই শক্তি। শ্রীভগবানের প্রকৃতিশক্তি হইতেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষমতায় কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতির সৃজন-শক্তি।

পর্য প্রকৃতিরূপ জীবসমূহ কৃষ্ণবহিস্মৃৎ হইয়া প্রকৃতিভোগে লিপ্ত হওয়ায় মায়াবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর কর্মফল ভোগ করে, সেই বহিস্মৃৎ জীব কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারে, সে-বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগীতাতে যেরূপ সংসারকে অশ্বখবৃক্ষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, এস্থলে শ্রুতিও শরীরকে অশ্বখবৃক্ষ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে বর্ণন করিয়াছেন, জীবরূপ পক্ষিটি স্বখ-দুঃখাত্মক কর্মফল ভোগ করে, আর পরমেশ্বর উহা ভোগ না করিয়া জীবকে ভোগ করান ও সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন স্বয়ং চিদানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন।

ভোক্তাভিমানী জীব একই বৃক্ষে দেহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মায়াভিভূতা-
বস্থায় অসামর্থ্য-হেতু সংসার-মোহে নিমগ্ন হইয়া শোকের বশীভূত হয়।
যখন সেই জীব গুরু-কৃপায় ভক্তগণসেবিত পরমেশ্বরকে দর্শন করে,
তখনই শোকরহিত হয় এবং ভগবৎপ্রসাদে মায়াব বন্ধন হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে।

মায়াই প্রকৃতি এবং মায়াধিষ্ঠাতাই মহেশ্বর। সেই মহেশ্বরের
অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। সেই সর্বনিয়ন্তা সর্বেশ্বরকে
সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে জীব নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ শ্রীহরি সর্বলোক-নাথ ও সর্বাধিপতি, তাঁহার নিকট
শুভবুদ্ধির প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক এবং তিনিই আমাদের
সর্বতোভাবে রক্ষাকর্তা জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই আমাদের
একমাত্র কর্তব্য।

পঞ্চমাধ্যায়ে পাওয়া যায় যে, পরব্রহ্মে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা গূঢ়-
ভাবে নিহিত আছে। তন্মধ্যে ক্ষর যাহা, তাহাই অবিজ্ঞা এবং
যাহা অক্ষর বা অমৃত তাহাই বিজ্ঞা। পরমেশ্বর এই বিজ্ঞা ও
অবিজ্ঞাকে নিয়মিত করেন, তিনি ইহা হইতে ভিন্ন। শ্রীবিষ্ণু
সর্বজীবাধিষ্ঠাতা এবং তিনি সকলের মুক্তির হেতু। ব্রহ্মাদি দেবতা
ও ঋষিগণ বিষ্ণুর পরমপদ অবগত হইয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগের ন্যায়
অতিসূক্ষ্ম কিন্তু সেই জীব আনন্ত্যধর্মের অধিকারী। জীব বন্ধা-
বস্থায় স্থূল-লিঙ্গদেহধারণ পূর্বক তত্তৎপরিচয়ে পরিচিত হয় কিন্তু তাহা
জীবের স্বরূপ পরিচয় নহে। জীব স্বরূপতঃ পরমেশ্বরের নিত্য

কিছু। সেই স্বরূপগত নিত্যদাশ্রয় স্বধর্ম ভুলিয়াই জীব মায়াব অধীন হইয়া শোক-মোহগ্রস্ত হয় মাত্র।

জীবগণের মধ্যে ধাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তিগ্রাহ সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার উপাসনায় রত হন, তাঁহারাই ভগবৎকৃপাবলে প্রাকৃত স্থল-স্থল শরীর-রহিত হইয়া ভগবদ্ধামে ভাগবতী তনু লাভ পূর্বক পার্শ্বদ্রুপে শ্রীভগবানের নিত্য-সেবা লাভ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠাধ্যায়-পাঠে জানা যায় যে, প্রকৃতি বা কাল বিশ্বের আদি-কারণ নহে। পরমেশ্বরের মহিমাতেই তদধীনে ব্রহ্মচক্র বা বিশ্ব পরিবর্তিত হইতেছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার কার্য অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর ও করণ অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার তিনটি প্রধান শক্তির বিষয় শ্রুত হয়। যথা—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ইহাদিগকেই তাঁহার পরা শক্তি বলে। ইহারা আবার সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তিরূপে পরিচিত।

সেই পরমদেব অদ্বিতীয়, সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত, সর্বব্যাপী, সর্বভূতাস্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতাশ্রয়, সাক্ষী, চেতয়িতা, উপাধি-রহিত ও প্রাকৃত গুণবর্জিত। যিনি এক হইয়াও নিষ্ক্রিয় বহু জীবের নিয়ামক এবং যিনি এক জীবকে বহুধা বিভক্ত করেন, আত্মস্থ সেই পরমেশ্বরকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাঁহাদিগের নিত্যস্থখ লাভ হয়, অন্বেষ হয় না। যিনি নিত্য বস্তুসমূহের নিত্যতাবিধায়ক পরম নিত্য, চেতন বস্তুসমূহের চেতয়িতা পরম চেতন এবং যিনি এক হইয়াও

বহুজীবের কাম্যবিষয় বিধান করিয়া থাকেন, সৰ্ব্বকারণভূত সাংখ্যো-
 গাধিগম্য সেই পরমদেবকে জানিয়া জীবসকল মায়া-পাশ হইতে মুক্ত
 হয়। সেই পরব্রহ্মকে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ও বিদ্যাসকল তাঁহাদের
 দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন না। সেই পরব্রহ্মের দীপ্তিতেই তাঁহারা
 দীপ্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকেই জানিয়া অর্থাৎ উপাসনা করিয়া জীব মৃত্যুকে
 অতিক্রম করে। জীবের পরমপদ-লাভের নিমিত্ত তাঁহার আশ্রয়-ভিন্ন অন্য
 পন্থা নাই। তিনিই বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা ও আশ্রয়োনি, তিনি প্রধান-
 ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি ; এবং তিনি সংসারে মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের একমাত্র হেতু।

পরম বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাবে ও ভগবৎপ্রসাদে পরম
 পবিত্র ঋষিকুলসেবিত পরব্রহ্মকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছিলেন এবং পরে
 অত্যাশ্রমীদিগকে তাহা বলিয়াছিলেন।

পূৰ্ব্বকল্পে প্রবর্তিত বেদান্তশাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত পরমগুহ্য এই জ্ঞান
 অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্তব্য নহে অথবা অযোগ্য পুত্র বা
 শিষ্যকেও প্রদান করা কর্তব্য নহে, কারণ অযোগ্যকে ইহা প্রদান
 করিলে সফলের পরিবর্তে কুফলই দৃষ্ট হয়।

এই শ্রুতির সৰ্ব্বশেষে শুদ্ধা ভক্তির কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে
 যে, যাহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে
 তেমনি গুরুতেও পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই
 সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এক্ষণে সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের প্রতি আমাদের সবিনয়
 অনুরোধ এই যে, গ্রন্থমধ্যে যে সকল মূদ্রণাশুদ্ধি ও অগ্ৰান্ত দোষ-
 ত্রুটি প্রকাশ পাইবে, তাহা যেন তাঁহারা নিজগুণে সংশোধনকরতঃ
 গ্রন্থের মৰ্ম্ম অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে বাহিত ও কৃতার্থ করেন।

আমাদের শ্রীআসনের মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় শ্রীনৃত্য গোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয় পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালেও যে ধৈর্য্য ও নির্ভর সহিত অতিশয় পরিশ্রম সহকারে ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’ রচনা পূরক ভক্তিমান্ সুধী পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার রচিত ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’ টাকায় যে কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার খণ্ডিত হইয়া শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত তথা গোড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মহিমা সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা সুধীসমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের স্নেহান্বিত ‘রূপ লেখা প্রেসে’র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী বি, এন্স, সি, ‘ভক্তিকলানিধি’ মহাশয় যেরূপ ঐকান্তিক চেষ্টাসহকারে মুদ্রণকার্য্য অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার হৃদয়ে একটি প্রবল বাসনা জাগ্রত হইয়াছে যে, আমার জীবিতকালেই তিনি আমার সঙ্কলিত উপনিষদ্-গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিয়া মৎসঙ্কলিত অগ্নাগ্ন গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিবেন। তাঁহার এই সাধুপ্রচেষ্টা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমার ইহাও মনে হয় যে, তাঁহার এই ইচ্ছার মূলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্শ্বদবর্গের অল্পপ্রেরণা রহিয়াছে। অবশ্য মুদ্রণ-ব্যাপারে এইরূপ একটি সহায়ক না পাইলে গ্রন্থগুলি এত শীঘ্র প্রকাশ পাইতে পারিত না, ইহা ধ্রুবসত্য। তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। কত বাধাবিল্লের মধ্যে যে, এই মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন।

তাঁহারই অমূল্য শ্রীমোহন লাল নন্দী মহাশয়ও গ্রন্থগুলির বাইণ্ডিং কার্যে যেরূপ স্নদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাও প্রশংসনীয় এবং তিনিও ধন্যবাদার্থ।

পরিশেষে আমি তাহাদিগকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই, যাহারা আমাকে নানাবিধভাবে গ্রন্থ-প্রকাশ ও গ্রন্থ-প্রচারে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী, শ্রীকালীদমন দাসাধিকারী ও শ্রীপবিত্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বোপরি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অপার করুণার কথা সর্বশেষে আরও একবার স্মরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাই, আদি, মধ্যে ও অন্ত্যে তাঁহাদের রূপার মহিমার কীর্তন ও স্মরণই আমার প্রধান অবলম্বন। আমার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের রূপাতেই এখনও গ্রন্থ-সম্পাদন-সেবায় রত থাকিতে পারিতেছি, ইহা সর্বদাই আমার অহুভবের বিষয় হইতেছে। কোথায় অর্থ, কোথায় শক্তি, কোথায় সহায়তা, কি ভাবে যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহা একমাত্র ঠাকুরই জানেন। ঠাকুরের এইরূপ অহৈতুকী করুণা মাদৃশ অধর্মের প্রতি বর্ষিত না হইলে কিছুতেই এই দুর্লভকার্য সম্পন্ন হইত না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্রীবলদেবারিভাব-পোর্ণমাসী

ও ঝুলন পুর্ণিমা,

২২ শ্রীধর, গৌরান্দ ৪৮৫,

বাংলা ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৮ সাল,

ইং ৬ই আগষ্ট, ১৯১১,

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে সেবাপ্রার্থী—

শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

(গ্রন্থ-সম্পাদক)

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰী শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ তৎ-সকলিত উপনিষৎ-গ্রন্থমালার অন্তর্গত ঐশ, কেন ও কঠ উপনিষৎ-ত্রয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত করিবার পর অত্যন্তকালের মধ্যেই 'শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষৎ'-গ্রন্থখানিও সত্ত্ব সমাপ্ত করিলেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলাম। ইহাতেই মনে হয়, শ্রীগুরু-গৌরাস্তের মহানুগ্রহে ও প্রেরণায় এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন হইতেছে। গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিভাভূষণ-বিরচিত দশোপ-নিষন্তান্তের মধ্যে কেবল 'ঐশোপনিষৎ'খানিই অধুনা পাওয়া যাইতেছে। সে-কারণ উপনিষদের উপর গোড়ীয়গণের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা পাইবার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। এহেন সময়ে শ্রীগুরু-গৌরাস্তের পরমশীর্ষাদে শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বারা এইরূপ একটি অভাব পূরণ সত্য-সত্যই বিশ্বের মহোপকার সাধন করিবে, সন্দেহ নাই। এই কার্য্যদ্বারা তিনি পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীমন্ত্ৰী সিদ্ধান্ত সন্ন্যাসী গোস্বামী ঠাকুরের একটি মনোভীষ্ট সেবা সম্পাদন করিলেন।

'শ্রী'-সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং কোন উপ-নিষদের ভাষ্য না করিলেও বেদান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-বিষয়ক চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন—যথা, (১) বেদার্থসংগ্রহ, (২) বেদান্তসার, (৩) বেদান্তদীপ, (৪) শ্রীভাষ্য। ইহার মধ্যেই তিনি বিশেষ বিশেষ উপনিষদের মন্ত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী

‘শ্রী’-বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ এই ব্যাখ্যাসমূহই গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিয়াছেন।

ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী পরে শ্রী-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্য্য শ্রীশ্রীরঙ্গরামানুজ মুনি শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্তাবলম্বনে যে, একাদশ-উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তদ্বারাই অধুনা পঠন-পাঠনমুখে ‘শ্রী’-সম্প্রদায়ের প্রচারিত ‘বিশিষ্টাষ্টৈতসিদ্ধান্তের’ ঋতি-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও আলোচিত হইতেছে।

আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ তৎ-সঙ্কলিত একাদশ-উপনিষদের মধ্যে কেবল ঈশোপনিষদে শ্রীমধ্ব, শ্রীবলদেব ও শ্রীভক্তি-বিনোদের ভাষ্য সংরক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট উপনিষদগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত ভাষ্যটিই সংরক্ষণ করিতেছেন। এই ‘শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ’ গ্রন্থখানিতেও পাঠকবর্গ তাহা দেখিতে পাইবেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রীপুরুষোত্তমবাদের ও তচ্ছক্তিতত্ত্বের বিলাস ও বিচিত্রতার পরিপোষক বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেজন্য মায়াবাদিসম্প্রদায়ের অনেকে বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য করেন নাই, সে-বিষয়ের উত্তর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজ তদীয় ‘প্রতিপাদনী’তে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমি আর কিছু লিখিতেছি না।

শ্রীশ্রীরামানুজের অনেক পরে আচার্য্য শ্রীরঙ্গরামানুজমুনিকৃত ভাষ্যটি ‘শ্রী’-সম্প্রদায়ে সাদরে যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন আশা করি, গোড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজেও অধিক পরে লিখিত হইলেও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজ-লিখিত ‘তত্ত্বকণা’-নামী অমূল্যব্যাখ্যা এবং আমাদের শ্রীআসনের মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ

বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয়ের লিখিত ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’ নামী টীকা অবশ্যই আদৃত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূজনীয় স্বামিজী মহারাজ তদ্রূচিত ‘প্রতিপাদনী’তে খেতাম-তরোপনিষদের সারনির্যাস যেভাবে চয়ন করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকবর্গের গ্রন্থের সারমর্ম অল্পকথায় জানিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে মনে করি। তদ্ব্যতীত গ্রন্থ-মধ্যে সাহুবাদান্বয় ও অহুবাদ প্রদান করিয়া মন্ত্যর্থগুলি এক্রপ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অল্প সংস্কৃতজ্ঞান লইয়াও যাহারা এই গ্রন্থ অহুশীলন করিবেন, তাঁহারা তৎসঙ্গে ‘ভক্তকণা’ পাঠ করিয়া অনায়াসেই গোঁড়ীয়সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রুত্যর্থ বুঝিতে পারিবেন। যদিও শ্রুত্যর্থবোধ সাধারণতঃ কেবলান্বিত-বাদের ভাবধারামতেই হইয়া থাকে, তথাপি স্বামিজীর সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ভাগ্যবানের দৃষ্টিগোচর হইলে উভয় ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইবে।

আশা করি, ভক্ত ও স্বধী পাঠকবৃন্দ এই উপনিষদ-গ্রন্থমালা সংগ্রহ করিবেন ও অধ্যয়ন করিয়া আনন্দিত হইবেন।

বৈষ্ণবদাসহুদাস—

ত্রীসভীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

(গ্রন্থ-প্রকাশক)

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১।	জগৎকারণ-ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের আলোচনা। ...	৩—৯
২।	কাল, স্বভাবাদির জগৎকারণতা খণ্ডন। ...	৯—১৪
৩।	ধ্যানের দ্বারা ভগবৎ-রূপায় ঋষিগণের জগৎ-কারণভূতা ব্রহ্মশক্তির সাক্ষাৎকার। ...	১৫—১৮
৪।	ব্রহ্মাভিন্ন ব্রহ্মের শক্তিকে চক্ররূপে বর্ণন ও নদীরূপে বর্ণন। ...	১৮—২৮
৫।	জীবের সংসার-বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ নির্দেশ।	২৮—৩৫
৬।	পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে জীবের মুক্তির-বিষয় বর্ণন।	৩৫—৩৮
৭।	পরমেশ্বর, জীব ও প্রকৃতির বিলক্ষণতা, তথা তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিনাভ-বিষয় কথন। ...	৩৯—৪৭
৮।	প্রধান ও পরমেশ্বরের বিলক্ষণতা। ...	৪৭—৪৯
৯।	পরব্রহ্মের জ্ঞাতব্যতা। ...	৫০—৫৩
১০।	প্রণবের স্মরণ বা চিন্তন হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন। ...	৫৩—৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

১।	ধ্যানের সিদ্ধির নিমিত্ত জগৎ-প্রসবিতা সবিতার অনুজ্ঞা প্রার্থনা। ...	৬৫—৭৫
----	--	-------

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্রাঙ্ক
২।	সবিতার অনুজ্ঞায় লাভ এবং অনুজ্ঞা বিনা হানি।	৭৫—৭৮
৩।	ধ্যানযোগের বিধি ও উহার মহত্ব।	... ৭৯—৯২
৪।	প্রাণায়ামের ক্রম।	... ৯২—১০৪
৫।	ধ্যানের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থানের নির্দেশ।	... ১০৪—১০৭
৬।	যোগসিদ্ধির পূর্বলক্ষণ।	... ১০৭—১০৯
৭।	রোগ, জরা ও অকালমৃত্যুর বিজয় লাভের চিহ্ন।	... ১০৯—১১২
৮।	গৌণ যোগসিদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞানের অভাব।	... ১১২—১১৬
৯।	যোগসিদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞানে স্থিতি।	... ১১৬—১১৮
১০।	পরমাত্মস্বরূপের বর্ণন।	... ১১৯—১৩২

তৃতীয় অধ্যায়

১।	পরমেশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি-বিষয় প্রতিপাদন।	১৩৩—১৪০
২।	পরমেশ্বরের স্তব।	... ১৪১—১৫৫
৩।	পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি।	... ১৫৫—১৬১
৪।	পরমেশ্বরের সর্বময়ভাব।	... ১৬১—১৯০
৫।	আত্মার দেহে অবস্থান ও জড়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ- রাহিত্য নিরূপণ।	... ১৯০—১৯৬
৬।	আত্মজ্ঞানে শোকনিবৃত্তি।	... ১৯৬—১৯৯
৭।	আত্মস্বরূপের বিষয় ব্রহ্মবেত্তার অনুভব।	... ১৯৯—২০৪

চতুর্থ অধ্যায়

১।	পরমেশ্বরের নিকট শুভবুদ্ধির প্রার্থনা।	... ২০৫—২০৮
২।	পরমাত্মার সর্বরূপতা।	... ২০৮—২১৬
৩।	প্রকৃতি ও জীবের সম্বন্ধ-বিচার।	... ২১৬—২২৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্রাঙ্ক
৪।	জীব ও পরমেশ্বরের বিলক্ষণতা।	... ২২৩—২৩১
৫।	ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপতা ও ঐ জ্ঞান হইতে কৃতার্থতা।	... ২৩১—২৩৮
৬।	প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন।	... ২৩৮—২৪১
৭।	ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পরমশাস্তি লাভ।	... ২৪১—২৪৪
৮।	পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের সাধন।	... ২৪৪—২৪৬
৯।	ব্রহ্মের অতুলনীয়তা এবং ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপের বর্ণন।	... ২৪৬—২৫৪
১০।	পরমেশ্বরের স্তব ও মহিমা বর্ণন।	... ২৫৫—২৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

১।	পরমেশ্বরপ্রাপ্তি বিদ্যা ও অবিদ্যার পরিচয়।	... ২৭৭—২৯৩
২।	কর্তৃত্বাদি ধর্মযুক্ত জীবাশ্মার স্বরূপ বর্ণন।	... ২৯৩—৩০৫
৩।	জীবের কর্ম্মানুসারে বিবিধ দেহপ্রাপ্তি।	... ৩০৫—৩১১
৪।	পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের মুক্তি।	... ৩১১—৩২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

১।	পরমেশ্বরের মহিমায় সৃষ্টিচক্রের সঞ্চালন।	... ৩২১—৩২৪
২।	পরমেশ্বরের স্বরূপ ও উহার মহিমা।	... ৩২৪—৩২৭
৩।	ভগবদর্পণমূলা কর্ম্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি এবং উপাসনালভ্য তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি।	... ৩২৭—৩৩৩
৪।	পরমেশ্বরের মহত্ত্ব।	... ৩৩৩—৩৫১
৫।	ব্রহ্মের সহিত মিলন-প্রার্থনা।	... ৩৫১—৩৫৪
৬।	পরমেশ্বরের স্বরূপের নির্দেশ।	... ৩৫৪—৩৫৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্রাঙ্ক
৭।	পরমাত্মজ্ঞান হইতে নিত্যস্বথ-প্রাপ্তি।	... ৩৫৭—৩৬৩
৮।	পরব্রহ্মের প্রকাশে সকলের প্রকাশ।	... ৩৬৩—৩৬৫
৯।	পরমেশ্বরের স্বরূপের বিশেষরূপে বর্ণন।	... ৩৬৫—৩৭৪
১০।	মুক্তির জন্য ভগবচ্ছরণাগতির উপদেশ।	... ৩৭৪—৩৮০
১১।	পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখ-নিবৃত্তি অসম্ভব।	... ৩৮০—৩৮২
১২।	স্বৈতান্বতর-বিচার সম্প্রদায় তথা ইহার অধিকারী নির্ণয়।	... ৩৮২—৩৮৫
১৩।	অনধিকারীর প্রতি বিচার উপদেশ নিষেধ।	... ৩৮৫—৩৮৮
১৪।	শ্রীভগবান্ ও গুরুতে পরা ভক্তিযুক্ত শিষ্যের প্রতি উপদেশের সফলতা।	... ৩৮৮—৪০১

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে)

মন্ত্র	অধ্যায়, শ্রুতি-সংখ্যা	পত্রাক
অ		
অগ্নির্ঘত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্ঘত্রাধিকৃধ্যতে	২।৬	৮৪—৮৭
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তবান্ধ্রা	৩।১৩	১৭৬—১৭৮
অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতূল্যরূপঃ	৫।৮	২২৮—৩০১
অজ্ঞাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীকঃ	৪।২১	২৭০—২৭২
অজামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং	৪।৫	২১৬—২২৩
অণোরগীযান্ মহতো মহীযান্	৩।২০	১২৬—১২৯
অনাগ্ননস্তং কলিলস্ত মধ্যো	৫।১৩	৩১১—৩১৪
অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা	৩।১৯	১২২—১২৬
আ		
আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ	৬।৫	৩৩৩—৩৩৬
আরভ্য কৰ্ম্মাণি গুণাবিতানি	৬।৪	৩৩০—৩৩৩
উ		
উদগীতমেতৎ পরমস্ত ব্রহ্ম	১।৭	৩২—৩৫
ঋ		
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্	৪।৮	২৩১—২৩৫
এ		
একৈকং জালং বহুধা বিকূৰ্ণন	৫।৩	২৮৩—২৮৬

মন্ত্র	অধ্যায়, শ্রুতিসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ	৬।১১	৩৫৪—৩৫৭
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহুনায়েকং	৬।১২	৩৫৭—৩৬০
একো হৃস্মো ভুবনশ্রাশ্র মধ্যো	৬।১৫	৩৬৫—৩৬৮
একো হি ক্রোধো ন দ্বিতীয়ায় তস্তুঃ	৩।২	১৩৭—১৪০
এতজ্জ্জ্যেয়ম্ নিত্যমেবাত্মসংস্থং	১।১২	৫০—৫৩
এষ দেবো বিশ্বকর্ষা মহাত্মা	৪।১৭	২৫৮—২৬০
এষ হ দেবঃ প্রদিশোহনু সর্বাঃ	২।১৬	১২৪—১২৮
ক		
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা	১।২	৯—১৪
কিং কারণং ব্রহ্ম কূতঃ স্ম জাতা	১।১	৩—৯
ক্ষ		
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হবঃ	১।১০	৪৩—৪৭
গ		
গুণাহয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা	৫।৭	২২৩—২২৮
ঘ		
ঘৃতাং পরং মণ্ডমিবাতিমৃশ্বং	৪।১৬	২৫৫—২৫৮
ছ		
ছন্দাংসি ঘজ্জাঃ ক্রতবো ব্রতানি	৪।৯	২৩৫—২৩৮
জ		
জাজ্ঞৌ ধাবজ্জাবীশনীশৌ	১।৯	৩৯—৪৩
জাত্বা দেবং সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ	১।১১	৪৭—৪৯
ত		
ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহস্তুং	৩।৭	১৫৫—১৫৮

মন্ত্ৰ	অধ্যায়, শ্রুতিসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্	৩।১০	১৬৪—১৭০
তৎকৰ্ম কৃত্বা বিনিবৰ্ত্য ভূয়ঃ	৬।৩	৩২৭—৩৩০
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ	৪।২	২০৮—২১১
তৰ্বেদগুহোপনিষৎস্ব গৃঢ়ং	৫।৬	২২০—২২৩
তপঃপ্রভাবাদেবপ্রসাদাচ্চ	৬।২১	৩৮২—৩৮৫
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং	৬।৭	৩৩৯—৩৪৩
তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং	১।৪	১৮—২৪
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ	১।১৫	৫৮—৬০
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশন্	১।৩	১৫—১৮
ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরং	২।৮	৯২—৯৮
ত্বং শ্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমাৰ উত	৪।৩	২১১—২১৩
দ		
দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সখায়া	৪।৬	২২৩—২২৬
দে অক্ষরে ব্রহ্মপরে অনন্তে	৫।১	২৭৭—২৮০
ন		
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং	৬।১৪	৩৬৩—৩৬৫
ন তস্ম কশিৎ পতিয়ন্তি লোকে	৬।৯	৩৪৮—৩৫১
ন তস্ম কার্যং করণঞ্চ বিঘতে	৬।৮	৩৪৩—৩৪৮
নবদ্বারে পুরে দেহী হৃৎসো লেলায়তে বহিঃ	৩।১৮	১২০—১২২
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্র	৪।২০	২৬৭—২৭০
নিভ্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্	৬।১৩	৩৬০—৩৬৩
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়শ্চ শান্তং নিরবগুং নিরঞ্জনম্	৬।১৯	৩৭৭—৩৮০
নীলঃ পতঙ্গো হরিভো লোহিতাঙ্গঃ	৪।৪	২১৩—২১৬
নীহারধূমার্কানিলানলানাং	২।১১	১০৭—১০৯

মন্ত্ৰ	অধ্যায়, শ্রুতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
নৈনমৃদ্ধং ন তিৰ্য্যকং ন যদ্যে	৪।১২	২৬৫—২৬৭
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ	৫।১০	৩০৩—৩০৫
প		
পঞ্চশ্রোতোহম্বুং পঞ্চযোহ্ম্যগ্রবক্রাং	১।৫	২৪—২৮
পুরুষ এবৈদং সৰ্বং ষড্ভূতং যচ্চ ভব্যম্	৩।১৫	১৮১—১৮৫
পৃথাপৃতেজোহনিলথে সমুশ্বিতে	২।১২	১০৯—১১২
প্রাণান্ প্রপীডোহ সংযুক্তচেষ্টঃ	২।৯	৯৮—১০৪
ব		
বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতস্ত চ	৫।৯	৩০১—৩০৩
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি-কিং কারণং	১।১	৩—৯
ভ		
ভাবগ্রাহমনীড়াখ্যং ভাবাতাবকরং	৫।১৪	৩১৫—৩২০
ম		
মহান্ প্রভূর্কে পুরুষঃ সস্বশ্রৈষ প্রবর্তকঃ	৩।১২	১৭৩—১৭৬
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি	৪।২২	২৭২—২৭৬
মায়ান্ তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনং	৪।১০	২৩৮—২৪১
য		
য একো জ্ঞানবানীশত ঈশনীভিঃ	৩।১	১৩৩—১৩৭
য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-	৪।১	২০৫—২০৮
যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ	৫।৫	২৮৮—২৯০
যথৈব বিশ্বং মৃদয়োপলিপ্তং	২।১৪	১১৬—১১৮
যদা চর্ষবদাকাশং বেষ্টয়িস্তাস্তি মানবাঃ	৬।২০	৩৮০—৩৮২
যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ	৪।১৮	২৬০—২৬৪

মন্ত্র	অধ্যায়, শ্রুতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
যদাঅতৎন তু ব্রহ্মতৎ	২।১৫	১১৯—১২৪
যন্তন্তনাত ইব তন্ততি: প্রধানৈঃ	৬।১০	৩৫১—৩৫৪
যস্মাং পবং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ্	৩।৯	১৬১—১৬৪
যশ্চ দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ	৬।২৩	৩৮৮—৪০১
যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা	৩।৫	১৪৯—১৫২
যামিষুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ষান্তবে	৩।৬	১৫২—১৫৫
যুক্তেন মনসা বয়ং দেবশ্চ	২।২	৬৯—৭১
যুক্তায় মনসা দেবান্ স্ববর্ষাতো	২।৩	৭১—৭৫
যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্য্যং নমোভি:	২।৫	৭৯—৮৪
যুজতে মন উত যুজতে	২।৪	৭৫—৭৮
যুজান: প্রথমং মনস্তদ্বায়	২।১	৬৫—৬৯
যেনাবৃতং নিতামিদং হি সর্কং	৬।২	৩২৪—৩২৭
যো দেবানামধিপো যস্মিন্নৌকা:	৪।১৩	২৪৬—২৪৯
যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্রবশ্চ	৩।৪	১৪৫—১৪৯
যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্রবশ্চ বিশ্বাধিপো	৪।১২	২৪৪—২৪৬
যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্ স্ত	২।১৭	১২৮—১৩২
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্য্যং	৬।১৮	৩৭৪—৩৭৭
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো-	৪।১১	২৪১—২৪৪
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো	৫।২	২৮০—২৮৩

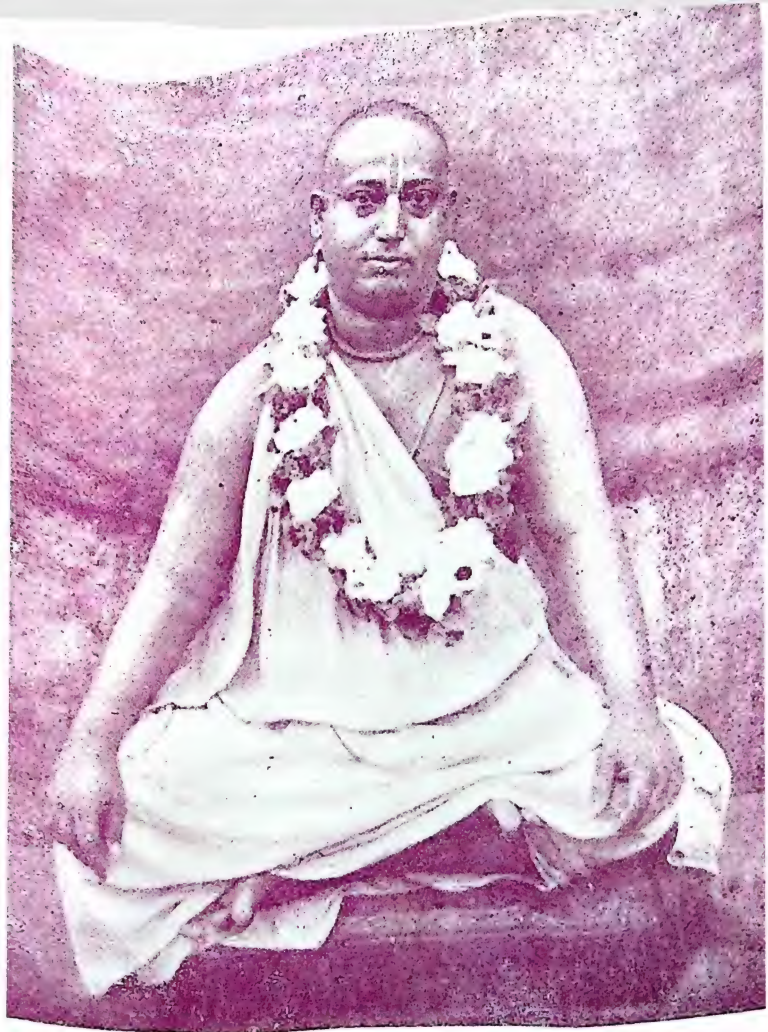
ল

লঘুভ্রমারোগ্যমলৌপভং	২।১৩	১১২—১১৬
---------------------	------	---------

ব

বহুর্ধ্বা যোনিগতশ্চ মূর্তি:	১।১৩	৫৩—৫৬
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো-	৩।৩	১৪১—১৪৫

মন্ত্ৰ	অধ্যায়, শ্ৰুতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্	৬।২২	৩৮৫—৩৮৮
বেদাহমেতমজরং পুরাণং	৩।২১	১২৯—২০৪
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তং	৩।৮	১৫৮—১৬১
স		
স এব কালে ভুবনস্ত গোপ্তা	৪।১৫	২৫২—২৫৫
সকল্পনশ্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাশু-	৫।১১	৩০৫—৩০৮
স তন্ময়ো হৃদয়ত ইশসংস্থো	৬।১৭	৩৭২—৩৭৪
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো	৪।৭	২২৬—২৩১
সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-	২।১০	১০৪—১০৭
সংযুক্তমেতং ক্ষরমক্ষরঞ্চ	১।৮	৩৫—৩৮
সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিণিরোমুখম্	৩।১৬	১৮৬—১৮৭
সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষৌরে সর্পিরিবার্পিতম্	১।১৬	৬১—৬৪
সর্বাঙ্গীবে সর্বসংস্থে বৃহস্প্তে	১।৬	২৮—৩২
সর্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চতির্ধ্যাক্	৫।৪	২৮৬—২৮৭
সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ	৩।১১	১৭০—১৭৩
সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং	৩।১৭	১৮৭—১৯০
সবিত্রা প্রসবেন জুবেত ব্রহ্ম পূর্য্যাম্	২।৭	৮৭—৯২
স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাঅযোনিঃ	৬।১৬	৩৬৯—৩৭১
স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহস্তো	৬।৬	৩৩৬—৩৩৯
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ	৩।১৪	১৭৯—১৮১
স্বস্মাতিস্বস্মং কলিলস্ত মধো	৪।১৪	২৪৯—২৫২
স্থূলানি স্বস্মাণি বহুনি চৈব	৫।১২	৩০৮—৩১১
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং	১।১৪	৫৬—৫৮
স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি	৬।১	৩২১—৩২৪



পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুদেব গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-ভাস্কর'
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ ।
গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকনা' নামী
অনুব্যাখ্যা লেখক ।



শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বহু প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব ।



নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব ।



কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত
শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গো জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া

শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—১১

শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু । সহ নো ভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বি নাবধীতমস্ত । মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুবাদ—ওঁ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা আমাকে (বক্তা বা
গুরুকে) ও শিষ্য (শ্রোতা) উভয়কে মিলিতভাবে রক্ষা করুন
অর্থাৎ অহুগ্রহ পূর্বক বিজ্ঞা-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিউন। তিনিই
আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা উভয়ে অধ্যয়নাধ্যাপনাদি-
অধ্যবসায় অর্থাৎ বিজ্ঞাবিষয়ক উৎসাহ যেন মিলিত হইয়া লাভ
করিতে পারি। আমাদের অধীত-বিষয় তেজোযুক্ত (তেজস্বী)
অর্থাৎ সফল হউক। আমরা পরস্পর যেন বিবেচাচরণ না করি
অর্থাৎ স্নেহমুদ্রে সর্বদা আবদ্ধ থাকি। তিনবার ‘শান্তি’ শব্দ পাঠ
আমাদের সকল বিঘ্ন-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। আমাদের সর্বপ্রকারে

শান্তি হউক। শিষ্য ও আচার্য্যের প্রমাদবশতঃ ও অত্নায়রূপে বিদ্যাগ্রহণ ও বিদ্যাদান-নিমিত্ত দোষ-প্রশমন হউক। এসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—‘বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেহস্মি রক্ষ মাম্। অস্বয়কায় মাং মা দ্বা যেন স্ত্রাং বীৰ্য্যবন্তমা’। বিদ্যা আচার্য্যকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আমিই তোমার নিধি, আমাকে রক্ষা কর, বিদ্যা বিদ্যেবীর কাছে আমাকে দান করিও না, তাহা হইলেই আমি তেজস্বিনী হইব।

আমাদের ত্রিবিধ তাপ নিবৃত্ত হউক,—এইজ্ঞা আদিতে শান্তিপাঠ কথিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ঐকান্তিক ভক্তগণ অগ্নি কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবশে মঙ্গলাচরণে শ্রীভগবানের বন্দনা, স্মরণাদি করিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করেন।

শ্বেতাস্থতরোপনিষৎ

প্রথমোহধ্যায়ঃ

পূর্বাভাস

শ্বেতাস্থতর উপনিষদটি—ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে কারণ নির্দেশ-প্রসঙ্গে দার্শনিকদিগের মতের বহু বিপ্রতিপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। এককালে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সমবেত হইয়া জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব-বিষয়ে বহুপ্রকার বাদ—জল্প করেন তন্মধ্যে শ্বেতাস্থতর নামে এক ব্রহ্মবিদ তপঃপ্রভাবে এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পরব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জিজ্ঞাসু আশ্রমিগণের মধ্যে উহা বিশদভাবে বিবৃত করেন। সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপক উপনিষদই শ্বেতাস্থতর-উপনিষদ নামে প্রথিত হইয়াছে। তথাচ প্রমাণ—“তপঃ-প্রভাবাদেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাস্থতরোহং বিদ্বান্। অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সমাগৃহিসজ্জজুষ্টম্”। [শ্বেতাস্থ...৬ অ...২১ শ্রঃ]

শ্রুতিঃ—হরিঃ ওম্ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুন্তঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥১॥

অন্থয়ানুবাদ—ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি (ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনারত কতিপয় মুনি জিজ্ঞাসু হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—) ব্রহ্মবিদঃ (হে

ব্রহ্মবিদগণ!) [কিং কারণমিত্যাदि] কারণম্ কিম্ (জগতের
আদিকারণ কি?) [অথবা জগৎকারণীভূত] ব্রহ্ম [কিম্] (ব্রহ্মই বা
কি?) [অথবা কাল প্রভৃতি কি জগতের উৎপত্তির কারণ? যদি
বল, অনাদি প্রবহমান এই জগৎ, ইহার কেহ কারণ নাই, তাহার
উত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইতে পারে না] [বয়ং] কৃতঃ জাতাঃ
অ (আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি) কেন (কাহার দ্বারা)
[স্থিতিকালে] জীবাম (আমরা বাঁচিয়া থাকি) ক চ (আর
কোথায় বা) প্রলয়কালে সম্প্রতিষ্ঠাঃ (লয় প্রাপ্ত হইব?) কেন
(কাহা কর্তৃক) অধিষ্ঠিতাঃ (নিয়ন্ত্রিত হইয়া অর্থাৎ কাহার দ্বারা
পরিচালিত হইয়া) সুখেতরেষু (সুখ ও দুঃখে) ব্যবস্থাম্ (নিয়মনে)
বর্তামহে (বর্তমান আছি অর্থাৎ কাহার ব্যবস্থানুসারে সুখ ও দুঃখ
ভোগ করিতেছি) [অতএব নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে।] ১১।

অনুবাদ—এককালে ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনাকারী ব্রহ্মবাদী মুনিগণ
সমবেত হইয়া পরস্পর জগৎ-কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।
তাঁহাদের মধ্যে কেহ সংশয়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্ম-
বিদগণ! এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টির কারণ কে? উত্তর হইল—ব্রহ্ম,
যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে,—ঐহা হইতে এই সমস্ত পৃথিব্যাदि ভূত ও
প্রাণিবর্গ জন্মিয়াছে, জন্মিবার পর ঐহার দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া
থাকে, ঐহার দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং ঐহাতে প্রলয়ে লীন
হইতেছে, তিনিই জগতের কারণ—ব্রহ্ম। যদি ব্রহ্মই কারণ হন,
তবে তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? আমরাই বা কাহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া
কাহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি? বিশেষতঃ আমরা কাহাকে আশ্রয় করিয়া
আছি; তাহা কি? অস্তে আমরা কাহাতে লয় প্রাপ্ত হইব? অর্থাৎ
কোথায় আমাদের প্রকৃত অবস্থিতি হইবে? কাহার নিয়মে আমরা
সুখদুঃখের বিধান অনুসরণ করিতেছি? ১১।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-ভাষ্যম্ ।

‘অতসীগুচ্ছসচ্ছায় মঞ্চিতোরঃস্থলং শ্রিয়া ।

অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলির্মম গাহতাম্ ।

ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্মান্ গুরুনপি ।

শ্বেতাস্থতরমস্ত্রাণাং বিবৃতিং করবাণ্যহম্ ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শ্বেতরসমস্তচেতনাচেতনবিলক্ষণপরমাত্মস্বরূপ
নির্দিধারয়িষ্যেয়ম্পনিষদারভ্যতে, বিজ্ঞাস্ত্যর্থমাখ্যায়িকামাহ—কিং
কারণমিত্যাदि—

ব্রহ্মবদনশীলা মুনয়ো বক্ষ্যমাণ প্রকারেণ বদন্তিস্থ ইত্যর্থঃ—

হে ব্রহ্মবিদঃ! জগতঃ কারণং ব্রহ্ম কিং দেবতারূপং? কস্মাদ্-
ব্রহ্মণোহস্মাকং জন্ম-স্থিতিশ্চ সম্প্রতিষ্ঠাশক্তিতো লয়শ্চ কেন বা ব্রহ্মণা-
ধিষ্ঠিতা স্তৎপরতত্ত্বাঃ সন্তঃ জিহাসিতেষু দুঃখরূপেষু কষ্টরূপেষু জন্মসু
বিশিষ্টামবস্থিতিমহুহত্য বর্জ্যামহে । সম্প্রতিষ্ঠা ইতি পাঠেহপ্যয়মেব
অর্থঃ ।১।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ওঁ তৎ সৎ ।

নহা শ্রীগুরু-গৌরাক্ষৌ তদ্ভক্তান্ বৈষ্ণবাংস্তথা ।

প্রীণয়িতুং ময়া টীকা শ্রুত্যর্থবোধিনী কৃত্য ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-নির্দেশাদ্ গোড়ীয়-মতসাধনম্ ।

সাধবো যদি মোদেরন্ সফলোহসৌ ততঃ শ্রমঃ ।

একদা ব্রহ্মবাদিনো ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং প্রবৃত্তাঃ পরম্পরমহুশীলয়ন্তিস্থ
ভো ব্রহ্মবিদঃ! ব্রহ্মজ্ঞাঃ অথবা হে ব্রহ্মতত্ত্ববিদঃ! কারণং ব্রহ্ম
কিম্—জগদুপাদানীভূতং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্ম কিং কিং স্বরূপম্?

অথবা কিং ব্রহ্ম কারণম্ উতাত্তঃ কালাদিঃ তত্র সংশয়ঃ—নহু 'যতো
 বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি-
 বিশস্তি তদব্রহ্ম তদবিজিজ্ঞাসস্বেতি' শ্রুত্যা 'জন্মান্তস্ত যতঃ' ইতি
 শূত্রেণ চ ব্রহ্ম জগৎকারণত্বেন নির্ণীতং কিং পুনর্জিজ্ঞাস্যং সংশয়া-
 ভাবাৎ ইতি সত্যং তথাপি বিপ্রতিপত্তিসম্বাদং অথবা নিষ্কল-নিষ্ক্রিয়-
 ব্রহ্মণো-নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃদ্ধিন'ঘটতে অথচ তস্ত জগৎ-
 কর্তৃত্বাভাবে বয়ং কুতো জাতাঃস্ম কেন জীবাম ইতি, অয়ং ভাবঃ—যদি
 ব্রহ্মণ কারণং তর্হি কিং কারণম্ ইতি প্রশ্নঃ, অবশ্যং কেনাপি কারণেন
 ভাব্যম্ যতো বয়ং জাতাঃ স্ম তথা কেন চ জীবাম, ব্যাত্যয়েন বর্তমানে
 লোটে। জীবনাধায়কং হি চেতনবস্ত তৎ কিমিতি প্রশ্নঃ, ক চ
 সম্প্রতিষ্ঠাঃ কিমাপ্রিত্য স্থিতাঃ, অথবা কস্মিন্ লীয়ামহে, নহু তদপি
 ব্রহ্মৈবেতি চেৎ বয়ং স্থিতেষু স্থিৎসু দুঃথেষু চ কস্ত বাবস্থাম্ নিয়মনং
 বর্তামহে অহুসরামঃ যদি তত্রাপি ব্রহ্মকারণং শ্রুত্বা তর্হি স্থানাত্মকস্ত
 তস্ত কেবলং স্থানাত্মিকৈব সৃষ্টিঃ শ্রুত্বা ন দুঃখময়ী, তস্ত দুঃখশষ্টেভ্যে
 নৈঘৃণ্যাপত্তিঃ বৈষম্যাক্ষ প্রসজ্যেত অতঃ ব্রহ্ম ন কারণং পরং কিং
 কারণমিতি প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে ॥১॥

তত্বকণা—ওঁ অত্যানতিমিহা ব্রহ্মস্য জ্ঞানাজ্ঞানশব্দকত্বা ।

চক্ষুঃকর্ণানি তৎ খেন তস্মৈ শ্রীশ্রুতবে নমঃ ॥

যস্য প্রমাদাদ্ ওগবাৎপ্রমাদো

যস্যাপ্রমাদাঙ্গগতিঃ কুতোহপি ।

যস্যাত্তবৎস্তস্য যশস্বিস্ক্যং

বদে শুভোঃ শ্রীচরণানুবিবদ্য ॥

বাস্ত্বাকল্পতরুণ্যন্ত রূপাধিক্ষুণ্ড্য এব চ ।
 পাতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নম্রো নম্রঃ ॥
 খদৈতৎ ব্রহ্মোপনিষাদি তদপ্যস্য তনুভা
 য আত্মাশুখ্যায়া পুরুষ ইতি মোহম্যাংশবিবঃ ।
 মৃদৈশ্বর্যেণ পূর্নো য ইহ ওগবান্ য স্বয়ম্বয়ং
 ন চৈতন্য্যো রূক্ষাঙ্গগতি পরতত্ত্বং পরম্বিত ॥
 শ্রীচৈতন্যমুণ্ডং বন্দে বাণোদ্যপি খদনুগ্রহাৎ ।
 তন্মেনানাশতগাহব্যাক্তং সিদ্ধাশুভাগম্ ॥
 শ্রীশুরু, বৈষ্ণব আর মুণ্ড-ওগবান্ ।
 তিনের স্বরূপে ইহা বিদ্বি-বিনাশন ।
 সেই আশাবঞ্চে মুহুঁ করিণু স্বরূপ ।
 অনায়াসে ইহা ঘেণ বার্ষ্চিও-পূরণ ॥

শ্রীশুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে তাঁহাদের
 শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মূলে তাঁহাদের অহৈতুক রূপাশীর্ষাদ প্রার্থনা
 পূর্বক শ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালার অন্তর্গত ‘শ্রীশ্বেতাস্বতরোপ-
 নিষদের’ “তত্ত্বকণা”-নামী অম্বব্যাক্য রচনা করিতে প্রয়াস
 পাইতেছি ।

পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ঐ
 আলোচনারত কতিপয় জিজ্ঞাসু মুনি পরস্পর আলোচনা করিলেন ।
 কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিলেন—হে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ ! জগৎ-সৃষ্টির
 মূলকারণ কে ? শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মই সমস্ত জগৎ-
 কারণ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...তদ্বিজ্জিগীসস্ব তদ্

ব্রহ্মেতি।” (তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩।১।১) সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কীদৃশ ? আমরা সকলে কাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং কাঁহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি অর্থাৎ আমাদের জীবনের আধার কে ? আর আমাদের পূর্ণরূপে স্থিতিই বা কোথায় ? আমাদের পরমাত্মার বস্তুই বা কি ? আমাদের অধিষ্ঠাতা কে ? অর্থাৎ কাঁহার ব্যবস্থামুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ? এই সমগ্র জগতের সুব্যবস্থাকারী ও পরিচালক স্বামী কে ? এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন লইয়া এই শ্রুতির আরম্ভ ।

এইপ্রকারে পরব্রহ্ম পরমাত্মার অমূল্যবস্তু হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার মানসে যাহার উৎকট লালসা জাগ্রত হয়, তাহার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শ্রীচরণ আশ্রয়পূর্বক বিনীতভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক জিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্বক সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । এই উপনিষদে প্রথমেই এইরূপ সংসঙ্গ আশ্রয়করতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরি-প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

প্রথম মস্ত্রে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা যায়,—

(১) শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মই কি পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ ? অথবা বক্ষ্যমাণ কালাদি কারণ ? (২) আমরা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ? (৩) উৎপত্তির পর কাঁহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছি ? (৪) প্রলয়কালেই বা আমরা কোন বস্তুতে অবস্থান করি বা লয় প্রাপ্ত হই ? (৫) এই জগতের নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক কে ? কাঁহার নিয়মনে—ব্যবস্থামুসারে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মই তো জগৎকারণ ; ইহা সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত ও স্বতঃসিদ্ধরূপে সকল ব্রহ্মবিদগণ দ্বারা স্বীকৃত । পুনরায় ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইল কেন ?

তদন্তরে বলা যায় যে, জগৎকারণ-বিষয়ে নানা মতবাদিগণের নানা-প্রকার মত রহিয়াছে। যেমন—কালস্ত পুরুষগণ কালকেই, লোকায়-তিকগণ স্বভাবকেই, মীমাংসকগণ কর্মকেই, কারণ বলেন, কেহ বা জগৎসৃষ্টির কোন কারণ নাই বলেন অর্থাৎ ইহা যাদৃচ্ছিক, অনাদি-প্রবহমান, আবার কেহ কেহ পঞ্চভূতকে বা প্রকৃতিকেও কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার মীমাংসাকল্পেই এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা ৷১৷

অবতরণিকা—এক্ষণে কালাদিকে ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রতিপক্ষভূত বিচারের বিষয়রূপে প্রদর্শন করিতেছেন,—

শ্রুতিঃ—কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ভ্রাত্ত্বাভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥২॥

অঙ্ক্যানুবাদ—[কেহ বলিলেন—] কালঃ (কালশক্তিই) যোনিঃ (কারণ) [অপরে] স্বভাবঃ (পদার্থের নিজনিজশক্তি কারণ), নিয়তিঃ (কেহ বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীবের অদৃষ্টই কারণ) যদৃচ্ছা (আবার কেহ বলেন, আকস্মিকী প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বভাব হইতে সব হয়) ভূতানি (আকাশাদিভূতবর্গকে কেহ কেহ কারণ মনে করেন) পুরুষঃ (অথবা জীব কারণ) ইতি (এইরূপে) যোনিঃ (কারণ) চিন্ত্যা (চিন্তনীয়) [কেচিদাহঃ] এষাং (এইকাল প্রভৃতির) সংযোগঃ (সমষ্টিই কারণ) ন তু ভ্রাত্ত্বাভাবাৎ (স্ব স্ব স্বরূপে নহে, যেহেতু ইহারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, কারণ দেশ, কাল, কর্ম-ব্যতিরেকে কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়

না ; আবার সমষ্টিও কারণ নহে যেহেতু সংহত বস্তুসমূহের পর প্রয়োজন-
সাধক হইয়া থাকে, অতএব আত্মাই তাহাদের উপকার্য্য এজ্ঞ
তাহাকেই কারণ বলা যাউক, তাহাও নহে ; যেহেতু) আত্মাপানীশঃ
(জীবাত্মাও সৃষ্টিকার্য্যে স্বয়মসমর্থ) [কারণ কি ?] সুখদুঃখহেতোঃ
(সুখ-দুঃখের হেতুভূত পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মাধীন, অথবা যখন সুখ ও
দুঃখ উভয়ই সে ভোগ করে তখন সেই জীবও অপরের অধীন,
স্বাধীন হইলে কেবল সুখই সৃষ্টি করিত, দুঃখ নহে ; অতএব
কারণ কে ?) ১২।

অনুবাদ—কাল কি জগতের কারণ ? যেহেতু দেখা যাইতেছে—
কালেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে, অথবা কালকে কিরূপে
কারণ বলা যাইতে পারে ? তাহা হইলে কাল সকলের পক্ষেই সমান,
এজ্ঞ যে কোন বস্তু হইতে যে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না কেন ?
তবে স্বভাবকে অর্থাৎ প্রতিনিয়ত পদার্থের নিজ শক্তিকে কারণ
বলা যাউক, ইহাও নহে ; কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বদা সৃষ্টি হয় না কেন ?
এবং যাহা একব্যক্তির সুখস্বভাব তাহা অপরের দুঃখের কারণ
হইবে কেন ? স্তব্রাং জীবের অদৃষ্টই কারণ । ইহাও তো যেন মানিলাম
কিন্তু অদৃষ্টের তো কোন কৃতিশক্তি নাই যাহা হইতে এই পার্শ্ব-
ভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হইবে, অতএব যদৃচ্ছা অর্থাৎ আকস্মিক
প্রাপ্তিই বলা যাউক, ভাবার্থ এই—জগতের কোন কারণ নাই,
আপনিই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই মতও যুক্তিযুক্ত নহে ;
যেহেতু বিনা কারণে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায় না ;
অতএব ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই কারণ ? একথাও মানা যায় কিরূপে ?
কারণ পঞ্চভূত জড় পদার্থ, তাহার পরিচালক যিনি হইবেন তিনিই
কারণ ; অতএব জীবাত্মা জগতের কারণ । এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—

কাল প্রভৃতিকে জগৎকারণ স্বীকার করিলে সংশয় এই—ইহারা কি পৃথক্ পৃথক্ভাবে জগৎ সৃষ্টি করে? অথবা মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে? ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত পৃথক্ভাবে উৎপাদকতা বলা যায় না; কারণ দেশ, কাল, নিমিত্ত এগুলি মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। তবে দ্বিতীয়টিই স্বীকার করা যাউক, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; যেহেতু সংহত বস্তুগুলি আর এক জনের কার্য্য সাধন করে তাহা আত্মা, কিন্তু আত্মা অর্থাৎ জীব তাহাও কারণ নহে যেহেতু আত্মা স্থ-দুঃখের হেতুভূত পাপ-পুণ্যের অধীন এজন্ত জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনে সামর্থ্যহীন; তবে কারণ কে হইবে? ১২।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহু কারণং ব্রহ্ম সিদ্ধবৎ কৃত্য, কিং দেবতা-রূপমিতি প্রশ্ন এবাহুপপন্নঃ তন্মৈশ্বর্যবানভূপগন্তব্যাত্মা, লোকে হি কালজ্ঞাঃ কালমেবহি সৰ্ব্বকারণমাচক্ষতে লোকায়াতিকাস্ত্ব স্বভাব-হেতুমাচক্ষতে যীমাংসকাস্ত্ব নিয়তিলক্ষণং কৰ্ম্মৈব হেতুং মন্তান্তে অপরে অহেতুকত্বলক্ষণং যাদৃচ্ছিকত্বং অপরে পঞ্চভূতানি, প্রকৃতিমেব বা কেচিৎ পুরুষং কেচিদাচক্ষতে তেষামগতমঃ পক্ষোহস্ত্ব কিং ব্রহ্মকারণ-বাদাভূপগমেন ইত্যশঙ্ক্যাহ—কালাদীত্যাদি—

কালাদীনি কারণমিত্যেতন্ন যুক্তিসহং দোষণাং বহুনাং ক্ষুরণাং, চিন্ত্যং ন নিশ্চেতুং শক্যং, অচেতনানাং চেতনশ্চ বা প্রত্যেকং হেতু-ত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ, নহু এবাং সংযোগো হেতুর্ভবিতুমর্হতি ন চৈবাং সংযোজকাত্মাবঃ শক্তিতব্যঃ তেষাং মধ্যে আত্মনশ্চেতনশ্চ সংযোজকশ্চ সম্ভাবেন সংযোগসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যে স্থখভোক্তৃত্বমেব শ্রাং ন দুঃখভোক্তৃত্বং অতঃ স্থখদুঃখাহুতবিতুর্জীবন্তাপি ন নিয়ন্ত ত্বং সম্ভবতীত্যাহ। উক্তোর্থঃ ন ত্বাত্মত্ববাদিত্যত্র তু শব্দ এবার্থঃ আত্ম-সম্ভাবাং সংযোগঃ সম্ভবতীত্যেতন্নৈবেত্যর্থঃ ১২।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু কালাদীনি ব্রহ্মকাৰণত্বে প্রতিপক্ষভূতানি
সন্তি অতো বিপ্রতিপত্তিনিরাসঃ কৰ্তব্য ইত্যশঙ্ক্য মতভেদা উত্থাপ্যন্তে
কাল ইত্যাদিনা ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বকাৰণত্বে সৰ্বদৈব সৃষ্টিঃ শ্রাৎ ঈক্ষণশ্রাপি
কাদাচিংকত্বানুপপত্তিরতঃকাল এব কাৰণম্ তথাচ স্মৃতিঃ ‘কালঃ কলয়-
তামস্মীতি’—তথা কৃষেবৃষ্টিসমায়োগাদৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ । তাস্তকালে
প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথকনেতি, তস্ম মূখ্যত্বং ‘কালোহি জগদাধারঃ
কালাদারো ন বিগত’ ইত্যনেন তস্ম সৰ্বসম্প্রতিষ্ঠত্বমুদঘোষিতঞ্চ ।
অতএব যুগান্তকালঃ সৃষ্টিকাৰণং ভবতীতি । নহু কালো যদি সৰ্বহেতুস্তর্হি
সৰ্বশ্রাৎ সৰ্বমুৎপত্তেত ইত্যতিপ্রসঙ্গবাৰণায় কশ্চিদাহ—নহি কালমাত্রং
কাৰণম্ কিন্তু স্বভাবোহপি, পদার্থানাং প্রতিনিয়তাশক্তিঃ অগ্নৈরৌষ্যম্
জলস্ত শৈত্যমিত্যাদিবৎ যং থলু বৈশেষিকা বিশেষ ইতি বদন্তি ইত্য-
তো নাতিপ্রসঙ্গঃ । এতদপি ন সঙ্গতং তস্মাপি সৰ্বসাধাৰণ্যাং একশ্রাঅনঃ
স্বথকালে অন্তস্ত দুঃখদৃষ্টেঃ কাৰণভেদো বক্তব্যঃ তত্রাহ—নিয়তিরिति
দৈবং জীবাদৃষ্টং ভোগবিশেষে কাৰণম্ । অথ জীবাদৃষ্টস্ত কাৰণত্বে কাৰ্য্য-
মাত্রং প্রতি তস্ম তত্বাৎ কিং সৰ্বং সৰ্বদা নোৎপত্ততে তৎ সমাধাতু-
মাহ—যদৃচ্ছতি যদৃচ্ছা নাম্ আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ ন কস্মাদপি কিমপি
ভবতি কিন্তু কাৰণং কাৰ্য্যরূপেণাভিব্যজ্যতে সাচাভিব্যক্তিভূতসাপেক্ষা
অত আহ—ভূতানি আকাশাদীনি কাৰণানি যোনিরिति সৰ্বত্র
সম্বধ্যতে । নন্তেতেষাং লয়দর্শনাং পুরুষঃ বিজ্ঞানাত্মা কাৰণমন্ত তত্রাপি
কালাদীনাং সংহতানাং পরার্থপরত্বাৎ স্বতো ন কাৰণত্বং কিন্তু মিলিত-
ভাবেন লোকে তথা দর্শনাৎ ইত্যাহ—সংযোগ এষাং ন তু আত্মভাবাদिति
এষাং কালাদীনাং সংযোগঃ মিলনং সমষ্টিরিত্যর্থঃ কাৰণং, তত্রাপি
সংহতপরার্থত্বাৎ শেষিণ আত্মনো বিদ্যমানত্বাৎ স এব কাৰণমন্ত ইত্যাহ
—আত্মাহপি জীবোহপি ন কাৰণম্ যতোহনীশঃ অপ্ৰভুঃ স্বখর্জঃস্বহেতোঃ
পুণ্যাপুণ্যালক্ষণস্ত কর্মণোহধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ । অত্র বিষয়ে শ্রায়-

বৃহস্পতিকারশ্রোদয়নশ্চ কারিকা দৃশ্যতে যথা 'হেভুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাত্যবিধিন'চ । স্বভাববর্ণনা নৈবমবধে নিয়তত্বত' ইতি । ২।

ভঙ্গকণা—একণে বিশ্বের কারণ-সম্বন্ধে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-বিষয়ে যে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন ।

কেহ যে কালকে কারণ বলিতেছেন, তাহার হেতু কোন না কোন সময়ে পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায়, জগতের রচনা ও প্রলয় কালের অধীনে সংঘটিত হয়, ইহাও শুনা যায় । আবার কেহ স্বভাবকে কারণ বলিয়া থাকেন, যেহেতু বীজের অহরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি অর্থাৎ যে পদার্থের যাহা স্বাভাবিক শক্তি, উহা হইতেই উহার কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, অতএব বস্তুগত স্বভাব হইতেই যখন সব সিদ্ধ হয়, তখন স্বভাবই কারণ ; কেহ আবার কর্ম্মকেই কারণ বলিয়াছেন, যেহেতু কর্ম্মানুসারেই জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে গমন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হয় ; কেহ কেহ আবার আকস্মিক ঘটনাকে কারণ নির্দেশ করিয়া থাকে, কেহ বা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতকেই জগতের কারণ মনে করে ; আবার কেহ জীবকেও কারণ বলিয়া থাকেন । এস্থলেই আমাদের বিচার করা দরকার যে বাস্তবিক প্রকৃত কারণ কে ? পূর্ব্বোক্ত মতবাদের পশ্চাতে তাহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত নহে এবং শাস্ত্রসঙ্গতও নহে ।

কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত যে কারণ বর্ণন করা হইয়াছে, উহা জড় সূতরাং জড় পদার্থ জগৎ-সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না । সমস্ত ভূত মিলিত হইয়া বা একক-ভাবে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না কারণ সমস্ত জড়বস্তু চেতনের অধীন, স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার শক্তি জড়ের নাই । জড়ের

মিলনে যাহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, উহার মূলে চেতন আছে এবং চেতনের ভোগার্থ ই উহা উৎপন্ন হয়। এমন কি, জীবাত্মা চেতন হইলেও তাহাকে জগৎ সৃষ্টির অথবা জগতের কারণ বলা যায় না। যেহেতু জীব সুখ-দুঃখের হেতুভূত প্রারব্ধের অধীন, সে স্বতন্ত্ররূপে কিছু করিতে সমর্থ নহে, কারণ তাহা হইলে সে কখনও নিজের দুঃখ নিজে সৃষ্টি করিত না। অতএব ইহার কারণতত্ত্ব এতদ্ব্যতীত অন্য কেহ, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।

যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥” (ভা: ২।১০।১২)

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—“জন্মাগস্ত যতঃ” (বে: সূ: ১।১।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“জন্মাগস্ত যতোহনুয়াদিতরশ্চ” (ভা: ১।১।১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ততে।” (গী: ১০।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥” (চৈ: চ: ৬।১৪৩)

অতএব বিভিন্ন মতবাদীর মতাপেক্ষ ব্রহ্ম-কারণবাদের যুক্তিযুক্ততা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিলেই বর্তমান মন্ত উল্লিখিত হইয়াছে ॥২॥

অবতরণিকা—এইরূপে বিভিন্ন মতবাদ নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ প্রমাণাস্তরের অগোচর তত্ত্ব অন্য উপায় না দেখিয়া ধ্যানযোগদ্বারা পরম মূলকারণ নিজেরাই দর্শন করিলেন—

শ্রুতিঃ—তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্বন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৩॥

অনুবাদ—তে (সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ) ধ্যান-যোগানুগতাঃ
[সমস্তঃ] (চিস্তের একাগ্রতারূপ যোগ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ধ্যাতব্য-
বিষয় জ্ঞান হয়, সেই উপায় আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সমাধিস্থ হইয়া)
অপশ্বন্ (দর্শন করিলেন) [কি দর্শন করিলেন ?] দেবাত্মশক্তিম্
(জ্যোতনশীল পরমেশ্বরের স্বরূপাত্মবন্ধিনীশক্তিকে কারণরূপে দর্শন
করিলেন) [কীদৃশী সেই শক্তি ?] স্বগুণৈঃ (পরমেশ্বরের স্বকীয় গুণ
অর্থাৎ স্বকীয় সর্বজ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য প্রভাব দ্বারা) নিগূঢ়াম্ (সংবৃত্তা অর্থাৎ
আচ্ছাদিতা), [সেই দেব কে ?] যঃ (যিনি) নিখিলানি তানি
(সেই সমগ্র) কারণানি (স্বভাব, জীবাৎম, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত ও জীবাৎমা)
কালাত্মযুক্তানি (কাল ও জীবাৎমার সহিত সংপৃক্ত উক্ত কারণগুলি)
একঃ (একাকীই—অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে) অধিতিষ্ঠতি (নিয়মিত
করিতেছেন, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মার শক্তিকেই কারণরূপে নির্ধারণ
করিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ—নানা বিচারের পর ব্রহ্মবিদগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন
করিয়া পরমেশ্বরের আত্মভূতা অচিন্ত্য শক্তিকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন
করিলেন, ঐ ভগবচ্ছক্তি শ্রীভগবানের স্বকীয় সার্বজ্ঞ্যাদি প্রভাবের দ্বারা
সংবৃত্তা । যে পরমেশ্বর কাল ও জীবাৎমার সহিত স্বভাব প্রভৃতি নিখিল
কারণকে নিয়মিত করিতেছেন । এই নিয়ন্তা পরমপুরুষই সৃষ্টির মূল
কারণ । কথিত আছে ‘দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ।’ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, জীবের অদৃষ্ট,

কাল, বস্তুস্বভাব ও জীবাশ্মা ইহারা সকলেই কারণ হইলেও যাহার অধিষ্ঠানতায় কার্য্যক্ষম হয় এবং যাহার সম্পর্ক না পাইলে অস্তিত্বহীন অর্থাৎ কার্য্যাক্ষম হইয়া থাকে, তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ ৷৩৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণোহপ্যপরিণামিনঃ উপাদানত্বং চ ন সম্ভবতি ইতি—

এবং ধ্যানযোগযুক্তা মন্যোহপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দেবশক্তি নারায়ণাঙ্কিকাং কার্য্যোপযোগ্য-পৃথক্শক্তি বিশেষণত্বেন শক্তিশক্তিভেদাৎ সম্বন্ধস্তমোলক্ষণস্বত্ত্বগোপেতাং ব্রহ্মণোজগৎকারণঅনির্কাহিকাং প্রকৃতিং দৃষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ, ততঃপরং তচ্ছরীরকং সর্ব্ববিধকারণং সর্ব্বকারণাধিষ্ঠাতারং সমাভাধিকশৃতা-পরমাত্মানমপি দৃষ্টবন্ত ইত্যাহ ৷৩৷

শ্রুত্যার্থবোধিনী—এবং কারণপক্ষান্তরেষু অতুগন্তস্বয়ন্তস্ব-নির্ণয়ায় ধ্যান-যোগমবলম্বিতবন্তঃ, অথ প্রমাণান্তরাগোচরং পরম-মূলকারণং স্বয়মেব প্রতিপেদিরে ইত্যাহ—তে ধ্যানযোগেতি—তে ব্রহ্মবাদিনঃ, ধ্যানং প্রত্যয়েকতানতা তদেব যোগঃ যুজ্যতেহনে-নেতি ধ্যানতব্য—প্রাপ্ত্যুপায়স্তমনুগতাঃ—সমাহিতাঃ সন্তঃ অপশন্ নিরুপম্যামানঃ কারণমিতি শেষঃ, কিম্? দেবাত্মশক্তিং দেবন্ত ছোত-নাদিযুক্তস্ত পরমেশ্বরস্ত আত্মভূতাম্ অপৃথগ্ভূতাং শক্তিং কারণম-পশন্। শক্তিমদেব ব্রহ্মস্বরূপমিতি গোবিন্দভাষ্যম্। কীদৃশীং? পরমেশ্বরস্ত স্বত্ত্বগৈঃ স্বপ্রভাবৈঃ সার্ব্বজ্ঞাদি গুণৈঃ নিগূঢ়াং সংবৃত্তাম্। যঃ পরমেশ্বরঃ একঃ সঙ্গাতীয়-বিজাতীয়-স্বরূপগতভেদরহিতঃ শক্তি-শক্তিমতোরভেদা-ধ্বিতীয়ঃ তানি উক্তানি স্বভাবাদীনি নিখিলানি কুংস্রানি ন ত্বৈকেশ্বঃ

কালানুযুক্তানি কালেন আত্মনা জীবেন চ সহিতানি অধিষ্ঠিতা
নিয়ময়তি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পরম্পর যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা
স্ব স্ব মত আলোচনা করিতে করিতে যখন পরম কারণ নির্ণয়ে
অসমর্থ হইলেন তখন সকলে মিলিতভাবে ধ্যানযোগ অবলম্বন পূর্বক
মূলতত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, তখন পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের কৃপায়
তাঁহারা দর্শন করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারিলেন যে, পরমাত্মা
পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা শক্তিই পরম কারণ, তবে সেই শক্তিকে সকলে
জানিতে পারে না যেহেতু তাহা অচিন্ত্য, দিব্যশক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের
স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সংবৃত্তা। জগতে ত্রিগুণাত্মিকা যে মায়া-
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা ঐ মূলীভূতা স্বরূপশক্তির ছায়া-
স্বরূপ। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত এবং জীবাত্মা
প্রভৃতি কারণসমূহের বিষয় যে পূর্বে নানাবিধ মত বা বিচার
উপস্থিত হইয়াছে, উহার কোনটিই মূল-কারণ নহে, উহাদের সকলের
অধিষ্ঠাতা বা স্বামী, যাঁহার আজ্ঞা ও প্রেরণাক্রমে এবং যাঁহার
শক্তির কোন এক অংশের দ্বারা ইহারা নিজ নিজ কার্য্য করিতে
সমর্থ হয়, সেই এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় বস্তু, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই
সকল কারণের মূলকারণ। তিনিই কাল ও জীবাদি সহিত স্বভাবাদি
সমুদয় কারণকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সুতরাং
ঋষিগণের দর্শনে মনস্তাত্ত্বিক পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকেই সর্বকারণের অধিষ্ঠাতৃ
দেবতারূপে স্থিরীকৃত হইল। যিনি অসমোদ্বি-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এবৈদং সমজ্জ্যাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।

সদসজ্জপয়া চাসৌ গুণময্যাহগুণো বিভূঃ ॥” (ভাঃ ১।২।২২)

আরও পাই,—

“স এষ ভগবান্নিগ্ধৈস্তিভিরেতৈরধোক্ষজঃ ।

স্বলক্ষিতগতিব্রহ্মন্ সর্কেষাং মম চেশ্বরঃ ॥

কালং কৰ্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়ায়া স্বয়া ।

আত্মন্থ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুৰূপাদদে ॥”

(ভাঃ ২।৫।২০-২১) ১৩।

অবতরণিকা—এক্ষণে সেই ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মাভিন্নরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—

শ্রুতিঃ—তমেকনেমিং ত্রিবৃতং বোড়শান্তং

শতান্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ ।

অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিংশরূপৈকপাশং

ত্রিমার্গভেদং দ্বিনির্মিত্তৈকমোহম্ ॥৪॥

অবয়বানুবাদ—তম্ (তাঁহারা সেই পরমেশ্বরকে ও তদভিন্নশক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে দর্শন করিলেন) [কিরূপ চক্র ?] একনেমিং (এক কারণাবস্থা প্রকৃতিই যে চক্রের নেমি অর্থাৎ সর্কসাধার প্রান্তভাগ) ত্রিবৃতং (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে) বোড়শান্তং (পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন যে চক্রের অন্ত অর্থাৎ বিস্তার সমাধি) শতান্ধারং (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ ও অন্ধতামিশ—এই পাঁচ বিপর্যায়, আঠাইশটি শক্তি, নয় প্রকার তুষ্টি ও অষ্টসিদ্ধি—পঞ্চাশটি যে চক্রের অর অর্থাৎ ধারণদণ্ড) বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয় সাকল্যে দশ এবং তাহাদের কার্য্য দশ এই কুড়িটি অরের দৃঢ়তাসম্পাদক কীলক) অষ্টকৈঃ ষড়্ভিঃ (ছয় প্রকার অষ্টক যথা প্রকৃতি, মহন্তস্ব, অহঙ্কার ও সূক্ষ্মপঞ্চ মহাভূতাত্মক

পঞ্চতন্মাত্র,—এই প্রকৃতাষ্টক ; ত্বক্, চৰ্ম্ম, মাংস, কৃধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই ধাতুষ্টক ; অগ্নিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঐশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই ঐশ্বর্যাষ্টক ; ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধৰ্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য এই ভাবাষ্টক ; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগুরুষ ও পিশাচ—এই দেবাষ্টক ; দয়া, ক্ষমা, অনন্যুয়া, শৌচ, আয়াসহীনতা, মঙ্গল, অকারণ্য ও অস্পৃহা—এই গুণাষ্টক ; এই ছয়প্রকার অষ্টক চক্রে যুক্ত বিশ্বচক্র) বিশ্বরূপৈকপাশং (স্বৰ্গ প্রভৃতি লোক, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি ও অন্নাদি বহুবিধ বিষয়ক কামনা যাহার এক মহাপাশ) ত্রিমার্গভেদং (কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ও ভক্তিভেদে বা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মজ্ঞানভেদে ত্রিবিধমার্গে ধাবিত) দ্বিনিমিত্তৈক-মোহম্ (পাপ ও পুণ্য এই দুইটির নিমিত্তীভূত এক দেহেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জ্ঞাতি প্রভৃতি অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মোহগ্রস্ত সেই বিশ্বচক্র তাঁহারা দর্শন করিলেন ।) ॥৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদগণ ধ্যানযোগে সেই পরমাত্মাকে ও তদভিন্নশক্তিকে একটি চক্ররূপে দেখিলেন—যে চক্রের নেমি (প্রান্তভাগ) প্রকৃতির কারণাবস্থা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে আবৃত ; ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন এই একাদশ ; এইরূপ ষোড়শ বিকার যাহার সীমা, (১) পঞ্চমহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই প্রকৃতাষ্টক ; (২) ত্বক্, চৰ্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র এই ধাতুষ্টক ; (৩) দয়া, ক্ষান্তি, অনন্যুয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকারণ্য ও অস্পৃহা এই গুণাষ্টক ; (৪) অগ্নিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঐশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধি ; (৫) ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধৰ্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য এই ভাবাষ্টক ; (৬) ব্রহ্মা,

প্রজাপতি, দেব, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ ও পিশাচ এই দেবাষ্টক ; এইরূপ ষড়ষ্টক চক্রাঙ্গযুক্ত ; তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র এই পঞ্চ বিপর্যয় ; একাদশ ইন্দ্রিয়শক্তি, ও তাহাদের বিপর্যয় অন্ধত্ব বধিরত্ব প্রভৃতি বাহ্যশক্তি দশ অন্তঃকরণের পুরুষার্থ-যোগ্যতা তুষ্টির বিপর্যয়ে আটপ্রকার শক্তি, এইরূপ অষ্টাবিংশতি শক্তি । নয়প্রকার তুষ্টি যথা প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য এই চারিপ্রকার তুষ্টি ও পঞ্চ বিষয়নিবৃত্তি, পঞ্চবিধ প্রকৃত্যুপাদানাদি, চতুর্বিধ তুষ্টি যথা,—কেহ মনে করে প্রাকৃতজ্ঞান হইলে আমি কৃতার্থ, অগ্রব্যক্তি সম্মানের চিহ্ন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত । অপরে মনে করে কালক্রমে মুক্তি অবশ্যই হইবে এইরূপে তৃপ্ত, চতুর্থ ব্যক্তি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিতৃপ্ত । বিষয়ের অর্জন, রক্ষণ, সাতিশয়ত্ব, বিষয়-প্রসঙ্গ ও হিংসা—সকল দোষহেতু হইতে উপরতি এই প্রকার পঞ্চ তুষ্টি, আট প্রকার সিদ্ধি, যথা (১) উহিসিদ্ধি যথা উপদেশ ব্যতিরেকেই জ্ঞানাস্তরীণ সংস্কারবশতঃ প্রকৃত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ (২) শ্রাবণসিদ্ধি যথা শব্দের শ্রবণমাত্রে (অভ্যাস ব্যতিরেকেই) জ্ঞানোদয় ; (৩) অধ্যয়নসিদ্ধি যথা শাস্ত্রাভ্যাস-জনিত জ্ঞানলাভ । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের তিতিক্ষা-জনিত নিবৃত্তি—তিনপ্রকার ; স্বজ্ঞানসিদ্ধি—সদগুরু লাভ হইতে যে জ্ঞানসিদ্ধি ; দানসিদ্ধি যথা আচার্য্যের প্রিয়বস্ত্র প্রদানে যে বিদ্যাসিদ্ধি, এই অষ্টবিধ সিদ্ধি এইরূপ সম্মিলিত পঞ্চাশপ্রকার প্রতীতিভেদ অথবা ঈশ্বরের যে পঞ্চাশপ্রকার শক্তি যে চক্রের অরকাষ্ট অর্থাৎ ধারণদণ্ড, এইরূপ কুড়িটি প্রত্যয় অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের দশটি বিষয় যে চক্রের অর বন্ধন কৌলক ; যে চক্রের এক বন্ধনপাশ কামনানামক নানাপ্রকার কাম । কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে অথবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান-ভেদে বিভিন্ন পথে যে চক্র ঘুরিতেছে, যে চক্রের পুণ্য ও পাপ এই দুইটির

নিমিত্তীভূত এক আত্মাভিমান মোহ, তাদৃশ বিশ্বচক্রকে ভগবদভিন্নরূপে
তাহারা দর্শন করিলেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তার্থঃ চিত্তসৌকর্য্যায় তং চক্রং তেন রূপয়তি—
'তমেকেনেমিমিত্যাদি'—

তং পরমাত্মানং প্রকৃত্যাত্ম্যকেনেমিযুক্তং সম্বরজন্তমোগুণৈজ্জিপ্রকার-
তয়া ত্রিবৃত্তং ষোড়শসংখ্যায়ুক্তান্তঃশক্তি বিকারোপেতং বাচকভূতাকা-
রাদি পঞ্চাশদ্বর্ণলক্ষণারোপেতং দ্বাদশমাস ষড়্ভূত্বয়নদ্বয়রূপসংবৎসরাত্ম-
কবিশ্ৰুতি-প্রত্যয়যুক্তমিত্যর্থঃ প্রত্যয়াভিরিতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ ছান্দসঃ,
অরা নেমিমধ্যবর্ত্তিনঃ কাষ্ঠবিশেষাঃ প্রত্যয়াশ্চ তদাচরণ্যনিহিতাস্তম্মধ্য-
বর্ত্তিনঃ কাষ্ঠবিশেষাঃ ; অষ্টকৈঃ ষড়্ভূত্বিহি অগ্নিমাষ্টৈশ্চর্য্যাষ্টকমেকং
প্রাচ্যাদি দিগষ্টকমপয়ং দিক্‌পালাষ্টকমেকং 'ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং
মনো বুদ্ধিরেব চ । অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধে'তি গীতোক্তং
প্রকৃত্যষ্টকামন্তং ব্রহ্ম প্রজাপতির্দেবা গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ । পিতরঃ পিশা-
চাশ্চেতি দেবাষ্টকমেকম্ অষ্টবসব ইত্যুক্তং বসুষ্টকং অপহতপাপ্মত্বাদি
ব্রহ্মগুণাষ্টকং দয়া সর্বভূতেষু শান্তিরনন্ময়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকা-
র্পণ্যম্ অস্পৃহা ইতি আত্মগুণাষ্টকমেকং বা এভিঃ ষড়্ভূতিরষ্টকৈঃ উপেতম্ ।
বিশ্বরূপো বিরাট পুরুষঃ স এব মুখ্যঃ, পাশঃ স্বাশ্রিতজগদ্রৈশ্চল্যাহেতু-
তয়া বন্ধকপাশবদ্বিরাটপুরুষরূপ ব্রহ্মচক্রস্ত পাশরূপ ইত্যর্থঃ । ত্রিমার্গ-
ভেদং দেবযান-পিতৃযান-ক্ষুদ্রজন্তুভবনলক্ষণমার্গত্রয়যুক্তং তত্র চ পিতৃ-
যান ক্ষুদ্রজন্তুভবনলক্ষণমার্গদ্বয়হেতুভূত দেহাত্মিক্যরূপং মোহমিত্যর্থঃ ।
অপশুন্নিস্থিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তং পরমাত্মানং বিশ্বচক্ররূপকেণ দর্শয়তি—
তমিত্যাদিনা—তন্ম যঃ কালাদীনি নিখিলানি কারণানি অধিষ্ঠিত্তি
তং পরমেশ্বরং ব্রহ্মবিদোহপশুন্নিস্থিতি পূর্বশ্রুতিস্বক্ৰিয়য়া কর্ত্ত্বাচ সম্বন্ধঃ ।

তন্ম বিশ্বচক্রমপশুন্, কীদৃশং বিশ্বচক্রং? একনেমিং একা কারণাবস্থা
 নেমিবিবনেমি: সর্বাধারো যস্তাধিষ্ঠাতুরদ্বিতীয়স্ত পরমেশ্বরস্ত, কিঞ্চ
 ত্রিবৃতং ত্রিভি: সম্বরজন্তুমোভি: প্রকৃতিগুণৈর্বেষ্টিতং, ষোড়শাস্তং
 ষোড়শবিকারা: যথা পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ উক্তঞ্চ সাংখ্য-
 কারিকায়্যাং 'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাছা: প্রকৃতি-বিকৃতয়: সপ্ত।
 ষোড়শকল্প বিকারো ন প্রকৃতিনি'বিকৃতি: পুরুষ ইতি'। তে অন্ত:
 কার্যক্রমেণাবসানং বিস্তার সমাপ্তির্যস্ত চক্রশ্চেতি তথা। অথবা প্রমো-
 পনিষদুক্ত প্রাণাদয়: ষোড়শকলা: পর্যাবসানং যস্ত তাদৃশং, তথা
 শতাব্দীরং শতস্ত অর্ধং পঞ্চাশং প্রত্যয়ভেদবিপর্যয়া অরা: চক্রধারক-
 দণ্ডা যস্ত তন্ম তে চ যথা পঞ্চবিপর্যয়ভেদা: তমো মোহ: মহামোহ:
 তামিশ্রোহন্ধতামিশ্র ইতি, শক্তিরষ্টাবিংশতি:, তুষ্টির্নবধা, সিদ্ধয়োহষ্টৌ
 ইতি। তত্র তমোনাম অষ্টম্ প্রকৃতিষু আত্মাভেদজ্ঞানম্ অষ্টবিধম্,
 মহামোহস্তাবং শব্দাদিবিষয়েষু অভিনিবেশ: শব্দাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টান্ত-
 শ্রবিকভেদেন দ্বিবিধা:। তামিশ্রোহপি দৃষ্টান্তশ্রবিকেষু দশম্ শব্দাদি-
 বিষয়েষু অষ্টবিধৈশ্চৈশ্বর্যৈ: প্রযতমানস্ত তদসিদ্ধৌ য: ক্রোধ: অন্ধ-
 তামিশ্রোহপ্যষ্টাদশবিধ:, স চ অষ্টবিধৈশ্চৈশ্বর্যৈ দশম্ বিষয়েষু অর্দ্ধভুক্তেষু
 সংস্ মৃত্যুনা ত্রিয়মাণস্ত য: শোক উদেতি মহতা ক্লেশেনৈতে ময়া-
 জ্জিতা ন চৈতে উপভুক্তা: প্রত্যাসন্নচায়ং যরণকাল ইতি শোক:।
 শক্তিরষ্টাবিংশতি:—যথা একাদশেন্দ্রিয়াণাং শক্তয়: মুকত্বধিরত্বাদয়ো-
 বাহা: অন্ত:করণস্ত পুরুষার্থযোগ্যতা তুষ্টিনাং বিপর্যয়েণাষ্টধা ইতি উন-
 বিংশতি: নবধা তুষ্টিশ্চেতি। তুষ্টিশ্চ প্রকৃত্যুপাদানকালভোগ্যাস্ততস্র:
 বিষয়োপবমা: পঞ্চেতি নবধা। অষ্টৌ সিদ্ধয়ো যথা উহোনাম প্রথম
 সিদ্ধি: সাচ জ্ঞানান্তরসংস্কারবশাং প্রকৃত্যাদিবিষয়কং যজ্ঞজ্ঞানমুৎ-
 পত্ততে। শব্দানামভ্যাসমন্তরেন শ্রবণমাত্রাদ্ যজ্ঞজ্ঞানমুৎপত্ততে সা
 দ্বিতীয়া সিদ্ধি:, শাস্ত্রাভ্যাসাদ্ যজ্ঞজ্ঞানমুৎপত্ততে সা অধ্যয়ন-নান্নী

প্রকৃতির কারণাবস্থাই উক্ত চক্রের নেমি অর্থাৎ প্রাস্তভাগ।
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণ উহার ত্রিবিধ বেটন বা বৃত্ত।
পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় উহার ষোড়শ অস্ত। পঞ্চ বিপর্যয়,
অষ্টাবিংশতি শক্তি, নবধা তৃষ্ণা, অষ্টসিদ্ধি,—এই পঞ্চাশটি উহার অর।
দশ ইন্দ্রিয় ও দশেন্দ্রিয়ের বিষয় উহার প্রত্যয়। ভূম্যাদি প্রকৃতাষ্টক,
ত্বগাদি ধাত্বষ্টক, অগ্নিমাди ঐশ্বর্যাষ্টক, ধর্মাদি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবা-
ষ্টক, দয়াদি গুণাষ্টক, উহার চক্রাঙ্গ। নানাবিধ কামনারূপ কামই
একমাত্র বন্ধন রক্ষু। ধর্ম-কর্মাদি অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ
ত্রিবিধ মার্গ—উহার তিনটি পথ। এতদ্ব্যতীত পাপ ও পুণ্যের
নিমিত্তভূত মোহই একমাত্র পাশ।

শ্রীমন্তাগবতে পাওয়া যায়,—

“অজস্র চক্রং বজ্রযের্যমাণং মনোময়ং পঞ্চদশারমাত্ত।

ত্রিনাভি বিদ্যাক্ষলমষ্টনেমি যদক্ষমাহন্তমৃতং প্রপত্তে।”

(ভাঃ ৮।৫।২৮) ৪৪।

অবতরণিকা—পূর্বে যাহা চক্ররূপক দ্বারা দর্শিত হইয়াছে, তাহাই
এক্ষণে নদীরূপক দ্বারা দেখাইতেছেন—

শ্রুতিঃ—পঞ্চস্রোতোহিন্মুং পঞ্চযোন্ত্যগ্রবজ্রাং

পঞ্চপ্রাণোন্নিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলান্।

পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদ্বুঃখৌঘবেগাং

পঞ্চাশস্তেদাং পঞ্চপর্ব্বানধীমঃ ॥৫৫॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতঃপর নদীরূপে সেই ব্রহ্মশক্তির বর্ণনা
করিতেছেন—আমরা নদীরূপিনী ব্রহ্মশক্তিকে ধ্যান করি] পঞ্চ-
স্রোতোহিন্মুং (চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার জলস্থানীয়)

পঞ্চযোক্ত্যগ্রবক্তাম্ (নদীতে যেমন ভীষণ বাক থাকে সেইরূপ উৎস-
ভূত পঞ্চভূত দ্বারা যাহা ভীষণ ও বক্তা), পঞ্চপ্রাণোশ্মিং (বাক
প্রভৃতি পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গস্বরূপ), পঞ্চবুদ্ধাদিমূল্যাম্
(চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্ম চাক্ষুষাদি জ্ঞানপঞ্চকের আদিকারণ যে
মন তাহাই যে নদীর উৎপত্তিকারণ), পঞ্চাবর্ত্যাম্ (যে রূপ জলভ্রমির
মধ্যে জীব পড়িলে ডুবিয়া যায় সেইরূপ শব্দাদি-বিষয় যাহার আবর্ত),
পঞ্চদুঃখোঘবেগাম্ (গর্ভদুঃখ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ ও মরণ-
দুঃখ এই পাঁচটি দুঃখ যাহার স্রোতের বেগ), পঞ্চাশদ্ভেদাম্ (পূর্ব
শ্রুতিতে বর্ণিত চক্রের যে পঞ্চাশটি অর বলা হইয়াছে সেই পঞ্চাশ-
সংখ্যক-ভেদে বিভিন্ন এই নদী অথবা লজ্জা প্রভৃতি পঞ্চাশৎ বুদ্ধি
যাহার শাখা প্রশাখাদিস্বরূপ) পঞ্চপর্ক্যাং (অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ,
দ্বेष ও অভিভিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ যাহার স্তর) অধীমঃ (সেই নদী-
রূপিনী ব্রহ্মশক্তিকে স্মরণ করি বা ধ্যান করি) ॥৫॥

অনুবাদ—পূর্ব শ্রুতিতে ব্রহ্মশক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে নিরূপণ করিয়া
পুনশ্চ নদীরূপে তাহাকে বর্ণন করিতেছেন—আমরা এই নদীরূপিনী
ব্রহ্মশক্তিকে ধ্যান করিতেছি—ইহার জল—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, জগতের
উপাদান—ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটি তাহার উদ্ভবক্ষেত্র—উৎস, ইহাদের
দ্বারা এই নদী ভীষণ হইয়া আছে এবং বক্তগতিতে ধাবিত, পঞ্চপ্রাণ
বা পঞ্চকশ্মেন্দ্রিয় ইহার তরঙ্গ, চাক্ষুষাদি পঞ্চজ্ঞানের মূলকারণীভূত মন
যাহার মূল অর্থাৎ উৎপত্তিহেতু, শব্দাদি পাঁচটি বিষয় যাহার জলভ্রমির
মত দুরুদ্ধর, গর্ভদুঃখ, জন্মদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, জরাদুঃখ ও মরণদুঃখ এই
পঞ্চবিধদুঃখ যাহার বেগবান্ প্রবাহ, পূর্বোক্ত বিপর্যয়াদি পঞ্চাশটি
প্রত্যয়ভেদ অথবা লজ্জাদি প্রত্যয়ভেদে যাহা বিভক্ত, অবিজ্ঞা, অস্মিতা,
রাগ, দ্বেষ ও অভিভিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ যাহার গ্রন্থি-বন্ধনস্থান সেই
নদীকে—ব্রহ্মশক্তিকে ও তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেছি ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং চক্রত্বেন রূপয়িত্বা তচ্ছক্তিষ্মেন নির্দিষ্টাং প্রকৃতিং বৈরাগ্যায় নদীত্বেন রূপয়তি ।

শ্রোতোরূপেণ বিচ্ছিন্নতয়া প্রবর্তমানানি তমোহঙ্করাব্যাক্তমহদহ-
কাররূপাণি অমৃস্থানীয়ানি যন্তাঃ সা তথোক্তা মহাভূতোপাদানতয়া
যোনিভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাণ্যোবোগ্রবক্ত্রাণি প্রবাহমুখরূপাণি যন্তাঃ সা
পঞ্চযোহ্যগ্রবক্ত্রা প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চোর্মিস্থানীয়া যন্তাঃ সা পঞ্চপ্রাণোর্মিঃ
বুদ্ধেজ্ঞানশ্চ আদিভূতানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মূলং যন্তাঃ সা পঞ্চবুদ্ধ্যা-
দিমূল্য পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি আবর্তস্থানীয়ানি যন্তাঃ সা পঞ্চাবর্তা পঞ্চ-
মহাভূতানি অত্যন্তপ্রতিকূলতয়া প্রবর্তমানানি ওষবেগস্থানীয়ানি
যন্তাঃ সা পঞ্চদুঃখোষবেগা, অকারাদি পঞ্চাশৎবর্ণলক্ষণানাম্ ভেদযুক্তা
'তমোমোহোমহামোহস্তামিশোহঙ্কতামিশঃ' ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিধ
সৃষ্টিলক্ষণপৰ্পরপঞ্চকযুক্তাং ব্রহ্মাঙ্কিকাং প্রকৃতিং তদধিষ্টাতারং চ পরমাত্মা-
নমসীমঃ স্মরাম ইতি অপশ্লগ্নিতি পূৰ্বেণান্বয়ঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেনাদানীং চক্ররূপেণ রূপিতাং ব্রহ্মশক্তিং
প্রকৃতিং পুনর্নদীরূপেণ রূপয়তি । বয়ং নদীরূপাং তাম্ অধীম ইত্যন্বয়ঃ,
কীদৃশীম্? পঞ্চশ্রোতোহমৃ—পঞ্চশ্রোতাংসি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অমৃনি জল-
রূপাণি যন্তাস্তাম্, পঞ্চযোহ্যগ্রবক্ত্রাম্—পঞ্চযোনিভিঃ উদ্ভবকারণৈকুৎ-
সস্থানীয়ৈঃ উগ্রা ভীষণা, বক্ত্রাচ বক্ত্রগতিশ্চ তাম্, পঞ্চপ্রাণোর্মিঃ
পঞ্চপ্রাণাঃ বাগাদীনি কর্মেন্দ্রিয়াণি উর্ধ্বয়ন্তরঙ্গাযন্তাস্তাম্ পঞ্চবুদ্ধ্যা-
দিমূল্য পঞ্চানাং বুদ্ধীনাং জ্ঞানানাম্ আদিঃ মূলকারণং মনঃ এব মূলং
নিদানং যন্তাস্তাম্, পঞ্চাবর্তাম্—পঞ্চাশদায়োবিষয়া আবর্তস্থানীয়া
জলভ্রমিক্রপা যন্তাঃ তাম্ যথা জলভ্রমো পতিতা নিমজ্জন্তি তদ্বৎ এষু
বিষয়েষু অনুরক্তা ব্রহ্মজ্ঞানাং ভ্রশন্তি । পঞ্চদুঃখোষবেগাং গর্তবাসদুঃখ-
জন্মদুঃখ-ব্যাধিদুঃখ-জরাহুঃখ-মরণদুঃখানি ইতি পঞ্চ ওষবেগঃ জল-

শ্রোতাবেগোযশ্রাস্তাং পঞ্চাশত্তেদাম্ পূর্বোক্তাঃ পঞ্চবিপদায়ভেদাঃ, অষ্টাবিংশতিঃ শব্দয়ঃ, নবধা ভূষ্টিঃ, অষ্টধা সিদ্ধিরিত্যেতে প্রত্যয়ভেদা অথবা পঞ্চাশত্ত্বজ্ঞাদয়ো বুদ্ধয় এব ভেদা যশ্রাস্তাম্, পঞ্চপৰ্ক্যাম্ পঞ্চ অবিজ্ঞানিত্তারাগদ্বেষাভিনিবেশরূপাণি পৰ্ক্যাণি গ্রন্থয়ঃ বন্ধনস্থানানি বা যশ্রাস্তাং নদীরূপাং ব্রহ্মশক্তিং বয়ম্ অধীমঃ ধ্যাম্। অধিপূৰ্ব্বকাং ইক্ধাতোল'টিকপম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মস্ত্রে সংসারকে নদীরূপে বর্ণন করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ স্বিগণ বলিতেছেন যে, আমরা একটি নদী দেখিলাম। চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় উহার জল। যেহেতু এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমাদের সংসার-জ্ঞান জন্মে। এই ইন্দ্রিয়গণ হইতেই সংসার-প্রবাহ। এইজন্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রোতের জল বলা হইল। ক্ষিতি, জল, তেজ, মকৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতই ইহার উৎস বা উদ্ভবস্থান। এই পঞ্চ উৎস দ্বারাই এই নদী উগ্র ও বক্র হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বা বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহার তরঙ্গ। ইহার প্রবাহ এত ভয়ঙ্কর যে উহার মধ্যে পতিত হইলে বারবার জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইহা হইতে উৎথিত হওয়া বড়ই কঠিন। এইজন্তই এই নদীকে উগ্র ও বক্র বলা হইয়াছে। এই নদীর তরঙ্গমালার উৎসেজনে জীবকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালক মনই উহার মূল। এই মন হইতেই সংসারের সৃষ্টি। সমগ্র জগৎ এই মনেরই কল্পনা। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শাদি বিষয় সমূহই এই সংসাররূপ নদীর আবর্ত। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় আবর্তে পড়িয়াই জীব নানা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। গর্ত্বাসজ্জনিত দুঃখ, জন্মজ্জনিত দুঃখ, জরাজ্জনিত দুঃখ, ব্যাধিজ্জনিত দুঃখ, মৃত্যুজ্জনিত দুঃখ এই পাঁচ প্রকার দুঃখই ইহার প্রবাহ। এই প্রবাহজ্জনিত বেগ বড়ই কষ্টপ্রদ। লজ্জা প্রভৃতি পঞ্চাশ

প্রকার বুদ্ধি এই নদীর শাখা ও প্রশাখা। অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশই সংসাররূপ নদীর পাঁচটি পর্ব অর্থাৎ বিভাগ বা সোপানাবলি। এই পাঁচ বিভাগপূর্ণ সমুদায় জগৎ সংসারের স্বরূপ। অন্তঃকরণের পঞ্চাশ বৃত্তি হইতেই এই নদীর পঞ্চাশ প্রকার ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই অন্তঃকরণের বুদ্ধি-বৃত্তি লইয়াই সংসারে নানা ভেদ প্রতীতি জন্মে।

আমরা উক্ত নদীরূপ ব্রহ্মশক্তিকে স্মরণ করিতেছি ॥৫॥

শ্রুতিঃ—সৰ্ব্বাজীবে সৰ্বসংস্থে বৃহন্তে

অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা

জুষ্টন্ততন্তেনামৃতত্বমেতি ॥৬॥

অনুমানবাদ—হংসঃ (জীবাত্মা), সৰ্ব্বাজীবে (সকলের জীবনা-
ধায়ক) সৰ্বসংস্থে (সমস্ত বস্তুর আশ্রয়স্থান) বৃহন্তে (বিস্তৃত) অস্মিন্
(এই) ব্রহ্মচক্রে (পূর্ববর্ণিত সংসাররূপ চক্রে) ভ্রাম্যতে (পরমেশ্বর
বিমুখতাহেতু অবিজ্ঞাবশে ভ্রাম্যমান হয়) [কিন্তু যখন] আত্মানং
(নিজে—জীবাত্মাকে) প্রেরিতারং চ (এবং সৰ্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে)
পৃথক্ মত্বা (পরস্পর ভিন্ন মনে করিয়া অর্থাৎ পরমেশ্বর সৰ্ব্বশক্তি-
মান, অংশী, বিভূ, নিয়ামক ও আরাধ্য, আর জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি-
বিশেষ, বিভিন্নাংশ, অণুপরিমাণ, নিয়ম্য ও আরাধক, এইরূপ বিলক্ষণ
ধর্মবিশিষ্টরূপে অর্থাৎ তিনি সেব্য অন্ম আর আমি সেবক অন্ম এই
প্রকারে ভিন্ন জাত হইয়া) জুষ্টঃ [জুষ্টন্] (তাঁহাকে ভজন করিলে)
[সঃ—সেই জীব] ততঃ (তাহার পর তাঁহার প্রসাদে) তেন (তাঁহার
দ্বারা) অমৃতত্বং (মুক্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৬॥

অনুবাদ—জীব অনাদিকাল হইতে পরমেশ্বর-বিমুখতাহেতু অবিছাবশে সকলের জীবন-নির্বাহক, সকলের আশ্রয়ভূত এই বিস্তৃত সংসাররূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে কিন্তু যখন সেই জীব ভাগ্যক্রমে নিজেকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পরমেশ্বর সেবা, জীব সেবক জানিয়া তাঁহাকে ভজনীয় বিচারে ভজন করে, তখন সেই পরমেশ্বরের অভ্যুৎপাদেই জীবের সংসার-মায়া হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্ম জাতা ইতি চিন্তায়াং দেবাশ্চাক্তিঃ যঃ কারণানি নিখিলানি ইতি অনেন চ দেবশক্তি নারায়ণ এব সৰ্বকারণং অপরিণামিনোহপি তস্ম কারণত্ব-নির্বাহিকা প্রকৃতিরিতি বিস্তারো দর্শিতঃ অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্মৃতেতরেষিতি চিন্তায়াঃ বিস্তারং দর্শয়তি ।

সৰ্বান্ আজীবয়তীতি সৰ্বাজীবং অনেন জীবামঃ, কেন ইত্যশ্রোস্তরং উক্তং ভবতি, সৰ্বেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ো যস্মিন্ তৎ সৰ্বসংস্থং অনেন চ ক চ সংপ্রতিষ্ঠা ইত্যস্ম উত্তরম্ উক্তং ভবতি, বৃহন্তে বৃহতীত্যর্থঃ অতশ্চ নিরতিশয়বৃহত্ত্বাদেব সৰ্বসংস্থাদিকং যুজ্যত ইতি ভাবঃ । তাদৃশে ব্রহ্মরূপে চক্রে হস্তি গচ্ছতি অনেকজন্মসহস্রসংসারগণীল ইতি হংসো জীবঃ পরবশতয়া 'ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যত্রাকৃণোতি মায়ায়ৈ'তুক্ত-রীত্যা ব্রহ্মচক্রেণ ভ্রাম্যমাণোহয়ং ভ্রমতীত্যর্থঃ ; এতজ্জ্ঞানস্ম ফলমাহ— পৃথগাত্মানং ইত্যাদিনা ইত্যুক্তরীত্যা ভ্রাময়িতৃত্বেন পরমাত্মানং তেন ভ্রাম্যমাণং তচ্ছরীরভূতং চ স্বাত্মানং পৃথক্ মত্বা জুষ্টস্তজ্জ্ঞানপ্রীতেন পরমাত্মনা প্রীত্যা বিষয়ীকৃতঃ সন্ মুক্তিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ । ততশ্চামৃতফলপ্রাপ্তিহেতুভূতজ্ঞানবিষয়স্ত প্রের্যাপ্রেরকলক্ষণজীব-পরভেদস্ত পরমার্থত্বমুক্তং ভবতি অপরমার্থজ্ঞানস্ত মোক্ষহেতুত্বা-সম্ভবাদিতি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতাদৃশে ব্রহ্মচক্রে জীবঃ পরমেশ্বরবিমুখতাক্রমেণ সংসরতি, ঈশ্বরো মে আরাধ্যঃ নিয়ন্তা, প্রভুঃ, অহং তস্মাশ্রিতো দাসশ্চেতি বুদ্ধিমতো ভক্তিমতো মুক্তিরীশ্বররূপয়া ভবত্যেবেত্যাহ—সৰ্ব্বাজীব ইত্যা-
 দিনা—সৰ্ব্বাজীবে সৰ্ব্বেষাং জীবনাধায়কে, সৰ্ব্বসংস্থে সৰ্ব্বেষাং প্রলয়স্থানে
 যদ্বা সৰ্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে, বৃহন্তে বিশ্বব্যাপিনি, বৃহৎশব্দাৎ সপ্তম্যাং
 হুমাগমে অকারাগমে চ পৃষোদরাদিভ্যাং ছান্দসং রূপম্, অস্মিন্ পূৰ্ব্বোক্তে
 ব্রহ্মচক্রে সংসার-রূপচক্রে হংসঃ জীবঃ হস্তি গচ্ছতি অধ্বানম্ ইত্যর্থঃ
 বর্ণবিপর্যায়ছান্দসঃ, ভ্রাম্যতে অবিচয়া নানাযোনিষু নিপাত্যতে
 আত্মতত্ত্বজ্ঞানাতাবেন পরেশবৈমুখ্যাৎ ইতিশেষঃ। আত্মানং স্বং
 প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ পরমেশ্বরং চ পৃথক্ শক্তিত্ব-শক্তিমত্ব-অংশত্বাং-
 শিদ্ধাগুত্ব-বিভূত্ব-নিয়ম্যত্মনিয়ামকত্বাদি বিরুদ্ধধৰ্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকতয়া
 ভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা জুষ্টম্ ভজন্ সঃ ততঃ তদনন্তরং তেন পরমেশ্বরেণ
 হেতুনা অমৃতত্বং মোক্ষম্ এতি লভতে। জুষ্টম্ ইত্যত্র জুষ্টঃ ইতি
 পাঠান্তরে তু হংসঃ জীবঃ আত্মানং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ পরমেশ্বরং
 চ পৃথক্ অত্যন্তভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা তস্মিন্ সৰ্ব্বাজীবে সৰ্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
 বৃহতি ব্রহ্মচক্রে সংসাররূপচক্রে ভ্রাম্যতে বিবিধ যোনিষু চক্রবৎ
 পরিবর্ততে। তেন পরমেশ্বরেণ জুষ্টঃ সেবিতঃ অনুগৃহীতঃ সন্ ততঃ
 সঃ অমৃতত্বম্ মোক্ষম্ এতি লভতে ইত্যর্থঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম সকলের বৃত্তিবিধান করেন বলিয়া তাঁহাকে
 সকলের জীবন-নির্বাহক বৃত্তিস্থান বলা হয় এবং অস্তে সকল সংসার
 তাঁহাতেই প্রবেশ করে বলিয়া প্রাণিগণের আশ্রয়-স্থান বা লয়-স্থান
 বলা হয়।

ভগবদ্বিমুখ জীব অনাদিকাল হইতে তাদৃশ বৃহৎ জগদ্রূপ
 ব্রহ্মচক্রে নিজ কর্ণানুসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে। ইহাই
 জীবের সংসারাবস্থা। জীব পরব্রহ্মের তটস্থা শক্তি আর পরব্রহ্ম

শক্তিমত্ত্ব। ব্রহ্ম অংশী আর জীব সেই ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ, ব্রহ্ম বিভূচৈতন্য আর জীব অণুচৈতন্য ; ব্রহ্ম নিয়ামক আর জীব তাঁহার নিয়ম্য ; জীব ও ব্রহ্ম অচিন্ত্যভেদোভেদ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

জীব যখন ভাগ্যক্রমে মাধু-গুরুর কৃপায় জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ সেবা-সেবকভাব জ্ঞাত হইয়া শক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তখন সেই শ্রীভগবানের অহুগ্রহেই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’।

কৃষ্ণের ‘তটস্থশক্তি’ ‘ভেদোভেদ-প্রকাশ’।

* * * *

কৃষ্ণভুলি’ সেই জীব—অনাদি বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তাহা দেয় সংসার-দুঃখ।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।

* * * *

মাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়,

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

কঠোপনিষদেও পাই,—

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো

বিদধাতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেষহুপশস্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতবেষাম্।”

(কঠ ২।২।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাদ্দীশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহশ্রুতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বৃধ আভজ্ঞেত্তং ভক্ত্যেকয়েশং গুরুদেবতাস্মা ॥”

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “ভবাপবর্গো”

(ভাঃ ১০।৫।৩৪) শ্লোকও আলোচ্য ॥৬॥

শ্রুতিঃ—উদগীতমেতৎ পরমস্তু ব্রহ্ম
তস্মিন্ভ্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাহঙ্করঞ্চ ।
অত্রাস্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপর্যা যোনিমুক্তাঃ ॥৭॥

অমুখ্যবাদ—এতৎ তু (এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব কিন্তু) পরমং
ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম বলিয়া) উদগীতং (বেদান্ত-বাক্যদ্বারা উপদিষ্ট)
[অতএব প্রপঞ্চাতীত হইলেও] তস্মিন্ (সেই পরব্রহ্মে) ভ্রয়ম্
(জীব, প্রপঞ্চ, প্রেরয়িতা ঈশ্বর—এই তিনই প্রতিষ্ঠিত) [তৎ—তিনি]
সুপ্রতিষ্ঠা (সকলের উত্তম আশ্রয়) অক্ষরং চ (অপ্ৰচ্যুতস্বরূপ ও
কূটস্থ) অত্র (এই সংসারে) আস্তরং (প্রকৃত্যাদি প্রপঞ্চের অতিরিক্ত
অর্থাৎ অন্তর্ধ্যামিরূপে স্থিত তাঁহাকে) বিদিত্বা (জানিয়া অর্থাৎ সেই তত্ত্ব-
জ্ঞানের ফলে) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ) তৎপর্যাঃ [সন্তঃ] (কেবল
তৎপরায়ণ অর্থাৎ তাঁহার সেবানিরত থাকিয়া) [তাহার ফলে]
যোনিমুক্তাঃ (গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ভয় হইতে মুক্ত হন)
[এবং] ব্রহ্মণি (ব্রহ্মানন্দে) লীনাঃ [ভবন্তি] (নিমগ্ন হন) ॥৭॥

অমুখ্যবাদ—এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বই পরমব্রহ্ম বলিয়া বেদান্তে খ্যাত,
সেই পরমব্রহ্মে জীব, শব্দাদিবিষয়রূপ প্রপঞ্চ ও প্রেরয়িতা নিয়ামক

ঈশ্বর—এই তিনটিই স্বপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এই তিনেরই পরম আশ্রয়। তিনি প্রপঞ্চাদির আশ্রয় হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত অবিনাশী কূটস্থ। ব্রহ্ম-বিদগণ এই পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত জানিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হন এবং তাঁহার সেবাফলে গর্ত্বাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু এই পঞ্চবিধ দুঃখ হইতে অথবা অবিজ্ঞাদি পঞ্চক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতৎ চক্রপতয়া প্রাঙ্‌নির্দিষ্টমেব। “নারায়ণঃ পরমব্রহ্ম স্যে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ” “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা-অভিবদন্তি” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে পূর্বব্রহ্মত্বেন স্বপ্রতিষ্ঠিতেনাক্ষরত্বেন চোদগীতং উচ্চৈর্গীতং, উগ্‌দৌষমিতি পাঠেহপি স এবার্থঃ। তস্মিন্ স্বপ্রতিষ্ঠাক্ষররূপে ব্রহ্মণি প্রকৃতিপুরুষকালরূপং ত্রয়ং আশ্রিতমিত্যর্থঃ। তৎপর্যঃ ব্রহ্মপর্যঃ ব্রহ্মপ্রেম্যবঃ ঈদৃশং প্রকৃতিপুরুষকালানাং বিবেকং তেষাং পরমাত্মনশ্চাপুৰুষসিদ্ধতয়াধারাধেয়ভাবলক্ষণমন্তরশব্দিতং ভেদং বিদিত্বা প্রকৃতিবদ্ধবিনিমুক্তাঃ সন্তঃ পরমং সাম্যং প্রাপ্যাত্মিন্নতয়া অদর্শনলক্ষণলয়ং গতা ইত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—এতৎ তু পরমং ব্রহ্ম বেদান্তৈঃ উদগীতম্ উপদিষ্টম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতা ইতি ত্রয়ম্ আশ্রিতমস্তি। তৎ এব স্বপ্রতিষ্ঠা শোভনঃ আশ্রয়ঃ অক্ষরং ন ক্ষরতি ইতি চ। অত্র সংসারে আস্তবং প্রকৃত্যাদিব্যতিরিক্তং এতৎ পরমং ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীতত্বেন উদগীতম্ বেদান্তেষু বর্ণিতং তথাচ কার্যাকারণলক্ষণাং প্রপঞ্চাদন্তং তদ্ ইত্যাদি, যত্ “ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদশেষেহর্জুন তিষ্ঠতি” ইতিস্বত্যা “হা স্বপর্ণা সমুজ্জ্যেতা”দি শ্রুত্যাচ “অমৃষ্টমাত্রপুরুষশ্চ” জীবসহযোগিত্বং ক্রয়তে তত্ত্ববশ্চ অপি পরমাত্মনঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণঃ। শ্রীগীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবতা হ্যুক্তাঃ “বিষ্টত্যাহমিদম্ কৃত্বান্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ” (শ্লঃ ১০।৪২) “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” (গীঃ ১৪।২৭) ইত্যাদি বাক্যৈঃ

শ্রীকৃষ্ণস্ত পরব্রহ্মত্বম্ উদগীতম্ স্ননির্দিষ্টমিতি । তস্মিন্ ইত্যাদি অগ্ন্যং সমানম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বেদান্তে ষাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন, তিনি প্রপঞ্চাতীত ও সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব । সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে ত্রিভুবন, জীব ও তদন্তর্য্যামী প্রেরয়িতা এবং প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল অবস্থিত । শ্রীকৃষ্ণই সকলের স্প্রতিষ্ঠা । পরব্রহ্ম প্রপঞ্চের আশ্রয় হইলেও প্রপঞ্চের ন্যায় বিকারাদি পরিণাম তাঁহার নাই । তিনি অক্ষর অর্থাৎ পরিণাম-বর্জিত, মায়াতীত—কূটস্থ । ব্রহ্মবিদ এই প্রকারে পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত জানিয়া তৎপরায়ণ হইলে অর্থাৎ তাঁহার সেবানিরত হইলে সংসার-বন্ধনজনিত গর্ভবাসাদি ক্লেশ হইতে বিমুক্তি লাভকরতঃ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন ।

শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মহুশ্যালিঙ্গম্” (ভাঃ ৭।১০।৪৮) ;

“সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মহুশ্যালিঙ্গম্” (ভাঃ ৭।১৫।৭৫) ;

“এবং সৰুদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্ ।

যস্ত ভাসা সৰুমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥”

(ভাঃ ১০।১৩।৫৫)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” (গীঃ ১৪।২৭) ; এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,— “যস্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাতেন প্রসিদ্ধং যদ্ ব্রহ্ম তস্তাপ্যহং প্রতিষ্ঠা— প্রতিষ্ঠীয়তেহস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সৰুত্রৈব প্রতিষ্ঠা-পদস্ত তথার্থত্বাৎ ।”

শ্রীগীতাতে আরও পাওয়া যায়,—

“অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টেভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

(গী: ১০।৪২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং সৃষ্টং জগদ্বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্যাং বিধৃত্য, অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বা-
ন্বিয়ম্য, ব্যাপকত্যাং ব্যাপ্য, কারণত্যাং সৃষ্ট্য স্থিতোহস্মি ।”

সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় সেইরূপ
পরমাত্মারও অংশী । এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতার—“যস্য প্রভাপ্রভবতো”
(ব্র: সং ৫।৪০) এবং (কঠ ২।২।১৫), (যুগুৎ ২।২।১০) ও দৈশো-
পনিষদের “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ” মন্ত্রগুলিও আলোচ্য ॥৭॥

শ্রুতিঃ—সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।

অনীশশচাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্-

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাঠৈঃ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—দৈশঃ (পুরুষোত্তম পরমেশ্বর) ক্ষরম্ (বিনাশশীল
জড়বর্গ) অক্ষরং চ (এবং অবিনাশী জীবাত্মা) ব্যক্তং (কার্যাস্বরূপ
মহাদাদি বিকারসমূহ) অব্যক্তং (অবিকারী কারণ) সংযুক্তম্ (পরস্পর
সম্বন্ধযুক্ত কার্যাকারণাত্মক) এতৎ (এই দৃশ্যমান) বিশ্বম্ (প্রপঞ্চকে)
ভরতে (ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন) আত্মা চ (কিন্তু জীবাত্মা)
অনীশঃ (প্রকৃতির অধীন পরতন্ত্র অর্থাৎ অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-

কার্য্য দেহাদি সম্বন্ধযুক্ত হইয়া) ভোক্তৃভাবাৎ (জাগতিক স্ব-
ত্বাং ভোগ করে বলিয়া অর্থাৎ স্বত্বত্বাং দ্বিতীয় অধীনত্ব-নিবন্ধন)
বধ্যতে (বদ্ধ হয়) [তাহার মুক্তির উপায়] দেবং (পরমেশ্বরকে)
জান্য (জানিয়া উপাসনা করিলে) সর্বপাঠৈঃ (অবিজ্ঞা প্রভৃতি সকল
প্রকার বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়) । ৮।

অনুবাদ—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে বিনাশশীল জড়দ্রব্য-
সমূহ আর অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী জীবাণী উভয়ে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত
হইয়া আছে, পরমেশ্বর জীব ও জরাশ্রক বিশ্বকে ধারণ ও পালন
করিতেছেন। জীব কিন্তু জগতের ভোগকারী হওয়ায় শরীরেন্দ্রিয়াদির
অধীন একান্ত স্বাধীনতাহীন অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন হইয়া সংসার-
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরকে জানিলে অর্থাৎ তত্ত্ব-
জ্ঞানের সহিত তাহার উপাসনা করিলে সর্ববিধ পাশ হইতে
মুক্ত হয় । ৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহ প্রকৃতিসদৃশে জীবপরায়োরবিশিষ্টে সতি
জীবন্ত কুতো বন্ধঃ পরন্তু কুতো ন ইত্যত্রাহ—

ঈশঃ পরমাত্মা ব্যক্তাব্যাক্তরূপং ক্ষরমচিৎস্বর্গমক্ষরং চিৎস্বর্গং চ পরম্পরং
সংযুক্তং বিভর্তি ন তু বধ্যতে, অনীশো জীবন্ত বধ্যতে কর্মফল-
ভোক্তৃভাবিসঙ্কলক্ষণভাবসম্বাৎ, পরমাত্মনস্ত ‘ন মাং কর্ম্মণি লিম্পন্তি
ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহে’ত্যাক্তরীত্য। তস্ত কর্ম্মফলস্পৃহাভাবেন কর্ম্মলেপা-
ভাবাৎ স্বসংযুক্ততয়া প্রকৃতিভরণেহপি অপহতপাপ্মতয়া প্রকৃতিসদৃশ-
প্রতিভটন্তৎপ্রতিভটজ্ঞানবিশেষশ্চেতি নিগলিতার্থঃ । ৮।

প্রত্যর্থবোধিনী—নহ পরমেশ্বরস্ত কথং পৃথক্সত্তা জীবপ্রপঞ্চয়ো-
রেব দৃশ্যমানত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সমাধন্তে—কার্য্যকারণাত্মকবিশ্বস্ত-পালকত্বেন

স তথা দৃশ্যমানোহপি সৰ্ব্বথা স্বতন্ত্রঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ তথাহ্যুক্তং ভগবতা “ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে । উত্তমঃ পুরুষশ্চক্ষুঃ পরমাত্মোদাহৃতঃ ।” “যো নোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ” ইতি । এতৎ পরিদৃশ্যমানং ব্যক্তং বিকারজাতং ক্ষরং ক্ষরতীতি বিনাশশালি, তথা অব্যক্তং কারণং প্রধানং অক্ষরমবিনাশি জীবাশ্চরুপম্ এতদুভয়ং সংযুক্তম্ পরম্পরসম্বন্ধং কার্যাকারণাত্মকং বিশ্বম্ ঈশঃ পরমেশ্বরো ভরতে বিভর্তি । চ কিল্ব আত্মা জীবাশ্চা অনীশঃ অস্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়াগ্ৰধীনঃ, কথং ? ভোক্তৃভাবে স্ত্বত্বদুঃখয়োৰ্ভোগকৰ্তৃত্বাচ্ছেতোঃ বধ্যতে, তর্হি কথং তন্ত মুক্তিরিতি ? তত্রাহ—জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি দেবং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা উপাস্ত সৰ্ব্বপাশৈঃ অবিজ্ঞাদি-জনিত স্ত্রীপুত্রবিতাদিভির্বন্ধনৈর্মুচ্যতে মুক্তো ভবতি ।৮।

তত্ত্বকণা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে—ক্ষর অর্থাৎ বিনাশধর্ম-যুক্ত জড়বর্গ এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী জীবাশ্চা এবং কার্য ও কারণ উভয়ই অবস্থিত । ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই আছে । পরমেশ্বর এই উভয়াশ্চক-বিশ্বের ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন । পরমেশ্বর পূর্ণকাম ও স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বের পালনাদি কার্য করিয়াও প্রসংসারীতাই থাকেন । আর জীব শ্রীভগবানের তটস্থ-শক্তি হইয়াও অপূর্ণতাহেতু ভগবদ্বিমুখতাবশে স্বীয় ভোগবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করে এবং তাহার কলে জড়ীয় স্ত্ব-দুঃখাদির ভোক্তৃভাভিমাণে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । এই সংসারে ভ্রাম্যমাণ জীব যদি ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে ভগবন্তের অবগত হইয়া ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে ভগবৎকৃপায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্যধামে গমন পূর্বক নিত্যসেবার অধিকারী হইতে পারে ।

ত্রিগীতায় পাই,—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুর ও অক্রুরতত্ত্ব হইতে অতীত
পুরুষোত্তমতত্ত্ব ।

“যস্মাৎ ক্রুরমতীতোহহমক্রুরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”

(গী: ১৫।১৮)

সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বারাই জীবের উদ্ধার ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

“কৃষ্ণভুলি’সেই জীব—অনাদি বহিস্থুথ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥”

* * *

“সাধু-শাস্ত্র কুপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥”

(চৈ: চ: মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ)

ত্রিগীতায়ও পাই,—

“দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া হ্রিত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥”

(গী: ৭।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাদীশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহন্থতিঃ ।

তন্মায়য়াতো বুদ্ধ অভিজ্ঞেস্তং ভক্ত্যৈক্যেশং গুরুদেবতায়া ॥”

(ভা: ১১।২।৩৭) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশনীশা-

বজা হেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হকর্তা

ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥৯॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মুক্তির কারণীভূত তত্ত্বজ্ঞানার্থ তত্ত্ব নির্দেশ করিতেছেন] ঈশনীশো (শ্রীভগবান্ পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান্ ও জীব অনীশ্বর যেহেতু চিংকণ) জ্ঞাজ্ঞো (ইহাদের একজন পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও অপরটি জীবাাত্মা সর্বজ্ঞতাশূন্য অল্পজ্ঞ) ঘো (ইহারা উভয়ই) অজ্ঞো (জ্ঞয়রহিত) [আর] হি একা (অপর এক ঈশশক্তিও) অজ্ঞা (নিত্যা, প্রকৃতি) [যিনি] ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা (ভোক্তা জীবের ভোগের জন্য ভোগ্যদ্রব্য-সংযুক্তা) আত্মা চ (আর পরমাাত্মা) অনন্তঃ (দেশতঃ কালতঃ সীমাহীন) বিশ্বরূপঃ (দেব, মহেশ্ব, তির্যক্ প্রভৃতি সকলের মধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত) অকর্তা (পরমেশ্বর স্বয়ং অকর্তা হইয়াও মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন) যদ্ (যাহা) ত্রয়ং (এই তিনটি অর্থাৎ ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতিকে) আবিন্দতে (সর্বতোভাবে অধিকার করিয়া আছেন) এতৎ ব্রহ্ম (ইনিই পরব্রহ্ম পরমাাত্মা) [ইঁহাকে জানিয়া উপাসনা করিলে জীব মুক্ত হয়] [অথবা] যদা (যখন) ত্রয়ং (জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি) এতৎ (এই তিনটিকে) ব্রহ্ম বিন্দতে (ব্রহ্মাত্মক বা পরব্রহ্মের শক্তিবিশেষ বলিয়া অবগত হয় তখন ব্রহ্মাত্মতা লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়) ॥৯॥

অনুবাদ—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা জীবের মুক্তি হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজন করিলে তাহা সম্ভব, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন—চিংবস্ত দুইটি—পরমেশ্বর ও জীব। ইহাদের মধ্যে পরমেশ্বর বিভূ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন আর জীব অণুচিং, অনীশ্বরতা-

হেতু মায়াবশযোগ্য । পরমাত্মা সৰ্বজ্ঞ ও জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, উভয়ই নিত্য অবিনাশী, আর একটি তত্ত্ব আছে, যিনি প্রকৃতিস্বরূপ। তিনি কিন্তু এক ও নিত্য ; ভোক্তৃপুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্ত সৃষ্টি-কার্যে নিযুক্ত, কিন্তু পরমেশ্বর দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছেদহীন নিঃসীম অনন্ত, বিশ্ব তাঁহার বহিঃস্বরূপ, অথবা বিশ্ববাসী সকলের অন্তর্ধ্যায়ী তিনি ; সেকারণ সকলেই তাঁহার আশ্রিতরূপে পরিচিত । যিনি এই জীব, প্রকৃতি ও পুরুষকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিততত্ত্ব বলিয়া জ্ঞাত হন এবং পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি পরব্রহ্মের রূপায় মুক্ত হন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরম্পরবৈলক্ষণ্যমেব প্রপঞ্চয়তি—

পূর্বনির্দিষ্টয়োর্বয়োৰ্দ্ধো একঃ সৰ্বজ্ঞঃ অতএব ঈশশ্চ, অপরম্প-
জ্ঞোহনীশশ্চ উৎপত্তিরাহিত্যং স্বয়োরপি সমানং ঈশনীশৌ ইতি
দীর্ঘাভাবছান্দসঃ, ভোক্তৃজীবস্ত ভোগরূপপ্রয়োজনযুক্তা উৎপত্তিরহিতা ।
কান্ধান্তা প্রকৃতিবিত্যর্থঃ এবং ত্রিতয়ং উৎপত্তিরাহিত্যেন সমানমপি
পরম্পরং বিলক্ষণমিত্যর্থঃ । নহ প্রকৃতেজীবভোগোপকরণত্বং পর-
মাত্মনোহপি ভোগার্থত্বং কুতো ন ভবেৎ ? প্রত্যুত একৈকশরীরস্ত
জীবভোগার্থত্বেন তৎশরীরপরমাত্মভোগার্থত্বে অবর্জনীয়মিত্যাদ্রাহ—
বিশ্বরীরকস্তাপি পরমাত্মনঃ নাস্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোহয়মুচ্যত
ইত্যুক্তরীত্যা সত্যকামত্যাগনস্তগুণাশ্রয়স্ত নিরপেক্ষস্ত জীববৎ কর্ণফলা-
ভিসন্ধিপূর্বকং কর্তৃত্বাভাবাৎ ন তন্তোগার্থত্বং প্রকৃতেরিত্যিভাবঃ । এতা-
দৃশবৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্ত ফলমাহ, এতৎত্রয়ং পরম্পরবৈলক্ষণ্যেন দর্শনসমা-
নাকারধ্যানেন যদি বিষয়ীকরোতি তদা ব্রহ্ম ভবতি মুক্তো ভবতি
ইত্যর্থঃ ব্রহ্মমিতি ছান্দসং রূপং সংযুক্তং ॥২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহ তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠিতিরিতিবেদান্তসিদ্ধান্তঃ, অথ
কানি তানি তত্ত্বানি ব্রহ্মত্বেন জ্ঞেয়ানি তদ্রাহ—জ্ঞাজ্ঞৌ ষাবিত্যাদি জ্ঞাজ্ঞৌ

জানাতীতি জ্ঞঃ সৰ্ববিৎ ঈশ্বরঃ, অজ্ঞস্তদ্বিশবীতো জীবঃ ধৌ উভৌ অজ্ঞৌ
জন্মাদিরহিতৌ জন্মেতু্যপলক্ষণং বিকারান্তরন্ত। তথাচ সূত্রং “নাত্মা
শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্য” ইতি কো ভৌ ? ঈশনীশৌ ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতি
ঈষ্ট নিয়ন্তা ঈশ্বর ইত্যর্থঃ, অন্তশ্চ জীবঃ অনৌশঃ নিয়ম্যঃ। অজ্ঞা
প্রকৃতির্থা ‘ন জায়তে নিত্যে’ত্যর্থঃ সা একা অধিতীয়া, তস্তাঃ কার্যমাহ—
ভোকৃত্বভোগার্থযুক্তা—ভোকৃত্বণাং সুখদুঃখাত্মভূতবিতৃণাং জীবানাং যো
ভোগঃ সুখদুঃখাত্তরসাক্ষাৎকারঃ তদর্থং তন্নিষ্পত্তয়ে যুক্তা প্রবৃত্তা
তথাচ সাংখ্যসূত্রং ‘সংহতপর্য্যত্বাৎপুরুষস্তে’তি। পুরুষভোগার্থং
প্রকৃতে: প্রবৃত্তিরিতি। অনন্তশ্চ আত্মা, চোহবধারণে পরমাত্মা
পরমেশ্বরো হি অনন্ত এব অস্তান্তঃ পরিচ্ছেদো দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতো
হপি ন বিদ্যতে অথবা জীব ব্যাখ্যানপক্ষে অনন্তঃ অসংখ্য এব পরমাত্মা
বিশ্বরূপঃ বিশ্বং বহিবঙ্গরূপং যন্তেতি, তত্রাপি অকর্তা স্বয়ং অকর্তাহপি
মায়াদ্বারা ত্রিশূলষ্ট্যাদিকং কৰোতি। যদা যম্মিন্‌কালে—এউভয়ং
জ্ঞাজ্ঞাত্বক জীবেশ্বর-প্রকৃতিভয়ং ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মকং) বিন্দতে নভতে
জানাতীত্যর্থঃ তথা মূচ্যত ইতি ৷২৷

তত্ত্বকণা—চিন্ময় বস্তু দুইটি—পরমেশ্বর ও জীব, তন্মধ্যে যিনি
পরমেশ্বর, তিনি বিভূচিং ও সৰ্বশক্তিমান, আর জীব অণুচিং ও
অল্পশক্তি। পরমেশ্বর সৰ্বজ্ঞ, তাহার জ্ঞান সৰ্বদা অব্যাহত থাকে।
কিন্তু জীবের ঈশ্বরত্বের অভাবে তাহার জ্ঞান মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়
বলিয়া জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ শব্দবাচ্য। পরমেশ্বর ও জীবাত্মা
উভয়ই অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত। এতদ্ব্যতীত পরমেশ্বরের আর একটি
শক্তি আছে, তিনিও নিত্য অর্থাৎ অজ্ঞা। তাহার নাম মায়াশক্তি।
জীব ভগবদ্বিস্থ হইলে জীবের স্বরূপ তটস্থা শক্তি বা গীতোক্ত মতে
পর্য্য প্রকৃতি হইয়াও মায়ার অধীন হয়। মায়াদেবী তখন জীবকে
তাহার ভোগার্থ ভোগসাধন দ্রব্যাদি প্রদান করেন। ফলে—জীব

মায়ায় নিগড়ে আবদ্ধ হয়। জীব ও মায়া দুইটিই পরমেশ্বরের শক্তি ও তদধীন তত্ত্ব। পরমেশ্বর স্বয়ং অকর্তা থাকিয়াও তাহাদের দ্বারা জগতের সৃষ্টিাদি-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর অনন্ত ও বিশ্বরূপ। তিনি স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বহিরঙ্গরূপে বিশ্বরূপ হন এবং জীবশক্তি দ্বারা বিভিন্নাংশে অনন্তজীবরূপে অনন্ত হইয়া প্রকাশিত হন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর—তিনের আশ্রয় অর্থাৎ জীব, মায়া ও তন্নিয়ামকরূপে ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের পরম আশ্রয়। সুতরাং এই ত্রিবিধ তত্ত্বই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তদধীনরূপে অবস্থিত। যিনি এই তিনটিকেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বৈভব বলিয়া জ্ঞানেন, তিনি মুক্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেহৈশ্বর্যপীড়িত্যৈঃ ।

অহমেব ন মন্তোহহুদিতি বুধ্যধ্বমজ্ঞসা ॥”

(ভাঃ ১১।১৩।২৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্মা বিদ্যাভ্যাসমনীষয়া ।

পরিপশুন্নু পরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥”

(ভাঃ ১১।২৯।১৮)

‘একমেবাদ্বিতীয়ং’—ছাঃ ৬।২।১ অর্থাৎ ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়। সুতরাং দ্বিতীয় ভগবান্ না থাকায় তিনি সজাতীয় ভেদশূন্য। ‘ততো বৈ সদজায়ত’—তৈঃ ২।৭ অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম) উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিজাতীয় ভেদশূন্য।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিৎসাসম্ব, তদ ব্রহ্মেতি ।” (ভৈঃ ৩।১।১) ৥৯৥

শ্রুতিঃ—ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানাবীশন্তে দেব একঃ ।

তত্ত্বাভিধানাদ্যোজনাৎ তত্ত্বত্বাবাদ্-

ভূয়শ্চাস্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১০॥

অমৃতানুবাদ—প্রধানং (প্রকৃতি) ক্ষরং (ক্ষরণশীল, বিপরিণামী)
হরঃ (যে ভোগ্যবস্তুর নিজেই ভোগার্থ হরণ করে, সে ‘হর’ পদবাচ্য
জীব) অমৃতাক্ষরং (মরণরহিত বলিয়া অক্ষর) ক্ষরাত্মানো (প্রকৃতি
ও পুরুষ—জীবকে) একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (পরমেশ্বর) ঈশতে
(নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন), তত্ত্ব (সেই পরমেশ্বরের) অভিধানাৎ
(পুনঃপুনঃ ধ্যান করিলে অর্থাৎ উপাসনা করিলে) যোজনাৎ (তাহার
সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে) [তাহার ফলে] তত্ত্বত্বাবাৎ (তত্ত্বজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ
তিনিই একমাত্র পরম সত্যবস্ত, সর্বশক্তিমান, সত্যসকল, করুণাসাগর,
সর্কারাধা, এই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তজ্জগৎ) অস্তে (দেহাস্তে) ভূয়ঃ চ
(সর্বতোভাবে) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ (মায়ার সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ জীব হইতে পরমেশ্বরের ভেদ
জানিতে পারিলে জীবের মায়ার নিবৃত্তি হয়, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন
—প্রকৃতি—ক্ষরণশীল ও পরিণামিনী, জীব অক্ষর হইলেও প্রকৃতিজাত
ভোগ্যবস্তুর ভোক্তৃত্বাভিমানী হইয়া মায়াবদ্ধ । এই প্রকৃতি ও জীব
উভয়ই পরমেশ্বরের শক্তি ও তদধীন তত্ত্ব । পরমেশ্বর অদ্বিতীয়
বস্তু ; তিনি প্রকৃতি ও জীবরূপ শক্তিদ্বয়ের নিয়ামক ও অধীশ্বর ।
জীব যদি এই সক্তিদানন্দময় পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিয়া

তাহার উপাসনায় রত হয় এবং পরমেশ্বরের অভিধানফলে তাঁহার কৃপায় তাহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ে তত্ত্বের আবির্ভাব হইলে অস্তে মায়ায় বন্ধন হইতে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয় ১১০।

ত্রীরঙ্গরামামুজ—মহানির্দিষ্টকরা করশস্বার্থং বিবৃদ্ধং পরম্পরবৈলক্ষণ্য-জ্ঞানমাত্রেন মুক্তৌ মনননিদিধ্যাসনবৈয়র্থ্যমিতি শকাং চ শময়ন্তি ।

প্রধানং প্রকৃতিরিতি প্রধানশক্তি তা প্রকৃতিঃ করমিত্যাচ্যতে, ভোগ্য-মাত্মনোভোগার্থং হরতীতি হরো জীবঃ অমৃতাকরং অমৃতত্বাৎ মরণ-ধর্মশূন্যত্বাদকরমিত্যর্থঃ করাকরশক্তি-চেতনাচেতনবর্গেশিতা অপহত-পাপমা দ্বিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি নির্দিষ্টো নারায়ণ ইত্যর্থঃ । অভিধ্যানমারম্ভণ সংশ্লিষ্টং যোজনং যোগঃ তত্ত্বভাবস্তদ্ব্যবির্ভাবঃ এতৈরন্তে শরীরাবসানে ভূয়ঃ সমস্ত প্রকৃতিসম্বন্ধনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । ততশ্চ 'ত্রয়ং বদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ' ইতি মন্ত্রোক্তা মুক্তিব্রহ্মোপাসীনকান্ ব্রহ্মানুভবরূপ ইত্যর্থঃ ১১০।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রধানেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যং নিরূপ্য তদ্বিজ্ঞানাদ-মৃতত্বং দর্শয়তি করমিত্যাदि । প্রধানং প্রকৃতিঃ করং বিপরিণামি, হরঃ প্রকৃতিজাতং দ্রব্যাদি ভোগার্থং হরতীতি হরো জীবঃ অমৃতাকরং মরণ-ধর্মরহিতাৎ অমৃতং তদর্থাৎ অক্ষরঞ্চ ব্রহ্মৈব পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ । সঃ পরমেশ্বরঃ দেবঃ ছোতনায়া, করাত্মনো—প্রকৃতিজীবো—তো ব্রহ্ম-স্বান্দসঃ, প্রধান-পুরুষো দ্রষ্টতে দ্রষ্টে নিয়োজয়তি স একোহদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, দ্রষ্টে ইতি বক্তব্যে বিকরণলোপাভাবাদ্ দ্রষ্টত ইতি । অস্ত তাদৃশঃ পরমাত্মা কিস্তত ইত্যাহ—তস্ত পরমেশ্বরস্ত অভিধ্যানাং চিন্তনাং-উপাসনয়েত্যর্থঃ তথা যোজনাং তস্মিন্ সর্গকর্মসম্পর্গাৎ বদা তস্মিন্

সর্বেষাং তদ্বানাং যোজনাং যোগান্বেতোঃ তদ্বভাবাং তদ্বজ্ঞানোদয়াং
ভক্তিমান্ শ্রীং অস্তে ততঃ পরং মৃত্যোরনন্তরমিতিবার্থঃ, ভূয়ঃ বাহুল্যেন
বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ স্বখদুঃখ-মোহাভ্রাকাশেষপ্রপঞ্চরূপমায়াকার্য্যশ্চ নিবৃত্তিঃ
আত্যন্তিকঃ ক্ষয়ো ভবতি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের মায়ানিবৃত্তি হয়,
তাহাই বলিতেছেন—প্রকৃতি—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, তিনি সর্বদা
ক্ষরণশীলা বা পরিণামিনী। আর জীবাত্মা শ্রীভগবানের তটস্থশক্তি,
ভগবদ্ধিমুখতাক্রমে মায়াবদ্ধ হইলে প্রকৃতিজাত ভোগ্যপদার্থ ভোগের
জন্তু গ্রহণ করে, তজ্জন্তু জীবকে ‘হর’-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।
কেহ কেহ এই ‘হর’-শব্দকে জীবের অবিচ্ছিন্নহারণকারী বলিয়া পর-
মেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ
জীব হইতে পরমেশ্বরের ভেদ বুঝাইতেছেন বলিয়া ‘হর’-শব্দে
জীবকে বুঝাইলে সমীচীন মনে হয়। এতদ্ব্যতীত পরমেশ্বর তত্ত্ব
অধিতীয়রূপে প্রকাশ পান। তিনি পূর্ণ চিদ্রূপ, সর্বশক্তিমান্, প্রকৃতি
ও জীবরূপা শক্তিদ্বয়কে সর্বদা নিয়মিত করেন। সুতরাং প্রকৃতি
ও জীবের অধীশ্বর—শ্রীভগবান্। জীব ভগবদ্ধিমুখ হইলেই প্রকৃতির
অধীন হইয়া পড়ে। স্বয়ং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভগবদ্ধি-
মুখতার ফলেই মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারে জন্মজন্মান্তর নানাবিধ তাপাদি
ভোগ করে। ভাগ্যফলে তত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গক্রমে শ্রুতির মর্ম্মার্থ যখন
জীব জানিতে পারে, তখন বুঝিতে পারে যে, জীব ও প্রকৃতি বা
মায়ার অধীশ্বর শ্রীভগবান্। ভগবদ্ধিমুখতাক্রমেই অনাদিকাল হইতে
জীব প্রকৃতি-সংসর্গে অজ্ঞানাবস্থায় বিষয়ভোগে মোহিত হইয়া অবস্থিত।
এক্ষণে যদি পুনরায় সেই পরমেশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করে
তাহা হইলে মায়ামুক্তি হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

“এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন ।

সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন ॥

নিজতত্ত্ব জানি’ আর সংসার না চায় ।

‘কেন বা ভজিহু মায়া’ করে হায় হায় ॥

কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস ।

তোমার চরণ ছাড়ি’ হৈল সর্বনাশ ॥

কাকূতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ভাকে একবার ।

কৃপা করি’ কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ॥

মায়াকে পিছনে রাখি’ কৃষ্ণ পানে চায় ।

ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায় ॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল ।

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥

‘সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম’—এই মাত্র চাই ।

সংসার জ্বিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥”

যখন জীব সেই পরমেশ্বরের অভিধান অর্থাৎ প্রকৃতি ও নিজ হইতে ভিন্নজ্ঞানে পরমেশ্বরকে জানিয়া তাহার উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার কৃপায় শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধের যোজনাই করিতে সমর্থ হয় তখন তাহার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই জীবের মায়াসম্বন্ধ-জনিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যশ্মিন্দ্রিৎ যতশ্চৈদং যেনৈদং য ইদং স্বয়ম্ ।

যোহস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরন্তং প্রপণ্ডে স্বয়ম্ভুবম্ ॥” (ভাঃ ৮।৩।৩)

অর্থাৎ যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাহা হইতে এই বিশ্ব, যাহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব, আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভু কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া তজনা করি ॥১০॥

শ্রুতিঃ—জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ।

তস্মাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে

বিশ্বেশ্বর্যং কেবল আশুতামঃ ॥১১॥

অনুবাদ—দেবং (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (তত্ত্বতঃ জানিতে পারিয়া) [অতঃপর] তস্মা (সেই পরমেশ্বরের) অভিধ্যানাৎ (নিরন্তর ধ্যানবশতঃ) সর্বপাশাপহানিঃ (সর্বপ্রকার মায়া-বন্ধনের নিবৃত্তি হয়) ক্লেশৈঃ (অবিद्या প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ) ক্ষীণৈঃ [সন্নিঃ] (ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাহার ফলে) জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ (জন্ম-মৃত্যু-দ্বারা নিবৃত্তি হয়) দেহভেদে (লিঙ্গ শরীর পর্যান্ত নাশ হইলে) বিশ্বেশ্বর্যং [তাক্সা] (বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভাগপূর্বক) তৃতীয়ং (তৃতীয় জ্যোতির্ময় পার্শ্বদেহ) কেবলং (যাহা প্রকৃতি-সম্বন্ধরহিত, অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া) [সাধক] আশুতামঃ (পূর্বকাম হয়) ॥১১॥

অনুবাদ—সদগুরুর মুখে শাস্ত্র-শ্রবণবশতঃ পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যান হইতে দেহগেহ প্রভৃতির উপর অহস্তা মমতা কাটিয়া যায়, জন্মমৃত্যুকৃতক্লেশ আর থাকে না অর্থাৎ জন্মাদি ঘটিলেও তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় তৎকৃত ক্লেশাদি সম্পর্ক হয় না । তাহার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর লিঙ্গ দেহের ক্ষয় হইয়া যায়, তৎপরে চান্দ্র ও ব্রাহ্ম উভয় লোক হইতে বিভিন্ন তৃতীয় সেই ভাগবত পদ ভগবন্তস্ববিৎ প্রাপ্ত হন, যাহা পূর্ণবিভূতিসম্পন্ন এবং মায়াসম্পর্ক-

রহিত। অতঃপর সেই তত্ত্বজ্ঞ পূর্ণমনোরণ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সেই পরমেশ্বরের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগম্যত্ব ও ভক্তিলভ্যত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—জ্ঞানসাধ্যমুক্তিক্রমং দর্শয়তি—

দেবং জ্ঞাত্বা দর্শনসমানাকারজ্ঞানেন বিষয়ীকৃত্য সর্বপাশশক্তি-
পাপহানির্ভবতি 'তদধিগমউত্তরপূর্কাস্বয়োরপ্তেববিনাশাবি'তি শ্লোকে দর্শন-
সমানাকারজ্ঞানারম্ভসময়ে পূর্বোত্তর-পুণ্যাপুণ্যকর্মণামুপাসনাবসানে
ক্ষমিষ্টে ইতি ভগবৎসকলরূপাপ্তেববিনাশৌ ভবত ইত্যুক্তে: ক্লীণৈ: ক্লেশ-
সাধনশরীরৈস্ত্রিাদিভি: সহ জন্মমৃত্যুপ্রাপককর্মণাং ক্ষান্তিমিতি সকলরূপা
প্রকৃষ্টা হানির্ভবতি সাম্পরায়ে তর্কব্য। ভাবাদিত্যত্র সকল পুণ্যাপুণ্য-
কর্মণাং দর্শনসমানাকারজ্ঞানারম্ভসময়ে ক্ষমিষ্টে ইতি ভগবৎসকলরূপা
প্রকৃষ্টহান্যভূপগমাং তত্ত্বাভিধানপরমফলৌভূতমপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণং
বিশ্বাতিশায়িতৃতীয়ম্ ঐশ্বর্যং তু প্রাকৃতদেহভিন্ন শুদ্ধসত্ত্বময়দেহভেদে
ভবতি, কেবল: প্রকৃতিসম্বন্ধবিনিমুক্ত এব দেশবিশেষবিশিষ্টং ব্রহ্ম
প্রাপ্যাপ্তকামো ভবতি ন তু প্রকৃতিমণ্ডল ইতি ভাব: ॥১১॥

**ঋত্যর্থবোধিনী—অথ ঈশ্বরোপাসনায়া: ফলমাহ—জ্ঞাত্বা দেবমিত্যা-
দিনা দেবং জ্ঞাতনময়ং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা ধ্যাত্বা স্থিতস্ত সাধকস্ত
সর্বপাশাপহানি: সর্ববন্ধনক্ষয়: অবিজ্ঞাদিজনিত-মমতা-নিবৃতির্ভবতীতি-
শেষ:, ক্লেশৈ: অবিজ্ঞাদিভি: ক্লীণৈ: বিনষ্টৈ: সদ্ভি: তদ্বিশিষ্টস্ত ইখন্তুত-
লক্ষণে তৃতীয়া তৎফলরূপা জন্মমৃত্যুপ্রহাণি: জন্মমৃত্যুপ্রবাহস্ত সংসারস্ত
বিশেষেণ ক্ষয়ো ভবতি। অথ জ্ঞাতযাধাত্ম্যস্ত তস্ত পরমাত্মন: অতি-
ধ্যানাং নিবস্তর-স্বরণাক্ষেতো: মৃত্যো: পরং দেহভেদে লিঙ্গশরীর-
নাশে সতি তৃতীয়ম্ অগ্ৰদ ভাগবতং পদং যৎ বিশেষার্থং তাত্কা
পূর্ববিভূতিকং কেবলং প্রকৃতিসম্পর্করহিতং অপ্রাকৃতং পার্শ্বদেহং**

তত্ত্বজ্ঞো বিন্দতীতি শেষঃ তত আপ্তকামঃ সফলকামঃ ভবতি পূর্ণনিত্য-
স্বত্বজ্ঞানেচ্ছাদিময়ে পরমাত্মনি অবতিষ্ঠতে মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—ভাগ্যবান্ জীব সদানুরূপ মুখে শাস্ত্র শ্রবণ করতঃ পর-
মেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর সেই তত্ত্বের
নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে অর্থাৎ উপাসনা করিতে করিতে
ভগবৎকৃপায় দেহ-দৈহিক অহস্তা ও মমতাপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়।
সেই পাশরহিত হওয়ার পর অবিজ্ঞাদি পঞ্চক্লেশও রহিত হয় অর্থাৎ
অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব ও অভিনিবেশ প্রভৃতি আর তাঁর থাকে
না। এই তত্ত্বজ্ঞ পাশনির্মুক্ত ব্যক্তি যদি জন্মাদি গ্রহণও করেন তথাপি
তাঁহাকে জন্মাদিজনিত কোন ক্লেশ অহুভব করিতে হয় না। অনন্তর
উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের স্মরণরূপ ভজন করিতে করিতে স্থলদেহ
বিনাশের পর লিঙ্গদেহ পর্যাস্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ ভগবন্তত্ত্বজ্ঞ
ভজনশীল পুরুষ সর্বৈশ্বর্যাসম্পন্ন চাক্ষু ও ব্রহ্মপদাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ তৃতীয়
ভাগবত পদ অর্থাৎ পার্বদ দেহ প্রাপ্ত হন। তাহা প্রকৃতিসম্বন্ধরহিত
চিন্ময় শরীর। উহা প্রাপ্ত হইলে সেই সাধক ভগবৎসেবানন্দে নিমগ্ন
হইয়া পরিপূর্ণকাম হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিত্যসেবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেই
জীবের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ পূর্ণ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচ্ছক্ৰ-

মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষসঙ্গঃ ।

কৈবল্যাসম্মতপঞ্চস্থত ভক্তিযোগঃ

কো নিবৃত্তো হরিকথাস্থ রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥”

(ভাঃ ২।৩।১২) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মহা

সৰ্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥১২॥

অনুবাদ—এতৎ (এই পরমেশ্বরস্বরূপ) নিত্যম্ (অবিনাশী, কূটস্থ) আত্মসংস্থম্ (সাধকের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত অথবা স্ব-স্বরূপে অন্তনিরপেক্ষভাবে অবস্থিত) জ্ঞেয়ম্ (ইহা জ্ঞাতব্য), হি (যেহেতু) অতঃ পরং (এতদ্ ভিন্ন) বেদিতব্যং (ধ্যেয়) কিঞ্চিৎ (অল্প কিছু) ন (নাই), ভোক্তা (স্ব-দুঃখ-ভোগকারী জীব) ভোগ্যং (প্রাকৃতিক ভোগ্যপ্রপঞ্চ) প্রেরিতারঞ্চ (এবং তাহাদের নিয়ামক ঈশ্বর) এতৎ (এই) প্রোক্তং (পূর্বে বিবৃত) ত্রিবিধং (ভোক্তৃ-ভোগ্য ও নিয়ামক) সৰ্বং (সমস্তই) ব্রহ্মম্ (ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) [ইহা] মহা (জ্ঞান করিলে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়) ॥১২॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বরতত্ত্ব স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহার সত্তা অন্ত সত্তা নিরপেক্ষ, তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হয় না, তিনি সকলের অন্তরেই সৰ্ব্বদা আছেন। তিনিই জীবের একমাত্র ধ্যেয়, আর সমস্ত বন্ধনের হেতু। পূর্ববর্ণিত তিনটি বস্তু—যেমন ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ও ইহাদের নিয়ামক—ঈশ্বর এই তিনটিই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ অচিন্ত্যভেদাত্মকসম্বন্ধযুক্ত, এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীব মুক্ত হয় ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুতং পরংব্রহ্ম আত্মনি অন্তর্যামিতয়া সংস্থিতং জ্ঞেয়ং, জ্ঞানবতশ্চ জ্ঞাতব্যাস্তরং নাবশিষ্টতে। ভোক্তৃ-

শরীরকণ্ডঃ ভোগ্যশরীরকণ্ডঃ অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টসত্যজ্ঞানাদি-
স্বরূপত্বমিতি বিধাত্রয়বিশিষ্টঃ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিতি বেদার্থসংগ্রহে বর্ণিতম্ ;
কেচিৎ ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতেতি এবং ত্রিবিধং প্রোক্তমেতৎ সৰ্বং
মত্বা ব্রহ্ম ভবতি মুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ ইত্যুপসংহার ইতি বদন্তি ।
প্রেরিতেতি বক্তব্যে প্রেরিতারমিতি ছান্দসং রূপং ।১২।

ক্রতুর্থবোধিনী—যস্মাৎ তত্ত্বাভিধানাং আপ্তকামতঃ তস্মা-
দেতজ্জ্যেয়মিত্যুপদিশতি—এতদিত্যাदि এতৎ পরমেশ্বরত্বং নিত্যম্
অবিচলিতম্ সৰ্বদা ইতি বা আত্মসংস্থং স্বাত্মনি এব সংস্থা যন্ত তৎ
সত্তাস্তবনিরপেক্ষস্থিতিকম্ অথবা আত্মনি স্বরূপে স্থিতং নত্বনাত্মনি-
স্থিতম্ অতো ন তত্ত্বান্নত্বায়েষ্টব্যতেতিভাবঃ, জ্যেয়ং ধাতব্যং, অতঃপরং
পরমেশ্বরধ্যানং বিনা নাত্মং কিঞ্চিৎ প্রাকৃতিকং বস্তু বেদিতব্যমস্তি,
তদবেদনাং জীবন্ত বন্ধশ্রবণাং তন্ত হেয়ত্বম্ তথাহি শ্রুয়তে “তস্মাত্মস্থং
যেহ্নপশ্রুস্তি ধীরাশ্বেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষামিতি” । অগতি
বক্ষ্যমাণমেতৎত্রয়স্ত বিদ্যমানত্বাং তত্রয়স্ত চ ব্রহ্মাভিন্নত্বাবগমানুজি-
রিতি কিস্তৎত্রয়ং ভোক্তা প্রমাতা জীবঃ ভোগ্যং ভুজ্যতে উপভুজ্যতে
যৎ তৎ প্রপঞ্চং প্রমেয়মিতি যাবৎ, প্রেরিতারম্ প্রেরয়িতারং নিয়ামকং
প্রমাণভূতমিত্যর্থঃ, এতৎ প্রোক্তং পূৰ্ব্বং বিবৃতং ত্রিবিধং ত্রিধা বিভক্তং
সৰ্বং ব্রহ্ম ব্রহ্মাত্মকম্ এব ইতি মত্বা ব্রহ্মণা সহ অচিন্ত্যভেদাভেদ-
সম্বন্ধযুক্তং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি শেষঃ ।১২।

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা নিত্য বস্তু এবং আত্মসংস্থ অর্থাৎ
স্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার সত্তা অত্র কাহারও সত্তাকে অপেক্ষা
করে না, পরন্তু তিনি সকল সত্তার আশ্রয় । তিনি আবার সকল
জীব-হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত । সাধক তাঁহাকে নিজ-হৃদয়
মধ্যেই অহুসঙ্কান করিবেন । এই পরব্রহ্ম ব্যতীত অস্ত্র কোন জ্ঞাতব্য

বস্তু নাই। ভোক্তা—জীব, ভোগ্যা—প্রকৃতি ও তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বরের বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়, তাহা সকলই পরব্রহ্মের বিভূতিস্বরূপ বা তাঁহার শক্ত্যাত্মক, ইহাদিগকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে ব্রহ্মাভিন্নরূপে জানিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভিন্ন; সুতরাং জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া অভিন্ন, আর প্রকৃতি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া তদভিন্নরূপে পরিচিত এবং এতদ্ব্যয়ের অন্তর্য্যামী নিয়ামক পরমাত্মা শ্রীভগবানের স্বাংশত্বরূপে অভিন্ন। এই অভিন্নতা আবার কেবলাভেদ নহে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-ত্বরূপেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রুতি তাহাকেই অভিন্ন শব্দে বুঝাইতেছেন কারণ কেবলাভেদ হইলে ত্রিতত্ত্বের অবকাশ হয় না, আবার কেবল ভেদ হইলেও ত্রিতত্ত্বকে অভিন্ন বলার সার্থকতা থাকে না। সুতরাং ভেদাভেদ যুগপৎ সিদ্ধ বলিয়াই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“সৰ্ব্ব ব্রহ্মাত্মকং তস্ম বিজয়াত্মনীষয়া ।

পরিপশ্বন্নুপরমেৎ সৰ্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥”

(ভাঃ ১।১২৯।১৮)

আরও পাই,—

“নব্যবদ্ধদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ ব্রহ্মবাদিভিঃ ।

ন মুহন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্টান্তি যতো গতাঃ” ॥

(ভাঃ ৪।৩০।২০)

ব্রহ্মপুরাণেও পাই,—

“ব্রহ্মণাত্তমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চিদং সচরাচরম্ ।

ইতি পশ্যেত যো বিদ্বান্ স হি ব্রহ্মাত্মবিশ্নুতঃ ॥” ১।২২

শ্রুতিঃ—বহ্নেঃখ্যা যোনিগতস্ত মূর্ত্তি-

র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ ।

স ভূয় এবেক্কনযোনিগৃহ-

স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥১৩॥

অনুমানুবাদ—[পরমাত্ম্যানের অঙ্গ প্রণবোপাসনা—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন] যথা (যেমন) যোনিগতস্ত (কাষ্ঠ-মধ্যে নিগৃঢ়) বহ্নেঃ (অগ্নির) মূর্ত্তিঃ (স্বরূপ) ন দৃশ্যতে (বাহিরে দৃষ্ট হয় না) লিঙ্গনাশঃ চ এব ন (এবং অরণিকাষ্ঠ-মধ্যে স্থিত অগ্নির লোপ বা অসত্তা নাই, যেহেতু মথনের পর অগ্নির প্রকাশ দেখা যায়, যদি না থাকিত, তবে দেখা যাইত না), [ইহা প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন] সঃ (সেই অগ্নি) ভূয়ঃ এব (বারবার মন্থন দ্বারা) ইক্কনযোনিগৃহঃ (ইক্কন—অরণিকাষ্ঠরূপ কারণ দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে), তৎ (সেই) উভয়ং বা (উভয়ের মত অর্থাৎ যেমন মথনের পূর্বে অগ্নি দৃষ্ট হয় না, আবার মথনের পর দৃষ্ট হয় সেইরূপ) [তৎ—বহ্নি-স্থানীয় পরমেশ্বরত্ব] দেহে (এই পাক্‌ভৌতিক অধরারণি স্থানীয় দেহ-মধ্যে অপ্রকাশ থাকিলেও) প্রণবেন (উত্তরারণি স্থানীয় প্রণব-মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা গ্রহণীয় হয়) বৈ (ইহা নিশ্চিত) ॥১৩॥

অনুবাদ—দেহের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্বের অপ্রকাশহেতু তাঁহার সত্তা নাই, ইহা বলা যায় না, প্রণবোপাসনা করিতে করিতে সেই অপ্রকাশ পরমাত্মার দর্শন হইয়া থাকে । এবিষয়ে উদাহরণ

দেখাইতেছেন—যেমন অগ্ন্যাংগাদক উত্তরারণি ও অধরারণি কাষ্ঠ-
 ঘয়ের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত অগ্নি ঐ উভয় কাষ্ঠের ঘর্ষণের পর
 প্রকাশ পায় কিন্তু ঘর্ষণের পূর্বে তাহা দৃষ্ট হয় না, তাই বলিয়া তাহার
 অসত্তা প্রমাণিত হয় না। যেহেতু বারবার অরণি-কাষ্ঠদ্বয়রূপ কারণের
 মথনের পর অগ্নি দৃশ্য হইয়া থাকে, সেইপ্রকার পরমাআকে অগ্নিসদৃশ
 জানিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত অধরারণিরূপ দেহে প্রণবরূপ উত্তরারণির
 উপাসনারূপ মথন সিদ্ধ না হয় তাবৎ পরমাআদর্শন ঘটে না, পুনঃপুনঃ
 প্রণবোপাসনা করিতে করিতে সিদ্ধ হইলে জীবের দেহাভিনিবেশ
 দূর হয় এবং স্বপ্রকাশ পরমাআ ও তদাশ্রিত জীবাআ প্রকাশ পায়
 যেমন মলিন দর্পণে বস্তু প্রকাশিত হয় না কিন্তু মল শোধনের পর
 তাহাতে সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে ৷১৩৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহু এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাঅসংস্থমিত্যহুপপন্নং
 আঅসংস্থপরস্তাহুপলভাদিত্যাশ্ব্য যথারণিগতস্ত বহুঃ প্রত্যক্ষ্ণেগাহু-
 পলন্ত্বেহপি মথনে ধুমোপলন্তনাং ন তৎসস্তাপহুবাহী এবং প্রত্যক্ষাঅ-
 গৃহীতস্তাপি আঅস্থস্ত পরমাঅনঃ প্রণবনির্মথনে উপলভ্যমানত্বাম-
 তৎসস্তাপহুবাহীত্যাহ।

যোনিগতস্ত কারণভূতারণিগতস্ত বহুঃ মূর্ত্তিঃ স্বরূপং প্রত্যক্ষেণ ন
 দৃশ্যতে পশ্চাত্মথনে সতি ইন্ধনযোনিতয়া ইন্ধনপ্রভবতয়া গৃহ্যতে তৎ
 প্রণবেন পরমাঅশরীরভূতজীবে শোধ্যমানে পূর্কং প্রতীতস্তাস্তর্ধ্যামিণঃ
 নৃক্ষবজ্রাঙ্কলাস্তর্গত-মাণিক্যবৎ প্রত্যগ্বস্তর্গতোপলন্ধির্ভবতীত্যর্থঃ।
 তদ্বোভয়মিত্যত্র বা শব্দ ইবার্থঃ ৷১৩৥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আঅনি পরমাঅধ্যানানুমুক্তিরিত্যুক্তং তচ্চ
 পরমাঅতত্ত্বং দেহে অপ্ৰকাশমেব কূতস্তস্ত সন্ধানমিত্যাশঙ্কান্নাং প্রণবোপা-
 সনয়া তৎপ্রকাশো ভবিষ্যতীতি দৃষ্টান্তেনাহ—বহুর্ঘর্ষেতি যথা যোনিগতস্ত

অরণিকার্ঠাস্তনিগূঢ়স্ত বহুঃ সূক্তিঃ স্বরূপং ন দৃশ্যতে মথনাং প্রাঙ্নো-
পলভ্যতে তেন চ তত্শাস্তা নানুমেষা ইত্যাহ—নৈব চ লিঙ্গনাশঃ লিঙ্গস্ত
স্বদেহস্ত নাশঃ লোপঃ অসত্তেতি যাবৎ নৈব চ নাস্ত্যেব কিস্ত সোহস্তি,
কৃতঃ? যতঃ স নিগূঢ়োহদৃশ্যোবহিঃ ভূয়ঃ পুনঃপুনঃ মথনাং ইন্ধন-
যোনিগৃহঃ ইন্ধনেন অরণিকার্ঠরূপেণ কারণেন গৃহঃ দৃশ্যো ভবতি।
যদি নাস্তি তর্হি কথং মথনাং পরং দৃশ্যতে 'নাসতো বিজ্ঞতে ভাবো
নাভাবো বিজ্ঞতে সত'ইতি শ্বভেঃ। তদুভয়ং বা তদুভয়ং দৃশ্যাদৃশ্যোভয়-
স্বরূপমিব তৎ পরমাত্মতত্ত্বং দেহে অধরারণিস্থানীয়ে প্রণবেন ওঙ্কারেণ
উত্তরারণিস্থানীয়েন সংকীৰ্ত্তনাত্মকমথনাং গ্রাহ্যং ভবতি। তদ্ব্যচকঃ
প্রণব ইতি প্রণবোপাসনয়া নামসংকীৰ্ত্তনেন তত্ত্বং প্রকাশতে ইতি
ভাবঃ ৷১৩৷

তত্ত্বকর্ণা—কার্ঠের মধ্যে অগ্নি নিহিত অর্থাৎ নিগূঢ় থাকে বলিয়া
তখন তাহাকে দেখা যায় না। কিস্ত দেখা না গেলেও ঐ অবস্থায়
অগ্নির নাশ হইয়াছিল, এমনত নহে; তখনও অগ্নি কার্ঠের মধ্যে
অবস্থিত ছিল। দুইখানি কার্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উদগম
হইয়া থাকে। যে কার্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উদগম হয়, ঐ কার্ঠের নাম
অরণি। তন্মধ্যে যে কার্ঠখানি ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরারণি
এবং যাহাকে ঘর্ষণ করা হয় তাহার নাম অধরারণি। প্রাচীনকালে
ঋষিগণ ঐ উত্তরারণি ও অধরারণি ঘর্ষণপূর্বক অগ্নি প্রজ্জলিত
করিতেন। ঐ ঘর্ষণকে মন্থন বলা হয়। এই অগ্নির জ্বায় আত্মাও
মন্থনগ্রাহ্য। উত্তরারণি দ্বারা অধরারণিকে ঘর্ষণ করিলে যেরূপ
অগ্নির সাক্ষাৎকার হয়, সেইরূপ পুনঃপুনঃ প্রণবের উচ্চারণ করিলে
অর্থাৎ নামসংকীৰ্ত্তন করিলে জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হইয়া মন
নির্মল হয়। সেই নির্মল মনে স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া
থাকেন এবং স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার প্রকাশেই জীবাত্মারও প্রকাশ

হইয়া থাকে। সূর্যের আলোকে যেমন সূর্যাদর্শন হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের রূপালোকে পরমাত্মস্বরূপ এবং নিজস্বরূপ উভয়ই দর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“আচার্যোহরণিরাগঃ শ্রাদন্তেবাস্ত্যস্তরারণিঃ।

তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সূখাবহঃ।”

(ভাঃ ১।১১০।১২)

অর্থাৎ আচার্য্য নিম্নস্থিত মন্থনকাষ্ঠ, শিষ্ট উপরিস্থিত মন্থনকাষ্ঠ উপদেশ বাক্য উভয়ের মন্থন এবং ইহাদের সংযোগে সমুৎপন্ন বিদ্যাই অগ্নি তুল্য হইয়াই অজ্ঞানরাশিকে দধ্ব করিয়া সূখকরী হইয়া থাকে ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—স্বদেহগরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিঞ্চ।

ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্বেবং পশ্যেদ্বিগৃঢ়বৎ ॥১৪॥

অনুবাদ—স্বদেহম্ (যোগী নিজদেহকে) অরণিং (অধঃ-স্থিত অরণিকাষ্ঠের মত) প্রণবং চ (এবং প্রণবমন্ত্রকে) উত্তরারণিং (উপরকার ঘর্ষণ কাষ্ঠস্বরূপ) কৃত্বা (স্থাপনপূর্বক) ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ (পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাসের ফলে) দেবং (সেই পরমদেব পরমাত্মাকে) নিগৃঢ়বৎ (কাষ্ঠ-মধ্যে নিগৃঢ় [অদৃশ্য] অগ্নির মত) পশ্যেৎ (দর্শন করিবে) ॥১৪॥

অনুবাদ—প্রণবোপাসনার ফল পরমাত্মদর্শন, তাহার প্রকার বিশদভাবে বলিতেছেন—সাধক নিজদেহকে অধরারণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া নিরন্তর প্রণবকেই আত্মমধ্যে উচ্চারণপূর্বক ধ্যানরূপ

মহন করিবেন তাহার ফলে কাষ্ঠের মধ্যে নিগূঢ়—অপ্রকাশ অগ্নির মথনাধীন প্রকাশের আয় নিজদেহ-মধ্যেই হৃদয়ে তাহার প্রকাশ হয়, প্রণবের পুনঃপুনঃ কীৰ্ত্তনাধীন-ধ্যান-অভ্যাসই অরণিমহন, তাহা হইতেই সেই পরমেশ্বরকে অরণিমধ্যে নিহিত অগ্নির মত দেখিতে পাইবে ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রণবেন প্রকাশপ্রকারমেব দর্শয়তি ।

স্বাভিনি প্রণবেন ধ্যায়মানে তদন্তর্গত আত্মা নিগূঢ়বৎস্থিতঃ প্রকাশত ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতদেব বিশদয়তি—স্বদেহমিত্যাদিনা । যোগী স্বদেহমেব অরণিম্ অধরারণিকাষ্ঠমগ্নাধারং কৃত্বা তথা প্রণবঞ্চ ওকারম্ উত্তরারণিং উপরিস্থিতমথনকাষ্ঠং কৃত্বা অর্থাৎ দেহমধ্যে প্রণবমুপাস্ত তৎকীৰ্ত্তনতজ্জপস্তদর্থভাবনমিতি বিধায়, ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ—প্রণবাত্ম-
ন্থেন পুনঃপুনরীশ্বরস্ত ধ্যানরূপং নির্মথনমরণিঘর্ষণং কৃত্বা দেবং স্বপ্রকাশ-
মীশ্বরং নিগূঢ়বৎ কাষ্ঠমধ্যে নিগূঢ়মগ্নিমিব মথনাৎ প্রকাশ্যং পশ্যেৎ অতঃ
দেহে পুনঃপুনঃ প্রণবধ্যানং প্রণবোচ্চারণতঃ স্মরণম্ আত্মতত্ত্বপ্রকাশায়
কর্তব্যমিত্যুপদেশঃ । তথাচ ছান্দোগ্যে ‘ওমিত্যেতদক্ষরম্দ্গীধমূপা-
সীতোমি’তি ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—সাধক নিজের দেহকে অধরারণিস্থানীয় করিয়া এবং প্রণবকে উত্তরারণিস্থানীয় করিয়া অর্থাৎ প্রণবরূপ ভগবন্নাম জপ, কীৰ্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে পরমেশ্বরের নামগুণাদির সংকীৰ্ত্তন-
প্রভাবে ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা নিজ দেহমধ্যেই হৃদয়ে নিগূঢ়-
ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন, যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে নিহিত
অগ্নিকে পুনঃপুনঃ মহন দ্বারা লাভ করা যায় ।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

“যোগেন বহ্মিমিব দারুশ্চ নাত্ততঃ শ্রাং ॥” (ভাঃ ৭।২।৪৭)

শ্রীগীতাতে পাই,—

“অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাশ্চগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাত্মচিন্তয়ন ॥” (গীঃ ৮।৮)

শ্রীমন্ডাগবতেও পাই,—

“অভ্যাসেন্ননসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্ ॥”

(ভাঃ ২।১।১৭) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-

রাপঃ শ্রোতঃস্বরগীষু চাগ্নিঃ ।

এবমাত্মাত্মনি গৃহতেহসৌ

সত্যেন্নৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি ॥১৫॥

অম্মুবাৎ—তিলেষু (তিলের মধ্যে) তৈলম্ [ইব] (তৈল যেমন যজ্ঞপেষণ দ্বারা উপলব্ধ হয়) দধিনি (দধির মধ্যে) সর্পিঃ ইব (ঘৃত যেমন মন্থন দণ্ডের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়) শ্রোতঃস্ব আপঃ (বাহিরে অদৃশ্য নদীর মধ্যে যেমন ভূমি খনন দ্বারা জল দৃশ্য হয়), অরগীষু চ (এবং অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ সমূহের মধ্যে) অগ্নিঃ [ইব] (নিগূঢ় অগ্নি মথনদ্বারা যজ্ঞপ লক্ষিত হয়) এবম্ (এইপ্রকার) অসৌ (ঐ) আত্মা (পরমাত্মা) আত্মনি (শরীরস্থ হৃদয়-মধ্যে) গৃহতে (জ্ঞাত হন) [কাহার দ্বারা ?] ষঃ (যে ব্যক্তি) সত্যেন (সত্যানিষ্ঠা দ্বারা) তপসা চ (মন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম বা একাগ্রতা দ্বারা) এনং (এই আত্মাকে) অনুপশ্যতি (অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়) ॥১৫॥

অম্মুবাৎ—যেমন তিলের সর্বাংশে অবস্থিত তৈল পেষণ যজ্ঞ-সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, দধির মধ্যে বর্তমান ঘৃত যেরূপ মন্থনদণ্ড-সাহায্যে

প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্বে নহে, কিংবা যেমন নদীখাতে আপাততঃ অদৃশ্যমান জল ভূখনন করিবার পর উপলব্ধ হয়, অথবা যজ্ঞপ কাষ্ঠমধ্যে নিগূঢ় অগ্নি অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা বাহিরে আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ এই দেহে মননের ক্ষেত্র হৃদয়-মধ্যে নেতিনেতি দ্বারা অশেষ অন্নময়াদি কোষের অন্তরতম পরমাত্মা অন্বেষিত হয়। কে সেই পরমাত্মাকে কিরূপ মননদ্বারা প্রকাশ করে? যে ব্যক্তি ভগবন্নিষ্ঠা ও সৰ্বভূতহিতসাধনরূপ সত্যদ্বারা ও ধ্যানযোগ দ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাহার দ্বারাই তিনি স্বীয় হৃদয়মধ্যে ঐ পরমেশ্বরের দর্শন পান ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেব প্রপঞ্চয়তি ।

যথা তিলাদিশ্চিত্তৈলাদিকং যন্ত্রপীড়নাদিনা উপায়েন গৃহ্যতে এবং সত্যতপোলক্ষণোপায়েন পরমাত্মা গৃহ্যত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অত্র বহবো দৃষ্টান্তাঃ প্রদর্শ্যন্তে, যথা তিলেষু শস্ত্রবিশেষেষু সর্কীবয়বাবচ্ছেদেন অবস্থিতং তৈলং পেষণযন্ত্রেণ বহিক্রিয়তে, যথা বা দধিনি দগ্নি ছান্দসোহনঙাদেশোভাবঃ, সর্পিঃ সর্কতোবর্তমানঃ ঘৃতম্ ইব আলোড়নেন আবির্ভাব্যতে, যথাচ স্রোতঃস্ব ভূমধ্যে প্রবহন্তীষু নদীষু অস্তঃ আপ ইব জলমিব ভূখননেন উপলভ্যন্তে, অরণীষু মথনকাষ্ঠেষু চ অগ্নিঃ ইব নিগূঢ়োবহিরিব বহিঃ প্রকাশ্যতে এবম্ তথৈব আত্মনি স্বকীয় হৃদয়মধ্যে নিগূঢ়ঃ অসৌ পরমাত্মা মননেনাশেষান্নময়াদিকোষান্তরতমঃ পুরুষঃ গৃহ্যতে জ্ঞায়তে, কেন তর্হি পুরুষণায়মাত্মা মননেনাভূতদেহাদিষু অবগম্যতে তত্রাহ যঃ, যঃ সাধকঃ, সত্যেন সত্যস্বরূপ ভগবন্নিষ্ঠয়া যথা ভূতহিতার্থবচনেন ভূতহিতেন ‘সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তমিতি’ ‘সৰ্বভূতহিতেরতা’ ইতিচ স্মৃতেঃ। তপসা—ইন্দ্রিয়মনসামৈকাগ্রালক্ষণেন সাধনেন এনম্ আত্মানং অল্পপশ্চতি অদ্বিস্ততি ধ্যায়তীত্যর্থঃ তেন গৃহ্যতেহসাবিত্যম্বয়ঃ ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—যে প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তিলের মধ্যস্থ তৈল, মশ্নন-
দণ্ডের সাহায্যে দধির মধ্যস্থিত দ্ব্যত, খনিজাদির সাহায্যে ভূমধ্যগত
জলশ্রোত এবং মশ্ননকাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠবিশেষে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া
যায়, সেই প্রকার যে সাধক সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা ও ভক্তিমূলক
ধ্যানযোগাদির দ্বারা পরমেশ্বরের অহুসঙ্কান করেন, তিনি ভগবৎ-
কৃপায় নিজ হৃদয়-মধ্যেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া
থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যশ্চ যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যো ।

সত্যশ্চ সত্যমৃতসত্যানেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥”

(ভাঃ ১০।২।২৬)

শ্রীমহাভারতেও পাই,—

“সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সত্যাং সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাং সত্যো হি নামতঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তুমধোক্ষজম্ ।

সর্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥”

অর্থাৎ পুরুষ তপশ্চ-প্রভাবেই সর্বজীবের হৃদয়কন্দরস্থ পর-
জ্যোতিঃস্বরূপ অতীন্দ্রিয় ভগবান্ বিধুকে শীঘ্র লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগজেন্দ্রও বলিয়াছেন,—

“তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যাক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্” (ভাঃ ৮।৩।২১)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই,—

“আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগোভক্ত্যাখ্যন্তেন গম্যম্ ॥” ১৫১

শ্রুতিঃ—সৰ্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিৰিবাৰ্পিতম্ ।
 আত্মবিজ্ঞা-তপোমূলং তদব্রক্ষোপনিষৎপরম্ ॥
 তদব্রক্ষোপনিষৎপরমিতি ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—[যঃ—যে সাধক] সৰ্বব্যাপিনম্ (প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত) আত্মবিজ্ঞা-তপোমূলং (আত্মবিজ্ঞা ও তপস্তা দ্বারা প্রাপ্য) আত্মানং (পরমেশ্বরকে) ক্ষীরে (দুগ্ধ-মধ্যে সর্বাংশে) অৰ্পিতম্ (সাররূপে নিহিত) সর্পিঃ ইব (ঘৃতেৰ মত) [অল্পপশুতি—অন্বেষণ করে] তদ (সেই) ব্রক্ষ (পরব্রক্ষ) উপনিষৎ-পরম্ (উপনিষদে পরতত্ত্বরূপে বাচ্য) তৎ উপনিষৎপরম্ (তাহাই উপনিষদ্ বাচ্য পরমব্রক্ষ) ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমোধ্যায়ের অন্তিমোক্ত
 সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—দুগ্ধ মধ্যে সর্বাংশে অবস্থিত সারভূত ঘৃতেৰ মত অনন্ত ব্রক্ষাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমাত্মা, তিনিই জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্তার মূলকারণ, যেহেতু তিনি যাহাকে উদ্ধারলোকে লইয়া যাইতে চান তাহাকেই সাধুকর্ষ করাইয়া থাকেন, তাহাকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করেন অথবা তিনি আত্মবিজ্ঞা ও তপস্তাদ্বারা প্রাপ্য, বেদান্তবাক্যরূপ উপনিষদ্বাচ্য সেই পরব্রক্ষকে পূর্বোক্ত সাধনের দ্বারা হৃদয়-মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্বরূপে সাধক উপলব্ধি করে । উপনিষদ্ বেদ

পৰমতত্ত্বই এই পরমব্রহ্ম । অস্তিমবাক্যের পুনরাবৃত্তি অধ্যায় সমাপ্তির
সূচনা ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের অন্ত্যবাদ
সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ক্ষীরার্ণিতসর্পিঃসমতয়া সর্কব্যাপ্ত আত্মা পরং-
ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মনি বিগ্ৰহা তপসা চ বিজ্ঞেয়ম্, উপনিষদাং পরম-
প্রতিপাদ্যং তৎসং ব্রহ্ম বিজ্ঞাদিত্যর্থঃ । দ্বির্বচনমাদর্শার্থমধ্যায়সমাপ্তি-
ছোতনর্থং চ ॥ ১৬ ॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তদ্বর্শনোপায়ভূতং সত্যং তপশ্চ পূর্বেশ্রুতাবুজং
‘তচ্চ তচ্চ কথং লভ্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—আত্মবিজ্ঞাতপোমূলমিতি
আত্মবিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানং ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে’তিশ্রুতেঃ, তস্মাত্মনঃ
সত্যস্য পরব্রহ্মণঃ জ্ঞানমাত্মবিদ্যা তপশ্চ সাধুকর্ম এতয়োর্মূলং কারণং
পরমেশ্বরঃ তথাচ ক্রয়তে ‘এষহেব সাধুকর্ম কারয়তি যমেব উন্নিনীষতীতি’
স্বতিশ্চ ‘দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্প্রযাস্তি তে’ ইতি অথবা আত্ম-
বিদ্যাচ তপশ্চ মূলং প্রাপ্তিসাধনং যন্ত তাদৃশং তথাচ শ্রুতিঃ ‘বিদ্যায়ামৃত-
মন্মুতে’ ইতি তথা ‘সত্যেন লভ্যন্তপসা হেব আত্মা সমাগ্জ্ঞানেন ব্রহ্ম-
চর্চোপ নিত্যম্’ ইতি । উপনিষৎপরং উপনিষদেব বেদান্তবাক্যমেব
পরং প্রধানং বাচকং যন্ত তৎ ব্রহ্ম, ‘তত্ত্বোপনিষদং ব্রহ্মাহং পৃচ্ছামীতি’

শ্রুতে: আত্মানং সৰ্বব্যাপিনম্ প্রকৃত্যাদিবেশেষান্তং সৰ্বং তৎস্বং
ব্যাপ্যাবস্থিতং ন কেবলং দেহেন্দ্রিয়াদ্যধ্যাত্মাত্মমিতি । তত্র দৃষ্টান্তঃ
ক্ষীরে দুগ্ধে অর্পিতং নিহিতং সর্পিরিব যুতমিব স্থিতম্ আত্মানং পরমেশ্বরং
যোহুপশতি—তেনাসৌ আত্মাত্মনি গৃহত ইত্যশ্বয়ঃ । অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থং
ধ্বির্ধ্বচনম্ ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদি প্রথমাদ্যায়স্য ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’-
টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মা পরমেশ্বর সৰ্বব্যাপী, তিনি সকল জীবের
হৃদয়ে তথা বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত
যুত যেরূপ মন্থনের দ্বারা বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ সর্বত্র অবস্থিত
পরব্রহ্মকেও আত্মবিদ্যা অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ও তপশ্চা অর্থাৎ হরি-
ভজনরূপ সাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়। এই পরব্রহ্ম পরমাত্মা
উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বের স্বরূপ উপনিষদেই
প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যিনি ভাগ্যক্রমে উপনিষৎ হইতে
এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্বোক্ত উপযুক্ত সাধনের দ্বারা অন্বেষণ
করেন, তিনিই নিজ হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে
পারেন।

উপনিষদ্ সমূহের প্রতিপাদ্য বস্তুই পরব্রহ্ম। এই উক্তিটি হইবার
উল্লেখ করার তাৎপর্য আদরার্থ এবং অধ্যায়-সমাপ্তির ন্যূচক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি

গ্নাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।

আত্মা চ কৰ্মানুশয়ং বিধুয়
 মন্ত্ৰক্তিযোগেন ভঙ্গত্যথো মাম্ ॥
 যথা যথা আত্মা পরিমুক্ত্যতেহসৌ
 মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।
 তথা তথা পশুতি বস্তু সূক্ষ্মং
 চক্ষুর্থেবাজ্ঞনসম্প্রযুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৫-২৬) ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদের প্রথমাদ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী
 অনুব্যখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাস্তরোপনিষৎ

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

অবতরণিকা—পূর্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শরীর-মধ্যে হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর অবনিকাঠে নিগূঢ় অগ্নির মত ধ্যানরূপ নির্মথন করিতে করিতে প্রকাশিত হন। এই অধ্যায়ে সেই পরমাত্মদর্শনের উপায়রূপে অপেক্ষিত সাধন বলিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—তাহাতে প্রথমে ধ্যানোপায়-সিদ্ধির জন্য জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে কারণ তিনিই পরিদৃষ্টমান এই জগতের মূল। অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন—

শ্রুতিঃ—যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।

অগ্নেজ্যোতির্নিচায়্য পৃথিব্যা অধ্যাত্তরত ॥১॥

অন্ত্যানুবাদ—সবিতা (জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বর) প্রথমং (ধ্যানারম্ভে) তত্ত্বায় (তত্ত্ব-লাভের জন্য—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য) মনঃ (ধ্যানে প্রবৃত্ত আমার মনকে) [এবং] ধিয়ঃ (বুদ্ধিকে অর্থাৎ সমস্ত বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে তাহা হইতে) যুজ্ঞানঃ (পরমেশ্বরে সংযোজিত করিয়া [এবং] অগ্নেঃ (ইন্দ্রিয়ান্বিষ্টাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের) জ্যোতিঃ (প্রকাশনশক্তি) নিচায়্য (অনুধাবন করিয়া অর্থাৎ অগ্নির প্রকাশনশক্তি লইয়া) পৃথিব্যাঃ অধি ('পার্শ্বিক অন্তঃস্থ পদার্থের উর্দ্ধে' নিজেদের মধ্যে) আভরত (সংযোজিত করুন অর্থাৎ অগ্নির প্রকাশনশক্তির সাহায্যে আমরা যেন পরমাত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারি) ॥১॥

অমুবাদ—এই মানবশরীর-মধ্যে হৃদয়প্রদেশে পরমেশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা জগৎসবিতা তাঁহার অমুগ্রহ ব্যতীত অসম্ভব। মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলই সেই চৈতন্যময় পরমপুরুষের জ্যোতির সাহায্যে বাহ্যবিষয় দর্শন করিতেছে অতএব ধ্যানের প্রথমে ভগবান্ বাহ্যবিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহত করিয়া নিজেকে দর্শন করাইবার জন্ত তাঁহাতে যোজনা করুন। যে পরমাত্মার জ্যোতিতে অগ্নি জ্যোতির্ময় হইয়া সকল বস্তুর প্রকাশক, সেই জ্যোতিঃ আমার এই পার্থিব (জড়) শরীর-মধ্যে তিনি আহরণ করুন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মসংস্থপরমাত্মপ্রতীত্যোপায়িকেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপঃসিদ্ধাসুগুণং ভগবৎপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—

ধিয়ঃ সবিতা প্রেরকঃ পরমাত্মা পৃথিব্যা অধি উৰ্দ্ধং অগ্নিরূপং জ্যোতির্নিচায্য সংপূজ্যাগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম কৃত্বা সাক্ষাৎকারায় পৃথিব্যা-
দিনিষ্ঠাগ্নিজ্যোতিঃসদৃশং স্বাত্মনিষ্ঠ পরমাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারায় যুজ্ঞানো
মনো নিযুজ্ঞানোহভবৎ ভবতু ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—শরীর-মধ্যে হৃদয়ে নিগূঢ় পরমেশ্বরং সাক্ষাৎ-
কর্ত্তুং প্রকাশন-শক্তিরপেক্ষিতা ভবতি। যতপি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং
বিষয়প্রকাশনসামর্থ্যং শরীরমধ্যে অন্ত্যেব তথাপি সা শক্তিরূহিমুখী
তায়মন্তুমুখী কৰ্ত্তুমিয়ং সবিতুঃ সমীপে ধ্যানপ্রবৃত্তস্ত মে প্রার্থনা। মনোহি-
ইন্দ্রিয়ামুগ্রহং সং বিষয়ং প্রকাশয়তি অতঃ সবিতা জগৎপ্রসবকর্ত্তা
পরমেশ্বরঃ তদ্বায় তত্ত্বং লক্ষ্যম্ প্রথমম্ আদৌ মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়ং ধিয়ঃ
বাহ্যবিষয়জ্ঞানাং যুজ্ঞানঃ তস্মিন্ যোজয়ন্ অগ্নেঃ অগ্নিশব্দ ইতরাসা-
মপি অমুগ্রাহকদেবতানামূলক্ষকঃ, অতোহমুগ্রাহকদেবতাসহিতস্ত
অগ্নেরিত্যর্থঃ, জ্যোতিঃ বস্তুপ্রকাশনশক্তিঃ নিচায্য দৃষ্টা তৎ পৃথিব্যা

অধি পার্শ্বিবে অশ্বিন্ শরীরে জড়ে ইতি যাবৎ, আভরৎ আহরতু
ছান্দসোলোটিলেট প্রয়োগঃ। সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ, অগ্নেঃ প্রকাশন-
শক্তির্জগৎপ্রসবিতুঃ পরমাত্মনোহধীনা, তাক্ষ পরমাত্মনঃ শক্তিঃ বিনা
জড়-দেহমধ্যে হৃদয়ে কথং পরমাত্মনঃ প্রকাশঃ স্ত্রাৎ ইত্যতোহগ্নেজ্যোতিঃ
ভগবৎকৃপাবলেন সংগৃহ্য তত্র সংযোজয়তু ইজ্জিয়াণাং মনসচ্চ বহির্বিষয়-
প্রকাশনসামর্থ্যং তেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য অন্তর্যোজয়তু ইতি সমুদিতার্থঃ। ১।

ভস্তুকণা—পূর্বাধ্যায়ের পরমাত্মদর্শনের উপায়স্বরূপে ধ্যানের
বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ ধ্যানের সাধন বলিবার
অভিপ্রায়ে প্রথমে সবিতা অর্থাৎ জগৎ-প্রসবকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট
শক্তি প্রার্থনার উপদেশ প্রদান পূর্বক শ্রুতি এই অধ্যায় আরম্ভ
করিতেছেন।

ভীভগবানের ধ্যান করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র সহায়।
জগতে সূর্য্য বা অগ্নিতে যে প্রকাশ-সামর্থ্য দেখা যায়, তাহারও মূল
পরমেশ্বর। শ্রুতিতেও পাই,—“যন্ত ভাসা সর্কমিদং বিভাতি।”
জীব সূর্য্যাদির সাহায্যেই জড়ের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকে।
অবশ্য জীবের সত্তায়ও প্রকাশকেন্দ্র আছে। তবে বদ্ধাবস্থায় উহা
স্থূল ও সূক্ষ্মাবরণে আবৃত। পরমেশ্বরধ্যানের দ্বারাই ঐ আবরণ
শিথিল হয়। কিন্তু ধ্যানের প্রধান উপকরণ একাগ্রতা অর্থাৎ ধ্যেয়ের
প্রতি মনের অবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগ। উহা পরমেশ্বর—যিনি জগৎ-
প্রকাশক তাঁহার কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে। সেইজন্ত তাঁহার নিকট
কাতর প্রার্থনা। তিনি যদি আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া অহুগ্রহ
করেন, তাহা হইলে আমাদের চিত্ত পরমাত্মাতে সংযোজিত হইতে
পারে। সেইজন্ত তাঁহার অহুগ্রহ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার
অহুগ্রহেই আমাদের মন, বুদ্ধি, এমন কি, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি

নিগৃহীত হইয়া অর্থাৎ বহিস্মুখভাবে পরিত্যাগ পূর্বক অন্তঃস্মুখ হইতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারি এবং তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ধামেও আশ্রয় পাইতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধ্রুব-স্তবে পাই,—

“যোহন্তঃ প্রবিষ্ট মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং

সঙ্গীবয়ত্যাখিলশক্তিধরঃ স্বধাম।

অন্তাংস্ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্

প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্।

একস্বমেব ভগবন্নিদমাশ্রুত্যা

মায়াখ্যায়োকুণ্ডলয়া মহদাচ্চশেষম্।

সৃষ্টাস্থবিশ্ব পুরুষস্তদসদৃশেষু

নানৈব দাক্ষু বিভাবহবদ্বিভাসি।” (ভাঃ ৪।২।৬-৭)

অর্থাৎ শ্রীধ্রুব কহিলেন,—যে পুরুষ চক্ষুবাণী—নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, স্ততরাং যিনি আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসুপ্ত বাক্শক্তি এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঙ্গীবিত করিতেছেন, আপনি সেই ভগবান্ অন্তর্ধ্যামী পুরুষ, আপনাকে নমস্কার।

হে ভগবন্, একমাত্র আপনিই আপনার বিচিত্র গুণশালিনী মায়া দ্বারা এই মহদাদি অশেষ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং একই অগ্নি যেমন বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিই উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদেব টীকায় পাই,—

“ভগবদ্বস্তবেদার্থজ্ঞানস্বষ্টাব যৎ ধ্রুবঃ । বেদার্থো হি স এবোতি
নাভ্র সংশয়েরতে বুধাঃ । অকস্মাদেব স্বীয়বাগাদিসর্কেস্ত্রিযাণাং ভগবদ্ব-
নুখণ্ডাবমালক্ষ্য এষামীদৃশমপ্রাকৃতত্বং শ্রীভগবৎকৃতমিতি জ্ঞানন্ স্বশ্রিন্
ভগবতো নিকমমাং নিকপাধিকাং তাং কৃপামেব সাক্ষাদনুভবমিতি
বিশ্বয়েন নমস্ততি—য ইতি । শ্বেন ধ্যায় চিচ্ছক্ত্যা ইমাং মম বদ্যাস্ত
বাচং ত্বৎস্বরূপগুণলীলাদিকমেব বর্ণয়িত্বীং প্রমুখাং এতাৎকালপর্যন্তং
শ্রিত্বামিহ স্থিতাং মৃত্যামিব সংজীবয়তি যাতু স্বীয়ানুপানাদি প্রাকৃতভোগ-
বার্তাং বিষয়ীকুরুতী জাগ্রত্যেব বাগানীং তামত আৱভ্য শায়য়তিস্ব
নাশয়তি শ্বেবেতিভাবঃ । ন কেবলং বাগিত্ত্বমেব অপিত্ত্বান্...” ১।

শ্রুতিঃ—যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্ত সবিভূঃ সবে ।

স্বরগৈয়ায় শক্ত্যা ৥২৥

অনুবাদ—বয়ং (ভগবন্তাভেচ্ছু আমরা) দেবস্ত (লীলাময়
পরমদেব) সবিভূঃ (জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের) সবে (অনুমতি হইলে,
অনুগ্রহ পাইলে) যুক্তেন (পরমাত্মায় সংযোজিত) মনসা (মন দ্বারা)
স্বরগৈয়ায় (ভগবন্তোক-প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের
হেতুভূত ধ্যান কার্যের জন্য) শক্ত্যা (শক্তি-অনুসারে) [প্রথমতঃ—
চেষ্টা করিব, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্ভব
নহে, সেইজন্য এই প্রার্থনা] ২।

অনুবাদ—যেহেতু সাধক তত্ত্বলাভের জন্য ভগবানের সাহায্যে
শক্তি-অনুসারে মনের দ্বারা ধ্যান করিতে পারিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার
লাভ হবে, সেইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আমরা সেই প্রকাশময় ভগবানের
প্রসাদক্রমে পরমাত্মায় সংযোজিত মন দ্বারা পরমাত্ম-লাভের হেতুভূত

ধ্যান-কার্যে যথাশক্তি প্রযত্ন করিতেছি। তাঁহার অহুগ্রহ হইলে পরমানন্দস্বরূপ তল্লোক-প্রাপ্তি ধ্যানদ্বারা হইয়া থাকে সেজন্য তাঁহাতে তাঁহার দ্বারাই সংযোজিত মন দ্বারা আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি ৷২৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সবিতুঃ প্রেরকশ্চ পরমাত্মনঃ সবে অহুজ্ঞায়াং সত্যং যুক্তেন মনসা আত্মপ্রবণেন চেতসা যুক্তা বয়ং স্ববর্গশাস্তিত-ভগবল্লোকসাধনায় পরমাত্মনিদিধ্যাসাথ্যক্রমেণ শক্ত্যা যুক্তা ভবেম ইত্যর্থঃ ৷২৥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পরমাত্মনি মনঃ সংযোজনম্ তৎপ্রাপ্তিহেতুঃ তচ্চ তদহুগ্রহং বিনা ন সম্ভবতি অত ইয়ং ভগবজ্-জিজ্ঞাসুনাং ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা যুক্তেনেতাদিনা বয়ং ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ দেবশ্চ ত্যোতনশীলশ্চ সবিতুঃ জগৎপ্রসবিতুঃ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্কর্ত্তিনঃ পরমেশ্বরশ্চ সবে অহুমত্যাং সত্যং অহুগ্রহে সত্যীত্যর্থঃ যুক্তেন পরমাত্মনি সংযোজিতেন মনসা অন্তরিক্ষিয়েণ, স্ববর্গেয়ায় স্বর্গেয়ায় ইয়াদিপূরণ ইতি ছন্দঃশাস্ত্রনিয়মাং ছন্দোহহুরোধাৎ স্বঃ পদে বকারশ্চ উবাদেশঃ, এয় ইতি আপূর্ব্বক ইণ্-ধাতোঃ গত্যাৰ্থকশ্চ ভাবে অচি রূপম্ স্বর্গস্বরূপঃ অত্র পরমাত্মা তৎ-প্রকরণাৎ তশ্চৈব স্বরূপত্বাৎ তথাচোক্তং ‘ষন্ন দুঃখেন সন্তিন্নং ন চ গ্রস্তমনস্তবম্। অভিলাষোপনীতং যৎতৎ সুখং স্বঃপদান্পদমি’তি। ঋতিরপি ‘এতশ্চৈবানন্দস্তাত্মানি ভূতানি মাত্ৰামুপজীবন্তি’। এবঞ্চ পরমাত্মপ্রাপ্তিহেতুভূতায় তদ্ব্যানকৰ্ম্মণে শক্ত্যা শক্ত্যাহুসারেণ প্রযত্নামহে ইতি শেষঃ ৷২৥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মায় মনঃসংযোগ করিতে হইলে সবিতার অর্থাৎ পরমেশ্বরের অহুগ্রহ প্রয়োজন। তাঁহারই অহুজ্ঞায় অর্থাৎ

আদেশে আমাদের মনঃ তাঁহাতে সংযোজিত হইয়াছে, সেকারণ
আমরা তৎপ্রবণ মনের দ্বারা তাঁহার ধ্যান করিতে আমাদের শক্ত্য-
সারে যত্ববান হইতেছি।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“অহং হরে তব পাদৈকমূল-দাসাহুদাসো ভবিতাম্মি ভূয়ঃ।

মনঃ স্মরোতাহুপতে গুণানাং গুণীত বাক্ কৰ্ম্ম করোতু কায়ঃ।”

(ভাঃ ৬।১।২৪)

অর্থাৎ হে হরে! ধাহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন,
আমি কি আবার তোমার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব?
আমার মন যেন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্শক্তি
যেন তোমারই গুণ কীর্তন এবং শরীরও তোমারই দেবাকার্য্য সম্পাদন
করিতে থাকুক ॥২॥

ঐতিঃ—যুক্তায় মনসা দেবান্ স্মর্য্যতো ধিমা দিবন্।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥৩॥

অষ্টম্যানুবাদ—সবিতা (জগৎ-প্রসবিতা সবিতৃ দেব পরমেশ্বর)
স্মবঃ (স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি) যতঃ (গমনকারী)
দেবান্ (ইন্দ্রিয়গুলিকে) মনসা (মনের সাহায্যে) যুক্তায়
(পরমেশ্বরে যোজনা করিয়া) ধিমা (সম্যক্দর্শন দ্বারা অর্থাৎ সম্যক্-
উপাসনারূপ জ্ঞানের দ্বারা) দিবং (জ্যোতনস্বভাব প্রকাশাত্মা) বৃহৎ
(পরব্রহ্মকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) জ্যোতিঃ (প্রকাশ) করিষ্যতঃ (ধাহারা
করিবেন অর্থাৎ পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মের আবির্ভাব সাধন করিবেন)
তান্ (সেই দেবগণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে) প্রসুবাতি (অহুমতি
ককন, প্রেরণা দিউন) ॥৩॥

অমুবাদ—পুনরায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—
ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তরিক্রিয় মনের সহিত তাঁহাতে যোজনা করুন,
যে ইন্দ্রিয়গুলি শব্দাদি বাহ্যবিষয় ছাড়িয়া পূর্ণানন্দময় পরমেশ্বরপ্রবণ
হইতেছে তাহাদিগকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া যাহাতে তাহারা
বুদ্ধির সাহায্যে অর্থাৎ সম্যকদর্শনদ্বারা পরমচেতন পরব্রহ্মকে প্রকাশ
করিতে পারে, সেইরূপভাবে তাহাদিগকে প্রেরণা দিউন। তাঁহার
অমুগ্রহে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয় ছাড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান-সাহায্যে
পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ লাভে সমর্থ হউক ॥৩॥

শ্রীরজরামামুজ—পরমাত্মা প্রণিপাতমাত্রের কথ্যমুজ্জাং প্রযচ্ছে-
দ্বিতি আশঙ্ক্য ভগবদন্তরঙ্গভূতবিষক্সেনোচ্চাচার্য্যপ্রণামপূর্ব্বকং ভগবৎ-
প্রাপ্তৌ যতমানামমুজ্জাং প্রযচ্ছতি ইত্যাহ—

স্ববঃ স্বর্গলোকং গতান্ দেবান্ পূর্বাচার্য্যান্ মনসা যুক্তায় মনসা
যুক্তায় প্রণমোতি যাবৎ দিবং ছোতমানং নিরতিশয়বৃহৎযুক্তং
পরমাত্মানং (পরমাত্মরূপং পাঠাস্তরম্) জ্যোতিঃ ধিয়া উপাসনরূপজ্ঞানেন
করিষ্যতঃ বিষয়ীকরিষ্যতঃ ধ্যাতুং প্রবৃত্তানীতি যাবৎ, তান্ মুমুক্শূন্
সবিতা প্রেরকঃ পরমাত্মা প্রস্ববাতি অমুজ্জানাতীত্যর্থঃ ইতি বয়ং মন্ত্রা-
মহে ইতি শেষঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনরপি তত্ত্বপ্রকাশনলাভার্থং জগৎপ্রসবিতা
প্রার্থাতে যুক্তায়েতি সবিতা পরমেশ্বরঃ তান্ দেবান্ ইন্দ্রিয়ানি প্রস্ববাতি
অমুজ্জানাতু ব্যত্যয়েন লট, কীদৃশান্ তান্ স্ববঃ স্বঃ দ্বিতীয়ৈকবচনাস্তম্
অব্যয়বাচক, পরমানন্দঃ পরব্রহ্ম, যতঃ গচ্ছতঃ তদভিমুখান্ ইত্যর্থঃ নতু
শব্দাদিবিষয়প্রবণান্ ইণ্ধাতোঃ শত্ৰুপ্রত্যয়াৎ দ্বিতীয়া বহুবচনে সিদ্ধম্,
মনসা যুক্তায় যোজয়িত্বা ছান্দসো যকারাগমঃ, ধিয়া উপাসনারূপ-বুদ্ধ্যা

সম্যগ্‌দর্শনেনেতি যাবৎ, দিবম্‌ জ্যোতনশীলং, বৃহৎ মহৎ ব্রহ্ম পরমেশ্বরম্‌ জ্যোতিঃ প্রকাশং করিষ্যতঃ আবিষ্করিষ্যতঃ দ্বিতীয়াবহবচনাস্তম্‌, তান্‌ দেবান্‌ প্রসূবাতীভ্যশ্বয়ঃ যথা ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যো নিবৃত্তা মনসা সহ পরমেশ্বরাভিমুখানি স্যাঃ তথা তানি পরমাত্মনি যোজয়িত্বা বুধ্যা পরমাত্মপ্রকাশমেব যথা কুর্ষ্যন্তথা ভগবান্‌ অমুজানাদ্বিতি ভাবঃ ।৩।

তত্ত্বকণা—জগতের উৎপত্তিকারী পরমেশ্বর মন এবং ইন্দ্রিয়েণ অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগকে অথবা ইন্দ্রিয় সমূহকে বৈকুণ্ঠলোকে বিচরণকারী দ্বিতীয় জ্যোতনশ্চৈতন্য পরমশ্চৈতন্য একরস বৃহৎ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন—ইহাই সাধকের প্রার্থনা। শ্রীভগবান্‌ ইন্দ্রিয়েণ মত তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবগণেরও অধিষ্ঠাতা। তাঁহার শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়াই দেবগণ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়েণ পরিচালন করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবান্‌ অমুগ্রহ করিলেই মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ পূর্বক পরমাত্মপ্রবণ হইতে পারে। ভগবদ্ভাক্ত্য দেবগণও ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের দিকে যোজনা করিয়া ভগবদ্ভাক্ত্যে গমনের যোগ্য করিবেন।

সাধারণতঃ স্বর্গশব্দে প্রাকৃত স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক ও সত্যলোককে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে দ্বিজ্ঞানিত বা প্রার্থিত স্বর্গলোক অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধামকেই বুঝাইয়া দিতেছে।

জীব সাধকদেহে অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরে অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামে গমন করিতে সমর্থ নহে। সিদ্ধদেহেই তথায় গমন হইয়া থাকে। এবং ঐ সিদ্ধদেহে স্বপ্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্মের সম্যক্‌ প্রকারে সাক্ষাৎকার হয়। আস্তর সাক্ষাৎকার সাধকদেহেও হইয়া থাকে। একমাত্র শ্রীভগবানের প্রকটকালেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন সাধকদেহেও হইতে পারে। সম্যক্‌ প্রকারে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সিদ্ধদেহেও

প্রয়োজন এবং সিদ্ধিদেহে শাক্ষাৎকারের ফলে পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। সাধকদেহে থাকিয়া ভগবদনুগ্রহে মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় সাধন করিতে করিতেই সিদ্ধিদেহ পাওয়া যায়। ভগবদনুগ্রহে প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া মনে সংযোজন পূর্বক শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধিদেহের অন্বেষণেই সিদ্ধিদেহ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—
“সাধনে ভাবিবে বাহা সিদ্ধিতে পাইবে তাহা।”

শ্রীভগবান্ সাধকের ভজনে সন্তুষ্ট হইয়া সাধকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক দেবগণও উক্ত কার্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। সেইজন্যই সাধকের শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহপূর্বক সাধকের ইন্দ্রিয় সমূহকে তাঁহার ভাবনায় উন্মুখ করিয়া দিউন, যাহার ফলে সাধক ক্রমশঃ সিদ্ধিদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিবার যোগ্য হইবে।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের দৃষ্টান্ত—শ্রীমস্তাগবতে পাই,—

“তস্তারবিন্দনয়নস্ত পদারবিন্দ-

কিঞ্চকমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।

অস্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং

সংকোভমক্ষরজুধামপি চিস্ততম্বোঃ।” (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

শ্রীমস্তাগবতে দেবগণের স্তবেও পাই,—

শ্রীঅগ্নিকবাচ,—

“যন্তেজসাহং স্মসমিদ্ধতেজা হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।

তং যজ্জিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ স্থিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোহস্মি যজ্ঞম্।”

শ্রীদেবা উচুঃ—

“পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
স্বমেবাত্তস্তম্ভিন্ সলিল উরগেদ্রাধিশয়নে ।
পূমান্ শেষে সিংহৈহঁদি বিমুশিতাধ্যাত্মপদবিঃ
স এবাচ্ছাক্ষোৰ্ধঃ পশি চরসি ভূত্যানবসি নঃ ॥”

(ভাঃ ৪।৭।৪১-৪২)

শ্রীমন্তাগবতে আরও পাই,—

“মৰ্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীৰ্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥”

(ভাঃ ১।১২।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥”

(চৈঃ চঃ অষ্টা ৪।১২২-১২৩) ॥৩।

শ্রুতিঃ—যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো-

বিপ্রা বিপ্রস্ত বৃহতো বিপশ্চিতঃ ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক ইন্
মহী দেবস্ত সবিতুঃ পরিশ্রুতিঃ ॥৪॥

অন্যানুবাদ—[যে] বিপ্রাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) মনঃ যুঞ্জতে
(বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মায় মনঃ যোজনা করেন)
উত (এবং) ধিয়ঃ (বুদ্ধির বৃত্তিস্বরূপ অগ্নাত্ম চক্ষুর্বাণি ইন্দ্রিয়বর্গকে)

যুক্ততে (তাঁহাতে সংযোজিত করেন) [তৈঃ—তাঁহাদের কর্তৃক] বিপ্রস্ত
 (বিশেষরূপে সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্ত) বৃহতঃ (মহৎ—সৰ্ব্বাধিক) বিপশ্চিতঃ
 (সৰ্ব্বত্র) সবিতুঃ (সকলের উৎপাদক) দেবশ্চ (দ্ব্যতনশীল পরমাত্মার)
 মহী (মহতী) পরিষ্টুতিঃ (আরাধনা) [কর্তব্য]। [কেন না]
 বয়ুর্নাবিং (জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা সৰ্ব্ববিৎ) এক ইৎ (এক সবিতাই)
 হোজাঃ (দেবতাদিগের অথবা পরমাত্মার আহ্বানকারিণী ক্রিয়া—
 যাগযজ্ঞাদি ও স্তুতিনিচয়) বিদধে (বিধান করিয়াছেন) [তাঁহার
 আরাধনা আমাদের একান্ত কর্তব্য] ॥৪॥

অনুবাদ—যিনি আমাদের অমুগ্রহ করিতেছেন জগৎপ্রকাশক সেই
 সবিতৃদেবের স্তুতি বিশেষরূপে করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি
 বলিতেছেন—যে সকল ব্রাহ্মণ নিজ নিজ মনকে সেই সবিতা অর্থাৎ
 পরমাত্মায় যোজনা করেন এবং জ্ঞানের হেতুভূত ইন্দ্রিয়গুলিকেও
 তাঁহাতে সন্নিবেশিত করেন, তাঁহারা এইভাবে সেই বিশ্বব্যাপক
 মহান্ সৰ্ব্বদর্শী পরম চৈতন্যময়ের আরাধনা করিবেন, কারণ তিনিই
 প্রজা চক্ষুর্দ্বারা সৰ্ব্বদর্শী, হোমাদি ক্রিয়ার প্রবর্তক, তিনিই পরমাত্মা
 তাঁহার উপাসনা করিলেই অমুগ্রহ লাভ হইবে, সেই উপাসনার উপায়
 তাঁহাতে মন সংযোজিত করা এবং জ্ঞানকরণ ইন্দ্রিয়গুলিকে
 বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, তাঁহাতে সংযোজিত করা, এইরূপ
 করিতে হইলেই সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অমুগ্রহ আবশ্যক ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মনি মনোযোগন্তৎসমারাধনং কৰ্ম যুগ-
 পদেব ভবতীত্যাহ ।

‘বিপ্রো বিপ্রং গচ্ছতে তদ্বদর্শী’তুক্তরীত্যা বিপ্রান্তবদর্শিনঃ
 পরমাত্মনি মনো নিযুক্ততে যোজয়ন্তি ধিয়ঃ ধ্যানানি চ যোজয়ন্তি
 বিপ্রস্ত তু প্রা পূরণে পূর্ণস্ত, বৃহতঃ গুণৈর্বৃহতীভ্যস্ত, বিপশ্চিতঃ

সৰ্বজ্ঞস্ত মহীদেবস্ত মহা ভূম্যা সমেতস্ত দেবস্ত ব্রীহুমিসমেতস্ত সবিতুঃ
প্রেরকস্ত বয়নং জ্ঞানং বয়নাবিধিতি তস্ত সার্কজ্যাদি মহিমবিধিতাৎ
তদাশ্রয় এক ইৎ এক এব পরিষ্টিতি: ছান্দসং হৃৎস্বং পরিচ্যা
ইতি যাবৎ হোত্ৰা স্বদ্বিগ্ভির্মন্ত্ৰেণেতি বার্ব: বিদধে কৃতবান্ ইত্যর্থ: ।
ব্রহ্মব্রহ্মপবিদেব তৎপরিচর্যাকারী, তেন কৃতমেব ভগবৎপরিচরণং
ভগবৎপ্রীণনং ভবতীত্যর্থ: ৷৪৥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতচ্চ পরমেশ্বরস্ত মহতী আরাধনা পরমানন্দ-
ময়স্ত তস্তাবিকর্ষং কৰ্তব্যোত্যাহ—যুজত ইতি—যুজত ইতি যে বিপ্রাঃ
পরমাত্মনি মনঃ যুজতে যোজয়ন্তি, উত তথা সমুচ্চয়ার্থে অব্যয়ম্, ধিয়ঃ
অন্তাগ্রপি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি যুজতে তৈবিত্রৈঃ বিপ্রস্ত বিশেষণ
ব্যাপকস্ত বৃহত: মহতো বিপশ্চিত: সৰ্বদর্শিন: সবিতু: পরমাত্মন: দেবস্ত
চিদাত্মন: মহী মহতী পরিষ্টিতি: আরাধনা কৰ্তব্য। কৌদৃশ: দেব: ?
বয়না জ্ঞানচক্ষুশা বিদ্ ব্রষ্টা সাক্ষীভূত: একোহদ্বিতীয়: সবিতা ইৎ
এব অবধাঃণার্থকমব্যয়ম্। হোত্ৰা: হবনাত্মিকা: ক্রিয়া: যজ্ঞাত্মহুষ্ঠা-
নানি ইত্যর্থ: বিদধে সম্পাদয়ামাস, সবিতৈব প্রজ্ঞাদৃষ্ট্যা ব্রাহ্মণানাং
যজ্ঞাদিক্রিয়া: প্রজ্ঞাবলেন সম্পাদয়তি ন থলু ইন্দ্রাদয়ো হোমদেবতা:
কিস্ত সৰ্বসাক্ষী স পরমাত্মৈব ইন্দ্রাদীনামাত্মভূত: স এক এব সৰ্বব্যাপী
তস্ত পরিষ্টিতি: কৰ্তব্য। ইতি ভাব: ৷৪৥

তত্ত্বকণা—সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের সমস্ত পদার্থ প্রকাশ করিয়া
ধাকে—ইহাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সমস্ত বস্তুর মূলত: উৎপাদক ও
প্রকাশক স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর। তাঁহারই শক্তিতে তদ্ বিভূতি-
বরূপ সূর্য্যের প্রকাশন-শক্তি। সেইজন্য মন: ও ইন্দ্রিয়সমূহকে
পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের
অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মার সাহায্যার্থে তাঁহার স্তব করা কৰ্তব্য। ইহাই

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য। মূল সবিভা—স্বয়ং পরমাত্মা সর্বব্যাপক, কারণ তিনি নিখিল জগৎকে প্রসব করিয়া আশ্রয়স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তিনি মহান্ ও সর্বজ্ঞ। তিনি সাক্ষিস্বরূপে সকলের অন্তরে অন্তর্যামিস্বরূপে বিরাজমান থাকেন। তিনি প্রজ্ঞাবান্। তাঁহারই প্রজ্ঞাবলে জীবের সমস্ত কার্য্য প্রতিভাসিত হয় এবং তিনিই ঐ সকল ক্রিয়ার নিয়ামক বিধাতা। দেবগণও তাঁহার অধীন ও তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্মৃতরাং দেবগণের যে শক্তি পরিলক্ষিত হয়, উহাও সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই শক্তি। পরমেশ্বর সাধকের প্রতি প্রসন্ন থাকিলে দেবতারাও প্রসন্ন হইয়া সাধকের ইন্দ্রিয়বর্গকে ভগবদুন্মুখী করিয়া পরিচালনা করেন। তাই শাস্ত্রে পাই,—“যস্মিন্ প্রীতে প্রীয়ন্তে সৰ্বদেবতাঃ।” সেইজন্য মনঃ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত করিয়া ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিতে হইলে অন্তর্যামী সাক্ষিস্বরূপ সবিভার অমুগ্রহ আবশ্যক।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“তস্মিন্ প্রসন্নো সকলাশিষাং প্রভো

কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাস্মভিঃ।

অনন্তদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহ্যশয়ঃ

স্বয়ং বিধন্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ (ভাঃ ৩।১৩।৪২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

“হরিভক্তি আছে যার, সৰ্ব দেব বন্ধু তার,

ভক্ত জেনে তারে করেন আদর ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যুজে বাৎ ব্রহ্ম পূৰ্ব্বাং নমোভি-

বিল্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ ।

শৃণুস্ত বিশ্বে অমৃতশ্চ পুত্রা

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্তুঃ ॥৫॥

অম্বয়ানুবাদ—[হে ইন্দ্রিয়বর্গ ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ !]
 বাৎ (তোমাদিগের স্বামী) পূৰ্ব্বাং (আদিপুরুষ—সনাতন) ব্রহ্ম (পূর্ণব্রহ্ম
 পরমাত্মাকে) নমোভিঃ (আত্মসমর্পণরূপ নমস্কারাদি দ্বারা ও চিন্তা-
 প্রণিধানাদি দ্বারা) যুজে (যুক্ত করিতেছি অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি)
 [অথবা অর্থান্তর এইরূপ—হে আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাহাদের পরিচালক
 দেবগণ ! তোমাদিগকে তোমাদের কারণভূত পরমেশ্বরে চিন্তাপ্রণিধান
 ও আত্মসমর্পণ প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত করিতেছি, সমাহিত করিতেছি ।
 কি উদ্দেশ্যে পরব্রহ্মে তোমাদিগকে যোজিত করিতেছি ? তাহা
 বলিতেছেন, সেই—] বিল্লোকঃ (বিশেষরূপে স্তবনীয় পরমেশ্বর) সূরেঃ
 (শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের অর্থাৎ সাধু পুরুষের) পথি এব (সাধন পথেই) এতু
 (আত্মন অর্থাৎ উদ্ভিত হউন), [অতঃপর প্রার্থনা জানাইতেছেন]
 অমৃতশ্চ (সনাতন পরব্রহ্মের) বিশ্বে পুত্রাঃ (সমস্ত পুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসৃষ্ট
 ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন পুত্রগণ) শৃণুস্ত (শ্রবণ করুন, আমার এই প্রার্থনা
 বাক্যে অবধান করুন) [কে তাঁহারা ?] যে (দ্বাহারা) দিব্যানি
 (দিবা) ধামানি (ধামে) আ তস্তুঃ (অধিষ্ঠান করিয়া আছেন) ॥৫॥

অনুবাদ—ভগবৎসেবাপরায়ণ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিকট
 ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হন ; সেইজন্য প্রার্থনা হইতেছে—হে ইন্দ্রিয়বর্গ ও
 তাহাদের পরিচালক দেবগণ ! তোমাদের নিকট প্রকাশ্য তোমাদের
 স্বামী সেই শাস্ত্রত পরব্রহ্মকে আমি একাগ্র মনে ধ্যান করিতেছি ।
 বিশেষরূপে ধ্যায় সেই ভগবান্ আমার ধ্যানের পথে উদ্ভিত হউন ।

হে ব্রহ্মের পুত্রগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন, ধাঁহারা দিব্যধামে অবস্থান করিতেছেন এবং পরব্রহ্মের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকাশন-শক্তি লইয়া ধাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়ের পরিচালন ভায় লইয়া আছেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে আমার ধ্যানের পথে আবির্ভূত হইবার আত্মকূল্য করুন । ৫।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দিব্যান্ধানস্থিতাঃ সৰ্কে ব্রহ্মপুত্রাঃ মংপ্রাৰ্থনাং শৃঙ্খ নিত্যস্মরিকৰ্তৃকস্তুতিপথাদনপেতভেন বাং পূৰ্ণ্যং বঃ পূৰ্ণ্যমিত্যৰ্থঃ বচনব্যত্যয়ঃ ছান্দসঃ তাদৃশং ব্রহ্ম যথা প্রাপ্নোতি এবং যুজে যোগায় ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে ইতি বাবং সমাদধে ময়া কৃতঃ বিপ্রোকঃ স্তোত্ররূপ এতু প্রাপ্নোতু নিত্যস্মরিকৃতাং তাং স্তুতিং যথা ভগবানঙ্গীকরোতি এবং অঙ্গীকরোত্তিত্যৰ্থঃ । ততশ্চ যোগপ্রবৃন্তেঃ প্রাক্ ভগবতঃ স্তুতিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যৰ্থঃ । ৫।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ পরব্রহ্মলাভাৰ্থম্ মনঃ প্রভৃতীনামিন্দ্রিয়াণাং তদ্বিষ্ঠাতৃদেবানাঞ্চ ব্রহ্মবি নিয়োগং বৰ্ণয়ন্ প্রাৰ্থয়তে হে করণতদহু-গ্রাহকৌ ! করণানি মনঃপ্রভৃতীনি, একাদশেইন্দ্রিয়াণাং তদহুগ্রাহ-কাণাং ক্রিয়াশক্তি-সম্পাদকানাং অধিষ্ঠাতারো দেবাস্ত । বাং যুবয়োঃ প্রকাশিতং পূৰ্ণ্যং যুগ্মংকারণীভূতং শাস্ততং পরব্রহ্ম পরমাত্মানং যুজে সমাদধে, সৰ্কেষাং ধাতুনাং ভৌবাদিকংস্বাকীকারাং ন শ্লম্ বিকরণম্ । কেন প্রকাৰেণ যোগ ইত্যাহ নমোভিঃ আত্মসমৰ্পণ-চিন্তাপ্রণিধানাদি-ভিৰ্ব্যাপারৈঃ অতএব বহুবচনোক্তিঃ । অথবা ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বাং যুজে যোজয়ামি যেন বিপ্রোকঃ বিশেষেণ কীৰ্ত্তয়িতব্যঃ স্তব্যঃ পরমাত্মা নূরে: তত্ত্বজ্ঞাত মম পশি ধ্যান-বিষয়ে এতু আগচ্ছতু উদেতু । অথ ইন্দ্রিয়াহুগ্রাহকান্ প্রতি প্রাৰ্থনাবাক্যং হে অমৃতশ্চ পুত্রাঃ ! নিত্যশ্চ ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ শৃঙ্খ মম প্রাৰ্থনামবধারয়ন্ত, কে তে ? যে দিব্যানি

জ্যোতনাত্মকানি ধামানি স্থানানি তেজাংসি বা আত্মসুঃ অধিষ্ঠিতাঃ ।
দেবা মম ইন্দ্রিয়াণি তথা প্রেরয়ন্ত যথা ব্রহ্ম মে ধ্যান-বিষয়ো ভবেদ্বিতি
ভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশকস্বরূপ হইয়াও প্রকাশস্বরূপ ।
মানবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ও তদঙ্গগ্রাহক—পরিচালক দেবগণের
সহায়তায় ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন হইয়া থাকে । পরব্রহ্ম নিজে কৃপা-
পূর্বক আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারে নিজেকে প্রকাশ করুন, আমি
তাহার সেই প্রকাশ দর্শনের নিমিত্ত তাহাকে নমস্কার পূর্বক ধ্যান
করিতেছি । সেই ধ্যেয় বস্তু কৃপাপূর্বক আমার কীৰ্ত্তনের বিষয়
হইয়াও আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন । আমি সাধু পথে অর্থাৎ
পূর্ব সুরিগণের অনুসরণে তাহার স্তব করিতেছি । হে দিব্যধাম-
নিবাসী ব্রহ্মের পুত্রগণ, আপনারা আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন
এবং আনুকূল্য করুন । শ্রীভগবানের কৃপায় ইন্দ্রিয়গণ ভজনানুকূল
হইলে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন । সেইজন্য
ইন্দ্রিয়গণকে শ্রীহরিভজনের অনুকূলে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানের
নিকট প্রার্থনা করা কর্তব্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“সো বাগ্ যয়া তন্ত গুণান্ গৃণীতে ;
করৌ চ তৎকৰ্ম্মকরৌ মনশ্চ ।
স্বরেৎসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ।
শিরস্ত তন্তোভয়লিপ্তমানমেৎ ।
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ ।

অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাম্
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥” (ভা: ১০।৮০।৩-৪)

গুহুকষয়ের প্রার্থনা—

“বাণী গুণাহুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্
হস্তৌ চ কর্ণস্থ মনস্তব পাদয়োনিঃ ।
নৃত্যায় শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সত্যং দরশনেহস্ত ভবন্তনুনাং ॥” (ভা: ১০।১০।৩৮)

ভাগবতপ্রবর মহারাজ অশ্বরীষের সর্কেন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজনের
আদর্শেও পাওয়া যায়,—“স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-
গুণাহুবর্ণনে.....ষথোক্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥” (ভা: ২।৪।১৮-২০)

হরিভজন বিহীন ইন্দ্রিয়গণ যে বৃথা, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—
“বিলে বতোকবিক্রমান্ যে ন শৃণুতঃ কর্ণপুটে নরস্ত ।.....ক্ষেত্রাপি
নামুত্রজতো হরের্বো ॥” (ভা: ২।৩।২০-২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ।
কাণাকড়ি-ছিন্ন সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥” ইত্যাদি
(চৈ: চ: মধ্য ২।৩১-৩৪)

শ্রীমত গোস্বামীর বাক্যে পাই,—

“ইতুপামজিতো রাস্তা গুণাহুকথনে হরেঃ ।
হবীকেশমহনৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥”
(ভা: ২।৪।১১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল-চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“হৃদীকেশং সর্বোদ্ভিষ্মপ্রবর্তকমিতি,—মঘাচি স এব স্থিত্বা প্রতি-
বদন্তিত্যভিপ্রায়েণ । প্রচক্রমে—দেবতা-গুরু-নমস্কারপূর্বকমুপক্রমং
কৃতবানিত্যর্থঃ” ॥

শ্রীশুকবাক্যেও পাই,—

“যদজ্যুতিধ্যান-সমাধি-ধৌতয়া

দিয়াহুপশুস্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ ।

বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথাকচং

স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥” (ভাঃ ২।৪।২১)

অর্থাৎ একমাত্র যাহার শ্রীচরণকমলের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ সমাধিদ্বারা
বুদ্ধি শোধিত হইলে অর্থাৎ মনোদর্শ্য নিম্নুক্ত হইলে স্মৃগণ
নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্য-
বলে স্ব-স্ব-কৃতি-অনুসারে পরমাচার স্বরূপকে সাকার ও নিরাকার,
জীব স্বরূপকে অণুপ্রমাণ বা সর্বগত, বিশ্বকে মিথ্যা, সত্য বা নিত্য
যাহা কিছু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা সকলই
মনোদর্শ্য, কারণ তাঁহাদের বুদ্ধি ঈশাশ্রয়া নহে বলিয়া শোধিত হয়
নাই। অতএব তাঁহারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব দর্শন করিতে পারেন না।
সেই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

সেবনোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে যে শ্রীভগবানের প্রকাশ হয়, তাহা শ্রীল

রূপপাদ-বিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিন্দ্রিয়ৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব শ্রুততদঃ ॥”

(ভঃ বঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।১০০)

অর্থাৎ অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥৫॥

শ্রুতিঃ—অগ্নির্যজ্ঞাভিমথ্যতে বায়ুর্যজ্ঞাধিকুধ্যতে ।

সোমো যজ্ঞাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥৬॥

অনুমানুবাদ—যত্র (যে পুরুষে অথবা যে হৃদয়ে) অগ্নিঃ (অবিচ্ছাদিত দাহক, তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা) অভিমথ্যতে (পূর্বোক্ত ধ্যান-নির্মলন দ্বারা অভিব্যক্ত হন) যত্র (যাহাতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিতে ধ্যান করিবার অঙ্গরূপে) বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অধিকুধ্যতে (অধিকভাবে পুরক-কুস্তক-রেচকাত্মক প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ করা হয়) যত্র (যাহাতে) সোমঃ (মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রদেবযুক্ত মন) অতিরিচ্যতে (সংস্কৃত হস্ত অর্থাৎ অনেক জন্মার্জিত পাপক্ষয়ার্থ অহুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা সোম অর্থাৎ মন পবিত্র হইয়া অধিক প্রকাশ পান) তত্র (সেই পুরুষে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভগবদর্পণসহকারে অহুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সমাধিদ্বারা) বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিতে) মনঃ (মন ভগবদভিমুখী হইয়া) সঞ্জায়তে (প্রবৃত্ত হয়) ॥৬॥

অনুবাদ—যে পুরুষে অরণিকার্ঠ মথনদ্বারা অগ্নির মত দেহ-মধ্যে হৃদয়ে প্রণবের মন্থনে পরমাত্মজ্যোতিঃ মণিত হয় অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়, ধ্যানের দ্বারা রেচক, কুস্তক, পুরক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত প্রাণায়াম অহুষ্ঠিত হয়, যাহাতে মনের বিশুদ্ধিবশতঃ অধিষ্ঠাতা সোমদেবতা সর্বাতিরিকিণী হইয়া থাকেন, তাদৃশ ব্যক্তিতে ভগবৎকৃপায় গোবিন্দাভিমুখী রাত জন্মিয়া থাকে। কথিত আছে—শত শত জন্মে

অজ্ঞিত তপশ্চা, জ্ঞান, শম-দম প্রভৃতি দ্বারা ক্লীণপাপ ব্যক্তিদেরই শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহাতে ভক্তি জন্মে। অতএব প্রথমে স্বধৰ্ম্মাহুষ্ঠান, পরে প্রাণায়ামাদি সাহায্যে চিন্তের একাগ্রতা-সাধন, শেষে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণববাচ্য অর্থের সাধনের ফলে ভগবৎকৃপায় কৃতকৃত্যতা লাভ হইবে ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগমারভমানশ্চ শীতোষ্ণদেশঃ পরিহর্ষব্য ইত্যাহ।

অভিমথ্যতে অভিতো নিবার্ধ্যতে, অধিক্রধ্যতে বায়ুর্ধ্ব ন বাতি ইত্যর্থঃ, সোমশব্দেন হিমো লক্ষ্যতে অতিশয়েন রিচ্যতে নিরস্ততে তত্র মনঃ প্রত্যক্ প্রবণং জায়তে ইত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নহু কথমিয়ং প্রার্থনা, গোবিন্দে প্রবৃত্ত্যর্থ-মিত্যাহ—তথাহ্যুক্তং ‘প্রাণায়াম-বিগুহ্বাত্মা ষম্যাং পশুতি তৎপরম্। তস্মান্নাতঃ পরং কিঞ্চিং প্রাণায়ামাদি’তি শ্রুতিঃ। ‘অনেক-জন্ম-সংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে। তৎক্লীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভি-মুখী মতি’রিত্তি স্মৃত্য। “স্বদেহমরগিং কৃত্বা প্রণবকোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাত্যাসাদ্ দেবং পশ্বেন্নিগুঢ়বৎ”ইতি পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যা চ তৎপুরুষশ্চ প্রকাশোপায়দর্শনাৎ। অত আহ—‘অগ্নির্জ্বাতিমথ্যতে’ ইতি যত্র পুরুষে অগ্নিঃ অগ্নিবিবারণিমথনেন পরমাত্মা অভিগম্যতে প্রকাশতে। যত্র পুরুষে বায়ুঃ গ্রাণবায়ুঃ অধি আধিক্যেন ক্রধ্যতে পুরুষ-কুন্তক-রেচকপ্রকারৈঃ নিরুধ্যতে, যত্র পুরুষে সোমঃ চক্ষুঃ মন ইত্যর্থঃ ‘চক্ষুয়া মনসো জাত’ ইতি শ্রুতে: কার্য্যাকারণয়োঃভেদাৎ, অতিরিচ্যতে মনঃ সর্কাদধিকং ভবতি বিগুহ্বং ভবতি তস্মিন্ ভগবৎস্পর্শিত-নিদ্রামভাবেনানুষ্ঠিতযজ্ঞদানতপশ্চাপ্রাণায়ামসমাধিবিগুহ্বাস্তঃকরণে পুরুষে,

মনঃ গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ সঙ্গায়তে উৎপত্ততে প্রবর্ত্তত ইতি
ষাবৎ ৷৬৷

তত্ত্বকণা—পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, মনকে পরব্রহ্মে সংযোগার্হ
সবিতা অর্থাৎ জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের অমুগ্রহ প্রার্থনা করিতে
হয় এবং পরমেশ্বরের অমুগ্রহ হইলে মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাতে
সংযোজিত হয়। কিন্তু তদভাবে যিনি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ
করিতে পারেন না, তাঁহার কৰ্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। তাহার ফলে
তিনি হোমসাধন অগ্নির প্রজ্বালন, বায়ুর নিরোধ, এবং সোমের
বর্দ্ধনাদিতেই প্রবৃত্তি লাভ করেন। এইভাবে শত শত জন্মাদি ধরিয়া
যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাচরণের ফলে জন্মার্জিত পাপ দূরীভূত হওয়ার পর নিকাম-
ভগবদর্পিত কৰ্ম্মযোগ অমুষ্ঠিত হইলে অন্তঃকরণের বিস্তৃতি ঘটে,
তৎপরে ভগবৎরূপায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ এবং ভগবন্ত্বে রতির উদয়
হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্বাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।

আত্মা চ কৰ্ম্মামুশয়ং বিধুয় মন্তুক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥”

(ভাঃ ১১।১৪।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“অতঃ পুংভির্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।

স্বমুষ্ঠিতস্ত ধৰ্ম্মস্ত সংসিদ্ধির্হিরিতোষণম্ ॥” (ভাঃ ১।২।১৩)

আরও পাই,—

“ইদং হি পুঃসন্তপসঃ শ্রুতস্ত বা

দ্বিষ্টস্ত শ্রুতস্ত চ বুদ্ধদন্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো

যদন্তমঃশ্লোকগুণাহবর্ণনম্ ।” (ভাঃ ১।৫।২২)

শ্রীরঙ্গবামাহুজাচার্য্য বলেন যে, যোগারম্ভকারী সাধকের পক্ষে শীতপ্রধান এবং উষ্ণপ্রধান দেশ পরিহার করা উচিত ; কারণ সে-স্থলে দেহের ক্লেশের দিকেই মন প্রধাবিত হয় বলিয়া মন স্থিরভাবে সংযুক্ত হইতে পারে না । ৬।

শ্রুতিঃ—সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্ ।

তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥৭॥

অমুবাৎ—[যেহেতু সবিতার অমুগ্রহলাভ না করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত লোকের কষ্টই হয়, সেইজন্ত] প্রসবেন (জগৎ-প্রসবিতা) সবিত্রা (সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মার সাহায্যে) পূর্ব্যং (জগতের আদি-কারণ ও প্রলয়কালেও যিনি বর্ত্তমান) ব্রহ্ম (সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে) জুষেত (সেবা করিবে, উপাসনা করিবে) তত্র (সেই পরব্রহ্মে অর্থাৎ তাহার উপাসনা-বিষয়ে) যোনিং (উপায়—সমাধিনিষ্ঠা) কৃণ্বসে (অমুষ্ঠান কর) [তাহার ফলে] তে (যোগী—তোমার) পূর্ব্বম্ (পূর্ব্ব শ্রোত-স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম) ন হি অক্ষিপৎ (একেবারেই ক্ষেপ করিবে না অর্থাৎ সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে না) ॥৭॥

অমুবাৎ—জগৎ-প্রসবিতা সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মার অমুগ্রহ ব্যতীত পুরুষের ভোগজনক কৰ্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, এইজন্ত জগৎ-সৃষ্টিকারী সেই সবিতা—পরমাত্মার প্রেরণায় জগতের আদিকারণ সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, তাহার উপাসনা কর, সেই পরব্রহ্মে সমাধি স্থাপন কর, তাহার ফলে তোমার পূর্ব্ব শ্রোত-স্মার্ত্ত-কৰ্ম্ম-সমুদয় আর বন্ধনের কারণ হইবে না ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং গুরুপ্রণাম-ভগবৎস্তুতিপ্রসরেন সবিত্রা-
কৃতেন প্রসবেনানুজ্ঞয়া তদনুজ্ঞাতঃ সন্নিত্রিযাবৎ এবং পূৰ্ব্বাং পূৰ্ব্বপৃষ্ঠং
ব্রহ্ম জুষেত ব্রহ্ম সেবেত ধ্যায়ৈদিত্রি যাবৎ তত্র পরমাত্মনি যোনিং স্থানং
মনস ইতি শেষঃ কৃৎসে কুরুষ তথা সতি তে পূৰ্ণ্তিঃ মনোরথপূৰ্ণ্তিঃ
তদব্রহ্ম নাক্ষিপত্ ন ক্ষিপতি ন নিরশ্রুতীত্যর্থঃ লড়ৰ্ধে লঙ্ ৷৭৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পরব্রহ্মোপাসনায়া দ্বারীভূতা সবিতুকপাসনা
ইত্যাং—সবিত্রেতি—প্রসবেন জগৎপ্রসবিত্রা সবিত্রা সবিতৃদেবেন পর-
মাত্মনা প্রেরণয়া পূৰ্ব্বাং জগদাদিভূতং সৰ্ব্বকারণকারণং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরং
শ্রীকৃষ্ণং জুষেত সেবেত উপাসীতেত্যর্থঃ তত্র পরব্রহ্মণি যোনিম্
তল্লাভোপায়ভূতাং নিষ্ঠাং সমাধিমিতি যাবৎ, কৃৎসে কুরুষ কৃৎ ধাতো-
লটিদ্বকারস্বাকারাদেশে শব্-বিষয়ে উপ্রত্যয়ে কৃৎসে ইতি বক্তব্যে
ছান্দসো বকারস্বাকারাবঃ, শব্-বিকরণঞ্চ। লোটোলট্-ব্যত্যয়ো
বহুলমিতি। এবং কৃতে কিং শ্রুতজাহ ন হি তে তব পূৰ্ব্বং
শ্রৌত-স্মার্ত্তং কৰ্ম্ম অক্ষিপৎ—ক্ষিপৎ বন্ধকং ভবেৎ। লিঙো
লেট্ লঙ্ বা ব্যাত্যয়েন। ভক্তিযুক্ত-জ্ঞানায়িনা সবীজশ্রু কৰ্ম্মণো
দক্ষত্বাদিতিভাবঃ ৷৭৷

তত্ত্বকণা—সাধক জীবের সম্বন্ধে সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা
পরমাত্মার অহুগ্রহ একান্ত অপেক্ষণীয়। কারণ তিনি নিজের যে
তেজ বা শক্তির দ্বারা সাধন করিবেন, পরমাত্মাই একমাত্র সেই
তেজের প্রসবিতা। ঐ তেজের নামান্তর অগ্নি, ঐ অগ্নি মূল-প্রকাশক
পদার্থ। উহার সাহায্যেই জীব ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। ঐ অগ্নি
হইতে শুচি, পবমান ও পাবক—এই ত্রিবিধ অগ্নির আবির্ভাব হয়।
সৌর অগ্নির নাম শুচি, মথনোদ্ভূত পার্থিব অগ্নির নাম পবমান আর
বৈদ্যুতায়ির নাম পাবক। যদিও শুচি নামক অগ্নিকে সৌর অগ্নি

বলা হয়, কিন্তু সূর্য্যকে শুচি, পবমান, পাবক—এই ত্রিবিধ অগ্নির আশ্রয় জানিতে হইবে। উক্ত অগ্নিকে আবার সূর্য্যের কিরণভেদে মৌর অগ্নির, হোমাদিক্রিয়াভেদে পার্থিব অগ্নির এবং জীবের অন্তরে ও বাহিরে স্থিত্যাদি ভেদে বৈদ্যুত্যাগ্নির ভেদ করা হয়। বৈদ্যুত্যাগ্নির যে অংশ মানবের দেহের মধ্যে অবস্থান করে, উহার নাম বৈশ্বানর। দেহান্তর্গত মূলাধার নামক স্থানই বৈশ্বানর অগ্নির মূল বাসস্থান। শ্বাস বায়ু উহার সখা। সবিতার অহুগ্রহে ঐ অগ্নি বা জ্ঞানরূপ তেজ উদ্দীপ্ত হয়। যাহার দ্বারা কর্ম তস্মীভূত হয়। কর্মের ক্ষয় হইলেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইলে মানবের আর বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না। তখন জীব বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হয়। ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি উদয় না হইলে জীবের কর্ম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম আবার কুট ও বীজরূপে থাকে। কর্ম-বাসনাই কর্মের কুটাবস্থা, উহাই জীবের অনাদি সঞ্চিত কর্ম। বাসনা যখন কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই উহা বীজাবস্থা। উহাই ভবিষ্যৎ ফলের বীজস্বরূপ। ঐ বীজানুসারে কর্ম ও কর্মফল ভোগ হইয়া থাকে। প্রারব্ধ ভোগের অবস্থাকেই প্রারব্ধ বলে। প্রারব্ধ স্থূল-শরীরাপেক্ষী আর বীজ সূক্ষ্ম-শরীরাপেক্ষী এবং কুট কারণ-শরীরাপেক্ষী।

অন্নময় কোষের নাম স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞান-ময় কোষের নাম সূক্ষ্ম শরীর। আর আনন্দময় কোষের নাম কারণ-শরীর। কর্ম ক্ষয় করিতে হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীরের ক্ষয়ের প্রয়োজন। কর্ম দ্বারা স্থূল শরীরের ক্ষয়, জ্ঞান দ্বারা

সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষয় এবং ভক্তির দ্বারা কারণ শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে । ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই বাসনার ক্ষয় বা কুট—বাসনার অধিষ্ঠানভূত কারণ শরীরের ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে না ।

প্রত্যেক কৰ্ম্মই আবার দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয়ের (মনের) ও বুদ্ধির চেষ্টারূপ ষাটশবিধ চেষ্টা ও দৈব—এই পঞ্চ কারণের অধীন । অতএব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম সম্ভব হয় না । কিন্তু ভক্তি উহাকে ত্যাগ করিয়াও সম্ভব । ভক্তি প্রাকৃত বিষয় নহে, প্রাকৃত পদার্থের সহিত উহার কোন সংস্পর্শ নাই । শুদ্ধ আত্মার নিত্য। বৃত্তিই ভক্তি ।

ভক্তি স্বয়ং সূক্ষ্মরূপা । উহা চিন্ময় । ভক্তি প্রাকৃত সূক্ষ্মরূপ না হওয়ায়, উহার উদয় হইলেই আনন্দময় বা কারণ-শরীরেরও ক্ষয় হয় । ভক্তি ব্যতীত নিষ্কামভাবে শোভা পায় না । ব্রহ্মজ্ঞানেও কৰ্ম্মক্ষয়াদিতে বাসনা অপরিহার্য্য । একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিকে এবং সেই অনন্তা ভক্তিলভ্য ত্রীভগবান্কে আশ্রয় করিতে পারিলেই জীবের সমুদয় বাসনার সহিত সংসার-ক্ষয়ে প্রকৃত পুরুষার্থ বা পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধ হয় । অন্য কোন উপায় দ্বারা তাহা হয় না ।

অতএব এস্থলে শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন যে, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্কেন্দ্রিয়ের প্রেরণাদাতা জগৎ-প্রসবিতা পরমাত্মা পরমেশ্বর, ঐহিক তেজে বা শক্তিতে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির তেজ বা শক্তি দেখা যাইতেছে, সেই পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত সৰ্ব্বাণ্ডে তাঁহারই অহুগ্রহ লাভ কর, তাঁহার অহুগ্রহে তাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর । ইহার ফলেই ত্রীভগবানের অহুগ্রহে পূর্ব্ব কৃত কৰ্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যাহাই হউক না, তাহা তোমাকে আর সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে না ।

ঈশোপনিষদে পাই,—

“কুর্ক্নেবেহ কৰ্ম্মাণি……ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরঃ” । (ঈশো—২)
অস্তিম শ্রুতিতেও পাই,—“অগ্নে নয় স্থপথা……নম-উক্তিং বিধেম”
(ঈশো—১৮) ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অতাপি বাচস্পত্যস্তপোবিদ্যামমাধিভিঃ ।
পশুন্তোহপি ন পশন্তি পশুন্তং পরমেশ্বরম্” ।
(ভাঃ ৪।২৩।৪৪)

“যমাদিভির্যোগপঠৈঃ কামলোভহতো মূঢ়ঃ ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাঙ্কাত্মা ন শাম্যতি” ।
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

“যুগ্মানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষৌণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুৎথিতম্” ।
(ভাঃ ১০।৫।৬০)

আরও পাই,—

“এবং প্রসন্নমনসো ভগবন্তুক্তিযোগতঃ ।
ভগবন্তুত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্ত জায়তে ॥
ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিস্থিত্ত্বস্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাশ্বনীশ্বরে ॥
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মদা ।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ক্ণন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্” ।
(ভাঃ ১।২।২০-২২)

শ্রীপদ্মপুরাণে পাই,—

“অপ্রারক্কফলং পাপং কুটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।
ক্রমেণৈব প্রণীয়েত বিফুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভক্তবাক্যে পাই,—

“তৈস্তান্ত্রাণ্যানি পুষ্পেষু তপোদানব্রতাদিভিঃ ।
নাধর্ম্যং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাজ্জিমেবয়া ॥” (ভাঃ ৬।২।১৭)

শ্রীসনৎকুমারও শ্রীপৃথুমহারাজকে বলিয়াছেন,—

“যং পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন বিত্তমতয়ো যতয়োহপি কুঙ্ক-
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাহুদেবম্ ॥” (ভাঃ ৪।২২।৩২) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
শ্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥৮॥

অনুমান্যবাদ—[অতঃপর সেই সমাধি-প্রকার বলিতেছেন] বিদ্বান্
যোগের প্রক্রিয়াবিদ সাধক) ত্রিকল্পতং (যে শরীরে মধ্যদেশ অর্থাৎ
মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীর, মস্তক ও গ্রীবা তিনটি উন্নত
থাকিবে তাদৃশ) শরীরং (শরীরকে) সমং (অবক্রভাবে—সোজাভাবে)
স্থাপ্য (রাখিয়া) ইন্দ্রিয়াণি (বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি) মনসা (মনের সহিত)
হৃদি (হৃদয়ে—হৃৎপুণ্ডরীকস্থিত ব্রহ্মে) সন্নিবেশ্য (নিবিষ্ট করিয়া)
ব্রহ্মোড়ুপেন (প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে) ভয়াবহানি (দুঃপল্লবক,

পতনের কারণ) সর্কানি শ্রোতাংসি (সমস্ত তরঙ্গ কামকর্ষাদিবীচি-মালাপূর্ণ সংসাররূপ নদীগুলি) প্রত্যয়েত (সেই প্রণবের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবে) ॥৮॥

অনুবাদ—পূর্ব শ্রুতিতে যে সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অঙ্গস্বরূপ আসন ও প্রত্যাহার বর্ণনা করিতেছেন। যোগী—যোগ-তত্ত্ববিৎ সাধক প্রথমে শরীরের তিনটি অংশ মূলাধার হইতে মস্তক পর্যন্ত শরীর, বক্ষঃ স্থল ও মস্তক এই ত্রিধাশ্লিত শরীরকে সমভাগে অর্থাৎ স্থির, অরক্তভাবে রাখিয়া উপবেশনপূর্বক বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে মনের সহিত হৃদয়পুণ্ডরীকস্থিত পরমাত্মায় সন্নিবিষ্ট করিয়া, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলাদ্বারা ভয়াবহ সংসারশ্রোত অর্থাৎ অবিद्या, কামনা ও কর্ষজনিত উচ্চাবচগতিরূপ ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগদশেতিকর্তব্যাত্মাহ।

উরঃকণ্ঠশিরঃপ্রদেশেষুন্নতমিতরত্র সমং শরীরং স্থাপয়িত্বা সর্কানি ইন্দ্রিয়ানি হৃদয়কুহরে সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন প্রাণাদি বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপপ্লেবেন ব্রহ্মধ্যানেনেত্যর্থঃ ইতি প্রণবলক্ষণেন প্লেবেন সর্কানি ভয়াবহানি নানাবিধানি জন্মশ্রোতাংসি তরেদিত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যোনিং কৃৎসে ইতুপদিষ্টং সমাধিপ্রকারং কথ-য়ন্ তদঙ্গত্বেনাসন-প্রত্যাহারৌ বর্ণয়তি ত্রিকল্পতমিত্যাদিনা—ত্রীণি কায়-ত্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ তাদৃশং যস্মিন্ স্থাপনকর্ষণি যথা স্ত্রীতথা ক্রিয়াবিশেষণম্, কেচিত্তু শরীরবিশেষণমাহঃ তচ্চিস্ত্যং শরীরস্ত উরোবক্ষঃশিরাংসি প্রকৃত্যোন্নতান্তেব অতন্তদ্বিশেষণবৈয়র্থ্যাং ত্রিবিধি প্রকারার্থকত্বাসঙ্গতেশ্চ ত্রিঃ ত্রিধেত্যর্থঃ, সমম্ অবক্রম্ অচলং বা যথাতথা শরীরং সংস্থাপ্য সমস্তব্রহ্মায়েন রক্ষিত্বা তথাচ শ্রুতিঃ ‘সমং

কায়শিরোগ্রীবাং ধারয়ন্নচলং স্থির' ইত্যাসনোপদেশঃ, তথা ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুর্দাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনসা সহ হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকস্থ-
ব্রহ্মণি সন্নিবেশ্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য ব্রহ্মণি সন্নিয়ম্য এতেন প্রত্যা-
হারো ধারণা চ উপদিষ্টৌ, ব্রহ্মোড়ুপেন ব্রহ্ম প্রণবঃ তদ্রূপেণ প্রতরণ-
সাধনেন উড়ুপেনে ভেলকেন ভয়া-বহানি প্রেততিথ্যগৃহ্ণ'প্রাপ্তিকর্যাণি
স্বাভাবিকাবিছা কামকর্ষ প্রবর্তিতানি শ্রোতাংসি নিয়মগতিকরান্
হৃদ্রতীপান্ তরঙ্গানিত্যর্থঃ প্রতরেত অতিক্রামৎ তদ্বিপরীতগতোতি-
ভাবঃ ।৮।

তত্ত্বকণা—যিনি ধ্যানযোগের সাধন করিবেন, সেই সাধকের
পক্ষে কিরূপ করণীয়, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। উন্নত বক্ষঃস্থল,
গ্রীবা ও মস্তকবিশিষ্ট শরীরকে সমভাবে স্থাপনকরতঃ মনের সহিত
অপর ইন্দ্রিয়বর্গকে হৃদয়ান্তর্ভুক্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া সাধক
ওঁকাররূপ ভেলার সাহায্যে সমুদয় ভয়াবহ সংসারশ্রোত উত্তীর্ণ
হইবেন।

শরীর সোজা এবং স্থিরভাবে না রাখিলে শির, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল
উন্নত না রাখিলে আলস্য, নিদ্রা ও বিক্ষিপ্তরূপ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত
হয়। সেই বিঘ্ন দূরীকরণমানসে এইরূপ আসনের প্রয়োজনীয়তা।
বেদান্তসূত্রেও পাই—“আসীনঃ সন্তবাৎ” (৪।১।৭)। ইহাতে সমস্ত
ইন্দ্রিয়কে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্বক মনের দ্বারা হৃদয়-
মধ্যে নিরোধ আবশ্যক। হৃদয়স্থিত পরমাত্মায় মনের সহিত সমগ্র
ইন্দ্রিয় সন্নিবেশিত হইলে ওঁকাররূপ নৌকার আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ
ওঁকাররূপ প্রণবের জপ এবং উহার বাচ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান
করিতে করিতে সংসারের সমুদয় ভয়ানক প্রবাহকে পার হইতে হইবে।
ইহার তাৎপর্য এই যে, বিভিন্ন বাসনাক্রমে নানা যোনি ভ্রমণরূপ

যে জন্মমৃত্যুপ্রবাহ—তাহা অতিক্রমকরতঃ শ্রীভগবানের অমৃতময় পরমপদ প্রাপ্তি হইবে।

জীবের অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিশ্মুখতার ফলে এই সংসারাবস্থা লাভ হইয়াছে। ইহা কাম্যকৰ্ম্ম দ্বারা প্রবর্তিত। সংসারাবদ্ধ জীবের কৰ্ম্মানুসারে নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। ঐ সকল দেহে নানা যাতনা ভোগ করিতে হয়। সেই ভোগের ক্ষয় করিতে হইলে দেহের ক্ষয় আবশ্যক। প্রথমে স্থূলদেহ, পরে সূক্ষ্মদেহের এবং অবশেষে কারণদেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বিরতি হইলে স্থূলদেহের, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিরতিতে সূক্ষ্মদেহের এবং বাসনার সমুলে ধ্বংস হইলে কারণ দেহের ক্ষয় হয়।

কিন্তু চিন্তাশুদ্ধিতে ত্রিবিধ দেহেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই চিন্তাশুদ্ধি করিতে হইলে চাই বাসনার শুদ্ধি। বাসনা বা কামনা শুদ্ধ করিতে হইলে কৃষ্ণবিশ্মুখতা পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্মুখ হওয়া প্রয়োজন। কেবল নিরবলম্বন চিন্তা দ্বারা বাসনার শুদ্ধি হয় না। কারণ আলম্বনশূন্য চিন্তা বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় কোন না কোন বাসনাকে আশ্রয় করে। যে কোন অবলম্বন হইলেও বাসনার বিপুলি ঘটে না। সুতরাং অবলম্বনও বিপুল হওয়া দরকার। শ্রীভগবান্ ব্যতীত বিপুল অবলম্বন কিছুই নাই। কিন্তু প্রাকৃত বিষয়াভিনিবিষ্ট চিন্তা কখনও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত অপ্রাকৃত পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে রূপাপূর্বক জীবের সেবানুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া ভাগ্যবান্ মানবের চিন্তের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু মানবের অত্যন্ত বহির্মুখ অবস্থায় তাহাও সম্ভব নহে। সে কারণ

এই অবস্থাকে পরিবর্তন পূর্বক পরব্রহ্মের নাম-রূপাদি অবলম্বন করিবার জন্ত একটি উপায় গ্রহণ করা দরকার। প্রাথমিক অবস্থায় ক্রমিক পন্থায় কৰ্মযোগই সেই উপায়। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—‘কৰ্মে কৌশলই কৰ্মযোগ’। সেই কৌশল মূলতঃ ভগবদ্ভেদে ভগবৎপ্রীতি-সাধনেচ্ছায় কৰ্মের বিনিয়োগ। নিষ্কাম ভগবদর্পিত কৰ্মযোগের দ্বারা চিন্তাশক্তি ঘটিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ঘটে। তখনই জীব জ্ঞানিতে পারে যে, সে শ্রীভগবানের নিত্যদাস, সেই নিত্যদাস্ত ভুলিয়াই মায়ায় অধীনতায় তাহার এই দুর্দশা। তখন তাহার মন, প্রাণ শ্রীভগবানে সন্নিবিষ্ট করিবার সহায়ক যোগ আশ্রয় করা দরকার। সেইজন্তই সাধকের প্রতি এই যোগ-প্রণালীর উপদেশ। ইহাতে আসন, ইন্দ্రిয়ের প্রত্যাহার, প্রাণায়াম ও জপ-ধ্যানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যম, নিয়ম পালন পূর্বক আসন রচনা করতঃ ‘প্রাণায়াম-অভ্যাসে প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করিতে গেলে ওঁকাররূপ প্রণবের উচ্চারণ ও তদর্থ-চিন্তাই সৰ্বপ্রধান উপায়। প্রাণ যে পরিমাণ আয়ত্তে আসে, সেই পরিমাণ চিত্তের স্থিরতা ও অন্তমুখতা ঘটিতে থাকে। ক্রমশঃ চিত্ত অন্তমুখ হইয়া যখন ব্রহ্মসামুখ্য লাভ করে, তখনই মানবের বাসনার বিলুপ্তি ও পূৰ্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের ক্ষয় হয়। তখন আর তাহাকে এই ভয়াবহ সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। তদবস্থায় তিনি মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকারে নিজের অগুণ উপলব্ধি করিয়া ভগবৎকৃপায় তত্বরূপে আত্মসমর্পণের দ্বারা কৃতার্থ হয় অর্থাৎ তখন ভগবৎসাক্ষাৎকার পূর্বক ভগবৎসেবানন্দে নিমগ্ন হইয়া তদীয় নিত্য সেবায় নিরত থাকেন, তাঁহার আর কখনও সংসার-বাসনার উত্থান হয় না বা চ্যুত হইতে হয় না। বাসনা তাঁহার নিজ প্রাপ্তব্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইল, যে বস্তু নিত্য, পূর্ণ ও আনন্দময়, স্বতরাং বাসনার আর

অন্তত্ৰ গতি হয় না । এতদ্ব্যতীত নিরাকার নির্বিশেষের ধ্যান-ধারণা দ্বারা এইরূপ পরা গতি কখনই লাভ হয় না ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়,—

“ভূচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আনীত মৎপরঃ ॥” (গী: ৬।১১-১৪)

এই শ্লোকের ‘মচ্ছিত্তঃ’ এবং ‘মৎপরঃ’ শব্দ দুইটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“ভূচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্ ।

তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যাসেৎ ॥” (ভা: ৩।২৮।৮)

আরও পাই,—

“সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাস্থম্ ।

হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতৈক্ষণঃ ॥” (ভা: ১।১৪।৩২)

ওঁকার উপাসনা-সম্বন্ধে শ্রীগীতাতেও পাই,—

“সৰ্ব্বদ্বারানি সংযম্য মনোহৃদি নিকৃধ্য চ ।

মূৰ্দ্ধন্থাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামহুস্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥”

(গী: ৮।১২-১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অভ্যাসেন্ননসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্” (ভা: ২।১।১৭)

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে ত্রিশীমহাপ্রভুর বাক্যোও পাই,—

‘প্রণব’ যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি ।

প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥” (চৈ: চ: ম: ৬।১৭৪)

“ ‘প্রণব’ সে মহাবাক্য বেদের নিধান ।

ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ববিশ্বধাম ॥” (চৈ: চ: আ: ৭।১২৮)

পরমারাধ্যতম ত্রিশীল প্রভুপাদের অমৃত্যু পাই,—

“ ‘প্রণব’ ঈশ্বরের নামবিগ্রহ ; উহাই মহাবাক্য ; নামস্বরূপ ‘ওঁকার’ হইতে এই নম্বর জগতে থাকাকালেও বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ছাড়িলে অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয় হয়” ॥৮॥

শ্রুতিঃ—প্রাণান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুসীত ।

দৃষ্টাশ্চযুক্তমিব বাহমেনং

বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাশ্রমন্তঃ ॥৯॥

অম্ময়ানুবাদ—ইহ (এই যোগসাধনায়) . সংযুক্তচেষ্টঃ (সম্যক প্রকারে যুক্তাহার-বিহারশীল হইয়া) প্রাণান্ (পঞ্চপ্রাণবায়ুকে) প্রপীড়্য (প্রাণায়ামদ্বারা বোধ করিয়া অর্থাৎ কুস্তকযোগে প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া) প্রাণে (সেই প্রাণবায়ু) ক্ষীণে (দুর্বল হইলে পরে) নাসিকয়া (নাসারন্ধ্র দ্বারা) উচ্ছুসীত (রুদ্ধ নিশ্বাসবায়ুকে ধীরে ধীরে ছাড়িবে) [অতঃপর] বিদ্বান্ (যোগপ্রকারবিৎ সাধক) অশ্রমন্তঃ [সন্] (প্রশিহিতচিত্ত হইয়া) দৃষ্টাশ্চযুক্তম্ (দুর্দম উন্ন্যাসগামী অশ্বসমমিত) বাহম্ ইব (রথের সারথির মত অর্থাৎ সারথি যেমন দৃষ্ট অশ্বযুক্ত রথকে সংযত করিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যায় সেইরূপ) এনং মনঃ (বথ-স্থানীয় মনকে) ধারয়েত (ধারণ করিবে অর্থাৎ ধোয় ব্রহ্মে স্থির রাখিবে) ॥৯॥

অনুবাদ—যাহার মনের মল রাগদ্বेषাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার মন ধ্যেয় বস্তুতে স্থির হয় না। এক্ষণ প্রথমে প্রাণায়াম কর্তব্য, প্রাণায়ামের তিনটি অংশ আছে যথা,—পূরক, কুস্তক ও রেচক; তন্মধ্যে পূরকদ্বারা ইড়ানাড়ীযোগে (বামভাগে প্রবহমান) বায়ু তুলিয়া উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া কুস্তক কর্তব্য, পরে ঐ রুদ্ধবায়ু পিঙ্গলাপথে ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসাপুটে তাগ করিবে, ইহার নাম রেচক। আবার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা পূরক, উভয় নাসাপুট দ্বারা রুদ্ধ করতঃ কুস্তক এবং বামনাসাপুটের দ্বারা রেচক; পুনশ্চ সেই পথে পূরক, কুস্তক ও রেচক করিলে মলশোধন হইবে, প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াংকালে স্নানের পর ছয়বার করিয়া প্রাণায়াম কর্তব্য, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম প্রথমে কর্তব্য। মধ্যরাত্রে ও প্রত্যহ এইরূপ করিলে নাড়ীশুদ্ধি হইবে। নাড়ীশুদ্ধি হইলে তবে যোগে অধিকার জন্মে। প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্থিরতা ও মনের ধারণাশক্তি হয় এক্ষণ শ্রুতি বলিতেছেন—দৃষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আকৃষ্ট সারথি যেমন অশ্বকে সংযত করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত করে, সাধক সাবধানে এই মনকে সেইভাবে ধ্যেয়বস্তুতে স্থাপন করিবে ৷২৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রাণায়ামপ্রকারমাহ—

‘যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টা কর্মসু’ ইত্যুক্তরীত্য গিতায়াসঃ প্রাণ-
বায়ুঃ নিকৃধ্য নিকৃদ্বেষপাত্যস্ত-পীড়াপরিহারায় নাসিকয়া রেচনং
কুর্যাৎ ততশ্চাবহিতঃ সন্ দৃষ্টাশ্বযুক্তং রথং যথা সারথিঃ স্ববশীকরোতি
তথা মনোনিরোধজ্ঞো মনঃ স্ববশং কুর্যাদিত্যর্থঃ ৷২৷

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ যোগাঙ্গে প্রাণায়ামধারণে নির্দিশতি—ইহ
যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সংযুক্তচেষ্টাঃ সম্যকপ্রকারেণ যথোক্তনিয়মেন যুক্ত-
চেষ্টাঃ প্রণবোপাসনোপনিষদাবর্জনাदिषু কর্মসু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা

যন্ত তাদৃশঃ 'যুক্তস্বপ্নাববোধন্ত যুক্তাহারবিহারন্তা'প্যাপলক্ষণম্ তেন
 মিতাহারমিতনিদ্রাজাগরণনিয়তগত্যাদিঃ সন্, উক্তঞ্চ ভগবতা 'যুক্তাহার-
 বিহারন্ত যুক্তচেষ্টন্ত কৰ্মসু । যুক্তস্বপ্নাববোধন্ত যোগো ভবতি দুঃখহেতি'
 এবংবিধঃ সন্ প্রাণান্ প্রাণবায়ু প্রপীড্য পূরকানন্তরং কুন্তকেন কৃদ্ধা
 পশ্চাৎ প্রাণে প্রাণবায়ৌ ক্ষীণে সতি বোধনাদ্ দুৰ্দ্ধলে সতি নাসিকয়া
 বামনাসিকয়া পিঙ্গলয়া নাভ্যা উচ্ছসীত শ্বাসং শনৈঃ শনৈস্ত্যজেৎ
 অথ দুষ্টাশ্বযুক্তং দুৰ্দ্ধমতুরঙ্গমচালিতং বাহং রথমিব সারথিঃ অপ্রমত্তঃ
 প্রণিহিতাত্মা যোগী দুষ্টেন্দ্রিয়যুক্তং মনঃ, ধারয়েত মননে পরমাত্মনি বা
 স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্বে যোগাভ্যাসে আসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়
 বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণায়ামের আবশ্যকতা ও বিধি বলিতেছেন।
 প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে প্রথমেই শারীরিক চেষ্টাকে সংযত
 করা দরকার। কারণ শরীর স্থিরতা প্রাপ্ত না হইলে প্রাণকে আয়ত্ত
 করা যায় না। সেইজন্য সর্বাঙ্গে আসনের আবশ্যকতা। নানাবিধ
 আসনের মধ্যে যাহাতে মেরুদণ্ড সরল থাকে, কোন প্রকার ক্লেশ
 হয় না বরং সুখকরই হয়, সেইরূপ আসনই করা প্রয়োজন। তারপর
 অর্থাৎ আসনবন্ধের পর প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়।

শ্বাসবায়ুকে আকর্ষণ পূর্বক যে পরিমাণ স্তম্ভিত করিলে মনের
 প্রবলতা রহিত হয়, সেই পরিমাণে স্তম্ভিত করিয়া শাস্ত্রানুসারে
 ধীরে ধীরে নাসাপথে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ আকর্ষণ,
 স্তম্ভন ও ত্যাগকে পূরক, কুন্তক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম বলা
 হয়। প্রাণায়ামের অভ্যাসকালে চিত্তের স্থিরতার দিকে বিশেষ
 লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মন অস্থির হইলে তদধীন ইন্দ্রিয়বর্গও
 অস্থির হইবে। ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্বের মত এবং মন রশ্মি বা

লাগামের তুল্য। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতই চঞ্চল, মনের স্বভাবও চঞ্চলতা। যদি মন চঞ্চলতার বশে অগ্র ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারে, তবে তাহারা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

অতএব যোগী অপ্রমত্ত হইয়া মনকে স্থির করিবার যত্ন করিবেন। সেই প্রসঙ্গে পূর্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, প্রণবরূপ উপাসনার আশ্রয়ে ইহা করিতে হইবে। সেইজন্য মনকে শ্রীভগবানের শ্রীনামের জপে ও শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবৎ-কৃপায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত থাকিবে।

শ্রীগীতায় আছে,—“মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ” (গী: ৬।১৪)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—“মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য ‘মচ্ছিত্তঃ’ মাং চতুর্ভুজং হৃন্দরাকারং চিস্তয়ন্। ‘মৎপরঃ’ মন্তুক্ষিপরাযণঃ।”

শ্রীগীতায় ইহাও বর্ণিত আছে যে,—

“যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কৰ্ম্মস্ব।

যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা ॥” (গী: ৬।১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুক্ত-আহার ও যুক্তবিহারশীল, কৰ্ম্মসমূহে যিনি পরিমিত চেষ্টাযুক্ত, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন তাহার যোগ সংসার-ক্লেশনাশক হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার “যত্রোপরমতে চিন্তং নিকৃৎং যোগসেবয়া... ...আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥” (গী: ৬।২০-২৫) শ্লোক-সমূহও আলোচ্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

“এইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা বিষয়োপরতিক্রমে চিন্তা সমস্ত জড়-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয় ; তখন সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন-করতঃ তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলি মুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগ-বিষয়ক শাস্ত্র ; তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার চীকাকারগণ একরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকেই ‘মোক্শ’ বলেন, তাহা—অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্যাবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ হৈতুভাব দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। পতঞ্জলি মুনি কিন্তু তাহা বলেন না ; তিনি তাঁহার কৃত শেষমুত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন,—

“পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যাং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতি-শক্তিরিতি।”

অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে কণিক বিকার উদ্ভব করিবে না ; তখনই চিদ্বর্ষের কৈবল্য হয় ; তদ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয় ; তখনই তাহাকে ‘চিতিশক্তি’ বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে পতঞ্জলি চরমাবস্থায় আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না ; কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। ‘চিতি-শক্তি’ শব্দে চিদ্বর্ষ বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপধর্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম ‘আত্মগুণবিকার’। তাহা চলিয়া গেলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম যে ‘আনন্দ’ তাহা লোপ পাইবে,—পতঞ্জলির একরূপ শিক্ষা নয়। প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হয় ; সেই আনন্দই সুখস্বরূপ ; তাহাই যোগের চরম ফল। তাহাকেই যে ‘ভক্তি’ বলে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

সমাধি দুইপ্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—
সবিতর্ক, সবিচারাদিভেদে বহুবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—একই প্রকার।
সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত, আত্মাকার-
বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক স্থখ লাভ হয়। সেই বিস্তৃত আত্মস্থখে
অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তথ্য হইতে বিচলিত হয় না। এই
অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গযোগে জীবের মঙ্গল হয় না,
যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতিরূপ অবাস্তব ফললাভ আছে,
তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম-উদ্দেশ্যরূপ সমাধিস্থখ হইতে
বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগসাধন-সময়ে অনেক
অমঙ্গলের ভয় আছে। ভক্তিবশে যে সেরূপ আশঙ্কা নাই, তাহা
পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে স্থখ লব্ধ হয়, যোগী তাহা হইতে
অন্ত কোন প্রকার স্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্বাহ-
কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ দ্বারা যে সকল স্থকে
তুচ্ছ বলিয়াই স্বীকার করেন এবং দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ
পর্যন্ত গুরুতর দুঃখ-সকলকে সহ্য করিয়া নিজের অদ্বৈতীয় সমাধি-
স্থখ সম্ভোগ করেন; সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া
পরমস্থখ পরিত্যাগ করেন না। ‘দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে,
ইহারা অধিকক্ষণ থাকিবে না, ইহাদের শীঘ্রই বিয়োগ হইবে’—
এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগাহুষ্ঠান করিবেন। যোগফল লাভ-
সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে, কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্বেদ-
সহকারে যোগের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না, অর্থাৎ যোগফল
লাভ পর্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন।

যোগসম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন,
প্রাণায়াম, সিদ্ধফলসঙ্কল্প-জনিত কামসমূহ সর্বতোভাবে দূরকরতঃ
মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যকরূপে নিয়মিত করিবেন। ‘ধারণা-

রূপ' অঙ্গ হইতে লব্ধ বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবেন ; ইহার নাম—‘প্রত্যাহার’। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক বশীভূত করিয়া ‘আত্মসমাধি’ করিবে, তখন আর জড় বিষয় চিন্তা করিবে না। এবং দেহযাত্রার জন্ত বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল,—ইহাই যোগের অন্ত্যাকৃত্য” ॥২॥

শ্রুতিঃ—সমে শুচৌ শর্করাবহিবালুকা-

বিবর্জিতে শঙ্কজলাশ্রয়াদিভিঃ।

মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে

গুহানিবাতাশ্রয়েণ প্রযোজয়েৎ ॥১০॥

অনুবাদ—[অতঃপর যোগের উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট হইতেছে] সমে (উচু নীচু নহে—সমতল) শুচৌ (পবিত্র, গোময়াদি দ্বারা লিপ্ত) শর্করা-বহি-বালুকা-বিবর্জিতে (কঁকর, অগ্নি ও বালুকারহিত) শঙ্ক-জলাশ্রয়াদিভিঃ [বিবর্জিতে] (কোলাহল, সর্কপ্রাণি-ভোগ্য জলাশয় ও মণ্ডপাদি আশ্রয়রহিত) মনোহনুকূলে (মনের অভিমত কচিকর) ন তু চক্ষুপীড়নে (কিন্তু চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে) [এই প্রকার] গুহানিবাতাশ্রয়েণ (পর্বতগুহাপ্রভৃতি প্রবলবায়ু-প্রবাহ-শূন্যস্থানে) প্রযোজয়েৎ (যোগাভ্যাস করিবে) ॥১০॥

অনুবাদ—অতঃপর যোগের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিতেছেন—যেস্থান সর্কপ্রাণি-অবিষম—উন্নতাবনত নহে অর্থাৎ সমতল, যাহা স্বভাবতঃ সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত, যাহা প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, অগ্নি এবং দংশ মশকাদির উপদ্রবরহিত, যথায় কোলাহল, সর্কপ্রাণিভোগ্য জলাশয় ও মণ্ডপাদি নাই, মনের প্রশমতা-সম্পাদক কিন্তু চক্ষুর পীড়া-

দায়ক নহে, বেশ সৌম্য পৰ্বতগুহাদি তীব্র বায়ুবেগরহিত আশ্রয়ে
যোগী যোগাভ্যাস করিবেন ॥১০॥

ত্রীরঙ্গরামানুজ—যোগাচ্ছানযোগ্যং দেশং বিস্তরেণাহ—

নিম্নোন্নতত্বাদিরহিতে পরিণুদ্ধে ক্ষুদ্রপাষণবহিসিকতারহিতে বায়ু-
ধ্বনি-জলাশয়াদীনাত্যন্তসামীপ্যরহিতে মনোহুকুলে চক্ষুঃপীড়ানি-
হেতুভূতোকাদিরহিতে গুহাদিলক্ষণনিবাতদেশাশ্রয়ণেন যোগমহুতিষ্ঠে-
দিত্যর্থঃ ।

সূচিতং চৈতৎ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ । তত্র হাসীনস্তিষ্ঠন্
গচ্ছন্ চোপাসীতাবিশেষাদিতি পূৰ্বপক্ষে ‘আসীনঃ সম্ভবাৎ’ আসীন-
এবোপাসীত তন্ত্ৰৈবোপাসনস্ত সম্ভবাৎ তিষ্ঠতো গচ্ছতশ্চ যত্রসাপেক্ষত্বাৎ
শয়ানস্ত নিদ্রাপ্রসক্তেশ্চ উপাসনস্ত ধ্যানরূপত্বাচ্চ একাগ্রচিত্ততায়-
আসীনস্ত এব সম্ভবাৎ চিত্তৈকাগ্র্যাস্তানসাপেক্ষত্বাচ্চাসীন এব কুৰ্ধ্যাৎ,
অচলত্বং চাপেক্ষ্য ধায়তীব পৃথিবী ধায়তীবাস্তরীক্ষমিত্যাदिষু নিশ্চল-
ত্বধ্বংগেণ ধাতৃসাম্যাবাপদেশদর্শনাৎ ধাতুর্নিশ্চলত্বসাপেক্ষিতত্বাৎ আসীন
এব কুৰ্ধ্যাৎ, অরন্তি চ ‘উপবিষ্ঠাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাঅবিগুহ্যে’ ইতি
যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ । সমে শুচৌ শর্করাবহির্বালুকাবিবর্জিতে
ইত্যবিশেষেণ একাগ্রতানুকূলদেশবিশেষশ্চৈব অঙ্গত্বকীর্তনাৎ তেনৈব
চ ত্রায়ৈনেকাগ্রতানুকূলস্ত আসনস্তাপেক্ষিতত্বমন্তীত্যবসীয়তে ইতি
স্থিতম্ ॥১০॥

ঋত্যর্থবোধিনী—ইদানীং যোগস্ত যোগ্যং স্থানং নির্দ্ধারয়তি—

সমে অবজুরে নিম্নোন্নতত্বরহিতে শুচৌ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা পুণ্যদেশে
জনসমাগমরহিতে ইতি কেচিং, শর্করাবহির্বালুকাবিবর্জিতে শর্করাঃ
পাষণথগানি, বহিরগ্নিঃ বালুকাঃ মৃত্তিকার্চুণানি তাভিঃ বিবর্জিতে

বিশেষণ রহিতে, তথা শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ বিবৰ্জিতে শব্দঃ কোলাহলঃ কলহধ্বনিরিত্যন্তে, জলম্ সৰ্ব্বপ্রাণিভোগ্যং জলম্ ন তু সামান্ততঃ তথাহি স্নানাদিবাধ্যং, অধিকজলস্থিতৌ চ বন্থপশূনাং সমাগমেন চিত্তবিক্ষেপাৎ, আশ্রয়ঃ মণ্ডপঃ তদ্রহিতে মনোহরুকূলে মনসঃ প্রিয়ে, চিত্তপ্রসাদকে ইত্যর্থঃ অতএব প্রশাস্তাআ-বিগতভীরিত্যেকম্ ন তু চক্ষু-পীড়নে চক্ষুঃপীড়াজনকে দৃষ্টেয়াকর্ষণং পুনঃপুনর্যত্র জায়তে তন্মিমে অগ্রথা রম্যে দৃষ্টেয়াকর্ষণেন বিক্ষেপঃ শ্রাৎ অথবা অসৌম্যে দেশে ক্লেশঃ শ্রাদিতি তদুভিম্বে এবঞ্চৎ কিংতাদৃশং স্থানং তন্নির্দিশতি গুহানিবাতাশ্রয়ে পরিতগুহায়াং নিবাতস্থানে প্রবলবায়ুরহিতে আশ্রয়েণ আশ্রয়ে স্থিতা প্রযোজয়েৎ চিস্তং ব্রহ্মণি প্রযুক্ত্বীত যোগমভ্যাসেদিত্যর্থঃ। কেচিত্তু মনঃ প্রযোজয়েৎ ইত্যয়মাহ—তন্ন বিচারসহম্ অহুকূলতঃ মনোভিন্নশ্রাপি ভবতি অতঃ সার্থক্যাৎ সম্বন্ধবিশেষনিবেশশ্চ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মস্ত্রে ধ্যানযোগের উপযুক্ত স্থানের বর্ণন দেখা যায়। ধ্যানযোগের সাধক এরূপ স্থানে নিজের আসন করিবেন যে স্থান সমতল হয় অর্থাৎ উচু-নীচু না থাকে, যাহা সর্বপ্রকারে শুষ্ক, যে ভূমিতে কঙ্করাদি না থাকে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড-রহিত, অগ্নিশূন্য, বালুকাবর্জিত, কোলাহলশূন্য, আবশ্যকমত যেখানে জল পাওয়া যায় অথচ বৃহৎ জলাশয়শূন্য কারণ বৃহৎ জলাশয় থাকিলেই বহু লোক আসা-যাওয়া করিবে, তদ্রূপশূন্য; যেখানে আসন করিবার নিমিত্ত কুটীরাদি থাকে, যাহা মনের অহুকূল অথচ চক্ষুর পীড়া-দায়ক স্থান না হয়, কোন নির্জন গুহা প্রদেশ যেখানে বায়ুচ্ছাসশূন্য। এরূপ স্থানে আসন স্থাপন পূর্বক চিস্তকে পরমাআয় সংযোজিত করিতে হইবে। কারণ এইরূপ স্থানেই পরমাঅচিস্তন অভ্যাস করা সম্ভব, অত্র চিস্তের অস্থিরতা ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“ভূচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যচ্ছিত্তং নাভিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্বাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাত্মবিভুত্বয়ে ॥”

(গী: ৬।১১-১২) ॥ ১০ ॥

শ্রুতিঃ—নীহারধূমার্কানিলানলানাং

খণ্ডোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্ ।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি

ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥১১॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতঃপর যোগাভ্যাসে রত পুরুষের ব্রহ্মাভিব্যক্তির চিহ্নগুলি বর্ণিত হইতেছে—] যোগে (যোগ অহুষ্ঠিত হইতে থাকিলে) নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং (তুষার যেমন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা একরূপ চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয়, কখনও বা ধূমের মত আভাযুক্ত চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, পরে সূর্য্যজ্যোতিঃ সদৃশ দৃষ্ট হয়, পরে বায়ুর মত প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তাহার পর অগ্নিজ্যোতিঃ সদৃশ উদ্ভূত হয়) [অতঃপর] খণ্ডোত-বিদ্যুৎস্ফটিক-শশিনাম্ (খণ্ডোতের মত সূক্ষ্মজ্যোতিঃ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়, কিছু পরে বিদ্যুদালোক মাঝে মাঝে অব্যবস্ত হয়, অনন্তর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ শ্বেতকিরণ প্রকাশ পায়, শেষে পূর্ণচন্দ্রালোক উদ্ভূত হয়, এইসকল তুষার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নির এবং খণ্ডোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্রের) এতানি (এই প্রসিদ্ধ) রূপাণি (আকৃতিগুলি) ব্রহ্মণি (ব্রহ্ম-প্রকাশে) অভিব্যক্তিকরাণি (ব্রহ্মাভিব্যক্তির সূচক) পুরঃসরাণি

(প্রথমে প্রকাশ পায়, এইগুলি দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে, অচিরেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন) ১১১।

অনুবাদ—যোগাভ্যাস করিতে করিতে সাধকের ব্রহ্ম-প্রকাশের চিহ্নগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায় যথা, প্রথমতঃ যোগীর চিন্তাবৃত্তি তুষারের মত বাহ্যবস্তুর সমস্ত আবৃত্ত করিয়া রাখায় নির্মল হয়। পরে ধূমের ন্যায় প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন আভা দৃষ্ট হইতে থাকে, অনন্তর সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃপুঞ্জ দৃষ্ট হয়, তৎপরে উষ্ণবায়ু অন্তরে বহিতে থাকে, কিছুকাল পরে অগ্নির প্রকাশে শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ অহুভব হয়, কখনও বা খটোতখচিত নভোমণ্ডল অন্তরে প্রতীয়মান হয়, ক্রমে বিদ্যুৎপ্রকাশের মত ক্ষণে ক্ষণে সমুজ্জ্বল আলোক লক্ষিত হয়, কখনও স্ফটিকের ন্যায়, তাহার পর পূর্ণচন্দ্র উদয়ের মত স্নিগ্ধ সূশীতল দীপ্তির আবির্ভাব হয়, এইগুলি ব্রহ্ম-প্রকাশের পূর্বরূপ, এইসকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যোগের সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে ১১১।

ত্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমহুসরামঃ । যোগংব্যবসতো ব্রহ্মাভিব্যক্তি-প্রাচীনানি চিহ্নানি আহ—

প্রথমতো নীহারবৎ স্মরতি ততো ধূমার্কানলাগ্ন্যাকারতয়া স্মরতি এবং ভূতানি পূর্বপ্রবৃত্তাগ্নাগ্নিব্রহ্মাভিব্যক্তিচিহ্নানীত্যর্থঃ ১১১।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যোগশাস্ত্রে অলঙ্কৃত্তমিকং নৈরাশ্রজনকত্বাৎ চিন্তাবিক্ষেপরূপেণ যোগাস্তরায়ঃ কথিতঃ, সচাশ্বিন্ নাস্তি ইত্যাহ— নীহারেত্যাদিনা । যোগে ক্রিয়মাণে সতি প্রথমতঃ নীহারঃ তুষারস্তৎসমা আবৃত্ত-বাহ্যবিষয়া ইন্দ্রিয়ৈশ্চিন্তাবৃত্তিঃ প্রবর্ততে ততো ধূম ইবাভাতি, ততোহর্কঃ প্রকাশতে, ততো বহিরিবাভ্যুক্ষো বায়ুরন্তঃ প্রবহতীব

প্রতীয়তে, কদাচিৎ অগ্নির্জ্বলতীবাভাতি, কদাচিৎ খণ্ডোতখচিত্তমন্তরীক্ষ-
মিব আলোকাতে, বিদ্যাদিব রোচিসু প্রবৰ্ধতে, কদাচিৎ শুদ্ধক্ষটিকাকৃতি
কদাচন পূর্ণশশীবস্মিদ্ধালোক উদেতি এতানি নীহারাদীনি প্রসিদ্ধানি
রূপাণি আকৃতয়ঃ, ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিষয়ে অভিব্যক্তিকরাণি আন্তভাবি-
ব্রহ্ম-প্রকাশশৃচকানি পূবঃসরাণি ব্রহ্মজ্ঞানশ্চ পূর্ববর্তীনি ভবন্তি ॥১১॥

তত্ত্বকণা—যোগাভ্যাসকালে যোগীর নিকট কতকগুলি অভি-
ব্যক্তির চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে, যাহা দর্শনে বুঝা যাইবে যে,
যোগের সফলতা সাধিত হইতেছে। ঐসকল লক্ষণগুলি, যথা—
কখন নীহারের মত, কখনও ধূমের মত, কখনও সূর্য্যের মত,
কখনও বায়ুর মত, কখনও অগ্নির মত, কখনও খণ্ডোতের মত,
কখনও বিদ্যুতের মত, কখনও ক্ষটিকের মত, কখনও বা চন্দ্রের
মত রূপসমূহ সমুখস্থ আকাশে পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। এই সকল
রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তির পূর্বে দেখা দেয়। এই সকল রূপ দেখিতে
দেখিতে অবশেষে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই সকল রূপ বা
আরও অনেক দৃশ্য যোগসাধনের উন্নতির চোতক। ইহা দ্বারা বুঝা
যায় যে, সাধকের ধ্যান ঠিক হইতেছে ॥১১॥

শ্রুতিঃ—পৃথ্যপ্তেজোহনিলখে সমুখিতে

পঞ্চাঙ্ঘ্রকে যোগগুণে প্রবৃন্তে।

ন তন্তু রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

প্রাপ্তশ্চ যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥১২॥

অম্বলানুবাদ—[অতঃপর যোগফল বর্ণন করিতেছেন—] পৃথ্যপ্ত-
তেজোহনিলখে (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ইহারা সকলেই
যোগীর অধীন হইয়া) সমুখিতে (স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে)

পঞ্চাশ্রকে (পঞ্চসংখ্যক) যোগগুণে (যোগসাধনার ফল পঞ্চভূতের গুণ যথা,—পৃথিবী হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, অগ্নি হইতে রূপ, বায়ু হইতে স্পর্শ ও আকাশ হইতে শব্দ) প্রবৃত্তে (যোগীর দেহে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ যেমন পৃথিবী হইতে গন্ধবতী অবস্থা, এইরূপ জল হইতে রসবতী, তেজ হইতে জ্যোতিষ্মতী, বায়ু হইতে স্পর্শবতী ও আকাশ হইতে দূরবতী শব্দ-শ্রবণ-শক্তি উদ্ভূত হইতে থাকিলে) যোগাগ্নিময়ং (যোগজনিত তেজঃ দ্বারা পূর্ণ) শরীরং (শরীরকে) প্রাপ্তশ্চ (লাভ করিলে) তশ্চ (সেই যোগীর) ন রোগঃ (কোন রোগ থাকে না) ন জরা (বার্দ্ধক্য আসে না) ন মৃত্যুঃ (মৃত্যুও ঘটে না) [সেই যোগী চিরদিন রোগ, জরা, মরণহীন হইয়া থাকে] ১১২।

অনুবাদ—যোগীর যোগ-প্রভাবে অর্থাৎ পার্শ্বভৌতিক যোগ-জ্ঞানের ফলে যখন পঞ্চভূত তাহার করায়ত্ত হয় তখন তাহাদের গুণ যোগীর শরীরে ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। যথা—পৃথিবীর গুণ গন্ধ প্রকট হইলে শরীর হইতে দিব্য গন্ধ ক্ষুরিত হয়, ইহাকে গন্ধবতী প্রবৃত্তি বলে, আবার জলের গুণ রসের আবির্ভাবে যোগী ছয় রসেরই আন্বাদন করে এবং অপরকে আন্বাদন করায়, ইহাই রসবতী-বৃত্তি, এইরূপ তেজের গুণ জ্যোতিঃ বা রূপ তাহার শরীরে উদ্ভূত হইলে সে অপূর্বকাস্তি সমন্বিত দেহ প্রাপ্ত হয়, ইহাই জ্যোতিষ্মতী বৃত্তি, বায়ুর গুণ স্পর্শ তাহার সেবাপরায়ণ হইলে যোগী শীতে উষ্ণস্পর্শ এবং গ্রীষ্মে শীতস্পর্শ অশুভব করে, ইহা স্পর্শবতী বৃত্তির উদ্ভবের ফলে। সেই প্রকার আকাশের গুণ শব্দগুণের সম্পর্কে দূরবতী অতীত-অনাগত শব্দও অশুভূত হয়, এই সব যোগবিভূতি তাহাতে প্রকাশ পায়। এই যোগাগ্নিময় শরীরধারী যোগীর রোগ, জরা, মৃত্যু কিছুই থাকে না ১১২।

ত্রীরঞ্জরামানুজ—যোগাভ্যাসস্ত কায়সিদ্ধকল্পকল্পমাহ—

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তে সতি যোগমহিম্না সত্ত্বপ্রচুরভূতারক্কে পাক-
ভৌতিকে শরীরে সমুপস্থিতে তাদৃশ সৰ্বরোগাদিদাহসমর্থত্বেনাগ্নি-
রূপেণ যোগেনারকশরীরযুক্তস্ত পুংসো রোগাদি ন ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুতার্থবোধিনী—যোগাগ্নিময়ং যোগপ্রভাবপূর্ণং শরীরং প্রাপ্ত-
শ্রাদ্ধিগতস্ত-যোগিনো যোগসিদ্ধিকলং পৃথিব্যাदीनां तदधीनतया
प्रवृत्त्या तस्मिन् स्व-स्व-गुण योगो भवति इत्याह—पृथिव्यादिभूतपञ्चके
समुपस्थिते स्व-स्व-गुणदाने प्रवृत्ते अतएव पञ्चाग्निके पञ्चस्वरूपे योग-
गुणे योगजगुणे यथा पृथिव्या गन्धः, जलस्य रसः, तेजसो रूपम्, वायोः
स्पर्शः, आकाशस्य शब्दः—तस्मिन् प्रवृत्ते योगिपुरुषे प्रकाशमाने सति
तस्य योगिनः रोगः कोऽपि व्याधिः, बार्द्धक्यं पलितदिदोषः, न मृत्युः
मरणमपि न भवति तस्य योगिनो ज्योतिर्मयी रसवती गन्धवती स्पर्शवती
च एताश्चतस्रोवृत्तयः प्रवर्तन्ते तथाह्यक्तं ‘ज्योतिर्मयी स्पर्शवती तथा
रसवती परा। गन्धवत्यापरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः। आसां योग-
प्रवृत्तीनां यत्केनापि प्रवर्तते। प्रवृत्तयोगं तंप्राहुर्योगिनो योग-
चिन्तका’ इति ॥१२॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মস্ত্রে যোগাভ্যাসকারীর কায়সিদ্ধিরূপ ফলের
কথা বলিতেছেন। ধ্যানযোগের সাধন করিতে করিতে যখন
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের উত্থান
হয় অর্থাৎ যখন সাধকের ঐ পঞ্চ মহাভূতের উপর অধিকার জন্মে,
তখন এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যোগবিষয়ক পঞ্চসিদ্ধি
প্রকট হয় অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ,
বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ প্রভৃতি ক্রমশঃ পৃথক্
পৃথক্ ভাবে যোগীর শরীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাদের

একটি প্রবৃত্ত হইলেই যোগীকে প্রবৃত্তযোগ বলা যায়। যাহাতে ঐ পঞ্চ গুণই ক্রমাঘয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে যোগসিদ্ধপুরুষ বলা হয়।

এই সময় যোগসিদ্ধ পুরুষের দেহ যোগাগ্নি দ্বারা বিনষ্টদোষ হইয়া নির্মলতা প্রাপ্ত হয়। সেই যোগীর শরীরে রোগ, জরা, এমন কি, মৃত্যুও হয় না। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীর বিনষ্ট হইতেও পারে না।

ত্রীমস্তাগবতেও পাই,—

“ততো বিশেষঃ প্রতিপদ্য নির্ভয়ন্তেনাঅনাপোহনলমূর্ত্তিরত্বরন্থ।

জ্যোতির্নয়ো বায়ুম্পেত্যকালে বায়ুঅনা থং বৃহদাঅলিঙ্গম্।”

(ভাঃ ২।২।২৮) ১১২।

শ্রুতিঃ—লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং

বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।

গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্লং

যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমং বদন্তি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে যোগীর প্রথম যোগসিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন, যথা] লঘুত্বম্ (শরীরের লঘুতা অর্থাৎ বায়ুর মত ভারহীনতা যাহাকে অষ্টসিদ্ধির মধ্যে লঘিমা সিদ্ধি বলা হয়) আরোগ্যম্ (রোগশূন্যতা) অলোলুপত্বং (মনের বিষয়বৈমুখ্য) বর্ণপ্রসাদং (শরীরের সমুজ্জল-কান্তি) স্বরসৌষ্ঠবং (স্বরের মাধুর্য্য অর্থাৎ শব্দোচ্চারণে মধুর স্বর-প্রবৃত্তি) শুভঃ (নাসিকা তৃপ্তিপ্রদ প্রিয়) গন্ধঃ (দেহগত সৌরভ) অল্লং (অল্ল পরিমাণ) মূত্রপুরীষং (মল-মূত্র) [ইমাং] যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমং (ইহাই যোগসিদ্ধির প্রথম লক্ষণ) বদন্তি (পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন) ॥১৩॥

অমুবাদ—যোগসিদ্ধির প্রথম পরিচয় হইতেছে যে, তাহার শরীর হাল্কা হইয়া যায়, যেজন্য প্রাণায়ামে শ্বাসরোধের কষ্ট ও বাধা হয় না; তাহার পর সর্বদাই শরীর যোগহীন—স্বস্থ থাকে, রোগ একটি যোগের প্রধান অন্তরায়, তাহা তাহার থাকে না; ক্রমে লোভশূন্যতা প্রকাশ পায়, অনেক সময় দেখা যায়—সিদ্ধিবলে যোগী ইচ্ছামত বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হয় অথবা অল্প বিভূতি-দ্বারা লোকের চমৎকৃতি জন্মাইয়া আর অগ্রসর হয় না, ইহাও একটি অন্তরায়; কিন্তু ভগবদ্বর্নন-লালসায় যোগ-প্রবৃত্ত ব্যক্তির এসব দোষ থাকে না। তাহার বর্ণপ্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নমুর্তি একটি যোগসিদ্ধির পরিচয়, তাহার ফলে সমস্ত উপসন্ন ব্যক্তির তাঁহার প্রতি চিন্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার শরীর হইতে অলৌকিক মনোরম গন্ধ নির্গত হয় এবং তাঁহার মূত্র ও মল দ্রাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা যোগের অমূলক অবস্থা, এবং আরোগ্যের চিহ্ন, যেজন্য যোগাভ্যাসে কোন বাধা ঘটে না ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্পষ্টার্থঃ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বক্ষ্যমাণলক্ষণৈর্যোগাগ্নিময়ঃ শরীরঃ প্রাপ্তশ্চ যোগিনঃ প্রথমাম্ আদিভূতাং সিদ্ধিং বদন্তি পণ্ডিতাঃ; কানি তানি লক্ষণানি? উচ্যন্তে—লঘুত্বং শরীরস্য ভারহীনত্বং যেন ষাদৃচ্ছিকক্রিয়াহুষ্ঠানে নালশ্চ জায়তে, আরোগ্যং যোগহীনতা যেন চিন্তবিক্ষেপাৎ যোগান্তরায়ো ন ভবতি, উক্তঞ্চ পাতঞ্জলে ‘ব্যাধিস্ত্যানশং শয়প্রমাদালস্তালক্ভূমিকত্বা-নবস্থিতত্বানি চিন্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়ান্’ ইতি। অলোলুপত্বং মনসো লোভহীনতা স চ লোভো বিবিধস্তয়োরেকঃ স্বধাকামং বিষয়ভোগ-স্পৃহাত্মকঃ অন্তশ্চ বিভূতিলাভেন পরবলীকরণাদিজন্যবিস্তাদিবিষয়কঃ তয়োর্বয়োৰপি অস্পৃহা, বর্ণপ্রসাদঃ শরীরবর্ণস্য সমুজ্জলত্বং কাস্তিকী, এষ

বর্ণপ্রসাদোহপি দ্বিবিধঃ যথা সৌম্যত্বং সমুজ্জলত্বঞ্চ । স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ—
স্বরস্ত সৌষ্ঠবং সূষ্টতা বাক্যোচ্চারণে তাদৃশঃ স্বরঃ সমুদেতি যথা সৰ্ক-
ভূতানি আবৰ্জয়তি স্নেহং প্রকাশয়তি অভীতিং সমুৎপাদয়তি । চকারো
ভিন্নক্রমে মূত্রপূরীষমিত্যেনেনাশ্রিতম্, শুভঃ গন্ধঃ শুভঃ নাসিকাতর্পণঃ
গন্ধঃ সৌরভম্ শরীরে পরিস্ফুরতি, অল্পং পরিমিতং মূত্রপূরীষম্ মূত্রঞ্চ
পূরীষঞ্চ অপ্রাণিজ্ঞাতিত্যাং সমাহারে ক্লীবমেকত্বম্ ভোজ্যশাল্যত্যাং
পরিপাকশক্তের্বৃদ্ধেচাসারংশস্তাল্লভেন তয়োৱল্লভম্ এতিৰ্নক্ষণৈন্তস্ত
প্রাথমিকী সিদ্ধিরহুমাতব্যোতি ভাবঃ । ১৩।

তত্ত্বকণা—পঞ্চ মহাভূত করায়ত্ত হওয়ার পর ধ্যানযোগে
সাধকের আরও অনেক শক্তির উদয় হয়, যথা—উহার শরীর
হাল্কা হয়, উহাতে আর আলস্তের ভাব থাকে না, সৰ্ব্বদা নীরোগ
থাকে, অর্থাৎ কখনও কোন রোগ প্রকাশ পায় না, ভৌতিক
পদার্থে উহার কোন আসক্তি থাকে না, কোন ভৌতিক পদার্থ
সম্মুখে উপস্থিত হইলেও উহার মনকে আর ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতে
পারে না, উহার শরীরের বর্ণ উজ্জল হয়, উহার স্বর অত্যন্ত মধুর
ও স্পষ্ট হয়, উহার শরীর হইতে খুব সুগন্ধ নির্গত হয়, উহার মল
ও মূত্র অল্পপরিমাণ হইয়া থাকে, যোগিগণ বলেন যে, ইহাই যোগ-
মার্গের প্রারম্ভিক সিদ্ধি ।

দশটি গুণজাত সিদ্ধি এবং পাঁচটি ক্ষুদ্রসিদ্ধির বিষয়ে—

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অনৃশ্মিমব্ধং দেহেহস্মিন্ দূরপ্রবণদর্শনম্ ।

মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ।

অচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ামৃদর্শনম্ ।

যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাহপ্রতিহতা গতিঃ ।

ত্রিকালজ্ঞত্বম্বন্দং পরচিত্তাণ্ডভিজ্ঞতা ।

অগ্ন্যর্কান্বূনিষাদীনাং প্রতিষ্টন্তোহপরাজয়ঃ ।”

(ভা: ১১।১৫।৬-৮)

এতদ্ব্যতীত আরও স্বাভাবিকী অষ্টসিদ্ধির কথা পাওয়া যায়,—

“অগ্নিমা মহিমা মূর্ধ্বলঘিমা প্রাপ্তিরিঞ্জিয়ৈঃ ।

প্রাকামাং শ্রুতদৃষ্টেযু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥

গুণেধসঙ্গে বশিতা যৎকামস্তদবশ্রুতি ।

এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্যা অষ্টাবোংপত্তিকা মতাঃ ॥”

(ভা: ১১।১৫।৪-৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু ইহাও পাই,—

“অস্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুক্তমম্ ।

ময়া সম্পদ্যমানশ্চ কালক্ষেপণহেতবঃ ॥”

(ভা: ১১।১৫।৩৩)

অর্থাৎ যিনি উক্তম ভক্তিযোগের আচরণে আমার স্বরূপভূত সম্পত্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব কথিত সিদ্ধিসমূহ বৃথা কালক্ষয়হেতুক বিঘ্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—“সিদ্ধয়ো হেতা বালশ্চৈব চমৎকার-কারিণ্যো নত্ৰভিজ্ঞশ্চ ।

যমাদি-অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গাবলম্বনকারিগণের চিত্ত চঞ্চলতা ত্যাগ না করায় অগ্নিমাদি সিদ্ধি সকল তাঁহাদের পক্ষে চমৎকারকারী । কিন্তু মুকুন্দপাদপদ্মসেবী ভাগবতগণের চিত্ত সেবার সেবার সমাকৃষ্ট থাকায় নিশ্চল ও শান্ত । “কৃষ্ণভক্ত—নিকাম, অতএব শান্ত । ভুক্তি-মুক্তি-

সিদ্ধি-কামী সকলি অশাস্ত ॥” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) অতএব সেবা-সম্পত্তিপ্রাপ্ত সেবকগণের সেবা ব্যতীত অল্প কামনা নাই ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ঠ্যং ন সার্কষভৌমং ন রসাদ্বিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা মধ্যার্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্দিনাহুত্বং ॥”

(ভা: ১।১৪।১৪)

কারণ শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষে ঐ সিদ্ধিসমূহ ভঙ্গন-বিঘ্নরূপ ও বৃথাকালক্ষয়হেতু । অবশ্য ভক্তিযোগের উদয় ব্যতীত জীবের যোগসিদ্ধিতে বিরতি হয় না । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—
“তাবন্ন যোগগতিভির্গতিপ্রমত্তো । যাবদ্গদাগ্রজকথাশ্চ রতিং ন কুর্যাৎ । (ভা: ৪।২৩।১২)

ভক্ত শ্রীহৃদামাও বলিয়াছেন,—

“স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়ান্ ভূবি সম্পদাম্ ।

সর্কাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥”

(ভা: ১০।৮১।১২) ১৩।

শ্রুতিঃ—যথৈব বিন্ধং যুদয়োপলিপ্তং

তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধাস্তম্ ।

তদ্বাস্ততত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী

একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥১৪॥

অম্বয়ানুবাদ—যথা এব (ঠিক যেমন) যুদয়া (যুদ্ধিকা ঙ্গারা) উপলিপ্তং (মাখা মলিনমূর্ত্তি) বিন্ধং (স্ববর্ণ, রজত বা মণি) [পূর্ক্স মাসীং—পূর্ক্সে ছিল] তৎ (সেই মলাচ্ছন্ন স্ববর্ণাদি) সুধাস্তং (উত্তম-রূপে ধৌত হইলে বা অগ্নি প্রভৃতি ঙ্গারা বিশোধিত হইলে) তেজোময়ং

(পূর্বের মত স্বাভাবিক জ্যোতির্ময় হইয়া—উজ্জলতা প্রাপ্ত হইয়া)
 ভ্রাজ্জতে (শোভা পায়) দেহী (জীব) তদ্বা (সেই প্রকার মলিন
 অর্থাৎ পূর্বে অবিভা-সম্পর্কে রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত ও, বিবয়োন্মুখ, আচ্ছাদিত-
 স্বরূপ) আত্মতত্ত্বং (এক্ষণে নির্মল বিমুক্ত আত্মস্বরূপ) প্রসমীক্ষ্য
 (ধোঁগের দ্বারা শুদ্ধ স্বরূপকে সাক্ষাৎকার করিয়া) [দেহী—দেহধারী
 জীব] একঃ (এক অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইয়া) বীতশোকঃ (সর্ববিধ
 সংসার-দুঃখরহিত হইয়া) কৃতার্থঃ (কৃতকৃত্য অর্থাৎ মুক্ত) ভবতে
 (ভবতি—হয়) ॥১৪॥

অমুবাদ—অবিভাকরূপ মল ধোঁত হইলে জীবাশ্মার যে শুদ্ধস্বরূপ
 প্রকাশ পায়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিতেছেন—যেমন মৃত্তিকালিপ্ত
 সুবর্ণাদি প্রথমে অপ্রকাশ থাকিলেও ধোঁত হইবার পর অথবা
 লৌহাদি পার্শ্বিষ ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় অহুজ্জল থাকিলেও অগ্নি-
 সংযোগে শুদ্ধ হইয়া তেজঃপূর্ণ হয়, সেই প্রকার জীব অবিভামলে
 আচ্ছন্ন হইয়া নানা বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তখন তাহার যথার্থ স্বরূপ
 অপ্রকাশ থাকে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর অবিভা নাশ হইলে
 তখন সেই জীব এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্ভাবাপন্ন হয় এবং ধোঁয়তত্ত্ব জ্ঞাত
 হইয়া কৃতার্থ হয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধন মুক্ত হয় ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগমভ্যাস্ত্রাক্ষোপলক্ষিপ্রকারং তৎফলঞ্চাহ—

মৃদা অয়সা বা উপলিপ্তঃ নিমিত্তঃ প্রতিমাবিশেষঃ সুধাবিশেষঃ
 তদ্বৎপ্রকৃত্রাবালিপ্তঃ সন্ তেজোময়তয়া (তেজোরূপতয়া ইতি পাঠান্তরম্)
 দীপ্যতে তদ্বৎ সুধাবিশেষলিপ্ততেজোময় (তেজোবিশেষ ইতি পাঠান্তরম্)
 প্রতিমাসমং দর্শনসমানাকারধানোপলভ্যঃ কশ্চিং পুরুষ ধোঁবেয়ো-
 নিবৃত্তসংসারগন্ধঃ সিদ্ধার্থো ভবতীত্যর্থঃ । তদ্বৎতাত্র বা শব্দ ইবার্থঃ তদ্বৎ
 স তত্ত্বং প্রসমীক্ষেত, কেচিং তু সুধাস্তমিতি শব্দ ইত্যপি বদন্তি ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—জীবাআনোহবিজ্ঞাননিবৃত্তৌ যথা শুদ্ধস্বরূপং প্রকাশতে তদ্ দৃষ্টান্তেনাহ—যথৈব বিধিমিত্তিমুদয়া মৃত্তিকয়া যৎশব্দাৎ ‘বষ্টি ভাণ্ডিরিল্লোপমবাপোরূপসর্পয়োঃ । আপকৈবহলস্তানামিতি নির্দেশাৎ আপ্ প্রত্যয়ান্তোমুদাশব্দঃ, তয়া উপনিপ্তং আবৃত্তস্বরূপং বিষং স্বর্ণং রজতং মণির্বা পূর্বমাসীৎ ততঃ সুধাস্তং অতিশয়েন ধৌতম্ অগ্ন্যাदिना सुधातं বা তৎস্বর্ণাদিকং তেজোময়ং প্রচুরদীপ্তিপূর্ণং সৎ যথৈব ভ্রাজতে শোভতে তথা দেহী জীবঃ আত্মতত্ত্বং আদৌ রাগদ্বेषাভিবিজ্ঞানমলমুক্তম্ অপ্রকাশমাত্মস্বরূপং পশ্চাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানাহপগতমলং নির্ণীতস্বভাবং প্রসমীক্ষ্য সাক্ষাৎকৃত্য একঃ ভবতি অবিজ্ঞান্য কল্লিতনানাপ্রপঞ্চভাবাপ-গমাৎ কেবলঃ শুদ্ধঃ নির্ভয়ো ভবতীতি যাবৎ ‘ভয়ং বৈ দ্বিতীয়াদ্ ভবতী’তি শ্রুতে: । ‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্মাৎ’ ইতি স্মৃতেশ্চ । অতএব কৃতার্থঃ কৃতঃ সম্পাদিতঃ অর্থঃ অবিজ্ঞানাস্বরূপং ফলং যেন তাদৃশঃ বীতশোকঃ বিগতসংসারবন্ধনো মুক্ত ইত্যর্থঃ ভবতে ভবতি ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—জীব স্বরূপতঃ নির্মল ও বিশুদ্ধ, মায়াবদ্ধ হইলে অবিজ্ঞানসম্পর্কে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই জীবের বন্ধাবস্থা। মৃত্তিকাসংযোগে যেরূপ স্বভাবতঃ নির্মল স্বর্ণাদি ধাতুর মলিনতা ঘটে, জীবেরও অবিজ্ঞান-সংযোগেই মলিনতা ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে জীবের আর অবিজ্ঞানজনিত মলিনতা থাকে না। অগ্নির দ্বারা বিশোধিত ধাতুর ন্যায় জীব ভগবৎরূপায় সাধনার দ্বারা স্বীয় স্বরূপ সাক্ষাৎকার পাইলে সেইরূপ স্বাভাবিক শুদ্ধল্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শোকরহিত হইয়া সংসারবন্ধন মুক্ত হয়।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“অনাগতমতীতঞ্চ বর্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।

বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশুস্তি যোগিনঃ ॥”

(ভা: ১০।৬।২১) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।

অজং ঋবং সৰ্ব্বতত্ত্বৈर्वিশুদ্ধং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥১৫॥

অনুবাদ—[জীবাত্মতত্ত্বজ্ঞান পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারের উপায়, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন] যদা (যে অবস্থায়) যুক্তঃ (পরমেশ্বর-ধ্যানরত সাধক) ইহ (এই হৃদয়মধ্যে) দীপোপমেন (প্রদীপ সদৃশ) আত্মতত্ত্বেন (জীবাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশময় শুদ্ধ আত্মা জ্ঞাত হইলে তাহার দ্বারা) ব্রহ্মতত্ত্বং তু (পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপকেই) প্রপশ্যেৎ (সাক্ষাৎকার করিবেন) [তখন কিরূপ ভগবান্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন ?] অজং (জন্মরহিত অর্থাৎ জীবের মত প্রাকৃত দেহ পরিগ্রহ করেন না) ঋবং (চিরন্তন অপ্রচ্যুতস্বরূপ অর্থাৎ জীব যেমন শোকে-মোহে আচ্ছন্ন, তিনি তাহা নহেন, নির্বিকার) সৰ্ব্ব-তত্ত্বৈঃ (প্রকৃতি প্রভৃতি চতুर्वিংশতি প্রকারতত্ত্ব দ্বারা) বিশুদ্ধং (অসংশ্লিষ্ট, ইহাও জীব হইতে বিলক্ষণ কারণ জীব দেহাদি উপাধিযুক্ত আর ভগবান্ নিরূপাধি, অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্য-সম্বন্ধহীন) দেবং (এইপ্রকার ছোতনশীল চৈতন্যময় ভগবান্কে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া—সাক্ষাৎ করিয়া) সৰ্ব্বপাশৈঃ (সৰ্ব্ববিধ বন্ধন, অবিজ্ঞাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, অবিজ্ঞাকার্য্য—ত্রিবিধ এষণা স্ত্রীপুত্রবিস্তাদিতে আসক্তি হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন, ভগবানের অহুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সৰ্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন) ॥১৫॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের অহুগ্রহ ব্যতীত জীবের বন্ধন বিমুক্তির আর কোনও উপায় নাই। আবার তাহার অহুগ্রহ পাইতে হইলে জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। যেমন ঘটাদি পদার্থ অন্ধকারে

আবৃত থাকিলে তাহাকে দীপ প্রকাশ করে সেইরূপ বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর আমাদের অজ্ঞানবশতঃ আমাদের নিকট অসত্যের মত প্রতীত হইতেছেন কিন্তু তাহা নহে ; জীব নিজস্বরূপ জানিলেই ত্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। জীব যখনই যোগের দ্বারা নিজের চিত্তের মালিন্য বিদূরিত করিতে পারিবে তখনই নিজের শুদ্ধস্বরূপ দর্শন বা অমুভব করিতে পারে, সেই আত্মাহুতবেবের পরই আত্মজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিবে যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিলেও তিনি জীবের ন্যায় জন্ম পরিগ্রহ করেন না, তিনি অপ্রচ্যুত স্বভাব, জীব প্রকৃতির কার্যে লিপ্ত, নিঃসঙ্গ নহে, কিন্তু পরমেশ্বর অবিচ্ছিন্ন ও তাহার কার্যের দ্বারা অনাবৃত স্বরূপ, অতএব বিশুদ্ধস্বভাব ; তখন জীবের দৈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপা ভক্তি উপস্থিত হয়, সেই ভক্তির ফলে দৈশ্বর্যগ্রহ, তাহার ফলেই জীব সর্ববিধ বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদা যোগযুক্তঃ পরমাত্মপ্রতীত্বাপায়ভূতেন প্রণবেন প্রতিপাদিত-পরমাত্মশেষভাবেণ প্রত্যগাত্মনা সাধনেন তৎস্বং পরমনাদিমনস্তং হেয়প্রতিভটং “অজ্ঞভূষাধ্যায়োক্ত”রীত্যা সর্ব-তদ্বাত্মকাস্ত্রভূষণোপেতং পরমব্রহ্ম সূক্ষ্মবস্ত্রাস্তরিতমাণিক্যবৎ যদা প্রপঞ্চেৎ তদা সর্ববন্ধককর্মহানির্ভবতীত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ভগবৎ-সাক্ষাৎকারার্থম্ জীবস্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞান-মাবশ্যকং যত স্তং তদ্বাবৃত্তমিত্যাহ—যদৈবেত্যাদিনা যদৈব বস্ত্রামব-স্থায়্যং যুক্তঃ ভগবতি পরমেশ্বরে প্রণিহিতাত্মা যোগী ইহ জগতি অস্ত্রাং সাধনাবস্থায়্যং যদৈব যস্মিন্কালে দীপোপমেন প্রদীপসদৃশেন আত্মতত্ত্বেন জীবাত্মস্বরূপজ্ঞানেন করণেন যথা বৈ পূর্বসিদ্ধং বস্ত্রস্তবং ঘটাদিকম্ অন্ধকারোণাপ্রকাশং দীপঃ প্রকাশয়তি তথা দীপসদৃশেন জীবাত্মতত্ত্বেন

সদপি জীবন্ত অবিজ্ঞাবশাৎ তস্মিন্ অপ্রকাশং পরমেশ্বরং প্রপশ্যেৎ সাক্ষাৎ-
কুর্যাৎ—দীপং বিনা বস্তুসত্তেব জীবন্ত আত্মজ্ঞানং বিনা ভগবৎস্বরূপাহু-
ভবো ন জায়তে অত আদৌ জীবাত্মজ্ঞানমাবশ্যকং তচ্চ নিকৃষ্টমেব,
কীদৃশং পরমেশ্বরম্ জীবভিন্নত্বেন জানীয়াৎ তদাহ—অজং প্রাকৃতিক-
জন্মরহিতমূলক্ষণমেতৎ ষড়্‌বিকারাণাম্, জীবন্ত ন তথা তস্তাবিজ্ঞা-
কার্য্যভৌতিকদেহধারিত্বাৎ ঈশ্বরস্ত তু স্বরূপাহুবন্ধিচিদেহবৎস্বমিতি
বিশেষঃ। ঋবম্ অপ্রচ্যুতস্বরূপম্ শোকমোহাভ্রনভিতূতমিতি জীবন্ত
হর্ষশোকাদিভিঃ সূখদুঃখাদিমেষু প্রতীয়তে অত ঈশ্বরাদভিভূতে, তথা
সৰ্ব্বতথৈঃ প্রকৃত্যাদিচতুর্বিংশত্যা পদার্থৈঃ বিস্তৃতম্ অসংস্পৃষ্টম্, জীবন্ত
প্রাকৃতদেহসম্বন্ধাৎ অন্তঃস্থঃ রাগদ্বেষাদিমলিনত্বাচ্চ কিঞ্চ দেবং ছোতন-
শীলং চৈতন্ত্যধায়কং ‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্’ ইতি শ্রুতেঃ।
জীবন্ত তদধীনচেতনত্বং পরমেশ্বরস্ত স্বরূপতঃ পরম চেতনমিত্যেবং ভেদেন
জ্ঞাত্বা বিবিচ্য ঈশ্বরং সাক্ষাৎকৃত্য তদমুগ্রাহেৎ সৰ্ব্বপাশৈঃ জন্মমরণাদিভিঃ
কামসঙ্কলাদিভিশ্চাবিজ্ঞাকার্য্যৈর্মূচ্যতে হীয়তে ইতি। এতাবতা প্রবঞ্চেদ
দৈতবাদি এব শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সূচ্যতে ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান শ্রুতিয়ন্ত্রে জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে
পরমাত্মা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন। যখন
ষোগী সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে, তখন তাহার
শুদ্ধচিত্তে নিজের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই আত্ম-
তত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের দীপস্বরূপ। জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে সে
জানিতে পারে যে, জীবের স্বরূপ শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ চিংকণ।
ভগবদ্বিমুখতার ফলে সে মায়াবদ্ধ হইয়া এই সংসারচক্রে ভ্রমণ
করিতেছে; শ্রীভগবানের দয়া না হইলে, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়
নাই। তখন সে শ্রীভগবানের কৃপার জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণা-
গত হয়, ইহার ফলেই শ্রীভগবানের কৃপা হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন যে.—

“চিংকণ জীব কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর ।
 নিত্যকৃষ্ণ দেখি’ কৃষ্ণে করেন আদর ॥
 আশ্রি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে ।
 মায়া’র নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥
 কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র ।
 কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥
 কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু ।
 কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥
 এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন ।
 সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন ॥
 নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায় ।
 কেন বা ভজিহু মায়া করে হায় হায় ॥
 কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ ! আমি তব দাস ।
 তোমার চরণ ছাড়ি হইল সর্বনাশ ॥
 কাকূতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার ।
 মায়াবন্ধ হইতে তারে কৃষ্ণ করেন পার ॥
 কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিহ্নস্তির বল ।
 মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥”

শ্রীভগবৎ-কৃপা কোথায়ও সাক্ষাৎ, কোথাও বা ভক্তদ্বারে প্রকাশিত হয় । ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তাহার কৃপা ব্যতীত ঘটে না । কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্ব-প্রকাশবস্ত, তিনি কাহারও প্রকাশ্য নহেন । আত্মসমর্পণমূলা ভক্তি-সাধনার ফলে জীবের চিত্ত নির্মল হইলে তাহা আর বিষয়াকার ধারণ করে না । তখন বিত্ত্বচিন্তাই আত্মাকারতা

লাভ করে। সেই আত্মাকার চিত্তই ব্রহ্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শনের যোগ্য হইয়া থাকে। বিস্তৃতচিত্ত জীবের শ্রীভগবৎকৃপায় যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাতে সে জানিতে পারে যে, শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, প্রাকৃত জন্মাদিরহিত, নিত্য ও অপ্রাকৃত, তিনি সর্বদা প্রকৃত্যাদি কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট। জীবের সহিত সর্বতোভাবে ভেদযুক্ত। যদিও জীবের নিজ চেষ্টায় এরূপ অনুভব করাও অসম্ভব, তথাপি শরণাগতির ফলে ভগবৎকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং জীব ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়। কঠোপনিষদ্ বলেন—“যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যঃ” (১।২।২৩)। ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে জীবের আর কোন বন্ধন থাকে না, বন্ধন সমূহ আপনা হইতেই ছিন্ন হয়। জীবের মায়া-বন্ধন ছেদনের ইহাই একমাত্র উপায়। ভক্তিরহিত কন্ম, জ্ঞানাদি উপায় নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যদাশ্চ চিত্তমর্থেষু সমেষিল্লিয়বৃত্তিভিঃ ।

ন বিগৃহ্ণাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥

স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্ ।

হেয়োপাদেয়রহিতমাক্রুৎ পদমীক্ষতে ॥

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্ ।

দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥

এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ ।

যুজ্যতেহভিমতো হর্থো যদসঙ্গস্ত ক্লেশশঃ ॥” (ভাঃ ৩।৩২।২৪-২৭)

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথোন্মূকাদ্বিন্দুলিঙ্গাদ্ভূমাধাপি স্বসম্ভবাৎ ।

অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগ্ভূকাৎ ॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।

আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥”

(ভা: ৩।২৮।৪০-৪১) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—এষ হ দেবঃ প্রদিশোহনু সৰ্ব্বাঃ

পূৰ্ব্বো হ জাতঃ স উ গৰ্ভে অস্তঃ ।

স এব জাতঃ স জনিস্থমাণঃ

প্রত্যঙ্ জমাংস্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বতোমুখঃ ॥১৬॥

অম্ময়ানুবাদ—[এইরূপেও জীব হইতে শ্রীভগবানের পার্থক্য বোধ হইবে, বাহার ফলে তাঁহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া জীব তাঁহার সেবায় নিরত হইবে] এষঃ (এই পূৰ্ব্বনির্দিষ্ট অজ, ধ্রুব, বিশুদ্ধ-স্বভাব) দেবঃ (চেতনের চেতন পরমেশ্বর) হ (নিশ্চিত) সৰ্ব্বাঃ প্রদিশঃ (সমস্ত দিক্‌বিদিক্ অর্থাৎ সকল স্থান) অনু (লক্ষ্য করিয়া ব্যাপিয়া আছেন) সঃ হ (তিনিই একমাত্র) পূৰ্ব্বঃ (বিশ্বপ্রপঞ্চের পূৰ্ব্ববর্তী) জাতঃ (হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন) স উ (এবং তিনিই) গৰ্ভে অস্তঃ (ব্রহ্মাওমধ্যে প্রবিষ্ট অস্তর্ধ্যামিরূপে স্থিত) স এব (সেই পরমেশ্বরই) জাতঃ (প্রথমে উৎপন্ন) সঃ (তিনিই আবার) জনিস্থমাণঃ (ভাবী প্রলয়ের পর জন্মিবেন অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবেন) জনান্ (জায়মান সমস্ত বস্তুর) প্রত্যঙ্ (অভ্যন্তরে) সৰ্ব্বতোমুখঃ (সৰ্ব্বদর্শী হইয়া) তিষ্ঠতি (আছেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—এই লৌলাময় শ্রীহরিই সকল দিক্‌বিদিক্ ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই সকলের আদিপুরুষ কারণাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হইলেন, তিনি ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অস্তর্ধ্যামিরূপে ও বিরাটপুরুষরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান । তিনিই

সৃষ্টির প্রথমে জন্মিয়াছেন, তখন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, আবার তিনিই পরবর্ত্তী যুগে প্রলয়ান্তে জন্মগ্রহণ করিবেন অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবেন, বর্ত্তমানেও তিনিই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে রহিয়াছেন। তিনি সর্বব্যাপী, ভূত, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান—এই তিনকালে তিনিই অদ্বিতীয়রূপে আছেন; দেশতঃ কালতঃ তাঁহার পরিচ্ছেদ নাই ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তত্ত্ব সর্কাত্মকত্বং প্রপঞ্চয়তি—

হে জনাঃ ইতি পরস্পরং মুনীনাম সংবোধনং দিব্যো দেব একো-
নারায়ণ' ইতি দেবত্বেন প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মৈব সর্কাস্তাঃ প্রদিশঃ প্রকৃষ্ট-
দিগবর্ত্তিপদার্থবিশেষ ইত্যর্থঃ। হু শব্দশ্চ পূর্কং হিরণ্যগর্ভরূপেণোৎ-
পন্নোহপি অয়মেব বিশ্বতোমুখঃ সর্কবিধগর্ভস্থজন্তুঃ জনিষ্ঠমাণশ্চ স এব
ইত্যর্থঃ। নহু, ভিন্ন ভিন্ন জীবানাং কথং একাত্মকত্বম্ ইত্যাহ—
“প্রত্যগিতি অহমিতি ভাসমানত্বং প্রত্যক্লং” সর্কেষাং প্রবুদ্ধানাং
বাসদেবাদীনাম্ আত্মানমহমিতি প্রতীতোঁ পরমাত্মনোহপি ভাসমানতয়া
তত্ত্ব সর্কং প্রতি প্রত্যক্লং তত্ত্ব সর্কান্ প্রতি আত্মত্বম্পদগতং,
ন চাত্মনাং অহং বুদ্ধৌ পরমাত্মনোহতানাং কথং অস্বদাদীন্ প্রতি
প্রত্যক্লং ইতি বাচ্যং দোষবশাদভানেহপি যোগ্যত্বসংস্থানদোষাৎ ॥১৬॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ কেন প্রকারেণ পরমেশ্বরং জানীয়াস্তমাহ—
এষ ইত্যাদিনা এষঃ হ এষ এব দেবঃ স্তোতনশীলঃ লীলাময়ঃ সর্কাস্তাঃ
প্রদিশো দিশোবিদিশশ্চ অহু লক্ষ্যীকৃত্য ব্যাপ্যোতি যাবৎ তিষ্ঠতি, সঃ
পূর্কঃ সর্কেষামাদিপূর্কষঃ হ ইতি প্রসিদ্ধৌ তথাহুক্তং শ্রুত্যা 'সদেব
সৌম্যোদমগ্র আসীদি'তি। স উ স এব গর্ভে অন্তঃসৃষ্টব্রহ্মাণ্ডমধ্যে
অস্তর্য্যামিরূপেণ হিরণ্যগর্ভরূপেণ বা প্রবিষ্টঃ 'তৎ সৃষ্টা তদেবাহু-
প্রাবিশদি'তি শ্রুতে: 'স এব স্ব-প্রকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদহু

অং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টেইব ভাব্যসে' ইতি স্মৃতেষ্চ । নহু বিরাট্ পুরুষোহয়ং
 ন তু পরমেশ্বর ইতি চৈয়ং স এব স আদিপুরুষঃ পরমাত্মৈব জাতঃ
 বিরাড্রূপেণাভিব্যক্তঃ, ন কেবলং জাতঃ কিন্তু জনিষ্যমাণোহপি সঃ
 পরবর্ত্তিনি সর্গে হিরণ্যগর্ভাদিরূপেণ উৎপৎস্মানোহপি স এব ইত্যতী-
 তানাগতকালবর্ত্তিঅং তস্মৈ নির্দিষ্টম্ সাম্প্রতমপি তস্মৈ সন্তেত্যাহ—প্রত্যঙ্
 জনান্ প্রতি জায়মানান্ পদার্থানকতি ব্যাপ্নোতি প্রত্যগাত্মরূপেণ, নহু
 কথমেতদীশ্বরস্ত সর্বভূতাভিবাণনং সম্ভবতি তত্রাহ—অচিন্ত্যশক্তি-
 কত্বাদীশ্বরস্তেতি যতঃ সর্বতোমুখঃ যতঃ স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী স তথা চ
 শ্রুতিঃ—‘সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিং সর্বতো-
 বৃহাত্তাত্তিষ্ঠদৃশান্বলমি’তি তথা ‘বিশ্বতশ্চক্ষুরতবিশ্বতোমুখো বিশ্বতো-
 বাহরুতবিশ্বতস্পাদি’তি ১১৬।

তত্ত্বকণা—পূর্বোক্ত সেই ব্রীভগবান্‌ই পরিপূর্ণ বস্তু, তিনিই
 সর্বময় । তিনিই সকল দিক্, দেশ ও কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত । তিনিই
 বিরাট্ পুরুষ । তিনি আবার হিরণ্যগর্ভরূপে নিজ হইতে আবির্ভূত
 হন । তিনিই বিরাটের গর্ভমধ্যে অস্তর্য্যামিরূপে বাস করেন । তিনিই
 স্বাংশরূপে পরমাত্মা এবং বিভিন্নাংশরূপে জীবাত্মা । বিভিন্নাংশ জীব
 যেক্রপ বিশ্বমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও সকলের আদিতে হিরণ্য-
 গর্ভরূপে জাত অর্থাৎ আবির্ভূত হন । বিভিন্ন অবতাররূপেও তাঁহার
 আবির্ভাব হইয়া থাকে । প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভেও তিনি
 আবির্ভূত হইয়া নিজ শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে
 অস্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিবেন এবং জীবেরও অস্তরে অস্তর্য্যামি-
 রূপে সর্বদর্শী হইয়া কৰ্ম্মফল দাতারূপে অবস্থান করিবেন ।
 এক্ষণেও তিনি প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের অস্তর্য্যামিরূপে অবস্থান
 করিতেছেন ।

সাস্বত-ভগ্নেও পাই,—

“বিশেষস্ত্রীণি রূপাণি পুরুষাথ্যাত্মনো বিহুঃ ।
একস্ত মহতঃ শ্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্রয়োমসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সৰ্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥”

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান ।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীর্যের আধান ।
সাদ্র-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিস্পর্শন ।
‘জীব’-রূপ ‘বীজ’ তাতে কৈলা সমর্পণ ॥”
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭২-২৭৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ,—

“দৈব্যাং কৃতিতদ্ব্যমিণ্যাং স্বস্ত্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধস্ত বীৰ্য্যং সাংসৃত মহত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।১২)
“কালবৃত্ত্যাঅমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষণোঅভূতেন বীৰ্য্যমাধস্ত বীৰ্য্যবান্ ॥” (ভাঃ ৩।৫।২৬)

আরও পাই,—

“হিরণ্যগৰ্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী ।
‘গহস্রশীর্ষাদি’ করি’ বেদে ধারে গাই ।
এই দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ।
মায়ার ‘আশ্রয়’ হয়, তবু মায়া-পার ।
তৃতীয়-পুরুষ বিমুখ—‘গুণ-অবতার’ ।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥

বিরাট্ ব্যাষ্টি-দ্বীবেষ তেহো অন্তর্ধ্যামী ।

ক্ষীরোদকশায়ী, তেহো—পালনকর্তা, স্বামী ॥”

(১৮: ৮: মধ্য ২০।২২২-২২৫) ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—যো দেবোহগ্নৌ যোহপসু

যো বিংশং ভুবনমাবিবেশ ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু

তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতঃপর তাঁহার সাক্ষাৎকারের উপায়রূপে উপাসনা-প্রকার নির্দেশ করিতেছেন—তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে সমস্ত বস্তুর মধ্যে অন্তর্ধ্যামিস্বত্রে তাঁহার অবস্থিতির জ্ঞান আবশ্যক] যঃ দেবঃ (যে ভগবান্) অগ্নৌ (অগ্নির মধ্যে তদন্তর্ধ্যামিরূপে আছেন), যঃ অপসু (যিনি জলের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে আছেন), যঃ (যিনি) বিংশং ভুবনম্ (সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে চেতয়িতা অন্তর্ধ্যামিরূপে) আবিবেশ (প্রবিষ্ট হইয়াছেন), যঃ ওষধীষু (যিনি ধাতু, ষব প্রভৃতি শস্ত্র-মধ্যে পালকরূপে প্রবিষ্ট) যঃ বনস্পতিষু (যিনি বৃক্ষ-লতাদির মধ্যে সংরক্ষকরূপে অবস্থিত) তস্মৈ দেবায় (সেই দেবতাকে, সেই বিশ্বের মূলভূত পরমাত্মাকে) নমো নমঃ (ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি । তাঁহার এই অন্তর্ধ্যামিস্বরূপজ্ঞান পূর্বক তাঁহাতে আত্মসমর্পণই উপাসনা) ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয়োহধ্যায়ের অম্বয়ানুবাদ

সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিলে হয় না, কিন্তু তৎসহ তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা আবশ্যক। এই শরণাগতির নাম পরা ভক্তি, সাধন ভক্তি হইতে সাধ্য ভক্তির লাভ হয়। সাধন ভক্তির উদয় হয় ভগবৎ-রূপায় ভজনীয় দেবতার মহিমা-দর্শনে, তাহাই এই শ্রুতিতে ব্যক্ত হইল। তিনি যজ্ঞের অগ্নির অন্তর্ধ্যামিরূপে ধোয়, প্রাণীর জঠরে পাচক বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চিস্তনীয়। তিনি জলের মধ্যে রসরূপে লোকের জীবন-রক্ষাকারী, তিনি ধাতু, যব প্রভৃতি শস্ত্র-মধ্যে সংরক্ষক-রূপে আছেন, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির মধ্যে তিনি পালকরূপে বিরাজমান, অধিক কি, তিনি চরাচর প্রপঞ্চের মধ্যে সর্বত্র অন্তর্ধ্যামি-মূর্ত্তে বর্তমান। এইরূপ অন্তর্ধ্যামি-লক্ষণ চিন্তা হইতে তাঁহার অস্তিত্বানুভবে মহিমাবোধে তাঁহাতে যে আরাধ্যবুদ্ধি জন্মে ইহার নামই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা হইতে ক্রমে সাধন-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে এবং সেই ভক্তি-প্রবণ-হৃদয়ে তাঁহাতে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করার নাম উপাসনা। সেইজন্তু শ্রুতি তাঁহার অন্তর্ধ্যামি-স্বরূপের নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছেন ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ

সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অন্তর্ধ্যামিতয়া সর্বাশ্রয়ং ন তু স্বরূপেণ ইত্যেতৎ-
প্রদর্শয়তি—স্পষ্টার্থঃ ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ **শ্রীরঙ্গরামানুজ**-
মুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ভগবতি শ্রদ্ধাপূৰ্ণকং তত্ত্বজ্ঞানসহিতমাত্ম-
সমৰ্পণমেব তদুপাসনম্ এতদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারণমিত্যভিপ্ৰেত্য
অন্তৰ্ধ্যামিতয়া তৎ-সৰ্বাত্মকত্বজ্ঞানায়াহ—যো দেবোহগ্ন্যাবিত্যাদি যো
ভগবান্ অগ্নৌ অন্তৰ্ধ্যামিক্ৰপেণ বৰ্ত্ততে। যোহগ্নিৰ্ধ্যাজিকানামুপাস্ত্বেন
বেদে নিৰ্দ্ধিষ্টঃ স খলু যজ্ঞপুরুষস্তা শ্রীভগবতঃ এব তেজঃ, উক্তঞ্চ ভগবতা
'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ। প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ
পচাম্যন্নং চতুৰ্বিধম্' ইতি যচ্চাগ্নৌ তন্তেজো বিক্ৰি মামকমিতিচ। এবম্
যঃ অশ্বজলে রসক্ৰপেণ স্ববিভূত্যা বৰ্ত্ততে 'রসোহহমস্পৃ কৌন্তেয়'
ইতি স্মৃতিশ্চ। কিঞ্চ যো বিশ্বং ভুবনম্ চরাচরং জগৎ আবিবেশ
ব্রহ্মণ্ডান্তৰ্ধ্যামিক্ৰপেণ তন্মধ্যে স্থিতঃ, যঃ ওষধীষু ব্রীহি-যবাদিষু সংরক্ষক-
ক্ৰপেণ বৰ্ত্ততে অৰ্থাৎ অন্নক্ৰপেণ যো জীবান্ বিভৰ্ত্তি যো বনস্পতিষু অত্র
বনস্পতিশব্দো বৃক্ষমাত্রবাচকঃ, ন তু 'বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাং তৈরপুষ্পাদ্
বনস্পতি'রিত্যুক্তলক্ষণঃ। তৃণশুল্কাদীনামপ্যপলক্ষণম্। তন্মধ্যে ফল-
পুষ্পাদি জননশক্ত্যাধায়ক ইত্যর্থঃ। তস্মৈ এবজুতায় জগদধিষ্ঠাত্রে
পরমেশ্বরায় দেবায় চৈতন্তরূপায় লীলাস্বরূপায় নমোনমঃ ভূয়োভূয়ো মে
প্রণতিরস্ত, নমঃ শব্দস্ত স্বাবধিকোৎকৰ্ষবোধক-ব্যাপ্যার্থত্বাৎ আত্মসমৰ্পণং
ধোয়ত্বঞ্চ প্রতীয়তে ১১৭।

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

“শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী” টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—যিনি সৰ্বশক্তিমান্, পূৰ্ণব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনি অন্তৰ্ধ্যামি-
ক্ৰপে সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ পূৰ্ণক সকলবস্তুর সত্তা ও শক্তিৰ
আধানকারী। এইজন্যই শ্রুতি এখানে সেই অন্তৰ্ধ্যামীৰ মহিমা বৰ্ণন-

মুখে বলিতেছেন যে,—যিনি অগ্নিতে, জলে, সমস্ত জগতে, সকল
ওষধিতে ও বনস্পতিতে অস্তুর্যামিক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের সন্তা
এবং শক্তির পালন, পোষণ ও আধান করিতেছেন, সেই পরম দেবতা
পরমেশ্বরকে বার বার প্রণাম করি।

অস্তুর্যামিক্রমেই পরমাত্মার সর্বাশ্রয় কিন্তু স্বরূপতঃ নহে, এই শ্রুতির
মন্ত্র ইহাই উপদেশ করিতেছেন, তাহা বিশেষ লক্ষণীয়।

ত্রিবিষ্ণুর সর্বাশ্রয়ামিত্বের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“তত আশ্রয়ানি লোকে চ ভক্তিবৃদ্ধঃ সমাহিতঃ ।

দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মানু যস্মি লোকাংস্বমাশ্রয়ঃ ॥

যদা তু সর্বভূতেষু দারুণমগ্নিমিব স্থিতম্ ।

প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥”

(ভাঃ ৩।২।৩১-৩২)

ত্রিদেবগণের বাক্যেও পাই,—

“স এব হি পুনঃ সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্বেশ্বরঃ সকল-জগৎ-
কারণকারণভূতঃ সর্বপ্রত্যগাত্মাত্মাং সর্বগুণাত্মাসোপলক্ষিত এক এব
পর্যবেশিতঃ ।” (ভাঃ ৬।২।৩৮)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

“স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোহসা-

বোজঃ সহঃ সত্ত্ববলেজ্জিয়াত্মা ।

স এব বিশ্বঃ পরমঃ স্বশক্তিভিঃ

স্বজ্যত্যাভ্যাস্তি গুণত্রয়েণঃ ॥” (ভাঃ ৭।৮।৮)

শ্রীব্রহ্মদেবের স্তবেও পাই,—

“স এব স্বপ্রকৃতোদং সৃষ্ট্যাগ্রে ত্রিগুণাশ্রকম্ ।
তদমু ঙ্গ হপ্রবিষ্টেঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥”

(ভাঃ ১০।৩।১৪)

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—

“সৰ্ক্ষাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ ।
অহং যোগশ্চ সাম্যশ্চ ধৰ্মশ্চ ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥
অহমাশ্রাস্তরো বাহ্যোহনাবৃতঃ সৰ্কদেহিনাম্ ।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥”

(ভাঃ ১১।১৫।৩৫-৩৬) ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী
অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তৃতীয়াধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—য একো জালবানীশত ঈশনীতিঃ

সর্বান্নৌকানীশত ঈশনীতিঃ ।

য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ

য এতদ্বিত্বমুতাস্তে ভবন্তি ॥১॥

অনুয়াশুবাদ—[পরমাত্মা পরমেশ্বর অদ্বিতীয় হইলে ঈশিত্ব ও ঈশিতব্য-ভেদ কিরূপে সম্ভব ? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন —তঁাহার অচিন্ত্যশক্তিবলে সমস্তই সম্ভব] যঃ (যিনি) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) জালবান্ (জগৎরূপ জালের অর্থাৎ মায়ায় অধিপতি) ঈশনীতিঃ (স্বীয় স্বরূপভূত স্বশক্তিসমূহের দ্বারা) ঈশতে (সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন) [কাহাকে নিয়মিত করিতেছেন ?] ঈশনীতিঃ (স্বকীয় নিয়মনশক্তিসমূহ দ্বারা) সর্বান্ লোকান্ (সমস্ত জগৎকে), ঈশতে (নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করেন) [কখন সেই নিয়মন করেন ?] উদ্ভবে (সৃষ্টি-কার্য্যে) সম্ভবে চ (এবং স্থিতি-বিষয়ে) [যদি বল, সৃষ্টি-স্থিতির কর্তা বিভিন্ন, তাহাও নহে ;] য এক এব (যিনি অদ্বিতীয়রূপেই সৃষ্টাদির হেতু ; দ্বিতীয় ব্রহ্মাদি তঁাহারই অবতারমূর্ত্তি) যে (ঐহারা—যে তত্ত্বজ্ঞগণ) এতৎ (এই তত্ত্ব অর্থাৎ তিনিই সর্বকর্তা, সর্বশক্তিমান্, মায়াবী, তঁাহার শক্তিতেই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি ও স্থিতি—ইহা) বিদুঃ (অবগত আছেন) তে (তঁাহারা) অমৃতাঃ ভবন্তি (মরণহীন হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন) ॥১॥

অনুবাদ—অদ্বিতীয় পরমেশ্বর একাই স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তির দ্বারা তদধীন প্রকৃতি, কাল, স্বভাব, জীব ও কৰ্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সমস্ত চরাচর বিশ্ব তিনিই একাকী স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, বিলোপ করিতেছেন, কারণ তিনিই একমাত্র সৃষ্টির প্রায়শ্চেষ্ট বর্ত্তমান, প্রলয়কার্য্যেও তাঁহারই মাত্র কর্ত্ত্ব, অতএব বিরুদ্ধাদিকে যে উদ্ভবহেতু ও প্রলয়হেতু বলা আছে, উহা তাঁহারই শক্তির কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিবাদি তাঁহার শক্তি লইয়াই কার্য্য করেন, সেইহেতু ত্রিবিষ্ণুকেই মূলকারণ জানিতে হইবে। ব্রহ্মা-শিবাদি তদধীন, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই তত্ত্ব ধাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা আর জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হন না ।১।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তজ্ঞানশ্রু ফলমাহ—

‘অপহতপাপ্মা দিব্যা দেব এক’ ইতি দেবত্বেন শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ পরমায়া প্রকৃতিশক্তিভিত্ত্যায়াক্রুপা বা গুণযুক্তঃ সন্ দ্বৈশনসমর্থ্যভিঃ জ্ঞানক্রিয়াবলশক্তিভিঃ মায়াজালগোচরান্ প্রাকৃতাত্মক লোকানীষ্টে তদগোচরান্ অপ্রাকৃতাত্মক লোকানীষ্টে, উদ্ভবে উৎপত্তৌ সম্ভবে সমিতি একীকারে লয়াপরণ্যায়ৈ একীভাবে চ দ্বৈষ্টে তজ্জ্ঞানং মোক্ষসাধনং ইত্যর্থঃ ।১।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নহ পরমেশ্বরশ্রুত্বাধিতীয়শ্চে কথমেকশ্চৈব তাবৎ-প্রপঞ্চসৃষ্টাদি-কর্ত্ত্বং সম্ভবতি অতো নানাকর্ত্ত্বস্বীকারো যুক্ত ইতিচেন্ন বিরুদ্ধাদয়স্তশ্চৈব শক্তিভূতাবতারবিশেষা ইত্যভিপ্রায়েণাহ—য এক ইত্যাদি—জালবান্ জালং ময়া অস্তি প্রাচুর্য্যেণাশ্চেতি জালবান্ মায়াবী স্ব-মায়য়া স্ব-প্রকৃত্যা সৰ্ব্বকর্ত্ত্বাদিতিভাবঃ উক্তঞ্চ ‘স এব স্ব-প্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্যাণে ত্রিগুণাত্মকমি’তি। পরমেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ দ্বৈশনীতিঃ

নিয়ম-শক্তিভিঃ তদধীনপ্রকৃতি-কাল-স্বভাব-কর্মাদিভিঃ বিরিক্কক্রে-
 দ্ধাদিভিঃ ঈশতে ঈষ্টে ছান্দসো বিকরণলোপাভাবঃ, নিষচ্ছতি
 শক্তিশক্তিমতোবভেদাদিভিঃ ভাবঃ। অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধঃ। নহু
 আকাশাদিভূতানাং বিরিক্কাদীনাঞ্চ সৃষ্টিকর্তৃত্বং শ্রুতি-পুরাণাদিস্থ
 শ্রুতং তথাহি—ছান্দোগ্যে ‘সর্ক্সাণি হ বা ইমানি ভূতান্ আকাশাদেব
 সমুৎপত্তস্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি’ ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ ‘অপ এব
 সসর্ক্সাদৌ তাস্থ বীজমবাস্ত্বজং। তদগুমভবত্বেকমং সহস্রাংতসমপ্রভম্।
 তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ক্সলোকপিতামহঃ’ ইতি স্মৃতিঃ। কথং
 শ্রীহরেবৈকেশ্বর কর্তৃত্বং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহ—সর্ক্সানিত্যাং সর্ক্সান্
 লোকান্ সর্ক্সাণি চরাচরাশ্বকানি জগন্তি ঈশনীভিঃ স্বশক্তিভিরাকাশাদি-
 ভিরিদ্ভাদিভিঃ ঈশতে নিয়ময়তি আকাশাদয়ঃ তত্রৈব পরমেশ্বরস্ত
 তচ্ছক্তিজন্যত্বাৎ বিভূতয়ঃ—নহি বৃক্ষাং শাখাপ্রশাখাপুশ্পফলাদীনি
 ভিত্তস্তে। তত্রৈব একস্ত সর্ক্সনিয়মনে কিং কারণম্? তত্রাহ—
 য একএব উত্তবে সৃষ্টৌ হেতুরিত্যর্থঃ ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদি’তি।
 ‘স ঐক্যত বহুত্বাম্ প্রজ্ঞায়েয়ে’তি চ শ্রুতেঃ। তথা সম্ভবেচ মিলনেচ
 একরূপেণ পরিণামে চ প্রলয় ইত্যর্থঃ এক এব কর্ত্তা তত্র নান্ত
 উপপত্তিতে আকাশাদীনাং বিরিক্কাদীনাঞ্চ সর্ক্সেবাং জন্মত্বাৎ তত্রৈব
 লয়াচ্চ। নহু চিত্রমেতং যদেকস্ত বিততব্রহ্মাণস্ত পরিচালকত্বং, মৈবং,
 অচিন্ত্যশক্তিমত্বাৎ তৎপ্রবৃত্তেঃ সর্ক্সশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ স্বশক্তিভিঃ
 সৃজতি নিয়ময়তি সংহরতি চ অতএবোক্তং ‘জালবানীশত’ ইতি।১।

তত্ত্বকর্ণা—পরমেশ্বর শ্রীহরি অধিতীয় ও সর্ক্সশক্তিমান্ পুরুষ।
 তিনি পরম মায়াবী, তাঁহার নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই লোক
 সকলকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারাই জগতের
 নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও

বিনাশের একমাত্র হেতু। ব্রহ্ম-রূপাদি তাঁহার শক্তিতেই শক্তিসূক্ত হইয়া তদাজ্ঞা পালন করেন মাত্র। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। তাঁহারা শ্রীহরির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ লোক ও লোকপাল সকলেই শ্রীহরির শাসনাধীনেই অবস্থিত। যাহারা শ্রীহরিকেই সৰ্ব্বমূলতত্ত্ব জানিতে পারেন, তাঁহাদের আর জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইতে হয় না অর্থাৎ তাঁহারা মুক্ত হন।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“নারায়ণে ভগবতি তদ্দিদং বিশ্বমাহিতম্ ।
গৃহীতমায়োরুগুণ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বক্ ॥
ইতি তেহভিহিতং তাত যথৈদমহুপৃচ্ছসি ।
নাগ্ৰন্থগবতঃ কিঞ্চিদুভায্যং সদসদাত্মকম্ ॥”

(ভাঃ ২।৬।৩১-৩৩)

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণানৈস্ত-
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাশ্চ ধন্তে ।
স্থিত্যাদয়ে হরिवিরিক্টিহরেতিসংজ্ঞাঃ ।
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোন্নাং স্মাঃ ॥” (ভাঃ ১।২।২৩)

আরও পাই,—

“আত্মমায়াং সমাবিশ্চ সোহহং গুণময়ীং দ্বিজ ।
স্বজনং বন্ধনং হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি ।
ব্রহ্মরূপো চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোহরুপশ্চতি ॥
যথা পুমান্ ন স্বাদ্বেষু শিরঃপাণ্যাদিষু কচিৎ ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥”

(ভাঃ ৪।৭।৫১-৫৩) ॥১॥

শ্রুতিঃ—একো হি রূপো ন দ্বিতীয়ায় তস্মু-
র্য ইমাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥২॥

অম্বয়ানুবাদ—[পূর্ববাক্যার্থ ই বিশদভাবে বর্ণন করিতেছেন—]
হি (যেহেতু) রূপঃ (প্রলয়কর্তা পরমেশ্বর) একঃ (একাই সমস্ত
নিয়মিত করিতেছেন) দ্বিতীয়ায় (পরমেশ্বর-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর জন্ত)
ন তস্মুঃ (পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ আস্থাবান্ নহেন অর্থাৎ তাঁহারা
একমাত্র পরমেশ্বরকেই সর্বকারণকারণরূপে দর্শন করিয়াছেন) [যদি
তাঁহাই হয়, তবে তাঁহার সৃষ্টি বিভিন্ন কেন? তদন্তরে বলিতেছেন]
যঃ (যে পরমেশ্বর) ঈশনীভিঃ (বিবিধ প্রভৃতি ও কাল, স্বভাব,
কর্ম প্রভৃতি শক্তিদ্বারা) ইমান্ (এই দৃশ্যমান) লোকান্ (সমস্ত
বিশ্বকে) ঈশতে (একাকীই নিয়মিত করিতেছেন) জনান্ প্রত্যঙ্
(প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া) তিষ্ঠতি
(আছেন), সঃ (তিনি) বিশ্বা (সমস্ত) ভুবনানি (জগৎকে)
সংসৃজ্য (সৃষ্টি করিয়া) গোপাঃ (রক্ষাকর্তা) অন্তকালে (প্রলয়ের
সময়) সঙ্কুকোপ (কুপিত হইয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত ধ্বংস করিয়াছেন।
অর্থাৎ তিনিই কেবল নিমিত্ত কারণ ও উপাদান-কারণরূপে সমস্ত

পদার্থ সৃষ্টি করেন, নিজশক্তি দ্বারা সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং ধ্বংস করিতেছেন) ৥২॥

অজ্ঞুবাদ—যিনি এই সমস্ত সংসারকে স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন সেই কুদ্র অর্থাৎ সংসার-রোগ বিদ্রাবণকারী পরমেশ্বর—অদ্বিতীয়ই। ব্রহ্মজ্ঞসকল তাঁহার সম্বন্ধে সম্ভ্রান্তীয় দ্বিতীয় স্বীকার করেন না। তিনিই সকল জীবের মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে আছেন। এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহা তিনি পালন করিতেছেন এবং প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ হইবেন অর্থাৎ কুদ্রমূর্তিতে সমস্ত সংহার করিবেন ৥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—জগৎকারণত্বেন প্রসিদ্ধানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবাদি-
ত্যাশঙ্কাহ—

হে জনাঃ! সৰ্বান্ লোকান্ ইশত ইশনীতিঃ প্রত্যক্ তিষ্ঠতীতি নির্দিষ্টঃ বিশ্বা ভুবনানি সংসৃজ্য সৃষ্টা। অন্তকালে সংচুকোপ সংহতবান্ গোপা রক্ষিতা চ যঃ স এক এব কুদ্রঃ সংসাররুজং দ্রাবয়তীতি কুদ্রঃ সংসারমোচক ইত্যর্থঃ দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়ত্বায় সহায়তয়া কেহপি ন ভঙ্কুঃ সহায়তয়া উপায়ান্তরতয়া বা কেহপি ন স্থিতবন্তঃ মোচকোহন্তঃ কোহপি নাস্তি, “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্” ইতি মহাপুরুষং প্রস্তুত্যা “তমেবং বিদ্বানমৃতমিহ ভবতি নান্নঃ পশ্বা বিহতে” ইতি মার্গান্তরনিষেধাৎ অত্র ‘কুদ্র’ শব্দো কুদ্রার্থাপেক্ষয়া প্রকৃতো-
পয়িকস্ত মানাস্তরাবিরুদ্ধস্ত সংসারমোচকত্বলক্ষণমৌগিকার্থস্ত মনসি বিপরिवর্তমানস্ত শারীরকাপশূদ্রত্বায়েন বলবত্যাং অস্ত্রাশোপনিষদো-
ভগবৎপরত্বস্ত সাধয়িষ্ঠ্যমানত্বাচ্চ নাত্র চোক্তাবকাশঃ ৥২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—সৃষ্টাদিবিপারেষু পরমেশ্বরস্ত ন দ্বিতীয়সাপে-

কৃত্বমিতি যে ব্রহ্মবিদঃ সৰ্বার্থদর্শিনস্তএব জ্ঞানস্তি । কিং জ্ঞানস্তি ?
 একো রুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায়—সংসাররুদ্রং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ
 তশ্চৈব প্রলয়কর্তৃত্বাদ্ রুদ্রত্বমিতি চ স এক এব অহুনিরপেক্ষ এব, ন
 দ্বিতীয়ায় ন দ্বিতীয়মুপলব্ধ্য বর্ততে যথা ব্রহ্মাদীনাமாகাশাদিভূতানাঞ্চ
 তদুপলব্ধিবিষয়মিতি তশ্চৈব সৰ্বকারণ-কারণত্বাদিতি তথাচোক্তং কাঠকে
 ‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামি’ত্যাदि । এবং তদ্ব্যুৎপত্তিঃ আস্থিতবস্তুঃ
 কে ? যে ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থদর্শিনঃ । কথং পরমেশ্বরস্ত একস্ত নানাঙ্গগৎ
 কর্তৃত্বম্ তত্রোচ্যতে অচিন্ত্যানস্তশক্তিমত্যাং স এব ঈশনীতিঃ সৰ্বান্
 লোকান ঈশতে । নহু জীবশ্চৈব কর্তৃত্বমূলভ্যতে ইতি চেন্ন তশ্চৈব
 পাঞ্চভৌতিকশরীরমধ্যে অন্তর্যামিক্রূপেণাবস্থানাং ইত্যাহ—জ্ঞান
 প্রত্যঙ্ প্রতি পুরুষান্ অন্তরঃ প্রত্যগাত্মরূপেণাবস্থিতঃ স এব । নহু
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-ভেদাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ভেদঃ তথাচ স্মৃতিঃ ‘স্থিতাদয়ে
 হরি-বিরিকি-হরেতি সংজ্ঞেতি’, কিমিতি তশ্চৈকস্ত সৰ্বকর্তৃত্বং তদাহ—
 বিশ্বা বিশ্বানি ‘স্বপাংহলুক পূর্বসবর্ণাচ্ ইত্যাদিনা শস্যস্থানে আচ্ ।
 সংসৃজ্য বহুধা সৃষ্টা গোপাঃ গোপায়তীতি কিপি গোপাঃ বন্ধক ইত্যর্থঃ
 তথা অন্তকালে প্রলয়সময়ে সঙ্কুপ্তোপ সম্পূর্বক কুপ্ধাতোল্লিটিরূপম্
 —ক্রুদ্ধোহভবৎ সঙ্কহারেত্যর্থঃ অভিস্তশ্চৈকশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণুরূপত্বাৎ কার্য্য-
 ভেদাৎ পৃথগ্ ব্যাপদেশ ইতিভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান শ্রুতিমত্রে পূর্বোক্ত বিষয়ই আরও বিশদভাবে
 বর্ণন করিতেছেন । পরমেশ্বর অদ্বিতীয় তত্ত্ব । তিনি জীবের সংসাররোগ
 দূরীভূত করেন বলিয়া তাহাকে রুদ্র বলা হয়, শ্রীহরির এক নাম
 রুদ্র । এস্থলে রুদ্র-শব্দে শ্রীহরিকেই বুঝাইতেছেন । সেই অদ্বিতীয়
 পরমেশ্বরই নিষ্কলিত দ্বারা এই বিশ্বসংসারকে নিয়মিত করিতেছেন ।
 ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই অদ্বিতীয় তত্ত্ব হইতে পৃথক্ দ্বিতীয়—স্বতন্ত্র কোন

তত্ত্ব স্বীকার করেন না। অল্প যাহা কিছু সকলই এই তত্ত্বের অধীন। এই পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বজন পূর্বক পালন করিতেছেন এবং অন্তকালে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক বিশ্বের সংহারকার্য সাধন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স এবেদং সমস্ক্রাজ্ঞে ভগবান্নান্যায়য়া ।
 সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাহগুণো বিভূঃ ॥
 তয়া বিলসিতেষেষু গুণেষু গুণবানিব ।
 অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজ্ঞপ্তিতঃ ॥
 যথা হুবহিতো বহির্দাক্ষকঃ স্বযোনিসু ।
 নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥”
 (ভাঃ ১।২।৩০-৩২)

আরও পাই,—

“তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি ।
 বিশ্বস্বজন্তেহংশাংশান্তত্র যস্য স্পর্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥”
 (ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

শ্রীভগবান্ সজাতীয়-ভেদবহিত,—

“এক এবাষ্টিতীয়োহসাবৈতদান্যায়মিদং জগৎ ।
 আয়নায়াশ্রয়ঃ সভ্যাঃ স্বজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥”
 (ভাঃ ১০।৭৪।২১) ॥২॥

শ্রুতিঃ—বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো-

বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-

দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥৩॥

অমুখানুবাদ—[তিনিই বিরাট পুরুষরূপে অবস্থিত এবং তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব] বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্বত্র যাহার চক্ষুঃ অর্থাৎ সকল স্থানে যাহার চক্ষুঃ—সর্বদর্শী) উত (এবং) বিশ্বতোমুখঃ (সর্বত্র যাহার মুখ অর্থাৎ যিনি সহস্রশীর্ষা) বিশ্বতোবাহুঃ (সকলস্থানেই হস্তের কার্য্য যিনি করিতেছেন) উত (এবং) বিশ্বতস্পাৎ (তিনি সহস্রপাং) একঃ দেবঃ (অনন্ত শক্তির আধার এক তিনিই) দ্যাবাভূমী (আকাশ ও পৃথিবী) জনয়ন্ (সৃষ্টি করিয়া) বাহুভ্যাং (মহাশ্রু প্রভৃতি জীবকে দুইটি বাহুর সহিত) সংধমতি (যোজনা করিতেছেন) পতত্রৈঃ (এবং পক্ষ দিয়া পক্ষি প্রভৃতি আকাশচারিগণকে) সং [ধমতি] (যোজনা করিতেছেন) ॥৩॥

অমুখানুবাদ—তিনিই বিরাট পুরুষরূপে সর্বত্র বিরাজমান । তাঁহার দৃষ্টি, মুখ, বাহু, চরণ সর্বত্র বর্ত্তমান । জীব যাহা কিছু দেখে, তাহা চক্ষুর সাহায্যে, সেই দৃষ্টি-শক্তি তাঁহার রূপায় ; যাহা কিছু বলে, শোনে, আশ্রয় করে, আশ্বাদন করে তাহা সমস্তই তাঁহার শক্তিতে । বাহুর কার্য্য ধারণশক্তি তাহা তাঁহারই, চরণ-কার্য্য বিহরণ তাহা তাঁহারই শক্তিবশে । এজন্য তিনিই সকলের জ্ঞানশক্তি এবং কর্ম্মশক্তির অধিষ্ঠাতা । অতএব তিনি অনন্তদৃষ্টি, বিশ্বতোমুখ, সর্বতোবাহু ও বিশ্বব্যাপিচরণ-বিশিষ্ট । তিনি লীলানন্দময় এজন্য একাই লীলাবশে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পাদচারী জীবদিগের পাদ দিয়া বিহার

করাইতেছেন এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়া তথায় বিচরণকারীদিগকে পক্ষ দিয়া উড়াইতেছেন ।—এই তাঁহার লীলা ।৩।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অনেকবাহুদরবস্তুনেত্রমিত্যুক্তরীত্যানন্তনয়নানন্ত-
পাণিপাদাদিযুক্ত নিত্যাদিব্যগ্রহযুক্ত অসহায় এব দ্যুপৃথিব্যাদি
সর্বপ্রপঞ্চনিখাতা জীবান্ বাহুভ্যাং পতত্রশক্তিভৈঃ পশ্চিচ্চ সংধমতি
সংযোজয়তি করণকলেবরসংযোগং করোতীত্যর্থঃ, সর্বেষাং শরীরে-
ন্দ্রিয়সম্বন্ধং কুর্স্বন্ স্বয়ং অনন্তাধীনানন্তশরীরেন্দ্রিয়বানিত্যর্থঃ ।৩।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—স এব বিরাড়্রূপেণ বিশ্বং সৃজতি । একস্ত
বিশ্বসৃষ্টৌ চক্ষুবাদীনামনন্তত্বং বক্তব্যং তদাহ—বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যাদিনা
বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতঃ সৰ্ব্বতঃ চক্ষুঃ দৃষ্টিৰ্যস্মৈ সঃ সৰ্ব্বদর্শীত্যর্থঃ জীবানাং দৃষ্টি-
শক্তিস্তদধীনেতিভাবঃ, উপলক্ষণমেতৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণামিতি ধ্যেয়ম্ ।
কেবলাদৈতবাদিনস্ত সৰ্ব্বেষাং লোচনাগ্ৰেব তস্মৈ লোচনানি, মুখানি,
বাহবশ্চরণাশ্চ ইত্যাহঃ তস্মৈ যুক্তমিতি উত তথা বিশ্বতোমুখঃ—মুখপদং
শিরসি বৰ্ত্ততে সহস্রশীৰ্ষা ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিৰ্কক্ষ্যতে 'সহস্রশীৰ্ষা পুরুষঃ
সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদি'ত্যাदि 'সৰ্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্ব্বমাবৃত্তা তিষ্ঠতী'তি
শ্রুতিশ্চ সৰ্ব্বং মুখকার্য্যং বচনাদি তেনৈব বাগিন্দ্রিয়শক্তিদাতৃরূপেণ
নিষ্পাদ্যতে ইতি ভাবঃ, বিশ্বতোবাহঃ সৰ্ব্বতোবাহঃ সৰ্ব্বেষাং বাহুকার্য্যং
ধারণং তস্মৈ শক্ত্যা এব করোতি তস্মৈ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাদিতি ।
বিশ্বতস্পাং—বিশ্বতঃ সৰ্ব্বতঃ পাদৌ যস্ত সঃ, বহুরীহৌ পাদস্ত
অকারলোপঃ । পাদকার্য্যং বিহবণং তদধীনমিতিজ্ঞেয়ম্ । এক এব
দেবঃ লীলাময়ঃ ত্রিবিধুঃ জ্বাভূমী ত্ৰ্যোশ্চ ভূমিচ্চ তে অন্তরীক্ষ পৃথিব্যৌ
জ্ঞানয়ন্ রচয়ন্ বাহুভ্যাং মহজ্ঞাদীন ধমতি প্রেরয়তি সংযোজয়তীতি
কেচিৎ, ইতি তু ভূমৌ লীলা এবম্ আকাশে খেচরান্ পততৈঃ
পশ্চৈধৌজয়ন্ ক্রীড়তি ইতি তাৎপর্য্যম্ ।৩।

তত্ত্বকণা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমদেব পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। সর্বত্র তাঁহার চক্ষুঃ, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু, সর্বত্র তাঁহার পাদ। তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যদিগকে বাহু দ্বারা এবং আকাশচারী পক্ষী প্রভৃতিকে পক্ষ দ্বারা যোজনা করেন।

তিনি সমস্ত জগতে স্থিত সমুদয় জীবের কর্ম আর বিচার তথা সমস্ত ঘটনা নিজ দিবা শক্তিদ্বারা নিরন্তর দর্শন করেন, উহার অজ্ঞেয় কোন কিছুই থাকে না।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“সর্বতঃ পাপিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥” (গীঃ ১৩।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“নম্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি, “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম,” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধোক্ত ইত্যাদি স্বরূপতঃ কার্য্যকারণা-তীতত্বেহপি শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ কার্য্যকারণাত্মকমপি তদিত্যাহ—সর্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যন্ত তৎ, ব্রহ্মাদিপিগীলিকান্তানাং পাপিপাদ-বৃন্দৈঃ সর্বত্রদৃষ্টেবেব তদব্রহ্মবাসংখ্যাপাপিপাদৈর্বৃক্তমিত্যর্থঃ। এবমেব সর্বতোহক্ষীত্যাদি।”

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীঅদ্বৈত সমীপে “সর্বতঃ পাপি-পাদন্তঃ” শ্লোকের পাঠ-সংশোধন,—

“প্রভু বলে,—‘সর্বপাঠ কহিল তোমাৰে।

এক পাঠ নাই কহি, আজি কহি তোরে ॥

সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে ।

‘সৰ্বতঃ পাণিপাদস্তৎ’—এই পাঠ নড়ে ॥

আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট ।

‘সৰ্বত্র পাণিপাদস্তৎ’—এই সত্য পাঠ ॥”

(চৈ: ভা: মধ্য ১০।১২৮-১৩০)

খ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্যে পাই,—“নিৰ্বিশেষবাদী “সৰ্বতঃ” পাঠ রক্ষা করিয়া উহা ‘সৰ্বত্র’ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সৰ্বিশেষ-বাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নিৰ্বিশেষবাদী জগন্নিখ্যা-অবাদের পক্ষ-গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষুঃ-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারে বহি-দর্শনে যে প্রকার ভোগ্যরূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনো-পযোগী নিত্যভাবে সেবোদ্ভ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সৰ্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশদ্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জগতের ভোগ্য-ভাবসমূহ দর্শনের পরিবর্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণসমূহ দেখিয়া থাকেন, বিশিষ্টাষ্টৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎ-স্বরূপের স্থূল-শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাষ্টৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক দর্শনের স্বীকারবিরোধী, অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদের পরম সূক্ষ্ম দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমা-গ্ননজুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবন্তুক্তের নিকট সৰ্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবাবিসমুখতা-জ্ঞাত যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নব্বয় জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধ জীবাশ্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেবো আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কৰ্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সৰ্বত্র সেইরূপ

ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কৰ্ম-বাদী তাহার অনর্থ থাকাকালে নশ্বর বস্তুকে ‘ভোগ্য’ জ্ঞান করেন এবং বিরাট রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। তাহার নির্ভেদ-ব্রহ্মাসক্তিস্থ প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় উদাসীন প্রকাশ করেন। শুদ্ধাঐত-বাদী বহির্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধ জীবে আনন্দ-রাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দাহুতীর সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সৰ্বত্র সচ্চিদানন্দাহুতি বর্তমান বলিবার জন্মই—“সৰ্বত্র পাণিপাদস্তং” শ্লোকের অবতারণা।”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষে লিখিয়াছেন,—

“কিরণসমূহ যেমন সূর্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত অনন্ত জীবের অবস্থান স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সৰ্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান” ॥৩॥

শ্রুতিঃ—যো দেবানাং প্রভবঃ চৈশ্ববশ্চ

বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।

হিরণ্যগৰ্ভং জনয়ামাস পূৰ্ব্বং

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তু ॥৪॥

অম্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে তাঁহা হইতেই সমুদয় সৃষ্টি বর্ণন করিয়া শ্রুতিদেবী তাঁহার নিকট সদ্বুদ্ধি প্রার্থনার উপদেশ করিতেছেন—]
ষঃ (যিনি, পরমেশ্বর) দেবানাং (ইন্দ্রাদি দেবগণের) প্রভবঃ চ (উৎপত্তি-

কারণ) উদ্ভবঃ চ (এবং সেই সৃষ্ট ইন্দ্রাদিদেবে বিভূতির সংযোজক) বিশ্বাধিপঃ (এই ইন্দ্রাদিদ্বারা তিনি বিশ্বের পালক) ক্রতুঃ (ক্রতুরূপে তিনিই সংহর্তা) মহর্ষিঃ (মহাতপস্বী, সর্ববিষয়কজ্ঞানসম্পন্ন) পূৰ্ব্বং (বিশ্ব-সৃষ্টির প্রথমে) হিরণ্যগৰ্ভঃ (তেজোময় অণ্ডমধ্যে হিরণ্যগৰ্ভবিরিক্কে) জনয়ামাস (সৃষ্টি করিয়াছেন) সঃ (সেই পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগকে অর্থাৎ বিষয়াসক্ত জীবকে) শুভয়া (শুভজনক অর্থাৎ বিষয়াসক্তিহীন যাহা তত্ত্বদর্শনের উপায়—এইরূপ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) সংযুক্তু (যোজিত করুন, যাহাতে আমরা তদভিমুখী তত্ত্ববিস্তি লাভ করিতে পারি সেইরূপ মতি প্রদান করুন ॥৪॥

অনুবাদ—যিনি ইন্দ্রাদিদেবতাগণের উৎপত্তিহেতু, সেই উদ্ভূত দেবতাতে যিনি শক্তির যোজক, সৃষ্ট ইন্দ্রাদিদ্বারা যিনি বিশ্বপালক, ক্রতুরূপে যিনি প্রলয়কর্তা, যিনি সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির প্রথমে যিনি হিরণ্য-গৰ্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন, যাহাতে তাঁহার উপাসনায় আমরা মতি লাভ করিতে পারি ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মোপলব্ধিপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—

যাগ্নোতানি দেবত্রা ক্ষত্রাগ্নীন্দ্রো বরুণঃ সোমো ক্রতুঃ পৰ্জন্তো ষমো মৃত্যুরীশান ইতি বৃহদারণ্যাকোক্তরীত্য ইন্দ্রবরুণক্রতাদীনামুদ্ভবঃ উদ্ভব-তাস্মাৎ ক্রতু ইতি ত্রিভগবতো নামোক্তেঃ প্রকর্ষণে ভবতি অস্মাদিতি প্রভবঃ প্রকর্ষণে ভবনং দেবাধিপতিত্বাদিক্রুপেণ প্রভবনং অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চেতি কৰ্মফলদায়িত্বলক্ষণপ্রভূত্বস্য ভগবদ্বাক্ষ্যেণ প্রজাপতি-পশুপতিত্বাদি পদপ্রাপকত্বলক্ষণস্য প্রভবনস্য ভগবদধীনত্বাদিতি দ্রষ্টব্যং বিশ্বাধিকঃ ‘বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি’ত্যুক্তরীত্য বিশ্বস্য সর্বস্যাপি তদেকদেশৈকদেশতয়া তস্য বিশ্বাধিকত্বং, সংসারক্ৰোধোদ্ভাবকতয়া ক্রতুত্বং নিরতিশয়সর্বজ্ঞত্বা-

দ্বিযুক্ততয়া মহর্ষিঃ চ ভগবতো যুজ্যতে এবংভূতো ভগবান্ যন্নাভি-
পদ্মাদভবম্মহাত্মা প্রজাপতিবিশ্বসৃগ্ বিশ্বরূপঃ 'তত্র ব্রহ্মা চতুর্মুখোহজায়ত'
'নারায়ণাদব্রহ্মাহজায়ত' 'নারায়ণাদব্রহ্মোহজায়ত' ইত্যুক্তরীত্যা হিরণ্য-
গৰ্ভং সৰ্কেষাং দেবানাং সৃষ্টে: প্রাক্ জনয়ামাস, দেব: পরমবিষয়তয়া
শুভয়া বুদ্ধ্যা নো যোজয়তু ইত্যর্থ: ৷৪৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—তত্ত্বজ্ঞানং বিনা মুক্তির্নিভবতি তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ পর-
মেশ্বরস্বরূপজ্ঞানং তচ্চ প্রপঞ্চ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তৃত্বং তদপি তস্যাহুগ্রহং
বিনা ন সম্ভবেদिति যো দেবানামিত্যাदिना तद्व्याह—“अन्नाद्यस्य यतः”
ইতি তটস্থলক্ষণং তদেবাহ যো দেবানাং প্রভবঃ উৎপত্তিকারণম্, যৈ-
বিস্রিঞ্চাদিভি দেবৈর্জগৎ সৃজ্যতে তেষামুৎপত্তিকারণং স এব। তেষাং
সৃষ্টিশক্তেরপি কারণং স এব তত্রাহ—উদ্ভবশ্চ বিভূতেষোজয়িতা,
এবং বিশ্বাধিপঃ বিশ্বপালকঃ, কদ্ভঃ প্রলয়কর্ত্তাচ যতঃ স মহর্ষিঃ
মহাংশাসৌ ঋষিশ্চ সৰ্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ অন্তথা সৃষ্টাদিকর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ। তথা
শ্রুতিশ্চ 'স তপোহতপাত' 'তপস্তপ্তা অসৃজৎ' ইতি 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ-
ভীদ্ধান্তপসোহধ্যাজয়তেতি' চ এবং সৃষ্টার্থং দ্বারভূতং লোকপিতামহ-
জননং প্রাথমিকমাহ—হিরণ্যগৰ্ভং হিরণ্যং স্বৰ্ণবৎ তেজোময়মণ্ডং গৰ্ভঃ
উৎপত্ত্যাধাবো যসা তং তথাচ মম্বঃ 'তদণ্ডমভবকৈঃ সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজে স্যং ব্রহ্মা সৰ্বলোকপিতামহ' ইতি। সঃ সৃষ্টিস্থিতি-লয়-
কর্ত্তা শ্রীহরিঃ নঃ অস্মান্ শুভয়া নিৰ্মলয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেনেতি-
যাবৎ সংযুক্তু যোজয়তু ইতি তদহুগ্রহঃ প্রার্থাতে ৷৪৷

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সৰ্বাগ্রে
তঁাহার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তব্যবিষয় জানা আবশ্যক।
সেইজন্তাই এই অধ্যায়ারম্ভে শ্রুতিমন্ত্রসমূহ সেই সৃষ্টিরহস্য বর্ণন
করিতেছেন। যাহারা জগন্নিখাদবাদী ও বিবৰ্জবাদী তাহারা বেদান্ত-

সূত্রে বর্ণিত “জন্মান্তস্য যতঃ” (১।১।২) সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ। সেইজন্য এই শ্রুতিমন্ত্রে উপদেশ দিতেছেন যে, ভগবজ্-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদহুগ্রহ সৰ্বাগ্রে প্রার্থনা করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি এবং তিনিই এসকল দেবতাতে শক্তি আধান করিয়া থাকেন। দেবগণের স্বতন্ত্র শক্তি নাই। দেবগণের মধ্যে যে শক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই বিভূতি।

তিনিই ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা-রুদ্রাদির উৎপত্তি ও উদ্ভব—সকলই পরমেশ্বর হইতে। ষাঁহার বহ্নীশ্বরবাদী তাঁহার দেবগণের স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্বের যে কল্পনা করেন, তাহা তত্ত্ববিরুদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূতা।

যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।”

(চৈঃ চৈঃ আদি ৫।১৪২)

দেবগণ যে শ্রীভগবানের বিভূতি, সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বর্যঃ।

বিভূতয়ো মম হেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ।”

(ভাঃ ৬।৪।৪৫)

দেবগণের স্তবেও পাই,—

“য এক ঈশো নিজমায়য়ানঃ

সসৰ্জ যেনাতু স্বজাম বিশ্বম্।

বয়ং ন যশ্চাপি পুরঃ সমীহতঃ

পশ্চাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥” (ভাঃ ৯।৬।২৫)

শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা,—

“ত্বমাত্মা সৰ্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈবিশ্বাম্ ।

গৃঢ়ো গুহ্যশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূৰ্ব্বং মায়য়া সম্বজে গুণান্ ।

তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ স্বজ্ঞশ্চৈশ্বৰ্যসৌখর্যঃ ॥”

(ভাঃ ১০।৩৭।১১-১২) ১৪৯

শ্রুতিঃ—যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহপাপকাশিনী ।

তয়া নন্তনুবা শন্তময়া গিরিশস্তাভিচাক্ষীহি ॥৫৥

অনুবাদ—[হে] রুদ্র ! (সংসাররোগ-বিদ্রাবক পরমেশ্বর !) তে (তোমার) যা (যে) শিবা (মঙ্গলময়ী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা) অঘোরা (অভয়ঙ্করী সৌম্যা) অপাপকাশিনী (পুণ্যাভিবাঞ্জিকা) তনুঃ (মূর্তি আছে) [হে] গিরিশস্তা ! (গিরিতে থাকিয়া মঙ্গলপ্রদ ! অথবা হে গিরিশ ! হে অন্ত সৰ্বজ্ঞ ! তুমি) তয়া (সেই) শন্তময়া (অতিশয় শান্ত-ময়ী) তন্তুবা [তথা] (শরীর দ্বারা) নঃ (আমাদিগকে) অভিচাক্ষীহি (কৃপাপূৰ্বক নিরীক্ষণ কর অর্থাৎ প্রয়োযুক্ত কর) ॥৫৥

অনুবাদ—হে ভগবন্ রুদ্ররূপধারিন্ পরমেশ্বর ! তুমি গিরিতে অর্থাৎ হৃদয়গুহায় থাকিয়া জীবের মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাক । তোমার সচ্চিদানন্দঘনা, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, পুণ্যাভিবাঞ্জিকা যে মূর্তি আছে, সেই স্থতময়া মূর্তিতে আমাদের প্রতি কৃপাপূৰ্বক দৃষ্টিপাত কর অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলবিধান কর । আমরা যেন সৰ্বথা পবিত্র হইয়া তোমাকে সেবা করিবার যোগ্য হইতে পারি ৫৫ ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—‘অদৃষ্টপূৰ্ণং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রব্যথিতং
মনো মে, তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস’ ইত্যুক্ত-
ব্রীত্য। দিব্যমঙ্গলবিগ্রহবিশিষ্টতয়া ভগবৎপ্রকাশপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—

হে রুদ্র ! সংসাররুজাদ্রাবক ! প্রসিদ্ধরুদ্র বাবর্তনায় তং বিশিনষ্টি
গিরিশস্ত ইতি গিরিশং তনোতীতি গিরিশস্তঃ রুদ্রস্ত শ্রুত্ব ইত্যর্থঃ
ষা শিবা অঘোরা চ পাপকাশিনী পাপকর্ষ-কশিতুং শীলমস্তা ইতি
পাপকাশিনী পাপদাহিকা বৈষ্ণবী সাত্বিকী তনুঃ তাদৃশা শস্তময়া
সুখপ্রদয়া অত্যন্তাহুকুলতয়া তস্মা বিগ্রহেণ অভিচাক্ষীহি প্রকাশতু
ইত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্বার্থবোধিনী—তন্মৈতে ঘে তনুবো তনু শস্তী শরীরিণাং
বদ্ধমোক্ষকরী ঘোরা অগ্না শিবা অগ্না, তয়োর্মধ্যে ঘোরা অবিচারুপা
তয়া মূর্ত্যা জীবন্তামঙ্গলং সংসারবন্ধনং সাধয়তি, অগ্নাচ ওভা বিচারুপিণী
তয়া শুভং বিধন্তে ‘বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে’ ইতি শ্রুতেঃ। তত্র রুদ্রস্ত
পরমাত্মনঃ পরবিদ্যাদায়িনী মূর্ত্তিং প্রকাশয়িতুং স প্রার্থ্যতে হে ভগবন্
রুদ্র ! জ্ঞানপ্রদ ! হে গিরিশস্ত ! গিরৌ হৃদয়-স্থিতঃ শংকরমরমঙ্গলং
তনোতি যন্তঃসংবোধনে, তে তব শিবা মঙ্গলময়ী অবিদ্যানাশিনী, অঘোরা
ন ঘোবা ভীষণা ভবতি তাদৃশী সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ, অপাপকাশিনী
সুকৃতফলদাত্রী তনুঃ মূর্ত্তিরাস্ত শস্তময়া অতিশয়েন শংকরপয়া তয়া তনুবা
তস্মা ইয়াদিপূরণ ইতি ছন্দোহস্তরোধাৎ বকার উবাদেশঃ, নঃ অস্মান্
অভি অভিলক্ষ্য চাক্ষীহি প্রকটো ভব। চকাশ্ধাতোরীড়াগমঃ
ব্যত্যয়াৎ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে পরমেশ্বরের এক নাম রুদ্র,
কারণ তিনি সংসাররূপ রোগের বিদ্রাবক। সেই রুদ্রদেব পর-
মেশ্বরকে সংবোধন পূর্বক বলিতেছেন, হে রুদ্রদেব পরমেশ্বর !

আপনি গিরিতে থাকিয়া অথবা জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থান পূর্বক জীবের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, সেইজন্ত আপনার এক নাম গিরিশ বা গিরিশস্ত অর্থাৎ যিনি গিরিশকে বিস্তার করেন তিনি গিরিশস্ত অর্থাৎ রুদ্রের ষষ্ঠা। আপনার যে সচ্চিদানন্দময়ী আহ্লাদকরী পাপনাশিনী পুণ্যাভিব্যঞ্জিকা সৌম্য মূর্তি আছে, সেই স্মৃতিমা পরা বিদ্যারূপিণী মূর্তি দ্বারা আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন। আমরা যেন বিমুক্ত হইয়া আপনার সেবার যোগ্যতা লাভ পূর্বক পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারি।

শ্রীভগবানের তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীমূর্তি বা শ্রীবিগ্রহ বিমুক্তসম্বন্দ্য।

শ্রীমন্ভাগবতে পাই,—

“সদ্বৎ বিমুক্তং বস্তুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপার্বতঃ ।
সত্ত্বৈ চ তস্মিন্ ভগবান্ বাস্তুদেবো-
হৃদোক্কজো মে নমসা বিধীয়তে ॥” (ভাঃ ৪।৩।২৩)

আরও পাই,—

“সদ্বৎ বিমুক্তং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবাইগং যেন জনঃ সমীহতে ॥” (ভাঃ ১০।২।৩৪)

শ্রীভগবানের প্রাকট্য দর্শন করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র উপায়। যাহা কঠোপনিষদে “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ...বিরূপতে তনুং স্বাম্ ॥” (কঠ ১।২।২৩) মন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ সৰ্বদেবগণের অধীশ্বর,—

“স হি সৰ্বস্বরাধ্যাক্ষো হৃদ্বরষিড়্‌গুহাশয়ঃ ।

তন্মূলা দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ সেশ্বর্যঃ সচতুৰ্মুখাঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে মায়ার বিবিধা বৃত্তিরূপে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় যে,—

“বিজ্ঞাবিজে মম তন্ বিজ্ঞ্যাক্তব শরীরিণাম্ ।

মোক্ষবদ্ধকরী আজে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥”

(ভাঃ ১১।১১।৩)

অবিজ্ঞায় মায়াবন্ধন এবং বিজ্ঞাবৃত্তিতে মায়ামুক্তি হয় ।

শ্রীব্রহ্মাও নারদকে বলিয়াছেন,—

“হৃতী বিচক্রেমে বিষড্‌ সশনানশনে উভে ।

ষদবিজ্ঞা চ বিজ্ঞা চ পুরুষস্তু ভয়াশ্রয়ঃ ॥” (ভাঃ ২।৬।২১)

কিন্তু বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র পরা বিজ্ঞারূপিণী ভক্তি হইতে শ্রীভগবদ্‌ প্রাপ্তি হয় ॥৫॥

শ্রুতিঃ—যামিষুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে ।

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিৰ্‌সীঃ পুরুষং জগৎ ॥৬॥

অনুমান্যবাদ—হে গিরিশস্ত ! (পর্কতে থাকিয়া মঙ্গলপ্রদ !)

[অং—তুমি] অন্তবে (প্রাণীদিগের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য অর্থাৎ বদ্ধ জীবের উপর প্রয়োগের জন্য) যাং ইষুং (যে বাণ অর্থাৎ যে মায়ারূপ অস্ত্র) হস্তে (হাতে) বিভর্ষি (ধারণ করিতেছ) হে গিরিত্র ! (হে গিরিজ্ঞাপকারিন্) তাং (সেই বাণকে) শিবাং (মঙ্গলময়ী) কুরু (কর অর্থাৎ তোমার মায়া শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর)

[তয়া—সেই বাণে অর্থাৎ মায়াক্রান্তি দ্বারা] পুরুষঃ (দেহমধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে) [এবং] জগৎ (অস্থায়ী নশ্বর বিশ্বকে) মা হিংসীঃ (ধ্বংস করিও না, মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিও না অর্থাৎ জীবসমুদয়রূপ জগৎকে মায়াক্রান্ত করিও না, ইহাই প্রার্থনা) ১৬।

অনুবাদ—হে গিরিশস্ত! দুর্কোথতযে স্থিত মঙ্গলময় ভগবন্! তুমি আমাদের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্ত যে বাণ অর্থাৎ মায়াক্রান্তি তোমার হাতে অর্থাৎ পুত্র-কলত্র বিষয়ে ধরিয়া রাখিয়াছ; হে গিরিত্র! দুঃখিময়া গিরিসদৃশ সেই বিষয় হইতে রক্ষাকারি! সেই বাণরূপিণী মায়াক্রান্তিকে মঙ্গলময়ী কর, আমাদেরকে তোমার অভিমুখী কর অর্থাৎ বিষয়-প্রবণতা বোধ করিয়া আমাদের মতি স্বংপ্রবণা কর, এই শরীর-মধ্যে যে জীবাত্মা আছে, তাকে আর অভিজ্ঞ করিও না, তাকে মোহমুক্ত কর। তোমার সৃষ্ট জগৎকেও মঙ্গলময় কর ১৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—গিরিত্র গীর্জাদাস্তঃ তত্র ত্রায়তে পালাতে প্রতিপাত্তে ইতি বেদান্তপ্রতিপাদ্যম্। গিরিত্রশব্দার্থঃ গিরিশস্তেত্যস্ত পূর্ববদর্থঃ হে গিরিত্র গিরিশস্ত তে হস্তে শিবাং যামিযুং বিভর্ষি যদায়ুধং বিভর্ষীত্যর্থঃ তামিযুং অন্তবে ক্ষেপে মদ্রক্ষজ্ঞানবিরোধিক্ষেপায় কুরু, গচ্ছতীতি জগৎ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণং পুরুষং মা হিংসীঃ সংসারাক্ষুপপতিতং মা কাষীষিত্যর্থঃ ১৬।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—‘মায়াক্রান্তি প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরমি’তি-শ্রুত্যা পরমেশ্বরস্ত মায়াদীশ্বরত্বমবগম্যতে তয়া মায়াক্রান্তিহোজীবো মায়িকং জগৎ সূক্ষ্মময়ং কল্পতে বস্তুতন্ত তয়া মায়য়া জীবস্ত মোহাৎ তত্ত্বজ্ঞানং তৎ-প্রবৃত্তিঞ্চ নশতি অতস্তামপসারয়িতুং ভগবন্তুং প্রার্থয়তে যামিযুমিত্যাদিনা হে গিরিশস্ত! ত্বম্ অতিদূর্গে গিরৌ তিষ্ঠন্নপি জীবস্ত শং বিত্তরসি

অতো হে সৰ্বকল্যাণময় দুৰ্জ্জের্ষ! যাম্ ইষং বাণমিচ্ছাশক্তিমিত্যর্থঃ
অন্তবে নিক্ষেপ্তং জীবৈ প্রযোক্তং হস্তে করে মায়াবিষয়ীভূত-স্ত্রী-পুত্র-
বিস্তাদিষু বিভর্ষি ধারয়সি স্ত্রী-পুত্রাদিবিষয়রূপেণ বহিস্মুখ-জীবং মায়ায়া
শক্ত্যা অভিভবিতুগিচ্ছসি ইত্যর্থঃ হে কৰুণাময় গিরিজ! গিরে:
দুৰ্ভেদমায়াবিষয়াং ত্রাণকারিন্ তাং মায়াশক্তিং বাণরূপাং শিবাং মঙ্গল-
ময়ীম্ অবিমোহিনীং কুরু, তয়া ইষা পুরুষং জীবং মা হিংসী: মা
অভিভূ: তথা জগদপি মা হিংসী: মা মোহময়ং কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥৬॥

ভস্ককণা—হে গিরিশস্ত! গিরিজ! গী: শব্দের অর্থ—বেদাস্ত।
যিনি এই শব্দরূপ বেদাস্তের দ্বারা ত্রাণকারী, অথবা প্রতিপাদিত
হন, সেই বেদাস্ত-প্রতিপাদ্য বস্তু। আর গিরিশস্ত শব্দের অর্থেও
শ্রীবঙ্গরামানুজ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, যিনি গিরিশকে বিস্তার
করেন, তিনি গিরিশস্ত অর্থাৎ রুদ্রের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বরকে গিরি-
শস্ত ও গিরিজ-শব্দে সংবোধন পূর্বক বলিতেছেন যে, তুমি গিরিতে
অথবা জীবের হৃদয়গুহাতে থাকিয়া জীবের সুখ বা মঙ্গল বিস্তার
করিয়া থাক অর্থাৎ তোমার আশ্রিত সাধুগণকে রক্ষা করিয়া থাক।
সেই তোমার হস্তেই একটি লোকক্ষয়কর অস্ত্র রহিয়াছে। যদিও ঐ
অস্ত্র প্রলয়কালে লোকক্ষয়ের নিয়ন্তাই ধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার
হস্তস্থিত কল্যাণময় অস্ত্রের দ্বারা জীব ও জগতের কল্যাণ কর
অর্থাৎ জীব ও জগতের সমগ্র অকল্যাণ বিনাশ পূর্বক তাহাদের কল্যাণ
প্রদান কর। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে কঙ্গগীতেও পাওয়া যায়,—

“ত্বমেক আত্ম: পুরুষ: স্পৃশশক্তি-

স্তয়া বজ্র:সংহতমো বিভিভতে।

মহানহং খং মরুদগ্নিবান্ধবাঃ

সুৰ্ব্বযো ভূতগণা ইদং যতঃ ।” (ভাঃ ৪।২৪।৬৩)

আরও পাই,—

“অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাণুন্ বিপশ্চিতাম্ ।

বিশ্বং ব্রহ্মভয়ধ্বন্তমকুতশ্চিদ্রয়া গতিঃ ।” (ভাঃ ৪।২৪।৬৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“বিপশ্চিতাং গতিরসি, ন ত্ববিপশ্চিতাং, যতো বিশ্বং .

ব্রহ্মভয়ধ্বন্তং বিশ্ববর্তিনোহজ্ঞা জীবাঃ কলিভয়ধ্বন্তা এবৈত্যর্থঃ ।” ৬।

শ্রুতিঃ—ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং

যথানিকায়ং সৰ্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্ ।

বিশ্বৈশ্চৈকং পরিবেষ্টিতারম্

ঈশং তং জ্ঞাত্বাহমুতা ভবন্তি ॥৭॥

অন্যানুবাদ—ততঃ (সেই জীবযুক্ত জগৎ হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি জগতের কারণ) [শুধু ইহাই নহে] ব্রহ্মপরং (হিরণ্য-গৰ্ভ ব্রহ্মা হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ) [যেহেতু] বৃহন্তম্ (তিনি বৃহৎ, বিশ্বব্যাপক) [তাহাই দেখাইতেছেন] যথানিকায়ং (যেমন যেমন শরীর, তদনুসারে) সৰ্ব্বভূতেষু (সৰ্ব্বপ্রাণীর হৃদয়-মধ্যে) গূঢ়ম্ (গুপ্ত, অন্তর্ধ্যামিরূপে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত) [কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বহু নহেন] একং (এক অদ্বিতীয়) বিশ্বম্ (জগতের আক্রম-স্তম্ভপর্যায় জগতের) পরিবেষ্টিতারং (পরিবেষ্টনকারী ব্যাপক) [তাহার প্রমাণ] ঈশং (তিনি নিয়ন্তা, সৰ্ব্বপরিচালক) তং (সেই পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিতে পারিলে অর্থাৎ অন্তর্ধ্যামিরূপে অবগত হইলে) [জনাঃ] অমুতা ভবন্তি (জীবগণ মরণহীন হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে) ৭।

অনুবাদ—পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনারূপ নিরন্তর ধ্যান-বলেই জীবের মুক্তি হয়, এই উদ্দেশ্যে শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। তিনি সেই জীবযুক্ত জগতের এবং জগদাত্মা বিরাট্ পুরুষের কারণ, সেইহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম, বিভিন্ন প্রকার জীব-দেহের অন্তরের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অস্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। এই বিশ্বকে তিনি সর্বতোভাবে বেঠেন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি বিশ্বব্যাপক, তিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়ত্ব। তাঁহা হইতেই সকল উদ্ভূত। তিনি সর্বনিয়ন্তা, এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিলে সকলেই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তপ্রকারেণ তৎপ্রার্থনানন্তরং বৃহন্তং নিরতিশয়-বৃহদ্ব্যাপ্যং অতএব যথানিকায়ং মশকমাতঙ্গাদি শরীরানুরূপেণ সর্বভূতেষুপ্রবিশ্যাস্তর্য্যামিতয়া বর্তমানং পরং ব্রহ্ম বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতং তমীশ্বরং জ্ঞাত্বা মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্বকারণ-কারণশ্চ সর্বব্যাপকশ্চ সর্বনিয়ন্ত-জ্ঞানাত্মকত্বতো জ্ঞাত্বা মোক্ষো ভবতীত্যভিপ্রেত্য সজীব-জগৎ-কারণাত্মনা স্থিতশ্চ পরমাত্মনঃ স্বরূপং বর্ণয়তি। ততঃ পরমিত্যাদিনা ততঃ জীব-যুক্তাৎ জগতঃ পরং কারণত্বাৎ শ্রেষ্ঠম্। নহু জগৎকারণং কার্য্যব্রহ্মৈব কথমেতদুচ্যতে তত্রাহ—ব্রহ্মপরং ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ পরমতীতং কূতঃ? তৎশ্রেষ্ঠত্বাৎ যতো বৃহন্তং ব্যাপকং, তদপি কূতঃ? যথানিকায়ং নিকায়ং শরীরম্ অনতিজ্ঞম্য বিভিন্নশরীরানুরূপেণ, সর্বভূতেষু সর্বপ্রাণিষু অস্তঃ বিভিন্নাংশরূপেণ জীবেন তথা অস্তর্য্যামিতয়া পরমাত্মরূপেণ গূঢ়ং প্রচ্ছন্নভাবেন অস্তরবস্থিতম্, নহু তেহপি জীবাত্মান এব কূতস্তদতীতশ্চ পরমাত্মনোহস্তিত্বমিতিচেস্তত্রাহ—বিশ্বশ্চ চরাচরাত্মকজগতঃ পরিবেষ্টিতারং সর্বমন্তঃকৃত্বা স্বাত্মনা ন তু সজাতীয়েন বিজাতীয়েন বা দ্বিতীয়েন

স্বরূপে সৰ্বং ব্যাপ্যাবস্থিতং তমেবাহ—একম্ অদ্বিতীয়ম্, কথং বেষ্টনম্
তৎপ্রকারমাহ—ঈশং নিয়ন্তারং ব্রহ্মাদিজগন্নিয়ন্তৃত্বমেব তদ্বেষ্টনমিত্যর্থঃ,
এবং রূপং তং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা বিদিত্বা জনা অমৃত্য ভবন্তি মরণমহিতা-
মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বর্তমানে শ্রুতি পরমেশ্বরতত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া
বলিতেছেন—জীবসহিত সমগ্র জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং
হিয়ণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি সকলের কারণ-
স্বরূপ এবং সৰ্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। তিনি সৰ্ব্বপ্রাণীর বিভিন্ন দেহের
মধ্যে বিভিন্নাংশে জীবরূপে এবং তদন্তর্যামিরূপে পরমাত্মস্বরূপে
গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। তিনি অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। তাঁহার শক্তির
পরিণতিতে জগৎ ও জীবসমুদয় প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতে পৃথক্
আকরতত্ত্ব কিছু নাই। শক্তি ও শক্তিমানরূপে তিনিই অদ্বিতীয়তত্ত্ব।
তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, কারণ তিনি সৰ্ব্বব্যাপী ও মহান্।
এইভাবে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিলে,
তাঁহার রূপায় জীব অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়।

শ্রীভগবানের জীবান্তর্যামিত্ব-বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“কেচিং স্বদেহান্তর্যদ্যাবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।

চতুর্ভুজং কঙ্করখাদ্রশজ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥” (ভাঃ ২।২।৮)

শ্রীভগবান্ জীব-জগদাদি সকলের মূল, অদ্বিতীয় তত্ত্ব—

“নাতঃ পরং পরম যদ্বতঃ স্বরূপ-

মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিক্রবর্চঃ।

পশ্যামি বিশ্বম্জমেকমবিশ্বমাত্মন্

ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদন্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥” (ভাঃ ৩।৩।৩)

বিষ্ণুপুরাণে পাই,—

“একদেশস্থিতস্তাগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥” (বিঃ পুঃ ১।২২।৫২)

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি ।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১১) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাহভিমৃত্যুমেতি

নাত্মাঃ পশ্চাৎ বিদ্বতেহয়নায় ॥৮॥

অম্ময়াশুবাদ—[এই পরব্রহ্মতত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ উপাসক বলিতেছেন]
 অহম্ (আমি) এতৎ (সেই পূর্ববর্ণিতস্বরূপ) মহাস্তং (বিশ্ব-
 ব্যাপক) পুরুষং বেদ (পরমেশ্বরকে জানিয়াছি এবং ধ্যান করিতেছি)
 [কিভাবে জানিয়াছি?] আদিত্যবর্ণং (তিনি সূর্য্যের মত স্বয়ং-
 প্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্ময়) তমসঃ (অজ্ঞান তিমিরের অথবা মায়ায়)
 পরস্তাৎ (অতীত, মায়াদ্বারা অসংস্পৃষ্ট) [এই পরমাত্মাকে কি
 উদ্দেশ্যে ধ্যান করিতেছি?] তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) বিদিত্বা এব
 (জানিতে পারিলেই অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া উপাসনা
 করিলেই) মৃত্যুং (মৃত্যু অর্থাৎ দুঃখ-বহুল সংসার) অতি এতি
 (অতিক্রম করে, মুক্ত হইয়) অয়নায় (সংসার পার হইবার অথবা
 পরমপদ প্রাপ্তির) অন্তাঃ (এতদ্ভিন্ন অপর যাগযজ্ঞাদি কোনই) পশ্চাৎ
 (পশ্চ, উপায়) ন বিদ্বতে (নাই) [সেই কারণ তাঁহাকেই ধ্যান
 পূর্বক উপাসনা করিতেছি] ॥৮॥

অনুবাদ—মহদ্রষ্টা ঋষি আত্মানুভূতি-প্রামাণ্যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের উপর মুক্তিলাভের দৃঢ়তা স্থাপন করিতেছেন। আমি জানিয়াছি—সেই এই বিশ্বব্যাপী মহাপুরুষ সূর্যের মত স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্শ্রয়। তিনি অজ্ঞানানুকারের অর্থাৎ মায়ার অতীত। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলেই অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদপ্রাপ্তির তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। ৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তজ্জ্ঞানস্ত মোক্ষসাধনমক্ষু। ইতরস্ত তন্নিষেধতি।

জ্যোতিঃ মহাপুরুষং নারায়ণং বিদিত্বা মৃত্যুশক্তিং সংসারমতি-ক্রামতি অয়নায় তৎপ্রাপ্তয়ে অগ্নৌ মার্গো নাস্তি এতমর্থমহং বেদ জানামি অগ্নির্থে বিবাদৌ নাস্তীতি মুনীনাং পরম্পরং বচনমিদম্। ৮।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মৃত্যুপায়ং তত্ত্বসারং স্বয়মেবানুভূয় তত্ত্বদর্শী পুরুষঃ তৎপথায় পরান্ প্ররোচয়তি বেদাহমিতি—অহম্ মহদ্রষ্টা ঋষিঃ জানে অনুভবামি, কিম্? এতং উক্তস্বরূপং পরমাত্মানম্ এব পুরুষম্ প্রত্যগাত্মানং সাক্ষিণম্ মহান্তম্ সর্বাভ্যুত্থাৎ পরিপূর্ণং তথা আদিত্যবর্ণং আদিত্যাস্তবর্ণ ইব বর্ণোহশ্বেতি জ্যোতির্শ্রয়ং স্বপ্রকাশস্বভাবমিত্যর্থঃ কিঞ্চ তমসঃ অজ্ঞানাং পরস্তাং উপরি মায়াতীতত্বাৎ। অনুভূতবানস্মি, কিন্তু জ্ঞানফলং তত্রাহ—তন্ম পরমেশ্বরং বিদিত্বা উপাসনাদ্বারেণ অনুভূয়েব মৃত্যুং মরণধর্ম্মাণং সংসারম্ অতোতি অতিক্রামতি মুক্তৌ ভবতি। কিঞ্চ ইষ্টাপূর্তাদিকং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ কস্মৈ ন মুক্তিকারণং তদেবাহ—অতঃ এতদ্ব্যতিরিক্তঃ পন্থাঃ উপায়ঃ—কস্মৈ? অয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে ভবাক্তিররণ্য ন বিত্তে এতদপি জ্ঞাতবান্ ইতি যাগাদীনাং তমোহস্তঃ-পাতিত্বাৎ ক্ষয়িকৃত্বাৎ যজ্ঞপুরুষস্ত পরমেশ্বররূপত্বাচ্চ স এব ধ্যেয় ইত্যুপদেশঃ। ৮।

তত্ত্বকণা—কোন তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন। সেই সৰ্বব্যাপী পরমমহান পুরুষ পরমেশ্বরকে আমি জানিয়াছি। তিনি অবিচারূপ অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ মায়াব অতীত এবং সূর্য্যের ত্রায় স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ জ্যোতির্ময়-তত্ত্ব। তিনি স্বীয় ধামে স্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে অর্থাৎ স্বরূপতঃ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া তাঁহার উপাসনা দ্বারা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহনীর সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায় অর্থাৎ মুক্ত হওয়া যায়। তিনি কৃপা পূর্ব্বক জীবকে উদ্ধার না করিলে জীবের স্বচেষ্টায় তাহা সম্ভব নহে। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলেই তাঁহার কৃপায় তৎপদপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হয়। শ্রীগীতায়ও পাই,—“মামেব য়ে প্রপন্নস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” (গী: ৭।১৪) এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য কোন পথ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার স্তবেও পাই,—

“য একবর্ণং তমসঃ পরং তদলোকমব্যাক্তমনস্তপারম্।

আসাক্ষকারোপস্থপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ।

ন যশ্চ কচ্চাতিতিতর্স্তি মায়াং, যস্মা জনো মুহুতি বেদ নার্পম্।

তং নির্জিতান্মান্মগুণং পরেশং নমাম

ভূতেষু সমং চরন্তম্।” (ভা: ৮।৫।২২-৩০)

মুচুন্দ্রের প্রতি দেবগণের বাক্য—

“বরং বৃগীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমস্ত নঃ।

এক এবেশ্বরস্তস্ত ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।” (ভা: ১০।৫।১২০)

শিবও ষণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন,—

“মুক্তিপ্রদাতা সর্কেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।”

শ্রীব্রহ্মা অন্তঃকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

“সমাপ্রীতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যমশো মূর্য্যেঃ ।

ভবান্মুখিবৎসপদং পরং পদং পদং পদং বহিপদাং ন যেষাম্ ॥”

(ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

“যে করয়ে বন্দী, ছাড়য় সেই সে ।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“কৃষ্ণ-বহিন্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয় ।

কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া মুক্তি হয় ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩১) ৷৮৥

শ্রুতিঃ—যস্ম্যাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্

যস্মান্নাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কচ্চিৎ ।

বৃক্ষ ইব স্তক্কো দিবি তিষ্ঠত্যেক-

স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্ ॥৯৥

অম্বয়ানুবাদ—যস্ম্যাৎ (যে পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ)
অপরং (অন্ত) কিঞ্চিৎ (কোন বস্তু) ন অস্তি (নাই) যস্ম্যাৎ (যাহা
হইতে) অগীযঃ (অগুতর) ন [অস্তি] (নাই) জ্যায়ঃ (বৃহত্তর)
কঃ চিৎ (কেহই) ন অস্তি (নাই) [এই কারণে তাঁহাকে উপাসনা
করিলেই মুক্তি হয়] [তিনি] বৃক্ষ ইব (বৃক্ষের মত) স্তক্কঃ (স্থির)
একঃ (অদ্বিতীয়) দিবি (প্রকাশাত্মক নিজ মহিমায় বা নিজধামে)
তিষ্ঠতি (অবস্থিত) তেন পুরুষেণ (সেই অদ্বিতীয় পুরুষ কর্তৃক) ইদং
(এই পরিদৃশ্যমান) সৰ্ব্বং (সমস্ত প্রপঞ্চ) পূর্ণম্ (পরিব্যাপ্ত) [ইহা
আমি জানিয়াছি] ॥৯৥

অমুবাদ—কেন যে তাঁহার ধ্যানে মুক্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন—তিনি যে পরাংপর, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। তাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর কিছু নাই, মহত্তরও কিছু নাই। তিনিই একমাত্র বৃক্ষের মত নিশ্চলরূপে অপ্রচ্যুতস্বভাবে প্রকাশময় নিজ মহিমায় অবস্থান করিতেছেন। এক তাঁহার দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। অতএব তাঁহার উপাসনাই মুক্তির পথ ৷২৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহু আত্মজ্ঞানশ্চৈব তরতি শোকমাশ্রুবিদিতি মোক্ষহেতুত্বমুচ্যতে কথমাদিত্যবর্ণপুরুষবিগ্রহজ্ঞানশ্চেত্যশঙ্কাতশ্চৈব পুরুষস্ত পাবকত্বাদাত্মত্বমপি তশ্চৈবেত্যাহ—

যস্মাদ্‌পরং অপরং নাস্তি কেনাপি প্রকারেণোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ ইতি ভাবিতং ব্যাসার্ধৈশ্চ যস্মাদিত্যস্ত পরমিত্যেনান্বয়োস্ত যস্মাদ্‌উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ ইত্যশঙ্ক্য তথা সতি বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ অপরমিতি অস্ত ন চ পরং চাপরঞ্চ নাস্তীতি উৎকৃষ্টাপকৃষ্টবস্ত নিষেধকত্বং ন শকনীয়ং আবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ অতো যস্মাদিত্যস্তাপরমিতি অনেনান্বয়ঃ যস্মাদ্‌উৎকৃষ্টং সর্বোৎকৃষ্টবস্ত নাস্তি ইত্যর্থঃ। আশ্রয়ণে তু তদন্ত্রস্তোৎকৃষ্টস্ত বস্তন এবাত্বাৎ সমাভ্যধিকনিষেধঃ ফলতীতি বর্ণিতং, যদপেক্ষ্যাতিশয়েনাস্তঃপ্রবেশযোগ্যং বস্ত নাস্তি যস্মাচ্চাধিকং বিবৃদ্ধং কিমপি বস্ত নাস্তি, যস্মাচ্চাক্রুতে লোকে অবাপ্তসমস্তকামতয়া ব্রহ্মাদিকমপি তুলীকৃত্য বৃক্ষ ইব অপ্রণতস্বভাবস্তিষ্ঠতি, তেন ভগবান্নিতি শঙ্কোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি নিকৃপাধি চ বর্ত্ততে বাসুদেবে সনাতন ইত্যুক্তপ্রকারেণ পুরুষশব্দিতেন ভগবতা বাসুদেবেন ইদং সর্বং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ, অনেন জীবাশ্রুতেনেতি চিন্তায়া বিস্তারো দর্শিতঃ পূর্ণমিতি ব্যাপ্ত্যা আশ্রয়ে কথিতে দেহভূতস্ত জীববর্গস্ত তদধীনজীবনত্বমুক্তং ভবতি যস্মাদ্‌হেতোঃ পুরুষাপেক্ষ্যা উৎকৃষ্টং বা সমং বা নাস্তি ৷২৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—কুতস্তাবৎ তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি ইত্য-
শঙ্ক্য যতো নাধিকং ততঃ কিমপি অতন্তদুপাসনমেব সংসার-নিবৰ্ত্তক-
মিত্যাহ—যস্মাৎ পরমিত্যাদিনা । যস্মাৎ মহতঃ পুরুষাৎ পরং শ্রেষ্ঠম্
অপরম্ অগ্ন্যৎ কিঞ্চিং কিমপি ন অস্তি স হি পুরুষোত্তম ইতি, নহু
জীবোহস্তি স এব ধোয়ঃ, নেতি, যস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অগ্নয়ঃ অগ্নুতরং
স্বশ্চতরং নাস্তি ‘অণোরণীয়ান্’ মহতোমহীয়াণিত্যেকবাক্যত্বাৎ ।
জীবোহগ্নুঃ পরমায়া তু অগ্নুতর ইতি বুদ্ধেরগোচর ইতি যাবৎ,
এবং তস্মাৎ জ্যায়ঃ মহত্তরমপি কিঞ্চিদস্তি যোহি সৰ্বব্যাপকস্তশ্চৈব
জগৎকৰ্ত্তৃত্বমূপপত্তিতে আকাশং তথাভূতমপি ন জগৎকৰ্ত্তৃ তস্ত তদধী-
নত্বাৎ জড়ত্বাচ্ছেতিভাবঃ । ইতোহপি জীবো বা আকাশো বা ন তত্তত্ত্বং
যতঃ স হি মহাপুরুষঃ বৃক্ষ ইব স্তম্ভঃ স্থিরস্বভাবঃ অচ্যুত ইত্যর্থঃ, কুত্র ?
দিবি গ্লোতনান্নি স্ব-স্বরূপে স্বধাম্নি বা এক এব অগ্নিনিরপেক্ষঃ
মন্ তিষ্ঠতি সৰ্বং প্রকাশয়তি । জীবন্ত অগ্নসাপেক্ষপ্রকাশনধৰ্ম্মঃ,
আকাশোহপি ন প্রকাশক ইতি তদ্ব্যাবৃত্তিঃ বৃক্ষদৃষ্টান্তেন একান্তে
গ্লোতনান্নি স্বরূপে স্থিতস্যাগ্রচ্যুতস্বভাবস্য ফলপুষ্পাদিবদ্ বিচিত্র-
জগৎপ্রকাশকত্বমিতি সূচ্যতে । অথচ একদেশস্থিতেন তেন পুরুষেণ
পুরুষোত্তমেন ইদং প্রবাহরূপেণ স্থিতং সৰ্বং পূৰ্ণং ব্যাপ্তমচিন্ত্যশক্তিত্বা-
দিত্যিভাবঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পরমদেব পরমেশ্বরের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে পুনরায়
বলিতেছেন । সেই পুরুষ সৰ্বোত্তম । তাঁহা হইতে উত্তম আর কিছুই
নাই । তিনি অগ্নু হইতে অগ্নুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর ।
তিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব । তিনি বৃক্ষের মত নিশ্চলস্বরূপে অর্থাৎ অগ্রচ্যুত-
স্বরূপে স্থায় মহিমায় অর্থাৎ স্থায় অপ্রাকৃত ধামে অবস্থান করিতেছেন ।
আবার তিনিই তাঁহার শক্তিপ্রকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,

ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়। তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহার অধিক কেহ নাই।

ত্রিমস্তগবদীতাতে পাই,—

“পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্রয়স্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

ন ত্বংসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কৃতোহন্তো লোকত্রয়েহ্যাপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥”

(গী: ১।১৪৩)

আরও পাই,—

“মন্তুঃ পরতরং নানুৎ কিঞ্চিদন্তি ধনম্ভয় ॥” (গী: ৭।৭)

ত্রিমস্তাগবতেও পাই,—

“মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ” (ভা: ৫।৩।১৬)

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রহ্মে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ॥” (চৈ: চ: ২০ প:) ৷২৷

শ্রুতিঃ—ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।

য এতদ্বিত্বরম্ভাত্তে ভবন্ত্য-

থেতরে দুঃখমেবাশিস্তি ॥১০॥

অন্যানুবাদ—ততঃ (সেই জগতের) যৎ (যাহা) উত্তরতরং (কারণ ২ইতে অধিক অর্থাৎ সর্ককারণের কারণ হইয়াও কারণাতীত) তৎ (সেই বস্তু) অরূপম্ (প্রাকৃত রূপহিত কিন্তু অপ্রাকৃত রূপবান্) অনাময়ম্ (সর্কদোষ-বর্জিত ত্রিগুণাতীত কিন্তু অপ্রাকৃত নিখিল-কল্যাণগুণবিশিষ্ট) যে (যাহারা) এতৎ (এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর-তত্ত্বকে) বিদুঃ (জানেন এবং ভজন করেন) তে (তাঁহারা)

অমৃত্য ভবন্তি (মুক্ত হন) অথ (পক্ষান্তরে—আর) ইতরে (যাহারা তাঁহাকে জানে না, তাঁহার উপাসনা করে না) দুঃখমেব (কেবল দুঃখই) অপিয়ন্তি (প্রাপ্ত হয়, কেবল জন্ম-মরণমালা পরিধান পূর্বক ত্রিতাপজালা ভোগ করে) ১১০।

অমুবাদ—পূর্বোক্ত সেই জগৎ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি উত্তরতর অর্থাৎ জগদাদির কারণ হইয়াও যিনি কারণাতীত, সেই পরব্রহ্ম অরূপ অর্থাৎ প্রাকৃতরূপরহিত কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট, তিনি অনাময় অর্থাৎ অবিদ্যা-মালিন্যরহিত, ত্রিগুণের অতীত কিন্তু অপ্রাকৃত অশেষকল্যাণগুণশালী, যাহারা এই পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরতত্ত্বকে জানেন এবং তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহার অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন, আর যাহারা তাঁহার তত্ত্ব জানেও না, উপাসনাও করে না, তাহার কেবল দুঃখই অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ত্রিতাপজালা ভোগ করিয়া থাকে ১১০।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাস্তদেব সর্বোত্তরং কৰ্মকৃত্যরূপরহিতং তৎ-কৃত-তপঃশক্তিং দুঃখশূন্যং চ তজ্জ্ঞানমেব মোক্ষসাধনমিতি শূত্রে ততো যদুত্তরতরমিত্যুপসংহরতি—

তথান্নপ্রতিষেধাদিতি শূত্রে ততো যদুত্তরমিতি পূর্বনির্দিষ্টপুরুষাদধিকং বস্তু নাস্তি ইত্যুক্তা তর্হি ততো যদুত্তরতরমিতি কিমুচ্যতে ইতি পরিচোক্ত পূর্বত্র ‘বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মং । তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্নঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নায়ৈ’তি পরম্পরব্রহ্মণো মহাপুরুষস্য বেদনমেব অমৃতত্বস্য সাধনং নান্নো অমৃতত্বস্য পশ্বা ইত্যাপদিষ্ট তদুপপাদনায় যস্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদযস্মান্নাগীয়ো ন জ্যাযোন্তি কশ্চিৎ বৃক্ষ ইব স্তক্কো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বমিতি পুরুষস্য পরম্বৎ তদ্ব্যতিরিক্তস্য

পরত্বাসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য ততো যদন্তরতরং তদরূপমনাময়ং য এতদ্বি-
দ্বয়মুতান্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ইতি পূর্বোক্তমর্থং হেতুতো
নিগময়তি। যদন্তরতরং পুরুষতত্ত্বং তদেবারূপমনাময়ং যতন্ততো যে
এতৎপুরুষতত্ত্বং বিদুস্ত এষ অমৃত্য ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তীতি
ভাষিতং অত্র ততঃ শব্দঃ পূর্বোক্তহেতুপসংহারার্থঃ ন তু পূর্বপ্রতি-
পাদিত-পুরুষস্য প্রতিপিপাদয়িতবস্ত্বস্তরাবধিত্বপ্রতিপাদনপর ইতি
দ্রষ্টব্যম্ কেচিচ্চাচার্হাঃ তেনেদং পূর্ণমিতি পূর্ববাক্যে সৰ্বমিদমিতি
প্রথমাস্তনির্দিষ্টতয়া প্রধানস্য জগত এষ ততো যদন্তরতরমিত্যত্র
তচ্ছব্দেন গ্রহণমিত্যুচ্যেতঃ তদপি যুক্তমিতি বেদার্থসংগ্রহব্যাখ্যানেহপি
উক্তমিতি ১১০।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেনানীং পরব্রহ্মণ এব সৰ্বকারণ-কারণজং
দর্শয়ন্ তদ্বিজ্ঞানিনামমৃতত্বমিতরেযাঞ্চ সংসারিত্বং প্রতিজ্ঞানীতে তত
ইত্যাদিনা—ততঃ জগতঃ উত্তরেতি দিগ্‌বাচকশব্দযোগে পঞ্চমী তস্যে-
ত্যর্থঃ। যৎ যন্তত্বং পরমেশ্বররূপম্ উত্তরতরম্ অতিশয়েনোত্তরং
কারণ-কারণত্বাৎ স্বয়ন্ত কার্য্য-কারণভাববিনিমুক্তম্। নহু পঞ্চভূতানি
তথা প্রতীয়ন্তে, নেতি যতোহরূপম্ অমৃত্তং প্রাকৃতরূপরহিতম্ হি তৎ,
তর্হি আকাশোহন্ত ‘আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্কীৰ্ত্তিতা...তদ্বক্ষ
তদমৃতং তদাত্মা’ ইতি শ্রুতে: সোহপি ন তস্য নামরূপনির্কোচত্বা-
ভাবাৎ অথাকাশ-শব্দেন যদি মুক্তো জীব উচ্যতে তদপি ন মুক্তাবস্থয়া
তস্য ‘জগদ্ব্যাপারবজ্জামিতি’নির্দেশান্ন জগৎশ্রষ্টৃত্বম্ অথ বন্ধো জীব-
ইত্যপি ন বাচ্যং তত্রহেতুর্থং কারণ-কারণং তদনাময়ং তাপত্রয়-
বিনিমুক্তম্ অবিজ্ঞাদিসৰ্বমালিঙ্গরহিতম্। এবং পরমাত্মতত্ত্বং যে
বিদুঃ জ্ঞানন্তি তে অমৃত্য মরণধর্মরহিতা মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ, অথ
পক্ষান্তরে ইত্তরে (পূর্বোক্ত তদ্বিজ্ঞানরহিতা:) তে দুঃখমেব কেবলং

তাপত্রয়ং অপিস্তি প্রাপ্নুবন্তি, ইণ্ ধাতোলটি প্রথমপুরুষ বহুবচনে ।
অত্রৈদমবধেয়ম্—যস্তাপত্রয়বিনিস্মৃক্তন্ত্যৈবাপরতাপনির্ঘোচকৎ সন্তবতি
ন হি বিজ্ঞস্য তস্য তাপানতীতত্বাদিতি অতঃ স এবোপাস্যঃ । কিং
তদিত্যোপাসনয়েতি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্বমস্তে যে সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে,
তাঁহার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণন করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত
অসমোর্দ্ধপুরুষ অরূপ অর্থাৎ প্রাকৃতরূপহীন হইয়াও অপ্রাকৃত নিত্য
সচ্চিদানন্দরূপবিশিষ্ট, তিনি অনাময়—সর্বপ্রকার দুঃখের অতীত,
অবিদ্যা দি দোষসম্পর্কশূন্য কিন্তু সর্বদা নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ লীলা-
ময় বস্তু, তাঁহার স্বরূপ যাহারা জানিতে পারেন এবং তাঁহার
উপাসনা করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের কৃপায় মুক্ত হন ।
আর যাহারা এই পরব্রহ্মকে জানে না বা উপাসনা করে না, তাহারা
তাঁহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ত্রিতাপ জালা ভোগ করে ।

শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামে মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছেন,—

“বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ।

সেই ব্রহ্ম-বৃহৎস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥

সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥

‘নির্বিশেষ’ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।

‘প্রাকৃত’ নিষেধি’ করে ‘অপ্রাকৃত’ স্থাপন ॥”

(১৫: চ: মধ্য ৬।১৩২-১৪২)

“যা যা শ্রুতির্জল্লতি নির্বিশেষঃ সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব ।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়ো বনীয়ঃ সবিশেষমেব ॥”

(হয়শীর্ষ-পঞ্চব্রাহ্মণ)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

“নির্দোষত্বগুণবিগ্রহ আত্মতত্ত্বো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চহীনঃ ।
আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদয়াদিঃ সৰ্বজ্ঞ চ স্বগত-ভেদ-বিবৰ্জিতাত্মা ॥”

শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পাই,—“যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন । ‘নির্বিশেষ’ ও ‘সবিশেষ’—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে ; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অল্পভূত হয়, নির্বিশেষ-তত্ত্ব অল্পভূত হয় না ।”

শ্রীমহাপ্রভু ইহাও বলিয়াছেন,—

‘অপাদান’ ‘করণ’ ‘অধিকরণ’—কারক তিন ।

ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥” (চৈঃ চঃ মধ্যাঃ।১৪৪)

শ্রুতি-প্রমাণেও পাওয়া যায়,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিতাসম্ব তদ্ ব্রহ্ম ॥”
(তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্) ।

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

“ ‘অপাদি-পাদ’-শ্রুতি বর্জে ‘প্রাকৃত’ পাদি-চরণ ।

পুনঃ কহে,— শীঘ্র চলে, করে সৰ্ব্ব গ্রহণ ॥

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ ।

‘মুখ্য’ ছাড়ি ‘লক্ষণা’তে মানে নির্বিশেষ ॥

বড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ ধাহার ।

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ? ॥

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।

‘নিঃশক্তিক’ করি’ তাঁরে করহ নিশ্চয় ? ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫০-১৫৩)

কঠোপনিষদের “অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ং” মন্ত্রটিও এই তাৎপর্যে গ্রহণীয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

“অমকরণঃ স্বরাড়খিলকারক শক্তিধরঃ ।” (ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

“অমকরণঃ আহঙ্কারিক-মনোনেত্র-শ্রোত্রাদিরহিতঃ তর্হীমানি মনেত্রশ্রোত্রাদীনি কুতস্ত্যানি ? তত্রাহঃ—স্বরাট্ । ঐঃ স্-স্বরূপভূতৈব নেত্রশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈ রাজসে ইতি স্বরাট্ । অতএব অখিলকারক শক্তিধরঃ খিলানি তুচ্ছানি প্রাকৃতানীত্যর্থঃ, অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময়ত্বাৎ স্বরূপভূতানীন্দ্রিয়াণি শক্তিঃ “চক্ষুষ্চক্ষুরুত শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্” ইতি শ্রুতেঃ ।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যস্মিন্ যতো যেন চ যশ্চ যশৈশ্চ

যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ ।

পরাবরেবাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং

তদ্রক্ষ তদ্বৈতুরনন্তদেকম্ ॥” (ভাঃ ৬।৪।৩০)

“যোহমুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-

মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-

র্ভেজে স মহৎ পরমঃ প্রসীদতু ॥” (ভাঃ ৬।৪।৩৩)

শ্রীভগবানের ভজনকারীর অমৃতত্ব-লাভের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“মর্ন্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥”

(ভাঃ ১।১২২।৩৪)

শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতেও পাই,—

“আধ্যাত্মিক মরণশীল জীব যে-কালে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎ-প্রাপ্তিহেতু তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন এবং কুণ্ঠধর্ম্মে বা মায়িকভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না ॥১০॥

শ্রুতিঃ—সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ ।

সর্বব্যাপী স ভগবাৎ স্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর তিনি যে সর্বগত, ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন] স ভগবান্ (সেই ষড়্গুণৈশ্বর্যশালী শ্রীহরি) সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ (সমস্ত জগতেই যাহার মুখ, মস্তক ও গ্রীব) সর্বভূত-গুহাশয়ঃ (সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে যিনি অবস্থিত) [তাই বলিয়া তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন] সর্বব্যাপী (তিনি সর্বগত) [এ কিরূপে সম্ভব ? যিনি জীবের হৃদয়ে থাকেন, তিনি সর্বব্যাপী হইবেন কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন, ‘স ভগবান্’ অর্থাৎ তিনি ষড়্গুণৈশ্বর্যশালী, অচিন্ত্যশক্তিময়] তস্মাৎ (সেইজন্য) [সঃ—তিনি] শিবঃ (শিবময়—অশেষ কল্যাণপ্রদ অর্থাৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বর) সর্বগতঃ (সর্বত্র আছেন) ॥১১॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরের সকলদিকেই মুখ, মস্তক ও গ্রীবা। তিনি সকল জীবের হৃদয়রূপ গুহায় (দুশ্রবশ স্থানে) অবস্থান করেন বলিয়া সৰ্বাত্ম্যামী, কেবল সকল প্রাণীতে তাঁহার স্থিতি নহে কিন্তু তিনি সৰ্বব্যাপী, তিনিই ভগবান্ ; সেকারণ সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর সৰ্বগত অর্থাৎ সৰ্বদর্শী, সৰ্বনিয়ন্তা ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নচ তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বমিতি (শ্বে:—৩।২) সৰ্বশরীরসম্বন্ধাবগমাৎ তস্মাপি হেয়সম্বন্ধোহবর্জনীয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

সৰ্বশরীরাবাণং তচ্ছরীরেণ সৰ্বাননাদীনাং তদীয়ত্বাৎ সৰ্বানন-
শিরোগ্রীবত্বং, সৰ্বভূতহৃদয়গুহাশয়ত্বাৎ সৰ্বভূতগুহাশয়ত্বং অনেন
আকারেণ সৰ্বব্যাপী স যতো ভগবান্ “জ্ঞানশক্তিবলৈশ্চর্য্যাবীৰ্য্যতে-
জ্ঞানশ্রেষতঃ। ভগবচ্ছবদ্যাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ।” ইতি
হেয়প্রতিভটত্বাচিভগবচ্ছবদ্যর্থতয়া তস্মৈ পুরুষস্মৈ সৰ্বগতত্বেপি শিবত্বমেব
ন তু অন্তত্বসম্বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥১১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ পরমেশ্বরস্ত সৰ্বগতত্বং সাধয়তি—সৰ্বান-
নেতি সৰ্বাননশিরোগ্রীবঃ সৰ্বানি আননানি মুখানি শিরাংসি
মস্তকানি গ্রীবাঃ কণ্ঠপৃষ্ঠভাগাশ্চ যস্ত সৰ্বজ্ঞাননাদীনি তৈশ্চ-
বেত্যর্থঃ যদ্বা মুখশিরোগ্রীবকার্য্যং সৰ্বমেব সৰ্বত্র তস্মৈ বর্ততে
ইত্যর্থঃ। সৰ্বভূতগুহাশয়ঃ সৰ্বেষাং প্রাণিনাং হৃদয়গুহায়াং আশেতে
তিষ্ঠতি প্রবর্তকরূপেণ যঃ সঃ, সৰ্বব্যাপী সৰ্বব্যাপ্নোতীতি অত্রথা
চরাচরস্ত প্রপঞ্চস্ত স্থিতির্ন স্যাৎ এবংবিধঃ সঃ পুরুষোত্তমঃ ভগবান্
ষড়্গুণৈশ্চর্য্যশালী উক্তঞ্চ ‘ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যোগাভগ ইতীরণা’ স ভগঃ অস্তি অস্যা নিত্য
স্বরূপসম্বন্ধেনেতি ভগবান্ যত এবং তস্মাৎ শিবঃ কল্যাণময়ঃ শ্রীহরিঃ
সৰ্বগতঃ সৰ্বত্রৈব তিষ্ঠতি ন তদুপাসনার্থং স্থানবিশেষঃ কালবিশেষো-

বাহুশ্চেষ্টব্যঃ স হি সৰ্বত্রাবস্থিতঃ, ভূতভবিষ্যবৰ্ত্তমানস্থিতিকঃ সৰ্বৈশ্বৰ্য্যাবান্
সৰ্বকৃত্ত্ব ১১১।

তত্ত্বকণা—শ্রুতি বৰ্ত্তমানে বলিতেছেন যে, সেই সৰ্বৈশ্বৰ্য্য শ্রীভগবানের
সমগ্র দিকেই মুখ, মস্তক এবং গ্রীবা। এবং সকল মুখ, মস্তক ও
গ্রীবা তাঁহারই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক অঙ্গ
দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া অবগত থাকেন এবং সকলকে কার্য্য করাইতে
সমর্থ। তিনি সমগ্র জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে অবস্থান করিয়াও
সৰ্বব্যাপী। তিনি অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও ষড়ৈশ্বৰ্য্যপূর্ণ। তিনি মঙ্গল-
ময়রূপে সৰ্বত্র বিরাজ করেন। তিনি সৰ্বত্র অবস্থান করিলেও
হেয়দোষ-বর্জিত। ইহাই তাঁহার ভগবত্ত্ব। শ্রীভাগবতে পাই,—
“এতদীশনমীশম্য” (ভাঃ ১।১১।৩৮)।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমন্তঃ সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্বঃ ॥”
(গীঃ ১১।৪০)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টাকায় পাই,—“সৰ্বং স্বকার্য্যং জগৎ
আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিকমতন্ত্বমেব সৰ্বঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্বাস্থ চরিষু চ ।

ভগবদ্রূপমখিলং নাগৃহ্ষিহ কিঞ্চন ॥” (ভাঃ ১০।১৪।৫৬)

অর্থাৎ বস্তুতঃ যাহারা কৃষ্ণভক্ত অবগত আছেন; তাঁহাদের মতে
স্বাধর ও জন্মমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই
সৰ্বকারণ-কারণ (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন), সেই কারণে কৃষ্ণ ব্যতীত
অন্য কোন বস্তু নাই ।

আরও পাই,—

“সৰ্বং পুরুষ এবদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ ।

তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিষ্ঠিতি ॥”

(ভা: ২।৬।১৬) ১১১।

শ্রুতিঃ—মহান্ প্রভুর্কৈ পুরুষঃ সত্ত্বশ্চৈব প্রবর্তকঃ ।

সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতির্ব্যয়ঃ ॥১২॥

অনুমানবাদ—পুরুষঃ (পরমপুরুষ পুরুষোত্তম) বৈ (নিঃসন্দেহে) মহান্ (সৰ্বোত্তম) প্রভুঃ (নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ, তস্তিন্ন অস্ত্র কেহ ইচ্ছামাত্রে নিগ্রহাহুগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন) এষঃ (ইনিই) সত্ত্বস্য (সত্ত্বগুণাবিত অস্তঃকরণের বা বুদ্ধিবৃত্তির) প্রবর্তকঃ (প্রেরক) [কি উদ্দেশে তাহার এই প্রেরণা, তাহাই বিবৃত করিতেছেন] সুনির্মলাম্ (বিশুদ্ধ) ইমাং প্রাপ্তিম্ [শাস্তিম্] (পরমপদ প্রাপ্তি বা মোক্ষরূপা শাস্তি অথবা আমাদের এই যে উৎপন্ন নির্মল তৎপ্রবণতা তাহা তাহারই প্রেরণায় সম্ভবত—এই মঙ্গল প্রদান-উদ্দেশেই তিনি সত্ত্বপ্রধান অস্তঃকরণের প্রবর্তক) [যেহেতু তিনি] ইশানঃ (সৰ্ব্বনিয়ন্তা, জীবের স্বাধীন চেষ্টায় ইহা হয় না, সেই প্রেরণায় নিয়ন্তা তিনি) জ্যোতিঃ (জ্যোতির্শ্বয় প্রকাশস্বরূপ) অব্যয়ঃ (অবিনাশী) ॥১২॥

অনুবাদ—সত্ত্বগুণের প্রকর্ষ হইলে জীবের তদ্বাহুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিরও—সত্ত্বের বা অস্তঃকরণের পরমপদ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রেরণা ভগবদহুগ্রহেই হইয়া থাকে, মন্ত্রদ্রষ্টা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন । সেই পুরুষ সৰ্ব্বজীবের অন্তর্যামী সৰ্বোত্তম, তিনি সমস্তই করিতে পারেন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-কার্যে তিনিই একমাত্র সমর্থ, জীবের নিগ্রহাহুগ্রহ তাহারই অধীন,

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের সুবিশুদ্ধ এই বুদ্ধি বা তৎ-
প্রবণতা যে উদ্ভিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারই প্রেরণায়, যেহেতু তিনি
সদ্ব্যপ্রধান অন্তঃকরণের প্রবর্তক। তাঁহার অমুগ্রহব্যতীত ইহা সম্ভব
হইত না, যেহেতু সকল বিষয়েরই তিনি নিয়ন্তা, তিনি অবিনাশী,
জ্যোতিষ্ময়, স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। সেই প্রকাশস্বরূপের কৃপাবশেই তত্ত্বজ্ঞান
প্রকাশ পাইয়াছে ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তজ্জ্ঞানশ্চৈব মোক্ষসাধনত্বমিতি এতদ্ভ্রূতমিতি—

বৈ শঙ্কোহবধারণে মহান্ পুরুষ এব প্রভুঃ ফলপ্রদানসমর্থঃ ‘অহং
হি সর্ব্বজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ’ ইত্যুক্তঃ প্রভুঃ ফলপ্রদ ইতি
ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতব্যাং প্রকৃতে মোক্ষরূপফলস্ত প্রস্তুতব্যাং
মহচ্ছন্দসমভিযাহারাক্ষ মহাফলমোক্ষরূপঃ মোক্ষপ্রদঃ স এব ইতি তস্ত
মোক্ষহেতুত্বং পূর্ব্বোক্তং স্থিরমিতি ভাবঃ, তত্র হেতুমাংস—সদ্ব্যশ্চৈব-
প্রবর্তক ইতি ‘জায়মানো হি পুরুষঃ ষং পশ্যেদ্ব্যুদনম্ সাত্ত্বিকঃ স তু
বিজ্ঞেয়ঃ স বৈ মোক্ষার্থচিন্তকঃ’ ইত্যুক্তরীত্যা। মোক্ষার্থজ্ঞানহেতুভূত-
কটাক্ষশালিতয়া স এব মোক্ষপ্রদ ইত্যর্থঃ, অতএব জ্যোতীরূপঃ
নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তাদিত্যপুরুষোহব্যয়ো ভগবানেব সুনিস্প্রল্যামিমাং
মোক্ষরূপাং রাগাদ্যুপদ্রবশাস্তিং দ্ধিশান ইষ্ট ইত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবৎপ্রবণতারূপবুদ্ধিবৃত্তিলাভেন পরম-

কৃতার্থো মহদ্রষ্টা ঋষিভগবদমুগ্রহং স্বরন্ তৎস্বরূপং প্রকাশয়তি—
মহানিতি পুরুষঃ জীবন্ত হৃদি নিতানিবাসী পরমেশ্বরঃ বৈ অব্যভিচারেণ
স্বভাবেন বা মহান্ সর্ব্বোত্তমঃ প্রভুঃ নিগ্রহামুগ্রহসমর্থঃ তথাহ্যুক্তং ‘যমেধ
উন্নিনীষতি তং পুণ্যং কৰ্ম্মকারয়তীতি’। ন চৈতেন তস্ত বৈষমাং
নৈষ্পৰ্ণ্যক কৰ্ম্মসহভাবেন তৎপ্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধান্তাৎ। এষঃ পরমেশ্বরঃ
সদ্ব্যস্ত ময়গুণস্ত অন্তঃকরণস্ত বা প্রবর্তকঃ জনকঃ প্রেরকো বা

কিমর্থমুদ্दिष्ट ? সুনির্খলাং রাগদ্বৈষাণ্ডবিজ্ঞাসম্পর্করহিতাম্ ইমাং
সম্প্রভুদায়মানাং প্রাপ্তিং তচ্ছরণাগতিং যথা জীবঃ পরমপদং বা তদ-
ভক্তিং বা প্রাপুয়াৎ তথাস্তঃকরণশ্চ প্রবর্তকঃ, সত্ত্বগুণশ্চ বা বর্জকো
ভবতি, যতঃ স ঈশানঃ সর্বশ্রেয়ঃ প্রশাসকঃ, ন কালাদিবৎ শাস্তা কিন্তু
জ্যোতীরূপেণেত্যাহ জ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশঃ, অগ্রসৌরাদিজ্যোতিরিব ন
বিনাশীত্যাহ—অব্যয় ইতি অবিনাশী সর্বদা ছোতমান ইত্যর্থঃ ।

অথ তস্মৈ কৰুণাফলং স্মরতি মহানিত্যাদিনা সঃ পুরুষঃ পুৰি-
শেতে প্রত্যগাত্মা অন্তর্ধ্যামী বৈ অব্যভিচারেণ মহান্ পরমাত্মরূপেণ
স্থিতোহপি মহান্ বিভূঃ, প্রভুঃ সর্বেষাং নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ নাভ্যঃ
কোহপি নিগ্রহীতুমহুগ্রহীতুং বা ঈষ্টে। সর্হি সুনির্খলাং দোষ-
বর্জিতাম্ ইমামিদানীমুদিতাং প্রাপ্তিম্ তৎপ্রবণতাং তচ্ছরণাগতিং বা
উদ্दिष्ट সত্ত্বশ্চ সত্ত্বগুণপরিণামাত্মকশ্চাস্তঃকরণশ্চ এষঃ অয়মেব ভগবান্
প্রবর্তকঃ প্রেরকঃ, যতঃ স ঈশানঃ সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরঃ তসৌব
প্রশাসনে জীবস্যা বুদ্ধিস্থিষ্ঠতীতি, তথা জ্যোতিঃ প্রকাশস্বরূপঃ বিভূঙ্কো
বিজ্ঞানপ্রকাশো বা, অব্যয়ঃ নির্বিকারঃ । সর্বদা জীবমঙ্গলে জাগরুক
ইতি ভাবঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন—এই পুরুষই হইতেছেন
মহান্ প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রভু, অদ্বিতীয় স্বামী বা আরাধ্য । সকলের
প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহে ইনিই সমর্থ । ইনি সকলের সর্বফলপ্রদাতা
পরমেশ্বর । ইনিই সত্ত্বগুণের বা অস্তঃকরণের বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক ।
ইনিই অব্যয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ মূর্তিমান্ এবং শরণাগতি বা
মোক্ষরূপা সুনির্খলা শান্তি ইহার কৃপাতেই পাওয়া যায় ।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“এবং স্বচিন্তে স্বত এব সিদ্ধ

আত্মা প্রিয়োহর্থো ভগবাননন্তঃ ।

তং নির্বৃত্তং সন্ নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতুপদমশ্চ যত্র ।” (ভাঃ ২।২।৬)

আরও পাই,—

“স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমস্ততঃ পাতি ভয়াভূবং জনম্ ।
স এক এবৈতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাশ্রুলাভাদধি মনতে পরম্ ।” (ভাঃ ৫।১৮।২০) ১২৮

শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাষ্ট্রা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মদীশো মনসাহভিক্শুস্তো
য এতদ্বিত্তরমুভাস্তে ভবন্তি ॥১৩॥

অঙ্গুষ্ঠানুবাদ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (হৃদয়প্রদেশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, তাহা
শ্রীভগবানের অভিব্যক্তিস্থান, এজ্ঞা তিনিও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া কথিত)
পুরুষঃ (পূর্ণত্বনিবন্ধন অথবা দেহপূরে নিবাসহেতু পরমপুরুষ) [কে
তিনি ?] অস্তরাষ্ট্রা (সকলের অন্তরে পরমাশ্রুতরূপে স্থিত অন্তর্ধ্যামী)
সদা (সকল অবস্থায়) জনানাং (প্রাণীদিগের) হৃদয়ে (হৃদয়-মধ্যে)
সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত) হৃদা (নির্মল হৃদয় দ্বারা) [এবং]
মনসা (বিত্ত্বক মনদ্বারা) অভিক্শুস্তো (ধ্যানে প্রকাশিত হন) [তিনি]
মদীশঃ (জ্ঞানের অধীশ্বর) যে (হাঁহারা) এতদ্ (এই তত্ত্ব) বিহঃ
(জ্ঞানেন) তে (তাঁহারা) অমৃত্যোঃ (মুক্তিভাজন) ভবন্তি (হন) ॥১৩॥

অমুবাদ—পরমপুরুষের অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়-প্রদেশ, তাহার
পরিমাণ প্রত্যেক জীবের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণানুসারে, এজ্ঞা তিনি তথায়
অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইল। তিনি পরিপূর্ণ-

স্বরূপ এজ্ঞাত এবং দেহরূপ পুরে শয়নকারী অথবা সর্বকামনার পূরক কিংবা সর্বপালক অতএব তিনি অন্তরাত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তরে পরমাত্মরূপে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন যেমন জাগ্রদাদি বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন, দেহস্থ পরমাত্মা তাদৃশ নহেন, তিনি সকল কালেই সকল অবস্থাতেই প্রাণীদের হৃৎপুণ্ডরীকে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত। নির্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা তিনি ধ্যানে প্রকাশিত হন। তিনি জ্ঞানের প্রভু। যাহারা এই পরমাত্মস্বরূপ অবগত হন তাহারা মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তজ্জ্ঞানসাধনমাহ—

সর্বেষামন্তরাআসৌ হৃদয়গুহানিহিতত্ব-নিবন্ধনানুষ্ঠপরিমাণযুক্তঃ পুরুষঃ হৃদা ভক্ত্যা মনীষয়া ধৃত্য যুক্তেন মনসাহভিকৃপ্তো গ্রাহঃ হৃদ্যনীষা-শময়োৰ্ভক্তিধৃতিপরত্বং সৰ্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাদিত্যত্র ব্যাসার্থৈববর্ণিতং, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং ধ্যেয়পরমেশ্বরস্ত স্বরূপলক্ষণমাহ—
অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি অঙ্গুষ্ঠং মাত্রা পরিমাণমশ্বেতি অঙ্গুষ্ঠমাত্রং সম্য অভিব্যক্তি-
স্থানং হৃদয়ং তচ্ছিত্রস্য পরিমাণাপেক্ষয়া মোহপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্র উচ্যতে
উপচারাৎ। পুরুষঃ পরিপূর্ণত্বাৎ পুৰি-শয়নাধা, অন্তরাত্মা সর্বস্যান্তরাত্ম-
ভূততয়া স্থিতঃ সদা তিস্থত্বস্থাস্থ জনানাং প্রাণিনাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
মনো যথা স্বপ্তো পুরীততি তিষ্ঠতি, ইন্দ্রিয়ানি জাগ্রদশায়াং বিষয়ানভি-
বর্ত্তন্তে অন্তর্গতাহপি বুদ্ধিঃ স্বপ্তো লুপ্যতে নায়াং তথেন্দিভাবঃ।
মরীশঃ মল্লজ্ঞানং তস্যাধিপতিঃ, হৃদা মনসা হৃদয়স্থিতেন বিশুদ্ধমনসা
অভিকৃপ্তঃ অভি-সমস্তাৎ ধ্যানেন প্রকাশিতঃ যে জনাঃ এতদ্ এবং
পরমাত্মস্বরূপং বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতাঃ মুক্তা ভবন্তি ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—জীবের হৃদয়ক্ষেত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান। সেই হৃদয়-প্রদেশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া তথায় অবস্থিত পরমপুরুষ পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয়। আমাদের জ্ঞানের বা বুদ্ধিবৃত্তির অধীশ্বররূপে তিনি অবস্থিত। নির্মল-হৃদয়ে বিশুদ্ধ মনের দ্বারা ধ্যানে তিনি প্রকাশিত হন। যাহারা এই পরমাত্ম-তত্ত্ব জানেন ও ধ্যানযোগে উপাসনা করেন, তাহারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এ-বিষয়ে কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“হৃদা মনীষা মনসাহতিক্বেপ্তো” (কঃ ২।৩।২) এবং “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।” (কঃ ২।৩।১৭)। ব্রহ্মসূত্রেও এই বিষয় বিচারিত হইয়াছে—“সৰ্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ” (ব্রঃ সূঃ ১।২।১)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।
চতুর্ভূজং কল্পরথাক্ষ-শঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥” (ভাঃ ২।২।৮)

শ্রীমদ্ভাগবদগীতাতেও পাই,—

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহৰ্জুন তিষ্ঠতি ।” (গীঃ ১৮।৬১)

কঠোপনিষদেও পাই,—

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগপ্সতে এতৈষতৎ ॥”
(২।১।১২) ১১৩।

শ্রুতিঃ—সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

স ভূমিং বিশ্বতো ব্রহ্মহত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥১৪॥

অনুবাদ—[পূর্বশ্রুতিতে তাঁহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়াছে কিন্তু তিনি আবার সর্বাত্মা, একথা বলিতেছেন—] সহস্রশীর্ষা (তাঁহার অনন্তমস্তক, কেবল মস্তক নহে অগ্ন্যগ্ন অবয়বও তাঁহার অনন্ত) সহস্রাক্ষঃ (তাঁহার অনন্তনেত্র অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও অনন্ত) সহস্রপাৎ (তিনি অনন্ত চরণবিশিষ্ট, চরণ-কথায় কর্ণেন্দ্রিয়মাত্র ধর্তব্য অর্থাৎ তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয়ও অসংখ্য) [যেহেতু তিনি] পুরুষঃ (পূর্ণ-পুরুষ) সঃ (সেই পরমাত্মা) বিশ্বতঃ (সর্বত্র বাহ্যে ও অন্তরে) ভূমিং (ভুবনকে) ব্রহ্ম (আবৃত করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া) দশাঙ্গুলং (নাভির উপর দশ অঙ্গুলিপরিমিত স্থান) অত্যতিষ্ঠৎ (অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ হৃদয়দেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন) [অথবা অগ্নরূপ অর্থ—তিনি বিশ্বব্যাপিয়া সমস্ত জগতের বাহিরে অনন্ত অপার স্থান অধিকার করিয়া আছেন] ॥১৪॥

অনুবাদ—পুনরায় সেই পরমেশ্বরের সর্বাভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি অনন্ত মস্তক ও অনন্তাবয়ব সমন্বিত, অনন্ত চক্ষুঃ অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত ও অসংখ্য চরণ অর্থাৎ অসংখ্য কর্ণেন্দ্রিয়বান্, পূর্ণওনিবন্ধন তিনি পুরুষ পদবাচ্য। তিনি অন্তরে বাহিরে সমস্ত ভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন তথাপি বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলিপরিমিতস্থানে অর্থাৎ অনন্ত অপার পদে অবস্থিত অথবা জীবদেহের নাভি হইতে উর্দ্ধে দশ অঙ্গুলিপরিমিতস্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়দেশে বর্তমান আছেন অর্থাৎ সেই স্থানে তিনি অভিযুক্ত ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রশব্দপ্রবণকৃত পরিচ্ছেদভ্রান্তিঃ, বৃদ্ধশ্রুতি—
 অনন্তশিবোনয়নাদিদিব্যবিগ্রহযুক্তবিরাটরূপী সন্ দশাঙ্গুলশব্দেনা-
 বয়বো লক্ষ্যতে ভূমিশব্দেন ব্রহ্মাণ্ডং পঞ্চভূত-পঞ্চতমাত্ররূপদশাবয়বযুক্ত-
 ব্রহ্মাণ্ডমতিক্রম্য পরমপদে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পুনরপি তস্ম সৰ্ব্বাভ্যুভাবং দৰ্শয়তি সহস্রশীৰ্ষেতি
 শীৰ্ষপদম্ শরীরাবয়বোপলক্ষকম্, সহস্রপদমসংখ্যার্থকমিতি। সহস্র-
 মনস্তানি শীৰ্ষাণি মন্তকাণ্ডবয়বা যস্ত সঃ শীৰ্ষন্ শব্দস্ত বহুব্রীহৌ প্রথমৈক-
 বচনে রূপম্। অসৌ বিশ্বাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ, তথা সহস্রাঙ্কঃ
 সহস্রমক্ষীণি চক্ষুঃষি জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষকমিদং যস্ত, তথা সহস্রপাং
 সহস্রচরণঃ সহস্রকর্ষেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ পূর্ববদুপলক্ষণম্। ন কেবলং জীব-
 মাত্রব্যাপকত্বং কিন্তু বিশ্বব্যাপিত্বঞ্চ তদাহ—স পরমেশ্বরঃ ভূমিং ভুবনং
 বিশ্বতঃ সৰ্ব্বতোহন্তর্বহিষ্ বৃদ্ধা ব্যাপ্য দশাঙ্গুলং নাভেরুপরিদশাঙ্গুলিপরি-
 মিতস্থানম্ অতি অতিক্রম্য হৃদয়দেশে ইত্যর্থঃ অতিষ্ঠং তিষ্ঠতি অন্তর্য্যা-
 মিতয়া। অথবা ভূমিং বৃদ্ধা অতিক্রম্য সৰ্ব্বং জগৎ সমধিতিষ্ঠতি, দশাঙ্গুলম্
 অনন্তমপারমিত্যর্থঃ। অত্রেয়ঃ ভাগবতীশ্বতিঃ—“স্বধিক্ষ্যং প্রতপন্
 প্রাণোবহিচ্ প্রতপত্যসৌ। এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ
 পুমানি”তি। প্রতপন্ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—পরমপুরুষকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলায় কেহ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া
 ভ্রম করিতে পারেন, সেইজন্ম বর্তমান মন্ত্রে তিনি দিব্য অঙ্গবিশিষ্ট
 বিরাটরূপী হইলেও তাঁহার দশাঙ্গুল পরিমাণ অবয়ব বুঝাইতেছেন।
 অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব। তিনি অন্তরাত্মরূপে
 গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াও আবার সৰ্ব্বাভ্যুপেক্ষিত প্রকাশিত হন।
 সবই তাঁহা হইতে প্রকাশিত বলিয়া সবই তিনি বলা হইলেও সমস্তই
 তাঁহার অর্থাৎ তাঁহার শক্তিজাত, এই অর্থে বলা হইতে পারে।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ভ্রান্ত বিচার গ্রহণ না করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-
বিচার গ্রহণ করিলেই শ্রুতির অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় ।

সেই পুরুষ বিশ্বরূপ, তাঁহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষুঃ, অসংখ্য
পাদ । তিনি তাদৃশী বিরাট্ মূর্ত্তি দ্বারা সমগ্র ভুবনকে অন্তরে ও
বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়াও তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়প্রদেশে দশাঙ্গুল-
পরিমাণ অতিক্রম করিয়াও প্রকাশ পাইতেছেন । বস্তুতঃ তাঁহার অভি-
ব্যক্তিস্থান অনন্ত ও অপরিমীম । তবে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্ররূপে
প্রকাশভিন্ন জীব তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার
ক্ষুদ্র ভাবের উল্লেখ বুঝিতে হইবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েহবভাত-

মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্ ॥” (ভাঃ ৩।৮।২২)

আরও পাই,—

“সর্ব্বং পুরুষ এবৈদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ ।

তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥”

(ভাঃ ২।৬।১৬) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—পুরুষ এবৈদং সর্ব্বং যদ্বৃত্তং যচ্চ ভব্যম্ ।

উতামৃতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥১৫॥

অম্বয়ানুবাদ—যদ (যাহা) ভূতম্ (অতীত) যৎ চ (এবং
যাহা) ভব্যং (ভাবী) যৎ [চ] (যাহা অর্থাৎ মনুষ্যাদিতির্ধ্যাক্
পর্য্যস্ত প্রাণী) অগ্নেন (খাদ্য বস্তু দ্বারা) অতিরোহতি (বৃদ্ধি লাভ
করে অর্থাৎ বর্ত্তমান জীবজাত) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয়) পুরুষঃ

এব (পরমাত্মস্বরূপই, তন্নিব নহে অর্থাৎ তাঁহার শক্তিজাত বলিয়া তদভিন্ন) উত (আর) [তিনি] অমৃতত্বশ্চ (মুক্তির) ঈশানঃ (প্রভু, অধিপতি, তিনিই মুক্তিদাতা) [অর্থাস্তর—অথবা যদগ্নেনাদিরোহতি (অন্নসাহায্যে যে মনুষ্যাদি প্রাণী জন্ম গ্রহণ করে তাহাদেরও) ঈশানঃ (তিনি প্রভু)] ॥১৫॥

অনুবাদ—অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই যাহা কিছু তৎসমুদায়ই সেই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, যেহেতু তাঁহার শক্তির পরিণাম। এই বিশ্ব, যদিও আপাততঃ পরিণামকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও তাঁহার শক্তি হইতে সমস্ত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে, ইহাই বিবক্ষিত। তিনি এই কৰ্ম ও কৰ্মফলের অতীত, নিত্য আনন্দের অধীশ্বর, অথবা তিনি জীবের কৰ্মফল ক্ষয় করিয়া জীবকে মুক্তি ও নিত্যানন্দ দান করেন ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মাৎ পুরুষেণ ব্যাপ্তমিদং সৰ্বম্ অতো ভূত-পঞ্চোপলক্ষিতং প্রপঞ্চজাতং পুরুষাত্মকমেবেত্যাহ—

অত্র অমৃতত্বশব্দেন মুক্তিবাচিনা মুক্তিস্থানং লক্ষ্যতে অপ্রাকৃত-ভোগ্যভোগোপকরণসমৃদ্ধযদমৃতত্বং পরমপদং অগ্নেন প্রকৃতিপ্রাকৃতসম্বন্ধে-নাতিরোহিতেনোৎপত্ততে তস্তাপ্যমৃতস্তাসাবীশান ইত্যর্থঃ, অতশ্চোভয়-বিভূতিনাম্বকত্বমুক্তং ভবতি ॥১৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—তশ্চ পরমপুরুষশ্চ নিত্যমুক্তত্বং সৰ্বময়ত্বঞ্চ দর্শয়িতুমাহ—পুরুষ এবৈতি যদ ভূতমতীতং যচ্চ ভব্যম্ ভবিষ্যচ্চ চ-কাৰাৎ বর্তমানঞ্চ ইদং চরাচরাত্মকং বিশ্বং পুরুষ এব তচ্ছক্তিজাতম্ ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ। তচ্ছক্তিপরিণামত্বাৎ তথাচ শ্রুতিঃ ‘স বহুধা অজায়তেতি। প্রপঞ্চশ্চ ন মিথ্যাঅমি’তি বক্তুমাহ—স ভূমিমিত্যাदि

স পরমেশ্বরঃ, ভূমিং বিশ্বং বৃহা ব্যাপ্য দশাঙ্গুলম্ বিতস্তিমধিকং
ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যাধিক্যমপি বিবক্ষিতং অতএব তস্তাপরিচ্ছিন্নত্বমিতি ।
অমৃতত্বস্য নিত্যানন্দস্য দ্ৰশ্যানঃ প্রভূঃ, অগ্নেনেতি পদং বিভক্তিব্যাত্যয়েন
মরণধর্মকং কর্মফলমিত্যর্থঃ যৎ যস্মাৎ অতিরোহতি অত্যাগাৎ
অতিক্রান্তবান্ অতিক্রামতীতি বা জীবস্য কর্মফলং বিনাশ্চ অমৃতত্বস্য
প্রদাতেত্যর্থঃ অতো ন কেবলং সর্কাস্বকঃ কিন্তু অমৃতত্বস্য নিত্যানন্দ-
স্যাপীষ্বরঃ প্রদানায় প্রভবতীত্যর্থঃ । নহু প্রপঞ্চাস্বকস্য কূতো নিত্য-
মুক্তত্বমিতিচেদচিন্ত্যশক্তিমত্বাদিতি ন হুচিন্ত্যশক্তিমানীষ্বরে কোহপি
বিরোধোহস্তু তথাচ স্বর্ঘ্যাতে 'অয়ীষ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরূধ্যতে স্বদাশ্রয়-
ত্বাহুপচর্ঘ্যাতে গুণৈরি'তি ১৫॥

তত্ত্বকণা—এই জগতে যাহা কিছু বর্তমান, যাহা অতীত অর্থাৎ
ছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তৎসমস্তই ভগবদভিন্ন । কারণ
শ্রীভগবানের শক্তি হইতেই এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও
প্রলয় হইয়া থাকে । ইহা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত । এই জগৎ-
সৃষ্টির পূর্বে শ্রীভগবান্‌ই ছিলেন, এখনও তিনি আছেন, ভবিষ্যতেও
তিনি থাকিবেন । জগৎ তাঁহার শক্তিদ্বারা সৃষ্ট, পালিত
ও সংহারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । জগন্নিখ্যাৎস্ববাদ শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তবে
জগৎ সত্য কিন্তু অনিত্য, ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত সিদ্ধান্ত । শ্রুতির
এই মন্ত্রেও জগন্নিখ্যাৎস্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে । যাহারা মনে করেন
যে, জগতের সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, তাহাও এই মন্ত্রে বিচারিত হইয়াছে
যে, জগৎ শ্রীভগবান্‌ হইতে জাত হওয়ায়, তাঁহার শক্তির পরিণাম-
বিচারে “শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ” সিদ্ধান্তেই ব্রহ্মাস্বক বলা হয় এবং
শ্রীভগবান্‌কেও সর্কাস্বক বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কিন্তু “জগৎ
ব্রহ্মের বিবর্ত” এই মত নিরাকৃত হইয়াছে । ব্রহ্মকে সর্কাস্বক
জানিলে আর জগতের মিথ্যাৎস্ববাদ ও বিবর্তবাদ টিকিতে পারে না ।

শ্রীভগবান্‌ও ব্রহ্মাকে নিজ বিজ্ঞানসমন্বিত পরমগুহ্য জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্নদৃ যৎ সদস্যং পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিস্তোত সোহস্ম্যাহম্ ॥”

(ভাঃ ২।২।৩২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

“অহং তদা আসমেব কেবলং, নচান্নদকরবম্ । পশ্চাৎ সৃষ্টের-
নন্তরমপ্যাহমেবাস্মি । যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যাহমেবাস্মি । প্রলয়ে যোহ-
বশিস্তোত সোহপ্যাহমেব, অনেন চানাত্তনন্তত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরি-
পূর্ণোহহমিত্যুক্তং ভবতি ।”

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই,—

“অহমেবাগ্রে সৃষ্টে: পূর্বমাসমিতি তর্জ্জিত্বা স্ববক্ষ: স্পৃশতি । এব
কারেণাত্মযোগাবচ্ছেদকেন মদ্বিজাতীয়ং প্রাকৃতং বস্তু কিমপি নাসী-
দ্বিতি লভ্যতে—অয়মর্থ: সংপ্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরম-
মনোহরাকাররূপ-গুণ-মাধুরী-মহোদধিরহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালে-
হপ্যাসমেব “বাহুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর:” ইতি
“আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ” ইতি, “পুরুষো হ বৈ নারায়ণ:”
ইতি, “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ” ইতি, “পুরুষো হ বৈ নারায়ণো-
হকায়মত । অথ নারায়ণ: পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণ: পরম্ । স্বতং
সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্” ইতি, একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা
নেশান:” ইত্যাদি-শ্রুতিভ্য:, “ভগবানেক আসেদম্” (ভাঃ ৩।৫।৫৩),
ইত্যাদি—স্বতেন্চ । অত্র বৈকুণ্ঠ-তৎপার্বদাদীনাংপি তদুপাঙ্গতাদহংপদে-
নৈব গ্রহণং রাজপুরুষেণ গচ্ছৎস্ব রাজাসৌ প্রযাতীতিবৎ । অতন্তেষাঞ্চ

তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে ।...নহু সৃষ্টৈরনন্তরং জগদেব, ন তু ত্বমূলভাসে ?
তত্রাহ—পশ্চাৎ সৃষ্টৈরনন্তরমপ্যাহমেবাস্ম্যেবেতি বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাচ্চা-
কারণে, প্রপঞ্চেষুস্তর্ঘ্যামিরূপেণ যথাসময়ং মংস্ত্রাচ্চবতাররূপেণ চ।
নহু তর্হি পৃথিব্যাদিকং দেবতির্ঘ্যাগাদিকঞ্চ ত্বং ন ভবসীতি তবা-
পূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ ? তত্রাহ—যদেতচ্চ ব্যাপ্তিসমষ্টিবিরাগায়ং বিংশং তদপ্য-
হমেব, মচ্ছক্তিজ্ঞানত্বমমৈব প্রাকৃতং রূপম্ ; “পরাবরে যথা রূপে
জানীয়াম্” (ভাঃ ২।১২৫) ইতি ত্বয়া যদবরং রূপং পৃষ্টং তদেবেদং
ত্বং জানীহীত্যর্থঃ । তথা যোহবশিষ্ঠোক্ত “ভবানেকঃ শিষ্টোক্তে শেষ-
সংজ্ঞঃ” ইত্যাদ্যুক্তঃ পরমেশ্বরঃ সোহহমস্মি । তত্র “অহম্” ইত্যস্ত
ত্রিরাবৃত্ত্যা নির্দ্ধারণস্যা সৃচিত্তত্বাৎ এতদ্রূপগুণাদিবিশিষ্টস্য মম
ত্রৈকালিক-নিত্যস্থিত্যা পররূপত্বং, সৃষ্টি-সংহারয়োর্মধ্যে এব দৃশ্যমিদং
মায়িকপ্রপঞ্চজাতমবরং রূপমিতি পরাবররূপয়োঃ স্তানমুক্তং, বিজ্ঞানস্ত
পররূপস্য প্রথমমৈব । তচ্চ তদৈব স্যাদ্ যথা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিজ্ঞা-
প্রেমভক্ত্যা তদ্রূপগুণাদিমাধূয়ামাস্থাত্তমানং স্যাদিতি চতুর্থ শ্লোকে
ব্যক্তং ভাবি ।”

শ্রীভগবান্ যে অমৃতের আধার, প্রভু, ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং
দাতা সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“সোহমৃতস্যাত্মভয়সোশো মর্জ্যমন্নং যদভ্যাগাৎ ।

মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুবতায়ঃ ।

পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিহুঃ ।

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধোহধায়ি মূর্দ্ধস্থ ॥”

(ভাঃ ২।৬।১৮-১৯) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৬॥

অম্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) সর্বতঃ পাণিপাদং (সকল স্থানে হস্তপদবিশিষ্ট) সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ (সমগ্র জগতে তাঁহার চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ বিরাজমান) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সকল স্থানে তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন) লোকে (এই জগতে) সর্বম্ (সমস্তই) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) [তিনি] তিষ্ঠতি (রহিয়াছেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—আবার তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব দেখাইতেছেন—সেই পরমেশ্বরের সর্বত্র পাণিপাদ অবস্থিত । তিনি সমগ্র জগতে চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট । সর্বত্রই তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় । তিনি জগতের সকল বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্বত্র পাণিপাদাদিকার্য্যাকারিত্বাৎ তত্ত্বংকার্য্য-
মুখেন সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, গীতাভাষ্যে চ ‘সর্বতঃ পাণিপাদং
তদ্দি’তি শ্লোকব্যাখ্যানসময়ে পরস্য ব্রহ্মণঃ পাণিপাদম্যাপি সর্বতঃ পাণি-
পাদাদি কার্য্যকরত্বং শ্রীয়েতে প্রত্যগাত্মনো হি পরিশুদ্ধস্য তৎসাম্যাপত্ত্যা
সর্বতঃ পাণিপাদাদি শ্রুতিসিদ্ধমেব নিরঞ্জনং পরমং সাম্যামুপৈতীতি
ক্রয়তে ইতি ভাষিতং ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাदिभिः तस्य सर्वा-
अकृत्यं वक्तुमाह—सर्वतः पाणीत्यादि । व्याख्यातपूर्वम् । श्रुतिमं
श्रवणেন্দ্রियवृत्तम् । आवृत्य व्याप्येत्यर्थः ॥१६॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে সেই পরব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব বুঝাইতে গিয়া
বলিতেছেন যে, তিনি সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্বত্র নেত্র, মস্তক ও

মুখযুক্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ; জগতে অন্তর্যামিরূপে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়াই তিনি অবস্থিত আছেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও অমুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়।

“সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥” (গী: ১৩।১৩)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই,—

“নম্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণেষু সতি, “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্”, ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ্যতে ইত্যাদি স্বরূপতঃ কার্যাকারণাতীতত্বেপি শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ কার্য্যকরণাভ্যুতমপি তদিত্যাহ—সর্বত এব পানয়ঃ পাদাশ্চ যন্ত তৎ, ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানাম্ পানিপাদবৃন্দৈঃ সর্বত্রদৃষ্টৈবেব তদব্রহ্মৈবাসংখ্যাপানিপাদৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ । এবমেব সর্বতোহক্ষীত্যাদি ।”

এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রের তত্ত্বকণা দ্রষ্টব্য ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—সর্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্কেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

সর্বশ্চ প্রভুমীশানং সর্বশ্চ শরণং বৃহৎ (সুহৃৎ) ॥১৭॥

অম্বয়ানুবাদ—[তাঁহার হস্তপদাদি কথিত হইলেও তিনি আমাদিগের মত নহেন । তিনি] সর্কেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ (তিনি প্রাকৃত সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত, কিন্তু স্বরূপাহুবক্ষী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁহার আছে) সর্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং (তাঁহার অপ্রাকৃত প্রত্যেক অবয়বে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে) সর্বশ্চ প্রভুম্ (সকলের অধিপতি অর্থাৎ সকলের নিগ্রহাঙ্গগ্রহে সমর্থ) ঈশানম্ (সকল বস্তুর নিয়ামক) [অতএব তিনিই—] সর্বশ্চ শরণম্ (সকলের পরম আশ্রয়), [যেহেতু তিনি] বৃহৎ (সর্বাধিক) [পাঠান্তর—সুহৃৎ (বন্ধু)] ॥১৭॥

অনুবাদ—যদি বল, পরমেশ্বরের যখন হস্তপদাদি বর্তমান তখন জীব হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়হীন। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়কার্য্য তাঁহাতে অপ্রাকৃত, তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ পায়। তিনি সর্বশক্তিমান, সকলের প্রভু, সর্বনিয়ন্তা, জীবের একমাত্র আশ্রয়, যেহেতু তিনি সর্বোত্তম অথবা তিনি সকলের বন্ধু ॥১৭॥

ত্রীমূর্ত্ত্যামানুজ—সর্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ সর্বেন্দ্রিয়জ্ঞা-জ্ঞানৈঃ আভাসঃ প্রকাশো যন্ত তৎ তথোক্তং ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যাদি জ্ঞাতুং সমর্থমিত্যর্থঃ, সর্বেন্দ্রিয়ত্বমপি ঐচ্ছিকমেব ন স্বাভাবিকমিত্যাহ সর্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিত-মিতি, সর্বশ্চ প্রভুত্বং সর্বফলপ্রদায়কত্বেন দ্রিশানত্বং নিয়ন্তৃত্বয়েতি দ্রষ্টব্যং, নিবাসঃ শরণং স্তূহনগতির্নিরায়ণ ইতি ক্রতেঃ নিরবধিক বাৎসল্য-শালিত্বেন প্রাপ্যং চেত্যর্থঃ, অত্র দ্রিশানশব্দশ্চ নপুংসকলিঙ্গত্বাৎ ন দেবতাবিশেষ প্রতিপত্তিশঙ্ক্যাবকাশ ইতি ব্যাসার্থে বর্ণিতম্ ॥১৭॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধনী—সর্বতঃ পাণিপাদাদিবিশেষিতত্বেন তন্ত্ৰ প্রাকৃতেন্দ্রিয়বস্তাশঙ্কা ন কার্য্যা যতঃ স সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্বেষামি-ন্দ্রিয়াণাং কণ্ঠেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং অন্তঃকরণয়োর্বুদ্ধিমনসোস্চ যে গুণাবৃত্তয়ঃ তৈরাভাসতে অপ্রাকৃতস্বরূপানুবুদ্ধী সর্বেন্দ্রিয়ৈস্তৎকার্য্যৈশ্চ অবভাসতে কৃত এতৎ তদাহ—সর্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ যতঃ তৎতত্ত্বম্ স্বরূপতঃ প্রাকৃতৈঃ সর্বেরিন্দ্রিয়ে তদ্ভূত্তিভিষ্চ বিবৰ্জিতম্ নহু বিকল্পমেতৎ ইন্দ্রিয়-বহিতশ্চ সর্বেন্দ্রিয়গুণপ্রকাশকত্বং তত্রাহ—সর্বশ্চ প্রভুত্বং সর্বকরণসমর্থম্ এতদচিন্ত্যশক্তিভ্রমেব তস্য বিশেষঃ, যতঃ শাসকম্ নিয়ন্তৃ অতএব জীবস্য শরণম্ আশ্রয়ভূতং ‘শরণং গৃহরক্ষিত্রো’রিত্যমরঃ। আশ্রিতপালনে তস্যৈব সামর্থ্যং নান্তস্য তথাচ স্মৃতিঃ ‘মৰ্ত্ত্যো মৃত্যুবালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বংপাদাঙ্গং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াত স্বস্থঃ

শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি'। সখলু সর্বেষাং স্বেদং পরমবকুঃ। বৃহদিত্তি
পাঠে মহং সর্বাধিকমিত্যর্থঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—সর্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-
রহিত হইয়াও স্বরূপাহুবক্ষী অপ্রাকৃত সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের
বৃত্তিযুক্ত। বিশেষতঃ তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি
প্রকাশ পায়। জীবগণের ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও তাঁহারই শক্তিতে
প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের শরীর অপ্রাকৃত সূতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়গণও অপ্রাকৃত।
প্রাকৃত শরীরাতাব বলিয়াই তাঁহাকে নিরাকার বা নিরিন্দ্রিয় বলিয়া
শ্রুতি বর্ণন করেন। কিন্তু পরেই এই অধ্যায়ে 'অপানিপাদো'
শ্রুতিমন্ত্রও দৃষ্ট হইবে। তিনি সকলের প্রভু বা স্বামী, সকলের
নিয়ন্তা, তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনেই সকলে অবস্থিত। তিনিই সকল
জীবের পরম আশ্রয়। সকল জীবের তিনিই একমাত্র স্বেদং। সর্বাপেক্ষা
বৃহত্তম তত্ত্বও তিনি।

শ্রীমন্তগবদগীতাতে পাই,—

“সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।” (গী: ১৩।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

“সর্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি “তচ্চক্ষুষ্যচক্ষুঃ”
ইত্যাদি শ্রুতে: ; যদ্বা সর্বেন্দ্রিয়ৈগুণৈঃ শব্দাদিত্শিচ্চাভাসতে বিরাজ-
তীতি তৎ ; তদপি “সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং” প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতম্ ; তথা
চ শ্রুতিঃ—“অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ”
ইত্যাদি, “পরাসা শক্তিবর্হৈধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জানবলক্রিয়া চ”
ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ—স্বরূপশক্ত্যাম্পদত্বাদিত্তি ভাবঃ।”

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যে পাই,—

“সৰ্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণৈশ্চ তদ্বস্তিভিরাভাসতে দীপ্যত ইতি তথা
সৰ্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপভিন্নৈর্বিবৰ্জিতং সংত্যক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ
শূন্যঃ স্বরূপাহবন্ধিভিস্তৈর্বিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্যম্,—“অপাণিপাদো
জ্ববনো গ্রহীতা পশতাচক্ষুঃ স শূণ্যোত্যকর্ণঃ” “যদাত্মকো ভগবাৎ-
স্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্ম-
কশ্চেতি বুদ্ধিমনোহঙ্গপ্রত্যঙ্গবস্তাং ভগবতো লক্ষ্যামহে,—“বুদ্ধিমান্ননো-
বানঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ ইতি শ্রুতেঃ” ১১৭।

শ্রুতিঃ—নবদ্বারে পুরে দেহী হৃৎসো লেলায়তে বহিঃ ।

বশী সৰ্বশ্চ লোকশ্চ স্বাবরশ্চ চরশ্চ চ ॥১৮॥

অনুবাদ—স্বাবরশ্চ (স্থিতিশীল বৃক্ষপৰ্বতাতির) চরশ্চ চ (এবং
গতিশীল মহুগাতির) সৰ্বশ্চ লোকশ্চ (সকল ভুবনের) বশী (নিয়ন্তা)
হংসঃ (অবিদ্যানাশক প্রকাশময় পরমাত্মাই) নবদ্বারে (মস্তকে—
চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, ও মুখ—এই সাতটি দ্বারযুক্ত ও শরীরের
অধোভাগে পায়ু ও উপস্থ—এই দুইটি দ্বারযুক্ত) পুরে (দেহরূপ
পুরীমধ্যে) দেহী (অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং এবং বিভিন্নাংশে জীবাত্মরূপে
অবস্থিত হইয়া) [তথা] বহিঃ (বহিঃ প্রদেশে) লেলায়তে (বিচরণ
করিতেছেন, ক্রিয়ায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন) ॥১৮॥

অনুবাদ—স্বাবরজঙ্গমাঙ্ক সমস্ত বিশ্বের নিয়ামক, অবিদ্যা ও
তৎকার্য্য সমুদয়ের বিঘাতকণ্ঠনিবন্ধন হংস পরমাত্মা নবদ্বার (মস্তকে
দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও মুখ এবং শরীরের অধোভাগে দুইটি
বিসর্গ ও আনন্দকণ্ঠ দ্বারের মত বহিঃপ্রদেশে নির্গমদ্বার) সমন্বিত
দেহরূপ পুর-মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং এবং বিভিন্নাংশরূপে দেহাভিমানী
জীবরূপে থাকিয়া বহির্জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহু সৰ্বতঃ পাণিপাদাদিকং গীতাদিষু পরি-
তুচ্ছাত্মস্বরূপে প্রসিদ্ধং ততশ্চ পরিতুচ্ছস্বরূপশ্চৈব সৰ্বপ্রভুত্বেশানাদিক-
মবগমাতে ইতি শিষ্ণাশঙ্কাং শময়তি—

মলপ্রশবণদ্বারতয়া হেইয়ৈন'বভির্দ্ব'রৈযুক্তঃ পুরবৎ স্বাহত্যন্তভিন্নে-
হহমিতি অভিমন্ত্যমানো নানাদেহসঙ্কল্পণতয়া হংসশব্দিতো জীবো দেহেষু
উচ্চাবচযোনিবু লেলায়তে গতাগতং কুর্কন্ পয়তন্ততয়া এবং ভ্রমতি
অতঃ তস্য সৰ্বপ্রভুত্বে কা প্রসক্তিঃ অতন্ততো বহির্কাহ এব স্বাবর-
জঙ্গমাত্মক সৰ্বলোকসংসারতন্ত্রবাহীত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—একশ্চৈব পরমেশ্বরস্য স্বরূপেণ সৰ্বলোকনিয়ন্তৃৎ
ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিদ্বারা জীবরূপেণ বহির্কিষয়গ্রহণমাহ—নবদ্বার ইতি স্বাবরস্য
স্থিতিশীলস্য গিরিবৃক্ষাদেঃ চরস্য গতিমতো মন্ত্রম্বাদি জীবস্য চ এবং সৰ্বস্য
লোকস্য চরাচরাত্মকবিশ্বস্য বশী নিয়ামকঃ হংসঃ হস্ত্যবিজ্ঞামিতি পরমেশ্বরঃ
নবদ্বারে নবদ্বারানি নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখক্ষেতি সপ্ত শিরোবন্তীনি
অধঃস্থে চ পাশূপস্বরূপে ষে ইতি নবসংখ্যাকানি দ্বারাণীব পুরস্য বহি-
নির্গমনস্থানানি যস্মিন্ তাদৃশে পুরে দেহপুরে স্বয়ং অন্তর্ধ্যামিরূপেণ
এবং বিভিন্নাংশ-জীবরূপেণ দেহিরূপেণ স্থিত্য বহিঃ বাহ্যবিষয়গ্রহণায়
লেলায়তে চলতীব ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—সমগ্র স্বাবরজঙ্গমাত্মক লোকের নিরন্তর এবং জীবের
অবিজ্ঞানিবারক প্রকাশময় শ্রীভগবান্ নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরमध्ये
স্বয়ং অন্তর্ধ্যামিরূপে এবং বিভিন্নাংশ জীবরূপে অবস্থান করেন ও
বহির্জগতেও বিচরণ করিয়া থাকেন ।

শ্রীভগবান্ চিচ্ছিড়াত্মক তত্ত্বসমূহের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত ।
শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—“অন্তর্কর্কহি'চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ।”

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“বহিঃস্তু চ ভূতানাং চরমেব চ ।

স্বাস্থ্যাতদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥” (গী: ১৩।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যোহবিজ্ঞাতাহতস্তশ্চ পুরুষশ্চ সথেশ্বরঃ ।

যন্ন বিজ্ঞায়তে পুংভিনামিতি বা ক্রিয়াগুণৈঃ ॥

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কাংসেন প্রকৃতেগুণান্ ।

নবদ্বারং দ্বিহস্তাং ত্রিং তত্রামমৃত সাক্ষিতি ॥”

(ভা: ৪।২৯।৩-৪)

নবদ্বার-নবদ্বারেও পাওয়া যায়,—

“অক্ষিণী নালিকে কর্ণে মুখং শিশ্নুদাবিতি ।

দে দে দ্বারৌ বহির্থাতি যন্তদিত্ত্রিয়সংযুতঃ ॥”

(ভ ৪।২৯।৮) ॥১৮॥

শ্রুতিঃ—অপাগিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেত্বং ন চ তস্তান্তি বেত্তা

তমাহুরগ্ন্যং পুরুষং মহাস্তম্ ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্বে পরমাত্মার সর্কাস্বতা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছেন] স: (তিনি— পরমেশ্বর) অপাগিপাদ: (প্রাকৃত হস্ত-পদ রহিত হইয়াও) জবন: (দ্রুত গতিশীল—সর্বত্র বিচরণকারী) গ্রহীতা (সর্ববস্তুগ্রাহী) অচক্ষু: (জীবের দ্বারা প্রাকৃত চক্ষু: না থাকিলেও) পশ্যতি (সর্বদ্রষ্টা), অকর্ণ: (প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়-বিরহিত হইলেও) শৃণোতি (সকলের সব কথা

ভূনিয়া থাকেন) [এইরূপে তিনি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য ও
কর্মেন্দ্রিয়নিচয়ের কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। অতঃপর মননাদি
কার্যও তিনিই করেন তাহা বলা হইতেছে] সঃ (সেই পরমেশ্বর
প্রাকৃত মনো বিরহিত হইয়াও) বেণ্ড (জ্যেয় যাহা কিছু সমস্তই) বেত্তি
(জানেন) চ (অথচ) তন্ত্ৰ [তু] (কিন্তু তাঁহার) বেত্তা (জ্ঞাতা)
ন অস্তি (কেহ নাই) তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) অগ্র্যং (আদিপুরুষ
সর্বকারণ-কারণ) মহান্তম্ (সর্বব্যাপী বা সর্বোত্তম) পুরুষং (পূর্ণ
পুরুষ) আলঃ (ব্রহ্মবিদগণ বলিয়া থাকেন) ॥১৯॥

অনুবাদ—এই পুরুষ—অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; যেহেতু তিনি প্রাকৃত
পদরহিত হইয়াও দ্রুত গমন করেন এবং প্রাকৃত হস্তহীন হইয়াও
সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ না থাকিলেও
তিনি সর্বদ্রষ্টা, প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল কথা শ্রবণ
করেন। জগতে যাহা কিছু জ্যেয়, তাহা তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি
সর্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাকে জগতে কেহ জানে না; এইজন্য শ্রুতি
বলিয়াছেন,—তিনি অবাঙ্মনসগোচর অর্থাৎ লোকের প্রাকৃত বাক্য ও
মনের অতীত, তিনি সকলের দ্রষ্টা হইলেও প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের দ্বারা
তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, ভক্তগণ ভক্তিচক্ষেই তাঁহাকে দেখিয়া
থাকেন। ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে আদিপুরুষ, পূর্ণপুরুষ ও সর্বব্যাপী
বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

ত্রীমূর্ত্ত্যামানুজ—পাণিপাদাগ্রভাবেহপি তন্ত্ৰং কার্যকারী
ইত্যাবেণ্ডঃ স্বয়ং সর্বজ্ঞস্তমাদিকারণং মহাপুরুষং বদন্তি ॥১৯॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অচিন্ত্যশক্তিমানসং পুরুষোহলৌকিকান্ধস্ত
কার্যাণ্যতঃ সর্বাধিকঃ স এব সর্বেষামুপাশ্র ইত্যশয়েনাহ—অপাণিপাদ-

ইতি সঃ পরমেশ্বরঃ অপানিপাদঃ হস্তপাদেত্বাপলক্ষণম্ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং
 প্রাকৃতহস্তপদরহিতোহপি জ্বনঃ দ্রুতগামী ইতি চরণকার্য্যং সূচ্যতে,
 গ্রহীতা সৰ্বগ্রাহী যদ্বা ধারণকারী অনেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়াবস্তুমূচ্যতে,
 অচক্ষুঃ প্রাকৃতনেত্ররহিতোহপি পশুতি সৰ্বদ্রষ্টৃৎ আং বিজ্ঞানময়ত্বাচ্চেতি-
 ভাবঃ । অকর্ণঃ প্রাকৃতশ্রোত্রবিহীনোহপি শৃণোতি সৰ্বং ভক্তস্তবাদিকমা-
 কর্ণয়তি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারবস্তুমপ্রাকৃতেন্দ্রিয়বস্তুং চ সূচয়তীত্যর্থঃ ।
 ন কেবলং বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারবস্তুং কিন্তু আস্তরশ্রাপি কর্তৃত্বং তদাহ—স
 বেত্বং জ্ঞেয়ং কেবলমনঃসাধ্যং স বেত্তি প্রাকৃতমনোরহিতোহপি জানাতি
 কিন্তু তস্মৈ বেত্তা জ্ঞাতা কোহপি নাস্তি ‘নাহোহিতোহস্তি দ্রষ্টে’তিশ্রুতেঃ,
 দ্রষ্টৃদৃশ্ত্বাযোগাৎ তস্মৈব সৰ্বসাক্ষিত্বাৎ, তং পরমেশ্বরম্ অগ্রাম্ আদি-
 পুরুষং ‘সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদি’তি শ্রুতেঃ, মহাস্তং সৰ্বাতিশায়িনং
 সৰ্বব্যাপিনং বা পুরুষং পূর্ণং পুরুষং আত্মব্রহ্মবিদ ইতি শেষঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হস্তরহিত হইলেও
 বেগবান্ এবং সৰ্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত । তিনি
 নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন
 অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষুঃ ও কর্ণবিশিষ্ট । তিনি সৰ্বসাক্ষিস্বরূপ,
 সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মনন করিয়া লইবার
 কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত-হস্ত-চরণ-চক্ষুঃ কর্ণযুক্ত চিন্ময়-
 রূপবিশিষ্ট, ইহা জীব সমীমবুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে
 না । ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে সৰ্ব্বেশ্বর-কারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া
 কীর্ত্তন করেন ।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“ ‘অপানি-পাদ’-শ্রুতি বর্জ্জ ‘প্রাকৃত’ পানি-চরণ ।

পুনঃ কহে,—নীত্ব চলে, কয়ে সৰ্ব্বে গ্রহণ ॥

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম-সবিশেষ ।

‘মুখ্য’ ছাড়ি ‘লক্ষণা’তে মানে নির্বিশেষ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১৫০-১৫১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা” (শ্বেঃ উঃ ৩।১২)—এই শ্রুতি। আদৌ ব্রহ্মের ‘প্রাকৃত হস্তপদ নাই’ বলিয়া পরে ‘শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে’ এই বাক্য দ্বারা ‘অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে’ বলিয়া ব্রহ্মকে ‘সবিশেষ’ করিতেছেন। কেবলা-দ্বৈতবাদিগণ শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিবেধক নির্বিশেষত্ব অন্তায়রূপে স্থাপন করিতেছেন।”

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি যে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

“অতএব কৃষ্ণের ‘নাম’, ‘দেহ’, ‘বিলাস’ ।

প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥

‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণগুণ’, ‘কৃষ্ণগীতা’ বৃন্দ ।

কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব চিদানন্দ ॥”

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিन्द्रিয়ৈঃ ॥

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যাদঃ ॥”

(পদ্মপুরাণ-বচন)

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪-১৩৬)

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে ঐশোপনিষদেও পাই,—

“তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদুদ্বৈ তদ্বস্তুকে ।” (ঐশ-৫)

“স পর্যাগাচ্ছুক্ৰমকায়মব্রণমশ্রাবিৎ...” (ঐশ-৮)

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতরূপের বিষয় গোপালতাপনীতে পাওয়া যায়,—

“গোপবেশং—সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্র্যতাম্বরম্ ।

দ্বিভূজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥” (পূর্ব ১৩।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“এতদ্রূপং ভগবতো হরুপস্ত চিদাম্বনঃ ।

মায়্যাগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাশ্রয়নি ॥

যথা নভসি মেঘোঘো রেণুর্বা পার্থিবোহনিলে ।

এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্মারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥”

(ভাঃ ১।৩।৩০-৩১)

প্রাকৃতরূপরহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃতরূপবিশিষ্ট চিদেকরস পরমাত্মার এই প্রাকৃত অনিত্য স্থূলরূপ মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপ বহিরঙ্গা শক্তিপ্রসূত গুণসমূহ দ্বারা জীব-দেহ নির্মিত হইয়াছে। যেরূপ অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু-আশ্রিত মেঘরাশির অস্তিত্ব আকাশে আরোপ করিয়া থাকেন, অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিগত ধূসরত্বাদি বায়ুতে আরোপ করেন, সেইরূপ মূঢ় বিবর্তবাদিগণ সর্বদর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্মাত্মক অচিচ্ছরীর আরোপ করেন ॥১৯॥

শ্রুতিঃ—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-

নাত্মা গুহায়াং নিহিতোহশ্র জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীভশোকো-

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥২০॥

অশ্রয়ানুবাদ—[যঃ—যিনি] অণোঃ (ক্ষুদ্র হইতে) অণীয়ান্ (ক্ষুদ্রতর) [এবং] মহতঃ (মহৎ পরিমাণ হইতে) মহীয়ান্ (মহত্তর) আত্মা (পরমাত্মা) অশ্র (এই) জন্তোঃ (জীবের) গুহায়াং (হৃদয়ে)

নিহিতঃ (অন্তর্ধ্যামিরূপে স্থিত) ধাতুঃ (বিধাতার—ক্রীভগবানের)
প্রসাদাৎ (অনুরূপে) বীতশোকঃ [সন্] (অবিজ্ঞাদি ক্রেশশব্দ হইয়া
সাধক) অক্রতুং (বিষয়ভোগ-সঙ্কল্পবর্জিত পূর্ণকাম) তং মহিমানং
(সেই মহিমান্বিত) ঈশং (পরমেশ্বরকে) পশুতি (দেখিতে পায়) ২০॥

অনুবাদ—স্বপ্ন হইতেও স্বপ্নতর এবং মহান্ হইতেও মহন্তর,
সেই পরমাত্মা ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সকল জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে
অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহার অনুরূপে যাহার ইন্দ্রিয়সমূহের
বিষয়-ভোগমালিন্য দূরীভূত হইয়া পরমেশ্বরের সেবায় রতি উপস্থিত
হয়, সেই ব্যক্তি পূর্ণকাম ও সেই মহিমান্বিত পরমেশ্বরকে দর্শন করেন
এবং শোকরহিত হন ২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সকলস্বপ্নবস্তুঃপ্রবেশযোগ্যস্বপ্নবান্ নিরতিশয়-
বৃহৎশালী এবমুতোহস্ম জন্তোঃ প্রাণিনো জীবন্ত আত্মা প্রেরকঃ সন্
হৃদয়গুহায়ামাস্তে জন্তোরিত্যেতদাত্মোতি তত্রাপি চ সংবধ্যতে আকাজ্জা
সত্যাং হৃদয়গুহায়ামপি সংবধ্যতে, তাদৃশম্ অক্রতুং কর্মলেশশূন্যং মহাম-
হিমশালিনমীশং যদা পশুতি তদা ধাতুর্ধারকস্ত পরমাত্মনঃ প্রসাদা-
দ্বীতশোকো ভবতি, ‘প্রসীদত্যচ্যুতস্তশ্মিন্ প্রসন্নো ক্রেশসংক্ষয়ঃ’ ইতি
স্মৃতে: ২২ ॥

শ্রুত্যার্থবোধিনী—দুজ্জেষ্টতত্ত্বস্ত তস্ত সাক্ষাৎকারঃ তদন্তগ্রহেণা-
বিজ্ঞাদিক্রেশনাশে সতি ভবতীত্যাহ—অণোরণীয়ানিতি অণোঃ
স্বপ্নপরিমাণাৎ পরমাণ্বাদেজীবাঙ্ঘ্রা অণীয়ান্ স্বপ্নতরঃ, জীবন্ত
মানসপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বেপি পরমাত্মনো ন গ্রাহ্যমিতি ভাবঃ। তথা
মহতঃ মহাপরিমাণাৎ আকাশাদেবপি মহীয়ান্ মহন্তরঃ আকাশস্তাপি
ব্যাপকত্বাস্তস্য। স কুত্র ধ্যেয়ঃ? জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্যাস্তস্য জীবস্য
গুহায়াং হৃদয়কন্দরে নিহিতঃ স্থিতঃ গৃঢ় ইত্যর্থঃ। ধাতুঃ ঙ্গৎশব্দভূগবতঃ

প্রসাদাদহুগ্রহং প্রাপ্য অথবা ধাতুপ্রসাদাদিতোকং পদম্, ধাতুনাং শরীরধারকানামিন্দ্রিয়াণাং প্রসাদাৎ মলবলান্নপনয়াৎ অকৃতুং প্রাকৃত-
কামবজ্জিতং পূর্ণকামমিতার্থঃ, তম্ প্রত্যগাত্মানম্ অন্তর্ধ্যামিনং
বীতশোকঃ সন্ বিগতাবিছাদিক্রেশো ভূত্বা পশুতি সাক্ষাৎকরোতি,
ঈশং সর্বনিয়ন্তারং মহিমানঞ্চ তচ্ছক্তিকঞ্চ পশুতি অহুভবতি । অথবা
মহিমানং ভূমানম্ ঈশম্ নিয়ন্তারমকৃতুং তং পশুতীত্যন্বয়ঃ ॥২০॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের আরও অচিন্ত্যশক্তিস্বের পরিচয় দিতেছেন,
—তিনি অণু হইতেও অণুতর অর্থাৎ জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ অণু-
পরিমাণ, তদপেক্ষাও অণুরূপে পিপীলিকাদি জীব পর্য্যন্তের অন্তরে
প্রবেশ করেন। আবার মহান্ হইতেও মহন্তর অর্থাৎ আমরা
আকাশকেই মহান বলিয়া থাকি কিন্তু সর্বব্যাপক আকাশকেও তিনি
ব্যাপিয়া থাকেন ।

এই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকে ক্রেশ পূর্বক অহুসন্ধান করিয়া
বাহির করিতে হয় না। তিনি সকল জীবের অন্তরেই অবস্থান
করেন। আমাদের প্রিয় স্ত্রীপুত্রাদিকে আমরা অন্তরের মধ্যে পাই
না কিন্তু শ্রীভগবানের রূপা হইলে তাঁহাকে সাধক নিজ অন্তরের
মধ্যে দেখিতে পান ; তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের রূপায় জীবের
ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখতা পরিভাগ করিয়া অন্তর্মুখ হইয়া তাঁহার ভঞ্জে
বৃত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও অন্তর্ধ্যামী
পরমাত্মার কোন অহুভব হয় না। সেইজন্ত শ্রুতি আমাদেরকে
তাঁহার অহুগ্রহ প্রার্থনার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাও তাৎপর্য্য ।

শ্রীভগবানের অহুগ্রহ হইলে তাঁহার স্বরূপ ও মহিমা ভাগ্যবানের
দর্শনের বিষয় হয় এবং তিনি ভগবদর্শী হইয়া অবিছাদিনির্মুক্ত ও
শোকরহিত হন ।

শ্রীভগবানের অন্তর্যামিত্ব-বিষয়ে কঠোপনিষদেও পাই,—

“এষ সৰ্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্বেয়া বুদ্ধ্যা স্বপ্না স্বপ্নদর্শিভিঃ ॥” (কঠঃ ১।৩।১২)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥” (গীঃ ১৮।৬১)

আরও পাই,—

“সৰ্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥” (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অস্তঃ প্রবিষ্ট ভূতানি যো বিভর্ত্যাত্মকেতুভিঃ ।

অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে ক্ষুটম্ ॥”

(ভাঃ ৫।২০।২৮) ২০॥

শ্রুতিঃ—বেদাহমেতমজরং পুরাণং

সৰ্ব্বাত্মানং সৰ্ব্বগতং বিভূত্বাৎ ।

জ্ঞাননিরোধং প্রবদন্তি যশ্চ

ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুমানবাদ—[এইরূপ বিশ্বব্যাপী অখণ্ড হৃদয়গুহাগত তাঁহাকে কেহ কি দেখিয়াছে ? তদন্তরে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন—] বেদাহম্ (আমি জানিয়াছি) এতম্ (ইহাকে) [কিরূপ জানিয়াছ ?] অজরং (পরিণামহীন অর্থাৎ জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিকারবহিত) [আর তিনি] পুরাণম্ (পুরাতন হইয়াও নিত্য নবীন) সৰ্ব্বাত্মানং

(সৰ্ব্বাত্মা—সকল আত্মার আত্মা) [যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি পরিচ্ছিন্ন ? না,] বিভূত্বাৎ (যেহেতু তিনি আবার বিশ্বব্যাপক, এইজন্ত) সৰ্ব্বগতং (সকলস্থানেই আছেন, কেবল জীবগুহার মধ্যে নহেন) [জীবের দেহ-পরিগ্রহরূপ জন্ম ও দেহ-সম্পর্কত্যাগরূপ নিরোধ (মরণ) দেখা যায়, এই জন্ম-নিরোধ তাঁহারও জীবের সহিত হইবে কি ? না,] যস্য (যে পরমেশ্বরের) জন্মনিরোধঃ (জন্ম ও মৃত্যু) প্রবদন্তি (অজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে), [কিন্তু] ব্রহ্মবাদিনঃ (ভগবন্তত্ত্ববিদ ব্যক্তিগণ) নিত্যং হি (তাঁহার নিত্যত্ব) প্রবদন্তি (প্রকৃষ্টরূপে বলেন অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা প্রমাণিত করেন । অথবা সৰ্ব্বদা সেই অজ্ঞকল্পিত জন্মনিরোধের কুতর্ক নিরাস করিয়া থাকেন ॥২।১

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের অন্ত্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন—আমি এই পরমপুরুষকে জানিয়াছি—তিনি জরাদি-পরিণামহীন, তিনি পুরাতন, কিন্তু নিত্য নবীন । তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অহুসন্ধান করিলে এই জীব-হৃদয়মধ্যেই পাওয়া যাইবে, তিনি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মা । তাই বলিয়া তিনি সসীম নহেন, বিশ্বব্যাপকত্বনিবন্ধন তিনি আবার সৰ্ব্বগত । লোকে যে পরমেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি-বিনাশ কল্পনা করে, তাহা অজ্ঞতানিবন্ধন, অপরাধের পরিচায়ক ; কিন্তু ব্রহ্মবিদগণ সে-বিষয়ে সৰ্ব্বদা শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদ করেন অথবা তাঁহার স্বরূপের নিত্যত্বই শাস্ত্রযুক্তিমূলে স্থাপন করেন । অতএব আবির্ভাব ও তিরোভাব তাঁহার স্বেচ্ছাধীন নীলামাত্র ॥২।১

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের অন্ত্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিত্যং যশ্চ বিভূতেন জন্মাভাবং প্রকর্ষণে বদন্তি
তমজরং পুরাণং সর্বগতত্বাৎ সর্বাঙ্গানং অহং বেদ জানে ইতোবাং
ব্রহ্মবাদিনো নিত্যং বদন্তি ইত্যর্থঃ ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং বিরুদ্ধধর্মবতঃ পরমেশ্বরতত্ত্বস্বীকারে
মন্ত্রব্রহ্মরহস্যভবং প্রমাণয়তি—বেদাহমিতি অহং মন্ত্রব্রহ্ম এতং পরমেশ্বর-
মেবং বেদ জানে, কথং জানাসি ? অজরং জীবদেহেস্থিতমপি জরা-
দি-পরিণামরহিতম্ । পুরাণং পুরাহপি নবম্ নূতনম্ শাস্ত্রতমিত্যর্থঃ । তর্হি
কিং ন সর্বজ্ঞেয়ন্তত্ত্বাহ—সর্বাঙ্গানং সর্বশাস্ত্রত্বতম্ হৃদন্তঃস্থম্ ভক্তিপূর্বকা-
নুসন্ধানেনৈব জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ । কিমেষ পরিচ্ছিন্ন আত্মরূপত্বান্নিহি নহি
সর্বগতম্ সর্বব্যাপিনং তত্ত্বহেতুঃ বিভূত্বাৎ পরমমহৎ-পরিমাণবৎসাদাকাশা-
দিবং, তস্য সর্বগতত্বাভাবে প্রপঞ্চপ্রকাশো ন স্তাদিত্যভাবঃ । যথোবাং
জীবন্ত হৃদয়গতঃ স উপলভ্য ইত্যুচ্যতে ‘দৃশ্যতে স্বগ্রায়া বুদ্ধ্যা’ তর্হি
দেহোৎপত্তি-বিনাশাভ্যাং তস্তাপ্যুৎপত্তি-বিনাশৌ স্তাতামিত্যাশঙ্ক্যামাহ
—জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যশ্চেতি যশ্চ পরমেশ্বরস্য জন্মনিরোধং জন্ম চ
নিরোধঃ নাশচ তৎ সমাহারে ক্লীবমেকম্ মুচ্যে: প্রবদন্তি ন তত্ত্বজ্ঞাঃ
অথবা জন্মনোরোধঃ অভাবন্তং ষড়্ভিকারাব্যবহিত্যর্থঃ প্রবদন্তি
সমর্থয়ন্তি ইত্যর্থং কেচিদাহঃ তন্ন মনোরমং ক্রিয়াদ্বয়বৈয়র্থ্যাৎ । ব্রহ্মবাদিনঃ
পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞাঃ পুনঃ নিত্যং আত্মানমভিবদন্তি শাস্ত্রযুক্ত্যা প্রমাণেন চ
সমর্থয়ন্তি তথ্যচশ্রুতিঃ—“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিদি”তি ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’-
টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বিরুদ্ধধর্ম্যাশ্রয়ী পরব্রহ্মের প্রামাণিকতা-বিষয়ে সেই পরব্রহ্মপ্রাপ্ত ঋষি বলিতেছেন যে, আমি এই অজ্বর, পুরাণপুরুষ, সর্বাস্তর্গ্যামী পরমেশ্বরের বিষয় জানিয়াছি। তিনি একদিকে যেমন সর্বভূতের অন্তর্ধ্যায়ী, সেইরূপ সর্বব্যাপী। সকলের অন্তরে থাকিয়া আবার সর্বগত হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার বিভূষ। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে তিনি জীব ও জড়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও জীব ও জড়ের ধর্মাতীত থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—“এতদীশনমীশশ্চ প্রকৃতিস্বোহপি তদঙ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাঽস্বৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥” (ভাঃ ১।১১।৩২)

পরব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু নাই। তিনি নিত্যবস্তু। কিন্তু স্বেচ্ছায় আবির্ভাব ও তিরোভাবলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীগীতায়ও পাই,—“জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।” (গীঃ ৪।২)।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের দিব্যজন্মের বিষয় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদেব টীকায়ও পাই,—“দিব্যম্ অপ্রাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ শ্রীমধু-সূদন সর্বস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতিস্বষ্টত্বাৎ অলৌকিকশব্দস্তাপ্রাকৃতত্বমেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ ভগবজ্জন্মকৰ্মণোৰ্নিত্যত্বম্। তচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে—“ন বিগৃহ্যেত যস্য চ জন্ম কৰ্ম বা” ইত্যত্র শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্থামিচরণৈকরূপপাদিতম্ ; যথা যুক্ত্যা অনুপপন্নমপি শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য-বলাদতর্ক্যমেবেদং যন্তব্যম্। তত্র পিপ্রলাদশাখায়াং পুরুষবোধিনী শ্রুতিঃ—“একো দেবো নিত্যলীলাহরক্কো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃৎস্তবাত্মা” ইতি তথা জন্মকৰ্মণোৰ্নিত্যত্বম্ শ্রীভাগবতায়মুতে বহুশ্চ এব প্রপঞ্চিতম্।”

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—“তৎকৰ্ম দিব্যমিব” (ভাঃ ২।৭।২২)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদেব টীকায় পাই,—“বস্তুতঃ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সকল কার্য্যই অপ্রাকৃত।”

কিন্তু মূৰ্খেরা সৰ্বভূতের মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহাকে মনুষ্যশরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে। ইহা শ্রীগীতাতেই পাই,—“অবজ্ঞানস্তি মাং মূঢ়া মাছুষীন্তনুমাশ্রিতম্।” (গী: ৯।১১)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

“এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।

‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ।” (আদি ৩।৫২)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২।১৫, ১০।২।১৩; ১০।১৪।২২ এবং ১।১০।২৬ দ্রষ্টব্য।

বৃহদৈক্যবেণ্ড পাওয়া যায়,—

“নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।

নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যস্বাশ্রয়ঃ।”

পদ্মপুরাণেও পাই,—

“পশু ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং” “ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ব্যনং শাস্বতং শিবম্।” “অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ন্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতি-ভিষ্ঠাভিধীয়তে।” “সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোহধোক্কজোহপ্যসৌ নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ।”

বাহুদেবোপনিষৎ—(৬।৫) “মজ্জপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাত্তস্তবিবর্জিতম্।

স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্।”

বাহুদেবাধ্যাত্মে—“অপ্রসিক্তেন্দ্রিয়ং গুণানাম্ অনাম্যাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।

অপ্রাকৃতত্বাদ রূপস্যাপ্যরূপোহসাব্দীর্ঘ্যতে।

সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরেন্নাস্ত্যেব কর্তৃত্বা ।

অকর্তারমতঃ প্রাহঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ ॥”

নারায়ণাধ্যায়ে—“নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্ দীক্ষাতে নিজশক্তিতঃ ।

তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—“অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ ।

আবির্ভাব-তিরোভাবাবসোক্তে গ্রহ-মোচনে ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।২৩।১১) শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যে—

“আবির্ভাব-তিরোভাবৌ জ্ঞানস্য জ্ঞানিনোহপি তু ।

অপেক্ষ্যাজ্ঞস্তথা জ্ঞানমুৎপন্নমিতি চোচ্যতে ॥” ৥২১॥

ইতি—খেতাস্থতরোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী
অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাস্থতরোপনিষৎ

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তু ॥১॥

অম্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়, এজন্য পুনঃপুনঃ
তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করা উচিত,—এই অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়
আরম্ভ হইতেছে—] যঃ (যে পরমেশ্বর) একঃ (অদ্বিতীয় অথবা
নিরপেক্ষ) অবর্ণঃ (প্রাকৃতবর্ণরহিত হইয়াও) নিহিতার্থঃ (মনে
নিগূঢ় সৃষ্টির সঙ্কল্প লইয়া) আদৌ (সৃষ্টির প্রথমে) বহুধা (বহু
প্রকার) শক্তিযোগাৎ (স্বীয় শক্তিসহকারে) অনেকান্ (নানাপ্রকার)
বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদি জাতি অথবা দেব-মহুগ্ন-পশুপক্ষি-প্রভৃতিরূপ)
দধাতি (সৃষ্টি করিয়া থাকেন) অস্তে চ (এবং প্রলয়কালে) স দেবঃ
(সেই সৃষ্টিকর্তা লীলাময় পরমেশ্বরই) বিশ্বম্ (সেই সৃষ্ট চরাচরাশ্বক
বিশ্বকে) বি-এতি চ (বিচয় করেন অর্থাৎ নিজেতে লীন করেন) সঃ
(সেই পরমেশ্বর শ্রীহরি) নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া (মঙ্গলময়ী অর্থাৎ
অবিঘ্নানাশিনী) বুদ্ধ্যা (মতিয় সহিত) সংযুক্তু (সংযোজিত করুন,
আমাদিগকে শুভপথে চালিত করুন) ॥১॥

অম্বুবাদ—যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর লীলাময় শ্রীহরি প্রাকৃতরূপহীন

হইয়াও সৃষ্টির আদিতে সিস্থক্ষা লইয়া অর্থাৎ মনে নিগূঢ় সৃষ্টির সঙ্কল্প লইয়া একাকী অন্তরিরপেক্ষভাবে বহুপ্রকার নিজ-শক্তিয়োগে নানাবিধ নামরূপসম্পন্ন বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রলয়-কালে সেই বিশ্বকে উপসংহার করেন, সেই পরমেশ্বর আমাদের কাছে সুবুদ্ধি দান করেন, অর্থাৎ বহিস্থুখী প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত করিয়া নিজ ভক্তিতে প্রেরণা দিউন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণঃ সর্ববিধকারণস্বং প্রপঞ্চয়িস্থন্ তদ্বিষয়বুদ্ধি-প্রার্থনামব্রুমাহ—

অকারো বৈ সর্ববাক্ সৈবাহস্ত শীঘ্রাভিব্যাজ্যমানবহিরিব নানারূপা ভবতি ইতি ঐতেরেয়শ্রুতে: এক: অ-বর্ণ: নিহিতার্থ: অর্থ: পরং-ব্রহ্ম স্ববাচ্যত্বেন নিহিতোহস্মিন্ন্তথোক্ত: পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মবাচক: অকারেণোচ্যতে বিষ্কুরিতি শ্রুতে: তাদৃশবর্ণ: সর্বান্ বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তি, বিষ্ণুং কৃৎস্নং প্রপঞ্চং চ অন্তকালেহপ্যোতি নাশয়তি স দেব: শুভয়া বুদ্ধ্যা যোজয়তু অত্র বাচ্যবাচকয়োঃভেদোপচারাং স দেব: ইত্যুক্তি: ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দ্রুহত্বাদস্ত পরমেশ্বরবিষয়স্ত ভূয়োভূয়োব্যাখ্যা-নমাবশ্যকমিত্যভিপ্রায়েণাং চতুর্থোহধ্যায় আরভাতে । তত্র প্রথমত: ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’ ‘য একইদ্বিদয়তে বস্তুমর্ভ্যায় দাঙ্বেষে । ঈশানোহপ্রতি-স্থুত ইন্দ্রো অঙ্গ’ ইতি ‘একোবৃষা বিরাজতি’ ইত্যাদিভি: শ্রুতিভিস্তুশ্চেক্ত সর্বকর্তৃত্বমবগম্যতে, তত: ‘সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ’ ‘স ঐক্ষত বহু-স্তাং প্রজায়েয়’ ইতি ‘নামরূপে ব্যাকরবাণি’ ইতি ‘স একধা বহুধাত্মানং ব্যভজত’ ইত্যাদিভিস্তুশ্রামোঘসঙ্কল্পবশাং নানারূপসৃষ্টিকপলভাতে এতৎ

সৰ্বং মনসি নিধায় মনঃসদৃশং তদহুগ্রহং প্রার্থয়তে ষ একঃ অদ্বিতীয়ঃ
 নিরপেক্ষ অবর্ণঃ অরূপঃ প্রাকৃতরূপরহিতঃ আদৌ সৃষ্টেঃ প্রারম্ভে নিহিতার্থঃ
 নিহিতঃ হৃদিস্থাপিতঃ সঙ্কলিত ইত্যর্থঃ অর্থঃ প্রয়োজনং নামরূপব্যাকরণ-
 রূপং যেন সঃ সন্ বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ প্রকৃতিকালস্বভাবকর্মভূত-
 রূপৈঃ স্ব-শক্তিযোগাৎ শক্তিসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যাদি স্বশক্তিমবলম্ব্য অনেকান্
 বহুবিধান্ বর্ণান্ রূপাণি, বিদধাতি চ সৃজতি, অস্তে চ প্রলয়কালে স দেবঃ
 লীলাময়ঃ বিশ্বং সৃষ্টং স্থিতিমৎসৰ্বংবস্ত এতি চ প্রাপ্নোতি চ সংহরতি
 চেত্যর্থঃ চ দ্বয়েন একত্বৈবোভয়কর্তৃত্বং লীলাপ্রবৃত্তিমস্বং সৃচিতম্ । দধাতি
 বিচৈতি চ ইতি ব্যবহিতেন বিনা উপসর্গেণ দধাতেরদ্বয়ো বোধ্যঃ । সঃ
 ভগবান্ নঃ অস্মান্ শুভয়া স্বপ্রবণয়া অবিভাগদ্বয়রহিতয়া বুদ্ধ্যা সংযুক্তু
 সংযোজয়ত্বিত্যাংশসা ॥১৥

তত্ত্বকর্ণা—শ্রীভগবানের তত্ত্ব পুনরায় বিশদভাবে বর্ণনাভিপ্রায়ে
 এই অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে ।

পরমেশ্বর অদ্বিতীয় তত্ত্ব । শ্রুতিও বলেন,—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” ।
 সেই পরমেশ্বরের শক্তি হইতেই জগতের সমুদয় বস্তু বা পদার্থ
 সৃষ্ট হয় । সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে অগ্নের সাহায্য লইতে হয় না ।
 তিনি স্বশক্তিমাত্র-সহায়ে আদিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
 তিনি স্বয়ং প্রাকৃতবর্ণরহিত হইয়াও নিজ শক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বা
 শুক্রাদি নানাবিধ বর্ণ সকল উৎপাদন করেন । এই বিশ্ব পরমেশ্বর
 হইতেই উৎপন্ন, তৎকর্তৃকই রক্ষিত এবং তদ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয় ।
 তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশস্বরূপ ও সচ্চিদানন্দময় পুরুষ । তিনি কৃপা
 করিলে আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি
 লাভ হয় । সেইজন্য এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে ভগবন্ ! আপনি

কুপাপূর্বক আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন, যাহাতে আমরা অবিচার হাত হইতে মুক্ত হইয়া আপনার শ্রীচরণ-সেবা করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অস্রাকীভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।

তয়া সংস্থাপয়তোতদভূয়ঃ প্রতাপিধাস্থতি ॥” (ভাঃ ৩।৭।৪)

তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পাই,—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি,

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ ব্রহ্মেতি ॥”

(তৈঃ ৩।১।১)

শ্রীগীতায় পাই,—

“অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥” (গীঃ ১০।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥” (মধ্য ৬।১৪৩)

বেদান্তস্বত্রেও আছে,—

“জগ্নাগন্তু যতঃ” (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) ১১।

শ্রুতিঃ—তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।

তদেব শুক্রং, তদব্রহ্ম তদাপস্তং প্রজাপতিঃ ॥২॥

অহ্মানুবাদ—[সেই পরমেশ্বরের সর্বাত্মক বলিতেছেন—] তৎ
এব (সেই পরব্রহ্মই) অগ্নিঃ (যজ্ঞে দেবতাদের হবির্বাহক, জীব-

শরীরে পাচক—বৈশ্বানর-অগ্নি) তৎ [এব] আদিত্য: (তিনিই সূর্য্য)
তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) বায়ু: (জীবন-ধারণক প্রাণাদি বায়ু) উ
(এবং) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) চন্দ্রমা: (স্নিগ্ধতাকারক চন্দ্র)
তদেব (সেই পরম ব্রহ্মই) শুক্রং (অগ্নি নির্মলজ্যোতি: নক্ষত্রাদি)
তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) ব্রহ্ম (হিরণ্যগৰ্ভ) তদ্ [এব] (সেই পর-
ব্রহ্মই) আপ: (জগৎ-সৃষ্টিকারণ-বীজের পাত্র জল) তদ্ [এব] (সেই
পরব্রহ্মই) প্রজাপতি: (বিরাট পুরুষ) ॥২॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর স্ব-শক্তির দ্বারাই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকৰ্ত্তা ও
লয়ের আধার, ইহাই দেখাইতেছেন । সেই পরমেশ্বরই ভূমিস্থিত বৈশ্বানর
অগ্নি, তিনিই আদিত্যরূপে দিবিস্থিত অগ্নি, তিনিই অন্তরীক্ষস্থ প্রবহমান
বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা ও অন্ত্যন্ত নক্ষত্ররূপে প্রকাশক । তিনিই হিরণ্যগৰ্ভ,
তিনিই প্রথম সৃষ্ট বীজাধার জল, তিনিই বিরাট পুরুষ, তিনিই সৰ্ব্বাস্ত-
ৰ্ধ্যামিরূপে সৰ্ব্বাত্মা বা সৰ্ব্বময় ॥২॥

ত্রীৰঙ্গরামানুজ—তস্ম দেবস্ত সাক্ষীত্বমাহ—

শুক্রং বোচিস্মন্নক্ষত্রমণ্ডলমিত্যর্থ: শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—যস্মাৎ স এব পরমেশ্বর: স্রষ্টা, তস্মিন্নেব
সৰ্ব্বস্ত লয়:, তস্মাৎ স এব সৰ্ব্বমিত্যাহ—তদেবাব্গিবিতিাদি—তদ্ পর-
মাত্মতত্ত্বমেব, অগ্নি: যাজ্ঞিকানাং যজ্ঞসাধনং, জীবানাং ভুক্তদ্রব্য-
পাচক: জাঠর: এবমন্ত্যর্থনাধক: পঞ্চভূতান্নতমোভূতবিশেষ:, নান্ন:,
তদেব আদিত্য: দিবিষ্ঠো জ্যোতিৰ্বিশেষ:, তদ্ বায়ু: অন্তরীক্ষস্থো
মরুদ্ভূতমেব প্রবহন্ ব্রহ্মজ্যোতিৰ্বিশেষ:, জীব-দেহধারণক: প্রাণাদিরূপো
বা ব্রহ্মৈব তদ্ব (তদ্ পরমেশ্বরম্) চন্দ্রমা উ চন্দ্রোহপি জ্যোতীরূপ:,
তদেব শুক্রং নির্মলং জ্যোতিৰ্নক্ষত্রাদি, তদেব ব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভ: আদি-
স্রষ্টা, তদ্ পরমাত্মতত্ত্বম্ আপ: নাবায়ণশব্দপ্রতিপাত-সৃষ্টিবীজস্তায়নং

নারং তথাহ্যুক্তম্ ‘অপ এব সমর্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্তজৎ ইতি, তদেব
প্রজাপতিঃ বিবাড়ায্মা ॥২॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ যে সর্কাস্বক তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন।
তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই
দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রহ্মা, তিনি জল এবং তিনিই প্রজাপতি।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“কাস্তিত্তেজঃ প্রভা সস্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কক্ষবিদ্যাতাম্ ।

যং স্বৈর্য্যং ভূত্বতাং ভূমেবৃষ্টির্গন্ধোহর্থতো ভবান্ ॥”

(ভাঃ ১০।৮৫।৭)

অর্থাৎ চন্দ্রের কাস্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যাত ও
নক্ষত্রগণের স্বরূপ সস্তা, পর্ব্বতের স্বৈর্য্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধ-
শুধ—এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনায়ই স্বরূপ।

আরও পাই,—

“যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়ামাহম্ ।

স্বধাকৌহরিধিষা সোমো বথক্ষগ্রহতায়কাঃ ॥” (২।৫।১১)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

“ঈং বায়ুৱগ্নিরবনির্বিষদ্বুম্মাজাঃ

প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদম্গ্রহশ্চ ॥

সর্ব্বং ত্বমেব সন্তুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ !

নাত্ৰং বদন্ত্যপি মনোবচসা নিকৃন্তম্ ॥” (ভাঃ ৭।২।৪৮)

শ্রীগীতার “যদাদিত্যগতং তেজো.....পচামায়ং চতুর্বিধম্” ।

(শ্লঃ ১৫।১২-১৪) স্নোকসমূহও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য । .

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের শক্তির মহিমা জ্ঞাপন পূর্বক সর্বত্র তৎসম্বন্ধই স্থাপিত করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অগ্নি প্রভৃতি সকলে শ্রীভগবানের সহিত সমান অথবা স্বতন্ত্র শক্তিশালী এইরূপ বুদ্ধি করিবে না। সকলই তাঁহারই শক্তির প্রকাশ ও বিভূতিরূপ ॥২॥

শ্রুতিঃ—ঔং জীৱী ঔং পুমানসি ঔং কুমার উত বা কুমারী।

ঔং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ঔং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৩॥

অম্বয়ানুবাদ—[হে ব্রহ্মন্ ! হে পরমেশ্বর !] ঔং জীৱী (তুমিই জীৱজাতি) অসি (হইতেছ) ঔম্ [এব] (তুমিই) পুমান্ (পুরুষজাতি) [অসি— হইতেছ] ঔম্ [এব] (তুমিই) কুমারঃ (বালক) উত বা (অথবা) কুমারী (বালিকা হইতেছ) ঔম্ [এব] (তুমিই) জীর্ণঃ (বার্ষিক্যে জীর্ণদেহ হইয়া) দণ্ডেন (দণ্ডের সাহায্যে) বঞ্চসি (গমন করিয়া থাক) [অধিক কি ?] ঔং বিশ্বতোমুখঃ (তুমি নানারূপে) জাতঃ (অভিব্যক্ত) ভবসি (হইতেছ) ॥৩॥

অনুবাদ—হে সর্বেশ্বর ! তুমিই জীৱী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নানারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী ॥৩॥

শ্রীৱজ্জরামানুজ—তদেব সাক্ষীত্বাং তৎসম্বন্ধেন আহ—

দণ্ডেনালম্বনেন জীর্ণঃ বৃদ্ধঃ সন্ বঞ্চসি সঞ্চবসি, অত্যন্তমিদমুচ্যতে অমেব সর্বরূপো জাতোহসি ইত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্ত সৰ্বভূতাস্থঃ বর্ণয়তি—ঐ
 স্ত্রীত্যাদিনা হে পরমেশ্বর ! ঐ স্ত্রী জগদ্বীজাধারভূতা অসি, ঐ পুমান্
 বীজপ্রদঃ পুরুষোহপি অমেব ভবসি, এবং বাল্যাশ্রবস্থাবেদেন ভিন্নস্থমেবাসি
 ‘স্ত্রী-পুংসাবাস্তভাগৌ তে ভিন্নমূৰ্ত্তেঃসিহক্ষয়। প্রসূতিভাজঃ সর্গস্ত তাবেব
 পিতরৌ স্মৃতাভিতি’মহাকবিঃ। ঐ কুমারী বালিকা, উত বা অপি
 চ কুমারঃ শৈশবদশাপন্নঃ অমেব, এবং ঐ জীর্ণঃ পরিণতঃ বান্ধক্যাবস্থঃ
 সন্ দণ্ডেন দণ্ডসাহায্যেন বঞ্চসি ভ্রমসি, পুনশ্চ ঐ জাতো ভবসি যতঃ
 বিখতোমুখঃ নানাশক্তিসম্পন্নঃ ॥৩॥

তত্ত্বকর্ণা—ব্রহ্মের সৰ্বাশ্রকত্ব বুঝাইতে গিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—
 হে ব্রহ্ম ! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী ; আবার
 তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন করিয়া থাক। তুমি
 বিশ্বগত সৰ্বরূপে জাত হও। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের বিশ্বরূপত্বের কথা
 বর্ণন করা হইয়াছে।

ইহার তাৎপৰ্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথা হিরণ্যং স্বরূভং পুরস্তাং

পশ্চাচ্চ সৰ্বশ্চ হিরণ্যমস্ত ।

তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং

নানাপদৈশৈরহমস্ত তৎ ॥” (ভাঃ ১১।২৮।১২)

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাত্ সচরাচরম্ ।

মম দেহে শুড়াকেশ যচ্চাত্মদৃষ্টমিচ্ছসি ॥” (গীঃ ১১।৭)

আরও পাই,—

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং গ্রাসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥” (গীঃ ১৩।১৬)

শ্রুতিতেও পাই,—“একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং”

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—“এক এব পরো বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বত্রাপি ন
সংশয়ঃ । ঐশ্বর্যাদরূপমেকঞ্চ স্বর্ঘ্যাবস্থহৃদেযতে ।” ৩৩

শ্রুতিঃ—নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-

স্তুড়িদগৰ্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।

অনাদিমন্তং বিভূত্বেন বৰ্ত্তসে

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪॥

অনুমান্যবাদ—[ত্বং—তুমি] নীলঃ (কৃষ্ণবর্ণ) পতঙ্গঃ (ভ্রমর)
[ত্বমেব] হরিতঃ [পতঙ্গঃ] (তুমিই সবুজবর্ণ শুকপক্ষী) [ত্বং]
লোহিতাক্ষঃ (রক্তচক্ষুঃ কোকিল তুমি) ত্বং স্তুড়িদগৰ্ভঃ (অভ্যন্তরে
বিদ্যাদ্যুক্ত জনবর্ষুক মেঘ) [এইরূপ] ঋতবঃ (বসন্তাদি ছয় ঋতু)
সমুদ্রাঃ (সমস্ত সমুদ্র) [ত্বম্] অনাদিমন্তং (আদিহীন শাস্ত্রত ব্রহ্ম
তুমিই) বিভূত্বেন (ব্যাপকত্ব বশতঃ, ব্যাপকরূপে) বৰ্ত্তসে (বর্ত্তমান
রহিয়াছ) [কিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ তুমি ?] যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে)
বিশ্বা (স্বাবর-জঙ্গমা আক সমস্ত) ভুবনানি (উৎপত্তিশীল বস্তু)
জাতানি (জন্মিয়াছে) [হে পরমেশ্বর ! কীট, পতঙ্গ, বিচিত্র
বর্ণ পক্ষী, ঋতু, সমুদ্র সমস্তই তোমার শক্তির পরিণাম] ৪৪

অনুমান্যবাদ—তুমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী,
তুমিই লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যাংগূর্ণ বাসিবর্ষণোগুথ মেঘ
তুমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভূত্বের বিকাশ,
তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যাজ্ঞ করিতেছে,
তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ৪৪

শ্রীরঙ্গরামাশুজ—নীলহরিতলোহিতাক্ষভেদভিন্নঃ পতঙ্গঃ পক্ষী
 ত্বেবে, সমুদ্রাশ্চ ত্বেবে, ত্বেবে অনাদি যতো বিশ্বানি ভুবনানি
 জাতানি তদপি ত্বেবে নিখিলজগৎকারণমপি ত্বেবেত্যর্থঃ। নীল-
 পতঙ্গাছাত্মমপি ন স্বরূপেণ অপিতু ব্যাপকত্বেন আত্মত্বাৎ ইতি এতৎ
 প্রদর্শয়তি বিভূত্বেন বর্তসে ইতি, যতঃ সৰ্বং ব্যাপ্য আত্মনা বর্তসে
 ততঃ সৰ্বাশ্চাত্মমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ন কেবলং মহুজাঃ কিম্বপরেহপি নিকৃষ্টাঃ
 প্রাণিনো জড়াশ্চ পদার্থা স্তবশক্তিপরিণামভূতা ইত্যাহ—নীলঃ পতঙ্গ
 ইত্যাদি। হে পরমেশ্বর! নীলঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পতঙ্গঃ পতনগচ্ছতীতি
 পক্ষী ভ্রমরঃ ত্বেবে, এবং হরিতঃ পলাশবর্ণঃ ‘পলাশোহরিতোহরিদিতি’
 ‘কৃষ্ণে নীলাসিতশ্চামকালশ্চামলমেচকাঃ’ ইতি চামরঃ। পতঙ্গঃ শুকাদিঃ,
 লোহিতাক্ষঃ রক্তপাঙ্গনেত্রঃ কোকিলোহপি ত্বেবে, তড়িগর্ভঃ বিদ্যাৎ-
 পূর্ণঃ জলবসুঁকো মেঘোহপি ত্বেবে এবং রূপতঃ কার্যাতশ্চ বৈচিত্র্যমুক্তা
 কালতো বৈচিত্র্যং ভগবত উচ্যতে স্বতব ইতি নানাশ্রুতয়ো-
 বসন্তাদয় স্বতবোহপি ত্বেবে। আকৃত্যা বৃহৎ কথয়তি যতঃ সমুদ্রাঃ,
 এবং সৰ্বং ব্রহ্মণ এব শক্তিপরিণামভূতমিতি তত্রাহ—ত্বম্ পরমেশ্বরঃ
 অনাদিমৎ অনাদিব্রহ্মস্বরূপং, যতো বিভূত্বেন ব্যাপকত্বেন বর্তসে
 বিরাজসি। অথবা হে অনাদিমৎ অজ! ত্বং বিভূত্বেন সৰ্বময়ত্বেন
 হেতুনা নীলপতঙ্গাদিরূপেণ বর্তসে, যতঃ স্বত্বাৎ কারণাৎ বিশ্বা
 বিশ্বানি জস্বিভক্তিস্থানে আচ্ছান্দসঃ। ভুবনানি উৎপত্তিমস্তি
 বস্তুনি জাতানি অতঃ ত্বেবে জগজ্জপম্ কার্যাকারণয়োৰভেদোপ-
 চারাৎ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরব্রহ্মের সৰ্বময়ত্বের কথাই বলিতেছেন।
 তুমিই নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই হরিবর্ণ শুকাদি, তুমিই

রক্তাপাঙ্গ কোকিলাদি, তুমিই বিদ্যাংগর্ভ মেঘ, তুমিই সকল ঋতু এবং সাগর সমূহ। তুমি অনাদি, তুমি সর্বব্যাপক বিভূরূপে বর্তমান রহিয়াছ, তোমা হইতেই সমগ্র ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। সকলই তোমার শক্তির পরিণাম। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন এইহেতু এবং কার্য্যকারণের অভিন্নতাবশতঃ তোমাকে সর্বময়, সর্বাঙ্গক প্রভৃতি শব্দে উদ্দেশ করা হয়। বস্তুতঃ তোমার স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত কিন্তু প্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চের কোন পদার্থ তোমার আশ্রয়-বাতিরেকে নিজ সত্তা রক্ষা করিতে পারে না। এইজন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন—“সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” (ছাঃ ৩।১৪।১)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বরচিত জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

“বেদান্তমতে ‘শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ’ এই উক্তি-বিচারে শ্রুতি-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক্। কার্য্যসকল শক্তির পরিচয়; কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য্য, চিহ্নজগৎ চিৎশক্তির কার্য্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্দ্বিকার”।

শ্বেতাস্বতর শ্রুতিতেই পাওয়া যাইবে,—

“স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদ্যাত্ময়োনিস্তঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।”

(শ্বেঃ ৩।১৬)

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

“স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বশ্চ কৰ্ত্তা তস্ম লোকঃ স উ লোক এব”

(বৃঃ ৪।৪।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নান্যৎ তদন্তি ভগবন্নপি যম্ শুদ্ধম্ ।

মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদ্ব্যবভাসি ॥” (ভা: ৩।৯।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“অবিচিন্ত্যশক্তিয়ুক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ।

প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি ॥

নানারত্নবাশি হয় চিন্তামণি হইতে ।

তথাপিহ মনি রহে স্বরূপ অবিকৃতে” ॥

(চৈ: চ: আদি ৭ম প:)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাই,—

“একোহপি স্থাননানাত্মানেনৈব হরিরীয়তে ।

সর্কাস্তর্ঘ্যামিগন্তস্ত ন ভেদো বিদ্যতে কচিৎ” ॥৪॥

শ্রুতিঃ—অজামেকাং লোহিতশুক্ককৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হেকো জুষমাণোহম্মুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহম্মুঃ ॥৫॥

অম্ময়ানুবাদ—সরূপাঃ (প্রকৃতির নিজের সদৃশ অর্থাৎ ত্রিগুণময়)
বহ্বীঃ (বহুপ্রকার) প্রজাঃ (সন্তান অর্থাৎ ভূতসমুদায়) সৃজমানাম্ (সৃজন-
কারিণী) লোহিতশুক্ককৃষ্ণাং (অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা, জলরূপে শুক্কবর্ণা,
অম্ম অর্থাৎ পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ মিশ্রবর্ণা,—এই তেজ, জল,

পৃথিবীরূপিণী, অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাশ্রিকা) একাম্ (অধিতীয়)
অজাম্ (উৎপত্তিরহিত—অনাদি দেবাত্মশক্তিকে) হি (নিশ্চয়) জুষমাণঃ
(সেবাকারী, ভজনাকারী) একঃ অজঃ (এক বদ্ধজীব) অহুশেতে
(অনাদি কাম, কৰ্ম ও বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সেই প্রকৃতির অহুসরণ
করে অর্থাৎ ভোগ করে) অত্রঃ অজঃ (মুক্তজীব) [যিনি আচার্য্যোপ-
দেশে জ্ঞানলাভ দ্বারা অবিচ্ছিন্নকার দূর করিয়াছেন তিনি] এনাম্
(এই প্রকৃতিকে) ভুক্তভোগাম্ (পূর্বে ভোগ করিয়া হয় বোধে)
জহাতি (ত্যাগ করেন অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে আবদ্ধ হন না) ॥৫॥

অনুবাদ—অনাদি প্রকৃতিকে অজরূপে কল্পনা করিয়া তাহার অহু-
সরণকারী বদ্ধজীবের ও সেই প্রকৃতির সংসর্গরহিত মুক্ত জীবের প্রভেদ
বর্ণন করিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত অগ্নি, জল ও
পৃথিবী—এই ভূতত্রয়রূপা প্রকৃতিই নিজের অহুরূপ অর্থাৎ স্বথ, দুঃখ,
মোহময় সমস্ত জড়বস্ত্র সৃষ্টি করে; বদ্ধজীব সেই প্রকৃতির অহুসরণ
করিয়া পরে অহুতপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি আচার্য্যোপদেশজনিত
জ্ঞানদ্বারা অবিচ্ছিন্নকার অপসারিত করিয়াছে, সেই মুক্ত জীব পূর্বে
প্রকৃতি ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ হেতু বৈরাগ্যবান্ হইয়া তাহাকে ত্যাগ
করে অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয় না ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—‘ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্যা’, ‘ক্ষয়ং
প্রধানমমৃতাক্ষয়ং হরঃ’ ইতি পূর্বনির্দিষ্টচিদিদীশ্বরবিবেকং দর্শয়তি—

তেজোবর্ণলক্ষণবিকারগত-লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপযুক্তাং স্বসমানরূপ
বিবিধভূতভৌতিকসৃষ্টিমুৎপত্তিরহিতাং কাঞ্চন কশ্চিদবিদ্বান্ উৎপত্তি-
বাহিতেন তৎসমান এব সন্ তদ্রাহং বুদ্ধ্যা সেবমানঃ তাং অহুহৃত্য
শেতে তিষ্ঠতি, অপরো বিদ্বান্ কশ্চিং তাং ভুক্তা উৎপন্নবৈরাগ্যা-
স্ত্যজ্ঞতীত্যর্থঃ। নবশ্মিন্ অজাং ইত্যেতাবানর্থঃ প্রতীয়তে কাংশ্চি-

ছাগীং ত্রিবর্ণাং সরূপবহুপত্যকরমেকশ্চাগঃ প্রীয়মানোহুবর্ষতে অন্তস্তাং
উপভুক্তাং ত্যজতীতি কথং ভবদুক্তং প্রকৃতিরূপার্থগ্রহণং, যদি
বা চাধ্যাঅশাস্ত্রে লৌকিকার্থপ্রতিপাদনানৌচিত্যাধ্যাঅিকার্থপর্যাব-
সানং কৰ্ত্তব্যমিতি তর্হি 'হা স্থপর্ণাদি'মস্ত্রে বৃক্ষস্থপর্ণপিপ্ললশব্দৈঃ
শরীরজীবকস্বফলানাং গোণবৃত্ত্যা গ্রহণবৎ গৌরনাত্তবতীত্যত্র গো-
শব্দেন গোণবৃত্ত্যা প্রকৃতিগ্রহণবৎ ইহাপি অজ্ঞাশব্দেন গোণবৃত্ত্যা
প্রকৃত্যর্থগ্রহণং যুক্তং ন তু যৌগিকার্থগ্রহণং, কৃষ্টিপূর্বকলক্ষণাবিশেষরূপ
গোণবৃত্ত্যাপেক্ষয়া যৌগদৌৰ্বল্যং ত্রাৎ ইতি চেৎ ন, মুখ্যার্থাভূপপত্তৌ
হি গোণার্থাশ্রয়ণমূপপত্ততে চ যৌগিকার্থস্ত মুখ্যত্ৰাজ্ঞাশব্দার্থস্ত সম্ভবে
যৌগার্থক্ষুৰ্ত্তে: কৃত্যর্থগ্রহণনিয়ামক শব্দান্তরসমভিব্যাহারাবাবাচ যৌগি-
কার্থ এব গ্রাহঃ, কিঞ্চ কৃত্যর্থগ্রহণে সমভিব্যাহৃতানাং 'বহ্নী: প্রজ্ঞা:
স্বজমানাং' ইত্যাদীনাং সঙ্কোচ: ত্রাৎ প্রকৃতিবৎ সকলপ্রজ্ঞাপ্রত্ভ-
সম্ভবাৎ সকলপ্রজ্ঞাসর্গকরপ্রকৃত্যামল্লপ্রজ্ঞাসর্গকারিছাগত্পরিকল্পনস্ত
বিচ্ছিত্তিবিশেষহেতুত্বাৎ। ন চৈবম্, 'আত্মানং রথিনং বিকী'ত্যাদৌ
রথরথীত্যাদিকল্পনমপি ন বিচ্ছিত্তিবিশেষজনকং শ্রাদিতি বাচ্যং, তত্র
রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণবলেন চ বশীকার্যতাশ্রতীতু্যপযুক্ততয়া চ
রূপণমঙ্গীক্রিয়তে, প্রকৃতে তু রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণাত্তদদ্রোপযো-
গাবাবাচ ন ছাগত্পরিকল্পনং, হা স্থপর্ণেতি মস্ত্রেহপি বৃক্ষাদি
শব্দৈর্যৌগিকার্থস্ত ক্ষুটপ্রতীতেয়োগ এব গ্রাহঃ, এতৎ সর্বং কল্প-
নোপদেশাদিতি সূত্রভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়ো: স্পষ্টম্, অনেন প্রকৃতি-
স্বরূপং বহুযুক্তস্বরূপং চোক্তং, নহু অজ্ঞাশব্দেনাকার্য্যত্বপ্রতিপাদনাং
স্বজমানামিতি কৰ্ত্তরি শানচা স্বাতন্ত্র্যালক্ষণকৰ্ত্ত্বপ্রতীতেরত্রস্বাত্মিকৈব
চ প্রকৃতিরনেন মস্ত্রেণাভিধীয়তামিতি চেদেবমেব সমদ্বয়াধ্যায়পূর্বপক্ষে
প্রাপ্ত উচ্যতে 'চমসবদবিশেষাৎ'—(ত্র: সূ: ১।৪।৮), 'অবীথিলশ্চমস-
উৰ্জবৃক্ষস্তম্বিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপ'মিতি মস্ত্রে (বৃহ: ২।২।৩)

অবীথিলচমস বাক্যশেষোক্তবুধ ইতি তির্ধাগবুধপ্রসিদ্ধচমসব্যাবর্ত-
কস্ত শিরসচ্চমসস্ত প্রত্যায়কস্ত বাক্যশেষস্ত সম্ভাববদিহ স্বতন্ত্রপ্রকৃতি-
প্রতিপাদকস্ত বাক্যশেষস্ত অভাবেন স্বতন্ত্রা প্রকৃতিরিহাভিধীয়তে ইতি
নির্ণয়াসম্ভবাৎ ব্রহ্মাত্মকত্বেহপি যোনিরাহিত্যস্তোপপত্তে: পরতন্ত্রোহপি
তন্মা তন্মতি কাষ্ঠমিতি কত্রার্থ প্রত্যয়দর্শনেন তাবম্মাত্রেণাপরতন্ত্র-
প্রকৃতানিশ্চয়াসম্ভবাৎ ; নহু ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিগ্রহণেহপি নিয়ামকাত্মবাৎ
সন্দেহ এব স্মাৎ তত্রাহ 'জ্যোতিরূপক্রমা তু তথাহুধীয়তে একে'
(ব্র: সূ: ১।৪।২), 'অথ যদত: পরো দিবো জ্যোতির্দীপতে'
ইত্যাদৌ জ্যোতি: শব্দেন ব্রহ্মনির্দেশদর্শনাৎ ইহ সূত্রেহপি জ্যোতি:
শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে উপক্রমশব্দ: কারণার্থক: সন্নাত্মং লক্ষয়তি সূ-
কারণকস্ত কাষ্ঠাদে: মুদাত্মকত্বদর্শনাৎ ততশ্চ 'জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্ম-
স্মিকेत্যর্থ: ব্রহ্মাস্মিকৈবেহ অজ্ঞা মন্ত্রে গ্রাহ্য', উপক্রম 'দেবাত্ম-
শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' ইতি (শ্বে: ১।৩), ব্রহ্মাস্মিকা মায়া প্রতি-
পাদিতত্বাৎ, তৈত্তিরীয়কে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইতি
(তৈ: না: ১২), ব্রহ্মপ্রস্তুতা 'সপ্তপ্রাণা: প্রভবন্তি তস্মাৎ' ইতি
প্রাণোপলক্ষিতসকলপ্রপঞ্চোৎপত্তিমতিধায় নির্মিকারস্ত ব্রহ্মণো অপরি-
ণামমিতি সকলপ্রপঞ্চোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি শব্দাবরণায় তৈত্তিরীয়ে
পঠিতস্তাপ্যস্ত মন্ত্রস্ত ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিপরস্ত বক্তব্যতয়া ইহাপি তথাত্মা-
বশস্ত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্মিকৈব প্রকৃতিরজ্ঞা মন্ত্রপ্রতিপাত্তা ; নহু আকাশাদীনং
ব্রহ্মোপাদানকত্বেন ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রকৃতেবপি ব্রহ্মোপাদানকত্বেনৈব
ব্রহ্মাত্মকত্বস্ত বক্তব্যতয়া অহুংপন্নাস্মাচ্চ তস্তা ব্রহ্মোপাদানকত্বাসম্ভবেন
ব্রহ্মাত্মকত্বাসম্ভব ইত্যশঙ্ক্যাহ: 'কল্পনোপদেশাচ্চ মক্ষাদিবদবিরোধ:'
(ব্র: সূ: ১।৪।১০), কল্পনং সৃষ্টি: 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' ইতি
প্রয়োগদর্শনাৎ, 'অস্মান্ মায়া সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেতা: ৪।২),
ইতি মায়াশব্দশব্দিতপ্রকৃতেব্রহ্মোপাদিতপ্রপঞ্চসৃষ্টৌ হেতুত্বাবেচনাদি-

তার্থঃ প্রকৃतेरব্রহ্মাণ্ডিকণ্ডে চ তস্তা 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে' ইতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মোপাদানতানির্বাহকত্বাভাবাৎ তস্তাঃ ব্রহ্মাণ্ডকণ্ডং সিদ্ধম্ অপৃথক্সিদ্ধাধারত্বমাত্রেণ আত্মত্বোপপত্ত্যা অজ্ঞাতায়া অপি প্রকৃতেঃ ব্রহ্মাণ্ডকণ্ডং সম্ভবত্যেব ইতি ব্রহ্মাণ্ডকণ্ডমবিরুদ্ধম্ । মক্ষা-
দিবৎ অত্র মধুশষ্মেন 'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু' (ছাঃ ৩।১।১) ইতি নির্দিষ্ট আদিত্য উচ্যতে যথা আদিত্যশ্চ 'নৈবোদেতা নাস্তমেতা' ইতি অকার্য্যতয়া শ্রুতশ্চৈব 'য আদিত্যে তিষ্ঠন্' ইত্যাদিনা ব্রহ্মাণ্ডকণ্ডং চ এবং অনাদেবপ্যুপপত্ততে ব্রহ্মাণ্ডকণ্ডমিতি স্থিতম্ ॥৫॥

শ্রুতার্থবোধিনী—অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধাং তেজোহবন্ন-
লক্ষণাং প্রকৃতিমজ্জারূপেণ বর্ণয়ন্ তদুপভোক্তারমজ্জং তৎপরিত্যাগিনঞ্চ
বিশিনষ্টি । অজামেকামিত্যাदिना—একাম্ ন তু প্রতিব্যক্তিভেদবতীম্
লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং প্রকৃতিপক্ষে তেজঃসলিলভূমিরূপাং সত্ত্বরজস্তমোরূপাং
বা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণাং বহ্নীঃ অনেকাঃ প্রজাঃ জায়মানাঃ সম্ভবতীঃ সৃজ-
মানাং সৃজন্তীং প্রসুবতীং, কীদৃশীঃ প্রজাঃ সরূপাঃ স্বসমানধর্ম্যবিশিষ্টাঃ
সুখদুঃখমোহাদ্বিকাঃ, তাদৃশীম্ অজাম্ নিত্যং, সরূপামিতিপাঠে ধ্যান-
যোগাহুগতদৃষ্টাং দেবাশুশক্তিং সরূপাং সর্বত্র সমানাকারামিত্যর্থঃ,
তাং ভোগ্যভূতাম্ একোহজঃ—স্বরূপতঃ শুদ্ধমুক্তয়োজীবয়োরহতরো বন্ধো
জীবো অনাদিকার্মকর্ম্যবিমোহিতঃ আবৃতস্বরূপ ইতি যাবৎ জুষমাণঃ
ভুঞ্জানঃ দেহাশুবুদ্ধ্যাহুপ্রেরিতঃ প্রকৃতিং সেবমান ইত্যর্থঃ অহুশেতে
অহুসরতি তদহুসরণেন ক্লেশমহুভবতি, অহুঃ পুনরাচাৰ্য্যোপদেশজনিত-
প্রকাশেনাবসাদিতাবিচ্ছাদকারণঃ মুক্তঃ সন্ জহাতি তদজ্ঞানাৎ
জাতনির্বেদঃ তৎসংসর্গং ত্যজতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্বে যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ দেবাত্মশক্তির কথা উল্লেখ
করিয়াছেন—(শ্বে: ১।৩), তাহার কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি

বলিতেছেন যে, সেই দেবাত্মশক্তি ত্রিগুণময়ী নিজের অম্বরূপ বহু-
প্রজার জনয়িত্রী, জন্মরহিত অনাদি এক প্রকৃতিকে এক অজ পুরুষ
অর্থাৎ বদ্ধজীব সেবা দ্বারা ভজনা করিয়া থাকে আর অন্য অজ
পুরুষ অর্থাৎ ত্রিগুরুকুপায় লক্জ্ঞানযুক্ত তবজ্ঞ মুক্ত জীব পূর্বের ভুক্ত
ভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতিশক্তি হইতেই
বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে তবে প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষমতায় কিন্তু ইহা সম্ভব
নহে । শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির এই স্বজনশক্তি ।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মৃতে সচরাচরম্” (গী: ৯।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এষ বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হস্তি চ ।

তথাপি হনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥

এষ ভূতানি ভূতান্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ ।

স্বশক্ত্যা মায়ায়া যুক্তঃ স্বজত্যস্তি চ পাতি চ ॥”

(ভা: ৪।১১।২৫-২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিহো জগৎ-কারণ ।

আত্ম-অবতার করে মায়ায় দরশন ॥

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।

শক্তি সঞ্চাৰিয়া তাহে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোণ-কারণ ।

অগ্নি-শক্তে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ কারণ ।

প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ।”

(চৈ: চ: আ: ৫।৫৬, ৫২-৬১)

এই খেতাত্তর শ্রুতিতেই পরে পাওয়া যাইবে,—“অশ্মাশ্মায়ী
স্বজতে বিশ্বমেতৎ...ব্যাগ্ধং সৰ্বমিদং জগৎ ।” (শ্বে: ৪।২-১০)

ঐতরয়োপনিষদেও পাই,—“স দৈক্ষত লোকান্ হু স্বজা” (ঐ: ১।১।১)

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ পদু ও অঙ্ক এবং অয়স্বাস্ত ও লৌহ
ত্নায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত
নহে । “পুরুষাশ্বদিতি চেষ্টথাপি”—ত্র: সূ: ২।২।৭ দ্রষ্টব্য ।

সাংখ্যমতাবলম্বিগণ এই মন্তকে সাংখ্যশাস্ত্রের বীজ মনে করেন
এবং এই ‘অজামেকাং’ মন্ত আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের দর্শন যে
শ্রুতিসম্মত, তাহা সিদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । সাংখ্য-
কারিকার প্রসিদ্ধ টীকাকার তথা অন্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা স্বনামধন্য
শ্রীবাচস্পতি মিশ্র নিজে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক টীকায় প্রায়শ্চৈ এই
মন্তের কিছু পরিবর্তন পূর্বক মঙ্গলাচরণরূপে উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তে
বর্ণিত প্রকৃতির বন্দনা করিয়াছেন । উহাতে কাব্যময়ী ভাষায়
প্রকৃতিকে এক ত্রিবর্ণা ছাগীর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন । যিনি
বহুজীবরূপ ছাগের সংযোগ হইতে নিজের অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণময়
সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকেন । সংস্কৃতে ‘অজা’কে ছাগী বলা
হয় । ইহার উপযোগ করিয়া প্রকৃতিকে আনন্দায়িকরূপে বর্ণন
করিয়াছেন ।

আচার্য্য শ্রীবদ্রামানুজ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন,—‘অজা’ অর্থে
ছাগ এই রুটি অর্থটি গ্রহণ করিলে এই মন্তগত অর্থ পরিষ্কৃত হয়

না বলিয়া এস্থলে ‘অজ্ঞা’ শব্দে জ্ঞয়রহিত অনাদি প্রকৃতি—এই যৌগিক অর্থই গ্রহণীয়। আরও এখানে এই রুচি অর্থ গ্রহণ করিলে ‘বহু সন্তান প্রসবকারিণী’ ইত্যাদি শব্দের অর্থ সঙ্কোচ হয়, কারণ ছাগীর পক্ষে প্রকৃতির ত্রায় সমস্ত প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব নহে, অনন্ত প্রজা সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতির পরিবর্তে অল্প সন্তান সৃষ্টিকারিণী প্রাকৃত ছাগীকে কল্পনা করিলে বিচ্ছিন্নবিশেষ (সীমাবদ্ধ) দোষে দুষ্ট হয়। অতএব এখানে ‘অজ্ঞা’ শব্দে ছাগী অর্থ হইতে পারে না। বিস্তারিত বিষয় গ্রন্থে সংযোজিত টীকা দ্রষ্টব্য ॥৫॥

শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজ্ঞাতে।

তয়োঃস্তঃ পিঙ্গলং স্বাদ্ব্য-

নশ্লম্ভ্যো অভিচাক্ষীতি ॥৬॥

অম্বয়ানুবাদ—সমুজ্জা—সমুজ্জো (সৰ্বদা মিলিত) সমায়া—সমায়ো (পরম্পর সখ্যতাবাপন্ন) দ্বা—দ্বৌ (দুইটি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সুপর্ণা—সুপর্ণৌ (শোভনগতি অর্থাৎ শোভন-ক্রিয়া-সম্পন্ন পক্ষী) সমানং (একই) বৃক্ষং (দেহরূপ বৃক্ষকে) পরিষস্বজ্ঞাতে (আশ্রয় করিয়াছে), তয়োঃ (তাহাদের মধ্যে) স্তঃ (একটি পক্ষী অর্থাৎ যে অবিভা-কামবাসনাস্রম লিঙ্গদেহধারী সেই জীবাত্মা) স্বাদ্ব্য (আপাততঃ স্বেচ্ছা) পিঙ্গলং (কর্মফলরূপ অশ্বখের ফল) অভি (ভোগ করিয়া থাকে) স্তঃ (আর একটি পক্ষী যিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তভাব পরমেশ্বর তিনি) অনন্নং (কোন ফল না খাইয়াই অর্থাৎ কর্মফল ভোগ না করিয়াই নিজানন্দে তৃপ্ত থাকিয়া) অভিচাক্ষীতি (সাক্ষি-রূপে সমস্ত দর্শন করেন) ॥৬॥

অমুবাদ—পূর্বোক্ত সূত্রভূত দুইটি পদার্থ পরমার্থবস্তু-নির্ধারণের জন্য উল্লেখ করিতেছেন—এই জগতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটি পক্ষী আছে, তাহাদের কার্য্য অতীব বিচিত্র, তাহারা সর্বদা পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান এবং সখ্যাবাপন্ন, উভয়ে এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী অবিভা, কামনা, কৰ্ম্ম ও সংস্কারময় লিঙ্গদেহধারী জীবাত্মা, সে স্বাদু—আস্বাদ্য কৰ্ম্মফলরূপ অশ্বথ ফল উপভোগ করিয়া থাকে আর অপর পক্ষীটি যিনি দেহবৃক্ষে থাকিয়াও তাহার ফল কিছুই ভোগ করেন না অর্থাৎ কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না কিন্তু সাক্ষিরূপে সমস্ত নিয়মিত করিতেছেন, তিনি পরমাত্মা ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমহাসরাসঃ প্রকৃতিসম্বন্ধাবিশেষেপি জীবন্ত ভোক্তৃৎ ন পরমাত্মন ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তমুথেন প্রদর্শয়তি ।

যুজ্যতে ইতি যুক্ত শব্দোক্তপরঃ সমানগুণকঃ সযুগিতি ব্যাসার্থৈ-
র্বিবৃত্ত্বাং সখ্যার্থে পরস্পরাবিনাভূতো গমনসাধনত্বেন পৰ্ণশক্তিপক্ষ-
সদৃশজ্ঞানাদিগুণোপেতৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষচ্ছেদনার্থং শরীরং
সমাপ্তিতৌ তয়োর্মধ্যে একো জীবঃ পরিপক্বং পিঙ্গলং অশ্বথফলসদৃশ-
কৰ্ম্মফলং অগ্নাতি ইত্যবস্তা পরমাত্মা অনন্নম্নেবাপহতপাপ্মত্বাদি মহা-
মহিমশালী বর্তত ইত্যর্থঃ । অত্র শরীর তদাশ্রয় জীবপরবাচি শব্দ-
নিগরণেন বিষয়বাচক বৃক্ষে সুপর্ণাদিশব্দে বৃক্ষত্বাদধ্যবসানলক্ষণরূপকা-
তিশয়োক্তিসিচ্ছিত্তিবিশেষায় ইতি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং পরমার্থবস্তুনিষ্ঠার্থং সূত্রভূতো
জীবাত্মানৌ পক্ষিরূপেণ উপগৃহ্যতি—যা ইত্যাদি যা যৌ ‘সুপাং সুলুক্
পূর্বসবর্ণাচ্’ ইত্যাদিনা ও বিভক্তি স্থানে আচ্। এবম্ উত্তরত্র ।
সুপর্ণা শোভনপতনৌ ‘শোভনগতী ইত্যর্থঃ, পক্ষিরূপৌ কীদৃশৌ সযুজ্য

সযুজ্ঞৌ সহ যুক্ত (যুক্তভাবে কিপ্) যোগঃ যয়োন্তৌ সৰ্বদাসংযুক্তৌ
অবিচ্ছিন্নাবিত্যর্থঃ, তথা সখায়ৌ চিদ্রূপত্বাৎ সমানাভিব্যক্তিমন্তৌ তৌ
সমানম্ অভিন্নমেকং বৃক্ষং ব্রশ্চনবত্বাৎ বৃক্ষধৰ্ম্মাণং দেহং পরিবশ্বজ্ঞাতে
আশ্রিতবন্তৌ, জীবসাহচর্য্যেণ পরমেশ্বরশ্চাপি হৃদয়গুহায়ামবস্থানমুক্তম্।
তয়োঃ পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ অন্তঃ একঃ অবিদ্যা-কাম-কৰ্ম্ম-বাসনা-
ময়-লিঙ্গোপাধিকো জীবঃ স্বাদু স্থতভোগ্যমাপাতরম্যং পিপ্পলম্
অশ্বথফলং কৰ্ম্মফলমিতিযাবৎ অস্তি উপভুঙ্ক্তেহবিবেকাদিতিতাবঃ।
অন্তঃ অপবঃ পুনঃ পক্ষী পরমাত্মা অনন্তম্ জীববৎ কৰ্ম্মফলমভুঞ্জান এব
অভিচাক্ষীতি—সৰ্বং নিয়ময়তি কশ গতি নিয়মনয়োরিতি ভৌবাদিকশ্চ
যঙ্লুকি ঈড়াগমেন সিদ্ধমিদম্।৬।

তত্ত্বকণা—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতিরূপ জীবসমুদায়
প্রকৃতিভোগে লিপ্ত হওয়ায় মায়াবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর কৰ্ম্মফল
ভোগ করে, এক্ষণে সেই বদ্ধজীব কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারে,
তাহার বর্ণনাভিপ্রায়ে দুইটি মন্ত্র বলিতেছেন।

ত্রীগীতাতে যেরূপ সংসারকে অশ্বথবৃক্ষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে,
এস্থলেও শ্রুতি এই প্রথম মন্ত্রটিতে শরীরকে অশ্বথ বৃক্ষ এবং জীবাত্মা
ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রকার কঠোপ-
নিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে হৃদয়গুহা-প্রবিষ্ট ছায়া ও আতপ-
রূপে বর্ণন করিয়াছেন। (কঃ ১।৩।১)। দুই জায়গার ভাব প্রায়
একপ্রকার।

বর্তমান মন্ত্রের সাবাংশ এই যে, মহুগ্ধশরীর যেন একটি পিপ্পল
বৃক্ষ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুই যেন পরস্পর মিলিতভাবে সখ্যাতাবাপর
হইয়া দুইটি পক্ষিরূপে এই শরীররূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া একই হৃদয়-
রূপ গুহাতে বাস করিতেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে জীবরূপ পক্ষীটি

প্রারম্ভরূপ স্থ-দুঃখাত্মক কৰ্মফল ঐ পিঙ্গলবৃক্ষের ফলরূপে ভোগ করিতেছে। দ্বিতীয় পক্ষটি অর্থাৎ পরমাত্মা ঐরূপ কৰ্মফল ভোগ করেন না, জীবকে কেবলমাত্র ভোগ করাইয়া স্বয়ং অভোক্তরূপে অর্থাৎ চিদানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়াই সাক্ষিস্বরূপে সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন।

মুক্তকোপনিষদের তৃতীয় মুক্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রেও অত্মরূপ শ্রুতিমন্ত্র পাওয়া যায়।

শ্রীমন্তাগবতেও পাওয়া যায়,—

“স্বপর্নাবেতো সদৃশো সথায়ে

যদৃচ্ছ্যৈতো কৃতনৌড়ো চ বৃক্ষে।

একন্তয়োঃ খাদতি পিঙ্গলায়-

মন্ত্রো নিরম্নোহপি বলেন ভূয়ান্ ॥” (ভা: ১১।১১।৬) ৷৬৥

শ্রুতিঃ—সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহ-

নীশয়া শোচতি মুহমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশ-

মন্ত্র মহিমালমিতি বীতশোকঃ ॥৭৥

অম্মানুবাদ—সমানে (জীব ও পরমেশ্বর উভয়ের একই আশ্রয়) বৃক্ষে (দেহবৃক্ষে থাকিয়া) পুরুষঃ (বিমূখ জীব) নিমগ্নঃ (ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধে ডুবিয়া যায়) [তখন সে] অনীশয়া (মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা হইতে উষ্টিবার সামর্থ্যের অভাবে) মুহমানঃ (মুহমান হইয়া অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া) শোচতি (দুঃখ করিতে থাকে) [কিন্তু] যদা (যখন অর্থাৎ অনেক জন্মের অজ্ঞিত স্মৃতিবশে পরম-কাকণিক ভগবন্তের দ্বায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন) অম্মম্ (সেই

বৃক্ষেই অবস্থিত) ঈশম্ (নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) জুষ্টম্ (নিজ্ঞানন্দরূপে পূর্ণ অথবা ভক্তগণকর্তৃক নিত্য পরিসেবিত) পশুতি (সাক্ষাৎ করেন তখন) ইতি (ইহাই) অশ্রু (এই পরমেশ্বরের) মহিমানম্ (মহত্ব অর্থাৎ তিনি অবিজ্ঞাদিবিনিমুক্ত নিকৃপাধি স্বরূপানন্দময়—এইভাবে বুদ্ধিতে পারেন) বীতশোকঃ [ভবতি] (শোকরহিত হন অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করেন) ৷ ৭ ৷

অনুবাদ—একই দেহরূপ বৃক্ষে থাকিয়া বিমুখজীব ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধবশতঃ সংসারে ডুবিয়া যায়, এবং মায়ার মুহুমান হইয়া উদ্ধারের উপায় না পাইয়া দীনতাবশতঃ দুঃখ করিতে থাকে । অতঃপর বহু জন্মার্জিত শূক্ৰতিবশে যখন ঈশ্বরের অথবা ভক্তের অহুগ্রহ লাভ করেন তখন দেখিতে পান সেই আশ্রিত-দেহবৃক্ষে নিজজন্মদে পুরমেশ্বর রহিয়াছেন । তিনি নিজ স্বরূপানন্দে নিমগ্ন, ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন এবং নিত্য সেবা করিতেছেন । ইহাই তাঁহার মহিমা যে তিনি সমস্ত পরিচালনা করিয়াও সর্বদা নির্লিপ্ত ও নিজ্ঞানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহাকে সেবা করিলে জীবও পরমানন্দে থাকিতে পারে, জীবগবানের এই মহিমা দর্শনে জীব শোকরহিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয় ৷ ৭ ৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কেচিৎ বৃক্ষাদিশব্দেন যোগবশাচ্ছরীয়াদি প্রতীতিমাহ ইতি অতো—

অনীশয়া ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহুমানঃ ‘পরাভিধানান্তু তিরো-
হিতমি’তি (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৫) স্মৃত্তোক্ত ত্রায়েন তিরোহিতপরমাত্মশেষ-
অজ্ঞানানন্দলক্ষণস্বরূপঃ সন্ বৃক্ষবচ্ছেদনার্থে একস্মিন শরীরে জীবঃ
স্থলোহং কৃশোহমিতি তদাত্মবুদ্ধ্যা তদেকতামাপন্নঃ সন্ ৩ঃসং-
সর্গকৃতানি দুঃখানি অনুভবতি, যদামৌ জীবো নিমগ্নাৎ স্বত্বাধার-
কত্বনিয়ন্তৃবশেষবিজ্ঞাদিবিলক্ষণং স্বকৰ্ম্মভিঃ প্রীত্য পরমাত্মানমখিলজগ-

দীশানলক্ষণং অশ্রু মহিমানং চ পশ্চতি তদা বীতশোকোভবতী-
 তার্থঃ । কেচিন্তু অনীশয়া অনীশভ্য়েন অসমর্থভ্য়েন শোচন্ শোদ্ধার
 সমর্থং স্বয়ং স্বস্মিন্ প্রীতং তদ্বক্ষণমহিমানং চ দৃষ্ট্৷ বীতশোকো ভবতি ;
 তৎসমাধিষারানুসন্ধেয়ঃ অনীশয়া প্রকৃত্যেতি ভায়েহপি অর্থতো ব্যাখ্যা-
 নপরং ন তু অনীশশব্দার্থতয়েতি বদন্তি ॥৭॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—জীব-পরমাঅনোরেকাপ্রয়ভ্বেহপি একত্বাবিতা-
 অনিতো দেহাদিস্ব আত্মাভিমানঃ অগ্নস্ত তত্র নিরভিমানঃ পরমমুক্তঃ ;
 অভিমানাদেব জীবস্ত বদ্ধ ইত্যাহ—সমানে বৃক্ষ ইত্যাদিনা সমানে তুল্যে
 একস্মিন্, বৃক্ষে দেহে স্থিতঃ পুরুষো নিমগ্নঃ অলাবুরিব সমুদ্রজলে
 নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাঅভাবমাপন্নঃ মায়ায়া মুহমানঃ মোহগ্রস্তঃ অনীশয়া
 অসামর্থ্যেন ন কশ্চচিৎসমর্থোহহং পুত্রো মে নষ্টঃ ভাৰ্ঘ্যা মৃত্যু হতং মে
 সৰ্বস্বমিত্যেবং দীনতয়া শোচতি সন্তপ্যাতে, অথ কদাচিৎ যদা পূৰ্ব্ব-
 জন্মার্জিতেন স্বকৃতেন ঈশ্বরানুগ্রহং ভক্তানুগ্রহং বা লভতে তদা অগ্নং
 তদ্বৃক্ষস্থিতমপরং পক্ষিণং পরমাঅ্যানং জুষ্টং নিজানন্দেন পূৰ্ণং
 ভক্তৈসেবিতম্ ঈশং নিয়ন্তারং পশ্চতি সাক্ষাৎকরোতি তদা অশ্রু
 পরমাঅ্যানঃ ইদং স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপম্ নিরুপাধিকং নিত্যলীলাময়ং
 মহিমানং মাহাঅ্যানম্ দৃষ্ট্৷ বীতশোকঃ শোকনিম্মুক্তো ভবতি ইত্যম্বয়ঃ ॥৭॥

ভক্তবর্ণনা—প্রথমেই বলা হইতেছে যে, শরীররূপ এক বৃক্ষের
 হৃদয়রূপ গুহাতে পরমাঅ্যান সহিত জীবাঅ্যা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের
 সহিত অবস্থিত পরম সুহৃদ পরমেশ্বরকে দর্শন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত
 জীব এই শরীরে আসক্ত হইয়া মায়াভিভূত অবস্থায় সংসার-মোহে নিমগ্ন
 হয়, অর্থাৎ শরীরে অত্যন্ত মমতায়ুক্ত হইয়া শরীরের দ্বারা সংসারের
 ভোগ্যবস্ত্র উপভোগ করিতে থাকে, তাহার ফলে নানা ব্যাপারে অসমর্থ
 হইয়া দীনতায়ুক্ত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । কিন্তু

যখন বিশেষ স্মৃতিফলে শ্রীভগবানের বা তদীয় ভক্তের অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত হয়, তখনই জানিতে পারে যে, তাহার সহিত স্ব-হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর তাহার পরম স্নহদ ও পরম মিত্র। ভক্তগণ ঈহার নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন, সেই অন্তর্যামিক্রমে অবস্থিত পরমাত্মার আশ্চর্য্যময়ী মহিমা অল্ভব করিয়া যখন তাঁহার সেবাপরায়ণ হন, তখনই জীব শোকরহিত হইয়া ভগবৎপ্রসাদে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“আত্মানমন্তু স বেদ বিদ্বা-

নপিপ্লবাদো ন তু পিপ্ললাদঃ।

যোঃবিদ্বা যুক্ স তু নিত্যবন্ধো

বিদ্বাম্যো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥” (ভাঃ ১।১।১১৭)

অর্থাৎ কর্মফলের অভোক্তা পরমাত্মা নিজতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কর্মফলভোক্তা জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার মধ্যে যিনি অবিদ্যায়ুক্ত তিনি (জীব) নিত্যবন্ধ এবং যিনি বিদ্যায়ুক্ত অর্থাৎ অন্তরঙ্গ চিৎশক্তিয়ুক্ত তিনি পরমেশ্বর।

শ্রীমদ্ভাগবতে অগ্নত্র পাই,—

“অমাতঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

মায়্যাং ব্যাদশ্চ চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥”

(ভাঃ ১।৭।২৩)

জীবের বন্ধন-সম্বন্ধেও পাই,—

“কার্য্যাকারণকর্ত্তৃষে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।

বধন্তি নিন্দাদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥” (ভাঃ ২।৫।১৯)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“ ‘মায়াদীশ’ ‘মায়াবশ’ ঈশ্বরে জীব ভেদ ।” (চৈঃ চঃ মঃ ৬পঃ)

শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয় পূর্ণপুরুষ । জীব তাঁহার বিভিদ্ভাংশ এবং বহু । অবিজ্ঞা দ্বারা জীবের বন্ধন এবং বিজ্ঞার দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হয় । পূর্ণবস্তু শ্রীভগবানের বন্ধন ও মোক্ষভাবঘন্য নাই । জীবের প্রতিই অবিজ্ঞার ও বিজ্ঞার প্রভুত্ব ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥” (আদি ৭ম পঃ)

“কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান ।

‘চিচ্ছক্তি’, ‘মায়াক্ষক্তি’, ‘জীব-শক্তি’-নাম ॥

‘অন্তরঙ্গা’, ‘বহিরঙ্গা’, ‘তটস্থা’ কহি যারে ।” (মধ্য ৮পঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

“সেই বিভিদ্ভাংশ জীব—হুই ত’ প্রকার ।

এক—‘নিত্যমুক্ত’, এক—‘নিত্যসংসার’ ॥

‘নিত্যমুক্ত’—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ ।

‘কৃষ্ণপারিষদ’ নাম ভূঞ্জে সেবাস্থথ ॥

‘নিত্যবদ্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্গম্মুখ ।

নিত্যসংসার, ভূঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥

সেই দোবে মায়ী পিশাচী দণ্ড করে তারে ।

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রেয়ে তারে জারি’ মারে ॥

কামক্রোধের দাস হঞা তার লাগি খায় ।

অমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈষ্ণৱ পায় ॥

তার উপদেশ-মস্ত্রে পিশাচী পলায় ।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ) ৭৭।

শ্রুতিঃ—ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্

যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।

যন্তং ন বেদ কিমুচা করিস্মতি

য ইত্ত্বদ্বিত্বন্ত ইমে সমাসতে ॥৮॥

অঙ্ক্যানুবাদ—[অতঃপর পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারীর কৃতকৃত্যতা প্রদর্শিত হইতেছে—] পরমে ব্যোমন্—ব্যোম্নি (পরমব্যোমে অর্থাৎ পরমধামে) অক্ষরে (অপ্রচ্যুতস্বভাব) যস্মিন্ (যে পরমেশ্বরে) ঋচঃ (ঋগাদি বেদসমূহ) বিশ্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবগণ) অধি নিষেদুঃ (আশ্রিত হইয়া আছেন) যঃ (যে ঋগ্ অধ্যায়ী) তং (সেই ঋক্-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকে) ন বেদ (জানে না) [সে] ঋচা (বেদ দ্বারা অথবা মন্ত্রোপাসনা দ্বারা) কিং করিস্মতি (কি করিবে ? কি ফল পাইবে ? অর্থাৎ তাহার মন্ত্রোপাসনা বৃথা) যে (দ্বাহারা) ইৎ (এই প্রকার) তং (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) তে ইমে (পরমাত্ম সাক্ষাৎকারী তাঁহারা) সমাসতে (সম্যক্ প্রকারে তাঁহাতে স্থিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কৃতার্থ হয়) ৮।

অনুবাদ—এক্ষণে পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারীর কৃতার্থতা দেখাইতেছেন—দ্বাহাতে মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ পাদে নিবদ্ধ, তাহার নাম ঋক্, সেই ঋক্ ঈশ্বরের তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম পরব্যোম-ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত । অথবা তিনি নিরতিশয় আকাশ-রূপ । কিন্তু প্রাকৃত আকাশ হইতে অতীত, কারণ প্রাকৃত আকাশের

উৎপত্তি ও লয় শ্রুত হয় কিন্তু পরমাত্মা তাহা নহেন, তিনি আকাশের মত নির্লেপ, সৰ্ব্বাধার, বিশ্বব্যাপক, সত্য ; কিন্তু অপ্রচ্যুত-স্বভাব, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, কল্প, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব-স্ব-কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকেন, তিনি সকলের অধিষ্ঠাতা। যে ব্যক্তি সেই পর-ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল মন্মথের উপাসনা করে, তাহার কি ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানবাতীত সংসার-বিমুক্তির কোন আশাই নাই। কিন্তু যাহারা এইপ্রকার পরব্রহ্ম-স্বরূপ অবগত হইতেছেন তাঁহারা ই কৃতার্থ হইয়া থাকেন অর্থাৎ মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকেন ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং তাদৃশে ঋচঃ ঋক্শকোপলক্ষিত-বেদজাতস্ত প্ৰথম বোমন্ পরমাকাশে প্ৰথমতঃপর্য্যবিষয়ে যস্মিন্ অক্ষরে সৰ্বে দেবাঃ সমাশ্রিতাঃ তদক্ষরং যো ন বেদ সঃ অধীতেন ঋগ্বেদাদিনা কিং কবিশ্রুতি স্বাগুরয়ং ভারবহঃ কেবলোভূত অধীত-বেদো ন বিজানাতি যোহর্থং, 'এতদ্বৈ তৎ তদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অশ্লিল্লৌকে জুহোতি যজতে তপ-স্তপ্যাতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবন্তদে-বাস্ত তদ্ভবতি' ইতি শ্রুতিঃ (বৃহঃ ৩।৮।১০), যে চ তদক্ষরং জ্ঞানন্তি তে নিরন্তপ্রতিকূলাঃ স্তথ্যাসত ইত্যর্থঃ। ইমং মন্ত্ৰং 'বিশ্ব-দেবাঃ' শক্তিস্বর্ঘ্যাস্তিতপরং স্থানপরতয়াহপি যোজয়ন্তি তদক্ষরে প্ৰথমবোমন্নিত্যস্ত বেদার্থসংগ্রহে স্থানপরতয়া যোজিতত্বাৎ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারিণঃ কৃতার্থতাং কেবলাং ঋচম্ অধীয়ানস্ত তু ব্যর্থশ্রমং দর্শয়তি ঋচ ইত্যাদিনা ঋচঃ মন্ত্ৰস্ত নিয়তপাদোমন্ত্ৰ ঋগুচ্যতে, প্রতিপাদ্যে বেদত্রয়বেগ ইতি যাবৎ, অক্ষরে কুটস্থে, পরমে নিরতিশয়ে অপ্ৰাকৃতে ইত্যর্থঃ প্রাকৃতং বোম হি নাক্ষরং তস্ত প্রলয়শ্রবণাৎ, বোমন্ বোম্মি আকাশকল্পে সৰ্ব্বাধারে নির্লেপে ব্যাপকে চ, বোম্মীতি বক্তব্যে সপ্তম্যা লুকা বোমন্নিত্যি, বিশ্বে সৰ্বে ব্রহ্মেশানেন্দ্রাদয়ো দেবাঃ অধি নিষেদুঃ আশ্রিতা উপজীবিন স্তিষ্ঠন্তি ।

যঃ কেবলম্ ঋগধ্যায়ী ন তু মন্ত্রপ্রতিপাত্তপরমেশ্বরোপাসকঃ তং
পরমাত্মানং ন বেদ জানাতি ন সাক্ষাৎকরোতি স কর্ণোপাসকঃ ঋচা
মন্ত্রেণ কিং কবিশ্রুতি কিং ফলং লপ্যতে—কেবল মন্ত্রোপাসকস্ত স্বর্গাদি-
ফলকত্বাৎ, তচ্চ ক্ষয়িষ্ণুত্বাত্তুচ্ছম্, 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ
পশ্বা বিদুতেহয়নায়ে'তি তত্তত্ত্বজ্ঞানশ্চৈব মোক্ষসাধনত্বাবগতেরিত্যিভাবঃ,
যে জনাঃ ইৎ ইথং তৎ পরব্রহ্ম বিদুঃ ভক্তিযোগেনাবগচ্ছন্তি তে ইমে
ব্রহ্মতত্ত্ববিদঃ সমাসতে সং স্থথেন আসতে নিত্যং তিষ্ঠন্তি নিরুদ্ধেগাঃ
কৃতার্থা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর অপ্রাকৃত দিব্যধামে দিব্যরূপে
অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিত্য অবস্থিত থাকেন। তিনি আবার আকাশ-
স্বরূপ নির্বিকার, নির্লেপ, সর্বাধার ও সর্বব্যাপী। সমস্ত দেবগণ
বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার পার্শ্বদরূপে সেবকস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন।
এমন কি, বেদসমূহও পার্শ্বদরূপে মূর্তিমান্ হইয়া শ্রীভগবানের সেবা
করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চ-মধ্যেও ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণা-
ধীনতায় স্ব-স্ব-কার্য্য করিয়া থাকেন। ঋগাদি বেদমন্ত্রের সাহায্যে মহাশু
যাগ-ধজ্ঞাদির অহুষ্ঠান করতঃ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া তুচ্ছ ফল লাভ
করে। কিন্তু ঋক্ প্রতিপাত্ত পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত দেবতা
ও বেদাদির আশ্রয়, যাহারা তাঁহার স্বরূপ জানেনা, তাহারা বেদ
পাঠ বা বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা কি ফল লাভ করিতে পারিবে?
যাহারা ভগবৎস্বরূপ যথাযথভাবে জানেন, তাহারাই কেবলমাত্র
ভগবৎপাসনা দ্বারা ভগবৎকৃপায় সংসার মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের
আশ্রয়ে শ্রীভগবদ্ধামে ভগবৎসেবায় নিত্যকাল পরমসুখে অবস্থান
করিতে পারেন, তাহারাই যথার্থ কৃতার্থতা লাভ করেন।
আর অনিত্য ফলের আশায় যাহারা ভগবদ্ভিত্য হইয়া সংসারে উচ্চ-
নীচ লোকাদিতে গমন করে, তাহারা বাস্তবিকই অকৃতার্থ।

ভগবন্তত্ত্বজ্ঞান লাভান্তে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই, জীবের নিত্য-কল্যাণ লাভ হয়, অন্যথা নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতো ন নিষ্কায়্যং পরে যদি।

শ্রমস্তস্ত শ্রমফলো যুধেহুমিব রক্ষতঃ।” (ভাঃ ১১।১১।১৮)

অর্থাৎ যিনি কেবল শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত অর্থাৎ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা পারদ্রুত হইয়াও পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে ধ্যানাদি যোগদ্বারা নিষ্কাত না হন, তাহা হইলে অধেহু রক্ষার ত্রায় অর্থাৎ দীর্ঘকালে প্রসবণীলা গাভীর রক্ষকের ত্রায় বা যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালন-কারীর ত্রায় তাহার শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম কেবলমাত্র পণ্ডশ্রমেই পর্যাবসিত হয় কিন্তু পুরুষার্থপ্রদ হয় না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল. চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“কিঞ্চ ভগবতি সচ্চিদানন্দময়াকারত্বভাবনয়া ভক্তিং কুরীত তদৈ-
বায়মুক্তলক্ষণো মুক্তজীবঃ সিদ্ধোদ্বক্তথা তু পতেদিত্যাহ, শব্দে বেদশাস্ত্রে
ব্রহ্মণি তৎপ্রতিপাদ্যে নির্বিশেষে ব্রহ্মণি চ নিষ্কাতঃ বিশিষ্টজ্ঞানকুশলঃ
কিন্তু পরে তাভ্যং সকাশাদপি পরমাপ্রয়ত্বেন শ্রেষ্ঠে ভগবতি ন
নিষ্কায়্যং ভক্তিকৌশলবায় ভবেৎ নিষ্কাতশব্দস্ত কুশলার্থত্বাভগবতি
সচ্চিদানন্দাকারত্বভাবনয়া ভক্তিরেবাত্র কুশলতা। যাং বিনা তস্ত শ্রমঃ
সাধনশ্রমঃ শ্রমৈকফলো বার্থ এব ন তু পুরুষার্থপ্রাপকঃ”।

গুরুড় পুরাণেও আছে,—

সমগ্র বেদে পারদ্রুত এবং সৰ্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সৰ্ব্বেশ্বর
বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

শ্রীব্রহ্মাও বেদবিচারের ফল বলিয়াছেন,—

“ভগবান্ ব্রহ্ম কাং স্মোন ত্রির্দ্বীক্ষ্য মনীষয়া ।

তদধ্যবশ্চ কৃটস্থো রতিরাঅন্থ যতো ভবেৎ ॥”

(ভাঃ-২।২।৩৪) ১৮।

শ্রুতিঃ—ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি

ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি ।

অস্মান্‌মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ

তস্মিন্‌শ্চাশ্রো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৯॥

অনুব্রাহ্মবাদ—ছন্দাংসি (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারি বেদ অথবা গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ) যজ্ঞাঃ (যুগবহিত কেবল হবিঃ-সাধ্য কৰ্ম) ক্রতবঃ (জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া) ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদি কুচ্ছ্রসাধ্য কৰ্ম) ভূতং (অতীত বৃত্তান্ত) ভব্যং (ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত) যচ্চ (এবং যাহাকিছু সেই দুইয়ের মধ্যবর্তী বর্তমানকেও) বেদাঃ (বেদশাস্ত্র সমুদয়) বদন্তি (প্রমাণরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন) মায়ী (মায়াদীশ ঈশ্বর) অস্মাৎ (মায়াক্রান্তির দ্বারা) এতৎ (এই পরিদৃশ্যমান) বিশ্বং (চরাচরাশ্রয় জগৎ) সৃজতে (সৃষ্টি করিয়া থাকেন) চ (এবং) তস্মিন্ (মায়াক্রান্তি অর্থাৎ প্রকৃতি শক্তিদ্বারা রচিত সেই প্রপঞ্চে) অশ্রুঃ (মায়ার অধীন জীব) মায়য়া (অবিচ্ছিন্নবেশে) সন্নিরুদ্ধঃ (বদ্ধ হইয়া আছে) ৯।

অনুব্রাহ্মবাদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেদ অথবা গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, হবিঃসাধ্য যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রতু এবং অন্ত দেবযজ্ঞাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ, কুচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত সমুদয়, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং যাহা কিছু বেদশাস্ত্র কর্তব্য ও অনাচরণীয়

বিষয় নির্দেশ করিয়াছেন এবং মায়ায় অধীশ্বর প্রকৃতির পরিচালক ভগবান্ মায়াশক্তি দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিতেছেন। তাঁহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জীব সেই সৃষ্ট-বিশ্বে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বেদং বৈদিকমর্থজাতং মায়াপ্রেরকঃ পরমাশ্রা অশ্রাং মায়াশক্তিভাং সাধনাং সৃজতে, অতশ্চ পরিণামিণোহপ্যাপা-
দানত্বং অবিকল্পম্। নহু জীবস্ত সৃষ্ট্বং কিং ন শ্রাং ইত্যাশঙ্ক্যাহ
'তস্মিন্শ্রাত্তো মায়ায়া সন্নিবদ্ধঃ' অশ্রো জীবঃ তদাশ্রিতমায়ায়া মোহিতঃ
অতন্তশ্চ মায়াপ্রেরকত্বাসম্ভবান্ সৃষ্ট্বং ইতি ভাবঃ ॥৯॥

শ্রুতার্থবোধিনী—অক্ষরঃ পরমাত্মৈব প্রকৃতিশক্তিদ্বারেণ সর্বং
সৃজতি ইত্যেতৎ প্রতিপাদয়তি—ছন্দাংসি ইত্যাदिना—ছন্দাংসি বেদাঃ
শ্রুতয়ঃ ঋক্-যজুঃ-সামাথর্কাদিরসাত্বাঃ, যজ্ঞাঃ দেবযজ্ঞাদয়ঃ যুগ্মসম্বন্ধ-
রহিতা বৈদিকক্রিয়াশ্চ, ক্রতবঃ জ্যোতিষ্টোমাদয়োমথাঃ, ব্রতানি
কচ্ছত্ৰাদ্রাযণাদীনি তপাংসি, ভূতমতীতং বস্তু ভব্যং ভবিষ্যত ন কেবল-
মেতাবৎ কিন্তু বেদাঃ শাস্ত্রাণি যচ্চ যদৃষৎ কৰ্ম বদন্তি কর্তব্যত্বেন
নিষিদ্ধত্বেন চ নির্দিশন্তি, এতৎ পরিদৃশ্যমানং বিশ্বং চরাচরাশ্রকং জগৎ,
মায়ী মায়াধীশঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ পরমেশ্বরঃ, অশ্রাং প্রকৃতিশক্তিকাং—
ল্যাবলোপেপঞ্চমী, সৃজতে উপাদয়তি, নহু কথমবিকারিব্রহ্মণোজগদুৎ-
পত্তিঃ কথং বা বেদানাং নিত্যত্বেন শ্রুতানামুৎপত্তিঃ সম্ভবতি ইতি
চেন্নৈবম্ কূটস্থোহপি পরমেশ্বরঃ স্থায় প্রকৃতি-শক্ত্যা সর্বং সৃজতীতি
নিমিত্তকারণত্বোক্তেঃ। বেদানাংবিভাবশ্চৈব উৎপত্তিপৰত্বাচ্চ ন কিঞ্চি-
দবদ্যম্। স্মৃতিশ্চাত্ত 'উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং গ্রাহবায়ম্। ছন্দাংসি যশ্চ
পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিদি'ত্যমুসন্ধেয়া। তস্মিন্ প্রপঞ্চে অশ্রুঃ
কৃষ্ণবিমুখঃ জীবঃ মায়ায়া অবিভয়া সন্নিবদ্ধ আবদ্ধোহবতিষ্ঠতে।
বিচিত্রেয়ং ভগবতো মায়াশক্তিঃ, উক্তঞ্চ ভাগবতে "যত্রেমে সদসজ্জপে

প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিদ্যায়ানি রূতে ইতি তদ্বুদ্ধদর্শনম্”। অতঃ
চ ‘দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরতায়োতি। সন্নিবুদ্ধ ইত্যনেন
নিরোধভঙ্গে মুক্তিৰিত্যুচ্যতে ৷২৥

তত্ত্বকণা—চারিবেদ, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসমূহ, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ,
অন্নান্ন শুভকৰ্ম, সদাচারাদি ক্রিয়া, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ
ও বর্তমান এবং আরও যাহা কিছু বেদশাস্ত্র প্রতীপাদন করেন,
এই সমুদয় বিশ্বগ্রন্থকই মায়াধীশ পরমেশ্বর স্বীয় মায়া বা প্রকৃতি-
শক্তি হইতে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অল্প একজন
অর্থাৎ বদ্ধজীব মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সন্নিবুদ্ধ থাকে। যত-
দিন জীব সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সেবা দ্বারা তাঁহার কৃপা লাভ
না করে, ততদিন জীবের মায়ার হাত হইতে নিস্তার হয় না;
সুতরাং জীবের ভগবৎ-সম্বন্ধ-লাভের জন্য উৎকট লালসাই ভাগ্যবানের
পরিচয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

“সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীৰ্ষাথো

সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।

ছন্দোময়ো মথময়োহখিলদেবতায়া

বাচো বভূবুরুশতীঃ স্বসতোহস্ত্য নন্তঃ ॥” (ভাঃ ২।৭।১১)

অর্থাৎ সেই যজ্ঞেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ হয়শীৰ্ষরূপে আমার যজ্ঞে
আবির্ভূত হন। তিনি স্ববর্ণকাস্তি-বিশিষ্ট, বেদময়, যজ্ঞময়, নিখিল
দেবতাগণের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই হয়শীৰ্ষপুরুষের
নিঃশ্বাস-ত্যাগকালে তাঁহার নাসাপুট হইতে কমলীয়া বেদলক্ষণা গাথা-
উৎপন্ন হইল।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

“ছন্দাংসি চ মথাষ্টৈশ্চ ব দেবা লোকাশ্চ সৰ্ব্বশঃ ।

সৰ্ব্বৈ বিষ্ণৌ স্থিতা যস্মাদতঃ সৰ্ব্বমযো হসৌ ॥

—ইতি মহাসংহিতায়াম্ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের স্তবেও পাই,—

“মায়া মনঃ সৃজতি কৰ্ম্মময়ং বলীয়ঃ

কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ ।

ছন্দোময়ং যদজ্ঞযাপিতষোড়শারং

সংসারচক্রমজ্জ কোহতিতরেং তদন্তঃ ॥” (ভাঃ ৭।২।২১)

অর্থাৎ হে অজ্ঞ, তদীয় অংশভূত পুরুষ কর্তৃক ঈক্ষণরূপে অহুগৃহীত কালপ্রেরিতা প্রকৃতি অনন্ত বাসনাময় বৈদিক কৰ্ম্মবহুল দুর্জয় লিঙ্গদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনাতে বিমুখ কোন্ ব্যক্তি আপনার সেই মায়ানির্মিত, ষোড়শ-বিকারবিশিষ্ট সংসারচক্রে অতিক্রম করিতে পারে ? ১২।

শ্রুতিঃ—মায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।

তস্মাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥১০॥

অদ্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মায়া, মায়ী ও জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে—] মায়াং তু (মায়াকেই) প্রকৃতিং (প্রকৃতি শক্তি বলিয়া) বিজ্ঞাং (জানিবে) মায়িনং তু (আর মায়ার অধীশ্বরকেই) মহেশ্বরং (পরমেশ্বর) [বিজ্ঞাং—অবগত হইবে] তস্মা (সেই পরমেশ্বরের) অবয়বভূতৈঃ তু (অংশস্বরূপ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীবগণের দ্বারা) ইদং (এই পবিত্রমান) সৰ্ব্বম্ (সকল) জগৎ (স্থাবরজঙ্গমাগ্নক বিশ্ব) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে) ১০।

অনুবাদ—শ্রীভগবানের তিনটি শক্তি, যথা অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গ মায়া বা প্রকৃতিশক্তি ও তটস্থাত্মা জীবশক্তি। তন্মধ্যে ত্রিগুণা-ত্মিকা প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিতে হইবে, পরমেশ্বরকে মায়া অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর বলিয়া জানা কর্তব্য। সেই স্বরূপশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ জীবের দ্বারা এই জড়জগৎ ব্যাপ্ত ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ত্রিগুণাত্মিকাং প্রকৃতিং বিচিত্রার্চ্যাসর্গহেতুতয়া মায়াশক্তিতাং বিচাং, মায়াপ্রেরকস্ত মহেশ্বর ইত্যর্থঃ ন চ মহেশ্বর-শব্দো দেবতান্তরবাচক ইতি শব্দাং, তৈত্তিরীয়কে ‘যদ্বাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্ত প্রকৃতিলীনস্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ’ ॥ ইতি অকারবাচ্যশ্চেব নারায়ণস্ত মহেশ্বরশব্দার্থত্বাভি-ধানাং তস্তাপৃথক্‌সিদ্ধিবিশেষণতয়া তদংশভূতৈর্জীবৈঃ সর্বমচেতনং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ, ততশ্চ জগদন্তর্গতাস্তদপৃথক্‌সিদ্ধিবিশেষণতয়া তদংশভূতা ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু কেয়ং মায়া নাম যয়া জীবঃ সন্নিবদ্ধঃ কোবা বিশ্বশ্রুতা মায়াপদবাচ্যঃ, কিঞ্চ বিশ্বস্বরূপমিত্যাক্ষেপান্ সমাধাতু-মাহ—মায়াশক্তিত্যাदि মায়াস্ত তু অবধারণে মায়াং প্রকৃতিং জগৎপাদান-ভূতাম্ ঈশ্বরস্ত প্রকৃতিশক্তিং বিচাং জানীয়াৎ। সাচ জড়া তস্তা জগৎ-কর্তৃত্বং মায়াসম্বন্ধাদিত্যাহ—মায়িনস্ত মায়াপ্রেরকম্ এব মহেশ্বরং পরমেশ্বরং জানীয়াৎ, মায়ায়াঃ সত্তাস্কূর্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানতেন প্রেরয়িতারমেব বিচাং ইত্যর্থঃ। তস্ত মায়িন ঈশ্বরস্ত অবয়বৈঃ অংশভূতৈঃ জীবাভূতৈঃ ইদং পরিদৃশ্তমানং স্বাবয়বজ্ঞানাত্মকং সর্বং বিশ্বং ব্যাপ্তং পূর্ণং সর্বাণি বস্তুনি পরমেশ্বরস্ত অবয়বভূতানি ইত্যর্থঃ ন চ ‘সর্বং খণ্ডিৎ ব্রহ্মে’তি শ্রুতিব্যাকোপঃ অবয়বাবয়বিনোরভেদাৎ কার্য-কারণাভেদাচ্চ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্বে যে বলা হইয়াছে মায়া দ্বারা মায়াধীশ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং জীবগণ সেই মায়া-সন্নিবদ্ধ হইয়াই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বর্তমান শ্রুতিমস্ত্রে সেই মায়াকেই প্রকৃতি এবং মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিতে নির্দেশ দিতেছেন। সেই মহেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অথবা অবয়ব-ভূত বিভিন্নাংশ জীবগণের দ্বারা এই বিশ্ব প্রপঞ্চ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

ত্রিগীতাতেও পাই,—“যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ” (গী: ৭।৫)

ঐচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“সচ্চিদানন্দময় হুয় ঐশ্বর-স্বরূপ।

তিন অংশে চিচ্ছক্তি হুয় তিন রূপ ॥

আনন্দাংশে ‘হ্লাদিনী’, সদংশে ‘সন্ধিনী’।

চিদংশে ‘সখিৎ’, যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥

অস্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।

বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ৬।১৫৮-১৬০)

ঐল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত জৈবধর্ম্মে পাই,—

“আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঐশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তির পতি—শক্তি তাঁহার বশীভূতা দাসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী—ইহাই ঐশ্বরের স্বরূপ। জীবে ঐশ্বরের গুণসকল বিন্দু-বিন্দুরূপে থাকিলেও জীব-শক্তির অধীন। ‘দশম্লে’ মায়া-শব্দে কেবল ‘জড়মায়া’ নয়, ‘মায়া’-শব্দে এখানে ‘স্বরূপ’-শক্তি। “মীম্মতে অনয়া ইতি মায়া”—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিচ্ছগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে পরিচয় দেয়, তাহারই

শরীরে পাচক—বৈশ্বানর-অগ্নি) তৎ [এব] আদিত্যঃ (তিনিই সূর্য্য)
তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) বায়ুঃ (জীবন-ধারণ প্রাণাদি বায়ু) উ
(এবং) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) চন্দ্রমাঃ (স্নিগ্ধতাকারক চন্দ্র)
তদেব (সেই পরম ব্রহ্মই) শুক্রং (অল্প নির্মলজ্যোতিঃ নক্ষত্রাদি)
তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) তদ্ [এব] (সেই পর-
ব্রহ্মই) আপঃ (জগৎ-সৃষ্টিকারণ-বীজের পাত্র জল) তদ্ [এব] (সেই
পরব্রহ্মই) প্রজাপতিঃ (বিরাট পুরুষ) ॥২॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর স্ব-শক্তির দ্বারাই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও
লয়ের আধার, ইহাই দেখাইতেছেন । সেই পরমেশ্বরই ভূমিস্থিত বৈশ্বানর
অগ্নি, তিনিই আদিত্যরূপে দিবিস্থিত অগ্নি, তিনিই অন্তরীক্ষস্থ প্রবহমান
বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা ও অন্যান্য নক্ষত্ররূপে প্রকাশক । তিনিই হিরণ্যগর্ভ,
তিনিই প্রথম সৃষ্ট বীজাধার জল, তিনিই বিরাট পুরুষ, তিনিই সর্কাস্ত-
র্যামিরূপে সর্কাত্মা বা সর্কময় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তত্ত্ব দেবস্ত সাক্ষীত্বমাহ—

শুক্রং রোচিস্রক্ষত্ৰমণ্ডলমিত্যর্থঃ শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—যস্মাৎ স এব পরমেশ্বরঃ স্রষ্টা, তস্মিন্বেব
সর্কস্ত লয়ঃ, তস্মাৎ স এব সর্কমিত্যাহ—তদেবায়িরিত্যাди—তদ্ পর-
মাত্মতত্ত্বমেব, অগ্নিঃ যাজ্ঞিকানাং যজ্ঞসাধনং, জীবানাং ভুক্তদ্রব্য-
পাচকঃ জাঠরঃ এবমন্ত্যর্থসাধকঃ পঞ্চভূতান্নতমোভূতবিশেষঃ, নান্যঃ,
তদেব আদিত্যঃ দিবিষ্ঠো জ্যোতির্বিশেষঃ, তদ্ বায়ুঃ অন্তরীক্ষস্থো
মরুদ্রপেণ প্রবহন্ ব্রহ্মজ্যোতির্বিশেষঃ, জীব-দেহধারণকঃ প্রাণাদিরূপো
বা ব্রহ্মৈব তহু (তদ্ পরমেশ্বরম্) চন্দ্রমা উ চন্দ্রোহপি জ্যোতীরূপঃ,
তদেব শুক্রং নির্মলং জ্যোতির্নক্ষত্রাদি, তদেব ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভঃ আদি-
স্রষ্টা, তদ্ পরমাত্মতত্ত্বম্ আপঃ নারায়ণশব্দপ্রতিপাদ্য-সৃষ্টিবীজশ্রায়নং

নারং তথাহ্যুক্তম্ ‘অপ এব সসর্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্থজং ইতি, তদেব
প্রজাপতিঃ বিরাড়াশ্বা ॥২॥

ভস্ককণা—শ্রীভগবান্ যে সর্কাস্থক তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন।
তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই
দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রহ্মা, তিনি জল এবং তিনিই প্রজাপতি।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“কাস্তিস্তেজঃ প্রভা সস্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কক্ষবিদ্যাতাম্।

যং স্বৈর্য্যং ভূত্বতাং ভূমের্ভূতির্গন্ধোহর্থতো ভবান্ ॥”

(ভাঃ ১০।৮৫।৭)

অর্থাৎ চন্দ্রের কাস্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও
নক্ষত্রগণের সুরণরূপ সস্তা, পর্কস্বেতের স্বৈর্য্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধ-
গুণ—এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ।

আরও পাই,—

“যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।

যথাকৌহগ্নির্ধ্বা সোমো যথাক্ গ্রহতারকাঃ ॥” (২।৫।১১)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

“অং বায়ুরগ্নিরবনির্বিষদমুমাভ্রাঃ

প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদমুগ্রহশ্চ ॥

সর্কং ভূমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্!

নাশ্রুৎ তদন্ত্যপি মনোবচসা নিকৃক্তম্ ॥” (ভাঃ ৭।২।৪৮)

শ্রীগীতার “যদাদিত্যগতং তেজো…………পচাম্যগ্নং চতুর্বিধম্”।

(গীঃ ১৫।১২-১৪) শ্লোকসমূহও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের শক্তির মহিমা আপন পূর্বক সর্বত্র তৎসম্বন্ধই স্থাপিত করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অগ্নি প্রভৃতি সকলে শ্রীভগবানের সহিত সমান অথবা স্বতন্ত্র শক্তিশালী এইরূপ বুদ্ধি করিবে না। সকলই তাঁহারই শক্তির প্রকাশ ও বিভূতিস্বরূপ ॥২॥

শ্রুতিঃ—ঔং জী ঔং পুমানসি ঔং কুমার উত বা কুমারী।

ঔং জীর্গো দণ্ডেন বঞ্চসি ঔং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৩॥

অম্বয়ানুবাদ—[হে ব্রহ্মন্ ! হে পরমেশ্বর !] ঔং জী (তুমিই জীজ্ঞাতি) অসি (হইতেছ) ঔম্ [এব] (তুমিই) পুমান্ (পুরুষজাতি) [অসি— হইতেছ] ঔম্ [এব] (তুমিই) কুমারঃ (বালক) উত বা (অথবা) কুমারী (বালিকা হইতেছ) ঔম্ [এব] (তুমিই) জীর্গঃ (বার্ষিক্যে জীর্গদেহ হইয়া) দণ্ডেন (দণ্ডের সাহায্যে) বঞ্চসি (গমন করিয়া থাক) [অধিক কি ?] ঔং বিশ্বতোমুখঃ (তুমি নানারূপে) জাতঃ (অভিব্যক্ত) ভবসি (হইতেছ) ॥৩॥

অনুবাদ—হে সর্বেশ্বর ! তুমিই জী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নানারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেব সাক্ষীত্বাং তৎসম্বন্ধেন আহ—

দণ্ডেনালম্বনেন জীর্গঃ বৃদ্ধঃ সন্ বঞ্চসি সঞ্চরসি, অত্যল্পমিদমুচ্যতে স্বমেব সর্বরূপো জাতোহসি ইত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্ত সৰ্বভূতাত্মং বর্ণয়তি—ঐ
 স্ত্রীত্যাদিনা হে পরমেশ্বর ! ঐ স্ত্রী জগদ্বীজাধারভূতা অসি, ঐ পুমান্
 বীজপ্রদঃ পুরুষোহপি তমেব ভবসি, এবং বাল্যাচ্চবস্থাভেদেন ভিন্নত্বমেবাসি
 ‘স্ত্রী-পুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূৰ্ত্তেঃসিহক্ষয়। প্রসূতিভাজঃ সর্গস্ত তাবেব
 পিতরৌ স্মৃতাভিতি’মহাকবিঃ। ঐ কুমারী বালিকা, উত বা অপি
 চ কুমারঃ শৈশবদশাপন্নঃ তমেব, এবং ঐ জীর্ণঃ পরিণতঃ বার্দ্ধক্যাবস্থঃ
 সন্ দণ্ডেন দণ্ডসাহায্যেন বঞ্চসি ভ্রমসি, পুনশ্চ ঐ জাতো ভবসি যতঃ
 বিশ্বতোমুখঃ নানাশক্তিসম্পন্নঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মের সৰ্ব্বাত্মকত্ব বুঝাইতে গিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—
 হে ব্রহ্ম ! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী ; আবার
 তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন করিয়া থাক। তুমি
 বিশ্বগত সৰ্বরূপে জাত হও। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের বিস্তরপদের কথা
 বর্ণন করা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাং

পশ্চাচ্চ সৰ্ব্বস্ত হিরণ্যস্ত ॥

তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং

নানাপদের্শৈরহমস্ত তদ্বৎ ॥” (ভাঃ ১১।২৮।১৯)

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ইহৈকং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাত্ সচরাচরম্।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্ ভ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥” (গীঃ ১১।৭)

আরও পাই,—

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্জ্যেয়ং প্রসিদ্ধং প্রভবিষু চ ॥” (গীঃ ১৩।১৬)

শ্রুতিতেও পাই,—“একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং”

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—“এক এব পরো বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ । ঐশ্বর্যাদ্রূপমেকং সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥” ৷৩৷

শ্রুতিঃ—নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাঙ্ক-

স্তুড়িগর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।

অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪৷

অনুমানুবাদ—[ঔ—ভূমি] নীলঃ (কৃষ্ণবর্ণ) পতঙ্গঃ (ভ্রমর)
[অমব] হরিতঃ [পতঙ্গঃ] (ভূমিই সবুজবর্ণ শুকপক্ষী) [ঔ]
লোহিতাঙ্কঃ (রক্তচক্ষুঃ কোকিল ভূমি) ঔ তড়িগর্ভঃ (অভ্যন্তরে
বিদ্যাদযুক্ত জলবসু ক মেঘ) [এইরূপ] ঋতবঃ (বসন্তাদি ছয় ঋতু)
সমুদ্রাঃ (সমস্ত সমুদ্র) [অম্] অনাদিমত্ত্বং (আদিহীন শাস্ত্রত ব্রহ্ম
ভূমিই) বিভুত্বেন (ব্যাপকত্ব বশতঃ, ব্যাপকরূপে) বর্ত্তসে (বর্ত্তমান
রহিয়াছে) [কিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ ভূমি ?] যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে)
বিশ্বা (স্বাবর-জগন্মাত্মক সমস্ত) ভুবনানি (উৎপত্তিশীল বস্তু)
জাতানি (জন্মিয়াছে) [হে পরমেশ্বর! কীট, পতঙ্গ, বিচিত্র
বর্ণ পক্ষী, ঋতু, সমুদ্র সমস্তই তোমার শক্তির পরিণাম] ৥৪৷

অনুবাদ—ভূমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, ভূমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী,
ভূমিই লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যাপূর্ণ বারিবর্ষণোন্মুখ মেঘ
ভূমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভুত্বের বিকাশ,
তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে,
তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ৥৪৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নীলহরিতলোহিতাক্ষভেদভিন্নঃ পতঙ্গঃ পক্ষী
 ত্রমেব, সমুদ্রাশ্চ ত্রমেব, ত্রমেব অনাদি যতো বিশ্বানি ভুবনানি
 জাতানি তদপি ত্রমেব নিখিলজগৎকারণমপি ত্রমেবেত্যর্থঃ। নীল-
 পতঙ্গাত্মাত্মমপি ন স্বরূপেণ অপিতু ব্যাপকত্বেন আত্মাত্ম ইতি এতৎ
 প্রদর্শয়তি বিভূত্বেন বর্ত্তসে ইতি, যতঃ সৰ্বং ব্যাপ্য আত্মনা বর্ত্তসে
 ততঃ সৰ্ব্বাত্মমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ন কেবলং মহত্যাঃ কিঞ্চপরেহপি নিকৃষ্টাঃ
 প্রাণিনো জড়াশ্চ পদার্থা স্তবশক্তিপরিণামভূতা ইত্যাহ—নীলঃ পতঙ্গ
 ইত্যাদি। হে পরমেশ্বর! নীলঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পতঙ্গঃ পতঙ্গচ্ছতীতি
 পক্ষী ভ্রমরঃ ত্রমেব, এবং হরিতঃ পলাশবর্ণঃ ‘পলাশোহরিতোহরিদিতি’
 ‘কৃষ্ণে নীলামিতশ্চামকালশ্চামলমেচকাঃ’ ইতি চামরঃ। পতঙ্গঃ শুকাদিঃ,
 লোহিতাক্ষঃ রক্তাপাঙ্গনেত্রঃ কোকিলোহপি ত্রমেব, তড়িদগৰ্ভঃ বিদ্রুৎ-
 পূর্ণঃ জলবসুর্কো মেঘোহপি ত্রমেব এবং রূপতঃ কার্যাত্মশ্চ বৈচিত্র্যমুক্তা
 কালতো বৈচিত্র্যং ভগবত উচ্যতে ঋতব ইতি নানাশ্রুতয়ো-
 বসন্তাদয় ঋতবোহপি ত্রমেব। আকৃত্যা বৃহৎ কথয়তি যতঃ সমুদ্রাঃ,
 এবং সৰ্বং ব্রহ্মণ এব শক্তিপরিণামভূতমিতি তত্রাহ—ত্ৰম্ পরমেশ্বরঃ
 অনাদিমৎ অনাদিব্রহ্মস্বরূপং, যতো বিভূত্বেন ব্যাপকত্বেন বর্ত্তসে
 বিরাঙ্গসি। অথবা হে অনাদিমৎ অঙ্গ! ত্ৰং বিভূত্বেন সৰ্বময়ত্বেন
 হেতুনা নীলপতঙ্গাদিরূপেণ বর্ত্তসে, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ বিশ্বা
 বিশ্বানি জস্বিভক্তিস্থানে আচ্ ছান্দসঃ। ভুবনানি উৎপত্তিমস্তি
 বস্তুনি জাতানি অতঃ ত্রমেব জগদ্রপম্ কার্যাকারণয়োঃভেদোপ-
 চারাৎ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরব্রহ্মের সৰ্বময়ত্বের কথাই বলিতেছেন।
 তুমিই নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই হরিবর্ণ শুকাদি, তুমিই

রক্তাপান্ন কোকিলাদি, তুমিই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তুমিই সকল ঋতু এবং সাগর সমূহ। তুমি অনাদি, তুমি সর্বব্যাপক বিভূরূপে বর্তমান রহিয়াছ, তোমা হইতেই সমগ্র ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। সকলই তোমার শক্তির পরিণাম। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন এইহেতু এবং কার্যাকারণের অভিন্নতাবশতঃ তোমাকে সৰ্বময়, সৰ্বাত্মক প্রভৃতি শব্দে উদ্দেশ করা হয়। বস্তুতঃ তোমার স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত কিন্তু প্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চের কোন পদার্থ তোমার আশ্রয়-ব্যতিরেকে নিজ সত্তা রক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—“সৰ্বং খৰিদং ব্রহ্ম” (ছাঃ ৩।১৪।১)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বরচিত জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

“বেদান্তমতে ‘শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ’ এই উক্তি-বিচারে শ্রুতি-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক্। কার্যসকল শক্তির পরিচয়; কার্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য, চিহ্নজগৎ চিৎশক্তির কার্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার”।

শ্বেতাস্বতর শ্রুতিতেই পাওয়া যাইবে,—

“স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্যায়োনিস্তঃ কালকারো গুণী সৰ্ববিদ্ যঃ ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥”

(শ্বেঃ ৬।১৬)

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

“স বিশ্বকৃৎ স হি সৰ্বশ্চ কৰ্ত্তা তস্ত লোকঃ স উ লোক এব”

(বৃঃ ৪।৪।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নাত্ৰৎ তদন্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধম্ ।

মায়্যাগুণবাতিকরাদ্ যদ্বর্কবিভাসি ॥” (ভা: ৩।১।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্তো হয় অবিকারী ।

প্রাকৃত চিন্তামনি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি ॥

নানারত্নরাশি হয় চিন্তামনি হইতে ।

তথাপিহ মনি রহে স্বরূপ অবিকৃতে” ॥

(চৈ: চ: আদি ৭ম পঃ)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাই,—

“একোহপি স্থাননানাত্মানানব হরিরীয়তে ।

সর্বাস্তর্ঘ্যামিগন্তস্ত ন ভেদো বিত্ততে কচিৎ” ॥৪॥

শ্রুতি:—অজামেকাং লোহিতশুক্ককৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ স্বজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ ॥৫॥

অম্বয়ানুবাদ—সরূপাঃ (প্রকৃতির নিজের সদৃশ অর্থাৎ ত্রিগুণময়)
বহ্বীঃ (বহুপ্রকার) প্রজাঃ (সন্তান অর্থাৎ ভূতসমুদায়) স্বজমানাম্ (স্বজন-
কারিণী) লোহিতশুক্ককৃষ্ণাং (অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা, জলরূপে শুক্কবর্ণা,
অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ মিশ্রবর্ণা,—এই তেজ, জল,

পৃথিবীরূপিণী, অথবা সস্ত-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাশ্রিকা) একাম্ (অধিতীয়)
অজাম্ (উৎপত্তিরহিত—অনাদি দেবাত্মশক্তিকে) হি (নিশ্চয়) জুষমাণঃ
(সেবাকারী, ভজনাকারী) একঃ অজঃ (এক বদ্ধজীব) অহুশেতে
(অনাদি কাম, কৰ্ম ও বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সেই প্রকৃতির অহুসরণ
করে অর্থাৎ ভোগ করে) অন্তঃ অজঃ (মুক্তজীব) [যিনি আচার্য্যোপ-
দেশে জ্ঞানলাভ দ্বারা অবিদ্বান্ধকার দূর করিয়াছেন তিনি] এনাম্
(এই প্রকৃতিকে) ভুক্তভোগাম্ (পূর্বে ভোগ করিয়া হয় বোধে)
জহাতি (ত্যাগ করেন অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে আবদ্ধ হন না) ॥৫॥

অনুবাদ—অনাদি প্রকৃতিকে অজারূপে কল্পনা করিয়া তাহার অহু-
সরণকারী বদ্ধজীবের ও সেই প্রকৃতির সংসর্গরহিত মুক্ত জীবের প্রভেদ
বর্ণন করিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত অগ্নি, জল ও
পৃথিবী—এই ভূতত্রয়রূপা প্রকৃতিই নিজের অমুরূপ অর্থাৎ সূখ, দুঃখ,
মোহময় সমস্ত জড়বস্তু সৃষ্টি করে ; বদ্ধজীব সেই প্রকৃতির অহুসরণ
করিয়া পরে অহুতপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি আচার্য্যোপদেশজনিত
জ্ঞানদ্বারা অবিদ্বান্ধকার অপসারিত করিয়াছে, সেই মুক্ত জীব পূর্বে
প্রকৃতি ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ হেতু বৈরাগ্যবান্ হইয়া তাহাকে ত্যাগ
করে অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয় না ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—‘ভোক্তা ভোগ্যঃ প্রেরিতারং চ মত্যা’, ‘ক্ষরং
প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ’ ইতি পূর্বনির্দিষ্টচিদচিদীশ্বরবিবেকং দর্শয়তি—

তেজোবর্ণলক্ষণবিকারগত-লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপযুক্তাং স্বসমানরূপ
বিবিধভূতভৌতিকসৃষ্টিমুৎপত্তিরহিতাং কাঞ্চন কশ্চিদবিদ্বান্ উৎপত্তি-
বাহিতেন তৎসমান এব সন্ তদ্রাহং বুদ্ধ্যা সেবমানঃ তাং অহুহতা
শেতে তিষ্ঠতি, অপরো বিদ্বান্ কশ্চিৎ তাং ভুক্তা উৎপন্নবৈরাগ্য-
স্ত্যজতীত্যর্থঃ। নন্বস্মিন্ অজাং ইত্যেতাবানর্থঃ প্রতীয়তে কাংশ্চি-

চ্ছাগীং জিবর্ণাং সরূপবহুপত্যকরমেকশ্চাগঃ প্রীয়মানোহুবর্ত্ততে অন্তস্তাং
উপভুক্তাং ত্যজতীতি কথং ভবত্কং প্রকৃতিরূপার্থগ্রহণং, যদি
বা চাধ্যাত্মশাস্ত্রে লৌকিকার্থপ্রতিপাদনানৌচিত্যাদাধ্যাত্মিকার্থপর্যাব-
সানং কর্তব্যমিতি তর্হি 'হা স্থপর্ণাদি'মস্ত্রে বৃক্ষস্থপর্ণপিপ্ললশকৈঃ
শরীরজীবকর্মফলানাং গোণবৃত্ত্যা গ্রহণবৎ গোয়নাত্তস্তবতীত্যত্র গো-
শকেন গোণবৃত্ত্যা প্রকৃতিগ্রহণবৎ ইহাপি অজ্ঞাশকেন গোণবৃত্ত্যা
প্রকৃত্যর্থগ্রহণং যুক্তং ন তু যৌগিকার্থগ্রহণং, রুটিপূর্বকলক্ষণাবিশেষরূপ
গোণবৃত্ত্যাপেক্ষয়া যৌগদৌর্কল্যং শ্রাৎ ইতি চেৎ ন, মূখ্যার্থাহুপপত্তৌ
হি গোণার্থাশ্রয়ণম্পপত্তৌ চ যৌগিকার্থশ্র মূখ্যশ্রাজ্ঞাশব্দার্থশ্র সন্তবে
যৌগার্থক্ষুর্ভে: রুঢ়ার্থগ্রহণনিয়ামক শব্দাস্তরসমভিব্যাহারাভাবাচ্চ যৌগি-
কার্থ এব গ্রাহ্য:, কিঞ্চ রুঢ়ার্থগ্রহণে সমভিব্যাহতানাং 'বহ্নী: প্রজা:
সৃজমানাং' ইত্যাদীনাং সঙ্কোচ: শ্রাৎ প্রকৃতিবৎ সকলপ্রজাশ্রষ্ট-
সম্ভবাৎ সকলপ্রজাসর্গকরপ্রকৃত্যাম্লপ্রজাসর্গকারিচ্ছাগত্পরিকল্পনশ্র
বিচ্ছিত্তিবিশেষহেতুত্বাৎ। ন চৈবম্, 'আত্মানং বথিনং বিদ্ধী'ত্যাদৌ
বথবথীত্যাদিকল্পনমপি ন বিচ্ছিত্তিবিশেষজনকং শ্রাদিত্তি বাচ্যং, তত্র
রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণবলেন চ বশীকার্যতাপ্রতীত্বাপযুক্ততয়া চ
রূপণমঙ্গীক্রিয়তে, প্রকৃতে তু রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণাস্তদ্বদ্রোপযো-
গাতাবাচ্চ ন ছাগত্পরিকল্পনং, হা স্থপর্ণেতি মস্ত্রেহপি বৃক্ষাদি
শকৈর্যৌগিকার্থশ্র ক্ষুটপ্রতীতেযোগ এব গ্রাহ্য:, এতৎ সর্বং কল্প-
নোপদেশাদিত্তি সূত্রভাষ্যতপ্রকাশিকয়ো: স্পষ্টম্, অনেন প্রকৃতি-
স্বরূপং বহুযুক্তস্বরূপং চোক্তং, নহু অজ্ঞাশকেনোকার্যত্বপ্রতিপাদনাং
সৃজমানামিতি কর্ত্ত্বি শানচা স্বাতন্ত্র্যালক্ষণকর্ত্ত্বপ্রতীতেবত্রস্মাত্মিকৈব
চ প্রকৃতিবনেন মস্ত্রেণাভিধীয়তামিতি চেদেবমেব সমদ্বয়াধ্যায়পূর্বপক্ষে
প্রাপ্ত উচ্যতে 'চমসবদবিশেষাৎ'—(ত্র: সূ: ১।৪।৮), 'অর্বাখিলশ্চমস-
উর্জবুধস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপ'মিতি মস্ত্রে (বৃহ: ২।২।৩)

অবাখিলচমস বাক্যশেষোদ্ধবুধ ইতি তিৰ্য্যগবুধপ্রসিদ্ধচমসব্যাবৰ্ত্ত-
কস্য শিরসশ্চমসত্ব প্রত্যায়কস্য বাক্যশেষস্য সম্ভাববদিহ স্বতন্ত্রপ্রকৃতি-
প্রতিপাদকস্য বাক্যশেষস্য অভাবেন স্বতন্ত্রা প্রকৃতিবিহাভিধীয়তে ইতি
নির্ণয়সম্ভবাৎ ব্রহ্মাত্মকত্বেহপি যোনিরাহিত্যস্তোপপত্তেঃ পরতন্ত্ৰোহপি
তক্ষা তক্ষতি কাষ্ঠমিতি কত্রার্ধ প্রত্যয়দর্শনেন তাবন্মাত্রোপপত্ত-
প্রকৃত্যানিচ্ছয়াসম্ভবাৎ ; নহু ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিগ্রহণেহপি নিয়ামকাত্বাৎ
সন্দেহ এব স্মাৎ তত্রাহ 'জ্যোতিরূপক্রমা তু তথাস্থধীয়তে একে'
(ব্রঃ সূঃ ১।৪।৯), 'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপতে'
ইত্যাদৌ জ্যোতিঃ শব্দেন ব্রহ্মনির্দেশদর্শনাৎ ইহ স্মৃত্ত্বেহপি জ্যোতিঃ
শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে উপক্রমশব্দঃ কারণার্থকঃ সন্নাঅতং লক্ষয়তি মূ-
লকারণকস্য কাষ্ঠাদেঃ মূলাত্মকত্বদর্শনাৎ ততশ্চ 'জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্মা-
ত্মিকৈতর্যঃ ব্রহ্মাত্মিকৈবেহ অজা মন্ত্রে গ্রাহ্যা', উপক্রম 'দেবাত্ম-
শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' ইতি (শ্বেঃ ১।৩), ব্রহ্মাত্মিকা মায়া প্রতি-
পাদিতত্বাৎ, তৈত্তিরীয়কে 'অণোরগীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইতি
(তৈঃ নাঃ ১২), ব্রহ্মপ্রস্তুত্যা 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' ইতি
প্রাণোপলক্ষিতসকলপ্রপঞ্চোপপত্তিমতিধায় নির্লিকারস্য ব্রহ্মণো অপরি-
ণামমিতি সকলপ্রপঞ্চোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি শঙ্কাবারণায় তৈত্তিরীয়ে
পঠিতস্তাপ্যস্য মন্ত্ৰস্য ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিপরস্য বক্তব্যতয়া ইহাপি তথাস্থা-
বশস্ত্বাচ্চ ব্রহ্মাত্মিকৈব প্রকৃতিরজা মন্ত্ৰপ্রতিপাদা ; নহু আকাশাদীনাং
ব্রহ্মোপাদানকত্বেন ব্রহ্মাত্মকত্ববৎ প্রকৃতেরপি ব্রহ্মোপাদানকত্বেনৈব
ব্রহ্মাত্মকত্বস্য বক্তব্যতয়া অহংপরায়ানশ্চ তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানকত্বাসম্ভবেন
ব্রহ্মাত্মকত্বাসম্ভব ইত্যাক্ষ্যাহঃ 'কল্পনোপদেশাচ্চ মক্ষাদিবদবিরোধঃ'
(ব্রঃ সূঃ ১।৪।১০), কল্পনং সৃষ্টিঃ 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' ইতি
প্রয়োগদর্শনাৎ, 'অস্মান্ মায়া সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেতাঃ ৪।২),
ইতি মায়াশব্দশব্দিতপ্রকৃতেব্রহ্মোপাদিতপ্রপঞ্চসৃষ্টৌ হেতুত্বাবেদনাদি-

ত্বার্থঃ প্রকৃतेरब्रह्मादिकञ्चे च तन्ना 'अस्मान् मायী सृजते' इति प्रतिपादित ब्रह्मोपादानतानिर्वाहकत्वाभावात् तन्नाः ब्रह्मात्मकत्वं सिद्धम् अपृथक्सिद्धाधारव्यवहारेण आत्मोपपत्त्या अजगत्या अपि प्रकृतेः ब्रह्मात्मकत्वं संभवत्येव इति ब्रह्मात्मकत्वमविकल्कम् । मध्वादिबन्ध अत्र मधुशब्देन 'असौ वा आदित्यो देवमधु' (छां: ३।१।१) इति निर्दिष्ट आदित्य उच्यते यथा आदित्यश्च 'नैबोदेतो नास्तमेतो' इति अकार्यतया श्रुतश्च 'य आदित्ये तिष्ठन्' इत्यादिना ब्रह्मात्मकत्वं च एवं अनादेरप्युपपत्तौ ब्रह्मात्मकत्वमिति स्थितम् ॥५॥

শ্রুতার্থবোধিনী—অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধাং তেজোহবন-লক্ষণাং প্রকৃতিমজ্জারূপেণ বর্ণয়ন্ তদুপভোক্তারমজ্জং তৎপরিত্যাগিনঞ্চ বিশিনষ্টি । অজামেকামিত্যাदिना—একাম্ ন তু প্রতিব্যক্তিভেদবতীম্ লোহিতগুরুকৃষ্ণাং প্রকৃতিপক্ষে তেজঃসলিলভূমিকৃষ্ণাং সঘরজস্তমোরূপাং বা লোহিতগুরুকৃষ্ণবর্ণাং বহুবীঃ অনেকাঃ প্রজাঃ জায়মানাঃ সন্ততীঃ সৃজ-মানাং সৃজন্তীং প্রসুতবতীং, কীদৃশীঃ প্রজাঃ সরূপাঃ স্বসমানধর্মবিশিষ্টাঃ সুখদুঃখমোহাद्विकाः, तादृशीम् अजाम् नित्यां, सरूपामिति पाठे ध्यान-योगादुत्पत्त्यां देवाश्च शक्तिं सरूपां सर्वत्र समानाकारामित्यर्थः, तां भोग्यभूताम् एकोहजः—स्वरूपतः शुद्धमुक्तयोज्जीवयोरग्रतरो बद्धो जीवो अनादिकायकर्मविमोहितः आवृतस्वरूप इति यावत् जूषमाणः दुष्णानः देहाद्विबुद्धादुत्प्रेरितः प्रकृतिं सेवमान इत्यर्थः अहोशेते अहमसवति तदहमसरणेन क्लेशमहमभवति, अहः पुनराचार्योपादेशजनित-प्रकाशेनावसादित्वाविद्याकारः मूढः सन् जहाति तद्वज्जानां ज्ञाननिर्बन्धः तत्संसर्गं त्यजति ॥५॥

তত্ত্বকণা—পূর্বে যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ দেবাত্মশক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(শ্বে: ১।৩), তাহার কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি

বলিতেছেন যে, সেই দেবাত্মশক্তি ত্রিগুণময়ী নিজের অনুরূপ বহু-
প্রজার জনয়িত্রী, জন্মরহিত অনাদি এক প্রকৃতিকে এক অঙ্গ পুরুষ
অর্থাৎ বদ্ধজীব সেবা দ্বারা ভজনা করিয়া থাকে আর অল্প অঙ্গ
পুরুষ অর্থাৎ ত্রিগুণরূপায় লব্ধজ্ঞানযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মূল জীব পূর্বের ভুক্ত
ভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতিশক্তি হইতেই
বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে তবে প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষমতায় কিন্তু ইহা সম্ভব
নহে । শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির এই স্বজনশক্তি ।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মৃতে সচরাচরম্” (গীঃ ৯।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হস্তি চ ।

তথাপি হনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥

এষ ভূতানি ভূতান্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ ।

স্বশক্ত্যা মায়ায়া যুক্তঃ সৃজত্যস্তি চ পাতি চ ॥”

(ভাঃ ৪।১১।২৫-২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিহো জগৎ-কারণ ।

আত্ম-অবতার করে মায়া'র দরশন ॥

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।

শক্তি সঞ্চারিয়া তা'রে কৃষ্ণ করে রূপা ॥

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ ।

অগ্নি-শক্তে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ কারণ ।

প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ।”

(চৈ: চ: আ: ৫।৫৬, ৫২-৬১)

এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই পরে পাওয়া যাইবে,—“অস্মান্মায়ী
স্বজতে বিশ্বমেতৎ...ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ ।” (শ্বে: ৪।২-১০)

ঐতরেয়োপনিষদেও পাই,—“স ঈক্ষত লোকান্ হু স্বজা” (ঐ: ১।১।১)

নিরীশ্বর সাংখ্যাদিগণ পশু ও অন্ধ এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ
জ্বালের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত
নহে। “পুরুষাশ্রবদিতি চেত্তথাপি”—ব্র: সূ: ২।২।৭ দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যমতাবলম্বিগণ এই মন্তকে সাংখ্যশাস্ত্রের বীজ মনে করেন
এবং এই ‘অজামেকাং’ মন্ত আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের দর্শন যে
শ্রুতিসম্মত, তাহা সিদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। সাংখ্য-
কারিকার প্রসিদ্ধ টীকাকার তথা অন্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা স্বনামধন্য
শ্রীবাচস্পতি মিশ্র নিজে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক টীকায় প্রারম্ভে এই
মন্তের কিছু পরিবর্তন পূর্বক মঙ্গলাচরণরূপে উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তে
বর্ণিত প্রকৃতির বন্দনা করিয়াছেন। উহাতে কাব্যময়ী ভাষায়
প্রকৃতিকে এক ত্রিবর্ণা ছাগীর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যিনি
বদ্ধজীবরূপ ছাগের সংযোগ হইতে নিজের অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণময়
সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে ‘অজা’কে ছাগী বলা
হয়। ইহার উপযোগ করিয়া প্রকৃতিকে আলাদারিকরূপে বর্ণন
করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীবসুরামাহুজ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন,—‘অজা’ অর্থে
ছাগ এই রূটি অর্থটি গ্রহণ করিলে এই মন্তগত অর্থ পরিষ্কৃত হয়

না বলিয়া এখানে ‘অজ্ঞা’ শব্দে জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি—এই যৌগিক অর্থই গ্রহণীয়। আরও এখানে এই রুঢ়ি অর্থ গ্রহণ করিলে ‘বহু সন্তান প্রসবকারিণী’ ইত্যাদি শব্দের অর্থ সঙ্কোচ হয়, কারণ ছাগীর পক্ষে প্রকৃতির ত্রায় সমস্ত প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব নহে, অনন্ত প্রজা সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতির পরিবর্তে অল্প সন্তান সৃষ্টিকারিণী প্রাকৃত ছাগীকে কল্পনা করিলে বিচ্ছিন্নবিশেষ (সীমাবদ্ধ) দোষে দুষ্ট হয়। অতএব এখানে ‘অজ্ঞা’ শব্দে ছাগী অর্থ হইতে পারে না। বিস্তারিত বিষয় গ্রন্থে সংযোজিত টীকা দ্রষ্টব্য ॥৫॥

শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োঃ অত্রঃ পিঙ্গলং স্বাদন্ত্য-

নশ্লগ্নন্তো অভিচাকশীতি ॥৬॥

অশ্বয়ানুবাদ—সমুজ্জা—সমুজ্জী (সর্বদা মিলিত) সখায়া—সখায়ৌ (পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন) বা—বাঁ (দুইটি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সুপর্ণা—সুপর্ণৌ (শোভনগতি অর্থাৎ শোভন-ক্রিয়া-সম্পন্ন পক্ষী) সমানং (একই) বৃক্ষং (দেহরূপ বৃক্ষকে) পরিষস্বজাতে (আশ্রয় করিয়াছে), তয়োঃ (তাহাদের মধ্যে) অত্রঃ (একটি পক্ষী অর্থাৎ যে অবিচ্ছিন্ন-কামবাসনাশ্রয় লিঙ্গদেহধারী সেই জীবাত্মা) স্বাহ (আপাতরম্য সুস্বাদু) পিঙ্গলং (কর্ণফলরূপ অশ্বথের ফল) অস্তি (ভোগ করিয়া থাকে) অত্রঃ (আর একটি পক্ষী যিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর তিনি) অনন্তন্ (কোন ফল না খাইয়াই অর্থাৎ কর্ণফল ভোগ না করিয়াই নিজানন্দে তৃপ্ত থাকিয়া) অভিচাকশীতি (সাক্ষি-রূপে সমস্ত দর্শন করেন) ॥৬॥

অনুবাদ—পূর্বোক্ত সূত্রভূত দুইটি পদার্থ পরমার্থবস্তু-নিষ্ঠারূপে
জ্ঞাত উল্লেখ করিতেছেন—এই জগতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে
দুইটি পক্ষী আছে, তাহাদের কার্য্য অতীব বিচিত্র, তাহারা সর্বদা
পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান এবং সখ্যভাবাপন্ন, উভয়ে এক
দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে
একটি পক্ষী অবিদ্যা, কামনা, ক্রোধ ও সংস্কারময় লিপ্সদেহধারী জীবাত্মা,
সে স্বাহু—আস্বাদ্য কৰ্ম্মফলরূপ অশ্বখ ফল উপভোগ করিয়া থাকে
আর অপর পক্ষীটি যিনি দেহবৃক্ষে থাকিয়াও তাহার ফল কিছুই
ভোগ করেন না অর্থাৎ কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না কিন্তু সাক্ষিরূপে সমস্ত
নিয়মিত করিতেছেন, তিনি পরমাত্মা ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমহুসরামঃ প্রকৃতিসম্বন্ধাবিশেষেহপি জীবন্ত
ভোক্তৃৎ ন পরমাত্মন ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তমুখেন প্রদর্শয়তি ।

যুজ্যতে ইতি যুক্ত শব্দোক্তপরঃ সমানগুণকঃ সযুগিতি ব্যাসার্থৈ-
কিবৃত্তত্যাং সখ্যায়ো পরস্পরাবিনাভূতো গমনসাধনত্বেন পূর্ণশক্তিপক্ষ-
সদৃশজ্ঞানাদিগুণোপেতো সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্থং শরীরং
সমাপ্তিতো তয়োর্মধ্যে একো জীবঃ পরিপকং পিপ্লবং অশ্বখফলসদৃশ-
কৰ্ম্মফলং অশ্মাতি ইতরবস্তু পরমাত্মা অনন্নব্রোণহতপাপমত্বাদি মহা-
মহিমশালী বর্তত ইত্যর্থঃ । অত্র শরীর তদাশ্রয় জীবপরবাচি শব্দ-
নিগরণেন বিষয়বাচক বৃক্ষে সুপর্ণাদিশব্দৈ বৃক্ষত্বাদধ্যবসানলক্ষণরূপকা-
তিশয়োক্তির্বিচ্ছিত্তিবেশেয ইতি ॥৬॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ইদানীং পরমার্থবস্তুনিষ্ঠ্যর্থং সূত্রভূতো
জীবাত্মানো পক্ষিরূপেণ উপগৃহ্যন্তি—হা ইত্যাদি হা ঘো ‘সুপাং সুলুক্
পূৰ্ণসবর্ণাচ্’ ইত্যাদিনা ও বিভক্তি স্থানে আচ্। এবম্ উক্তয়ত্র ।
সুপর্ণা শোভনপতনৌ ‘শোভনগতী ইত্যর্থঃ, পক্ষিরূপৌ কীদৃশৌ সযুজ্য

শয় স্বপ্ন ও সারস্বরূপ, সেইপ্রকার সর্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্বাপেক্ষা সারবস্তু কিন্তু তিনি জীবের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন। তাঁহাকে জানিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সৰ্বাগ্রে তত্ত্বদর্শী সদগুরু চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবের কৃপাতেই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা। ইহাতে উপায়ান্তর নাই। সেই ভগবান্ পরম মঙ্গলময়, সর্ববিশ্বের একমাত্র আশ্রয় ও গতিস্বরূপ। শ্রীগুরু-কৃপায় তাঁহাকে জানিয়া ভজন করিতে পারিলে সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“তদ্বিক্ষি প্রণিপাতেন পরিপ্রমেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥” (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাক্ষে পরে চ নিষ্কাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥” (ভাঃ ১।১৩২১)

শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশেও পাই,—

“কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।

গুরু-অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে ॥” (১৮: ৮: মধ্য ২২।৪৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“নৈবোপষন্ত্যপচিতং কবয়ন্তবেশ

ব্রহ্মায়ুৰ্যাপি কৃতমৃদ্ধমৃদঃ স্মরন্তঃ।

যোহন্তর্বহিস্তত্ত্বভূতামন্তভং বিধুষ-

ব্রাচাৰ্য্যচৈত্ৰ্যবপুৰা স্বগতিং ব্যনজি ॥” (ভাঃ ১।১২৯।৬)

মৃগক-শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিংপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” (মৃঃ ১।২।১২) ১১৬।

শ্রুতিঃ—এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্শপ্তো

য এতদ্বিত্তুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৭॥

অমুখানুবাদ—এষ দেবঃ (লীলাময় চিৎস্বরূপ এই পরমেশ্বর)
বিশ্বকর্মা (মহাদাদিক্রমে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা) মহাত্মা (মহান
আত্মাস্বরূপ) সদা (সকল সময়ে) জনানাং (প্রাণীদিগের) হৃদয়ে
(হৃৎপদ্ম-মধ্যে) সন্নিবিষ্টঃ (সাক্ষিরূপে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত),
হৃদা (হৃদয়ের দ্বারা অথবা অবিজ্ঞানিবর্জক অতদ্ব্যাবৃত্তিকর ‘নেতি’
‘নেতি’ উপদেশ বাক্যদ্বারা) মনীষা (ভক্তিজনিত বিবেকবুদ্ধি দ্বারা)
মনসা (মনন দ্বারা) অভিক্শপ্তঃ (তিনি প্রকাশিত হন, ব্যক্ত হন)
যে (ঐহারা) এতদ্ (এই পরমেশ্বরতত্ত্ব) বিতুঃ (জানেন—সাক্ষাৎ
করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাস্তে (মোক্ষের অধিকারী) ভবন্তি
(হইয়া থাকেন) ॥১৭॥

অমুখানুবাদ—বিশ্বস্রষ্টা এই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর সকল প্রাণীর
হৃদয়দেশে বর্তমান, কিন্তু তিনি গূঢ়রূপে তথায় অবস্থিত আছেন,
অতএব হৃদয়স্থিত মনীষা অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ বিবেকযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্ব-
জ্ঞানের সহিত তাঁহার স্মরণরূপ ভজন করিলে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত
হন। ঐহারা এই তত্ত্ব জানেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন তাঁহারা
জন্মমরণ-প্রবাহ হইতে চিরতরে মুক্ত হন ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিশং সমস্তং কার্যজাতং যন্ত স তথোক্তঃ
জগৎকর্তা ইত্যর্থঃ। ইতরদুক্তার্থম্ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কথমত্যন্তগূঢ়ঃ স পরমেশ্বরো জাতব্যস্তজাহ—
এষ দেব ইতি এষঃ পূর্বোক্তঃ দেবঃ ছোতনস্বভাবঃ লীলাময়ঃ বিশ্বকর্মা
মহাদাদিত্বাভিব্যক্তকঃ সর্বকর্তেতি যাবৎ, মহাত্মা মহাংশাসৌ আত্মা
চেতি পরমাত্মা, সদা তিস্ময়ু অবস্থাস্থ, হৃদয়ে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যে সন্নিবিষ্টঃ
অপ্রচ্যুতস্বরূপেণাস্তর্ধ্যামী সন্ স্থিতোহস্তি, অয়ং হৃদা হরতীতি অবিচ্ছাদি-
কং নাশয়তি ইতি হৃৎ তত্ত্বজ্ঞানং তেন মনীষা ভজনসহায়েন মনেনে,
মনসা অস্তব্রিজিয়েনৈব অভিক্ণপ্তঃ প্রকাশিতো ভবতি, যে এতৎ তৎ
প্রকাশনতত্ত্বং বিদুঃ জ্ঞানস্তি অমূল্যস্বস্তি, তে অমৃত্যুঃ মরণহীনাঃ
পুনরাবৃষ্টিরহিতা ভবন্তি। অতো ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ে সর্বাস্থ
অবস্থাস্থ তিষ্ঠতি, তদ্বিজ্ঞানার্থং তৎস্বরূপং সর্বদা ধ্যানন্ তং
পশুতীতি ভাবঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—জগৎ-সৃষ্টিকর্তা মহাত্মা অর্থাৎ সর্বশক্তিসম্পন্ন সর্বব্যাপী
পরমদেব পরমেশ্বর সর্বদা সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন।
তাহার গুণ-মহিমা অবগতরতঃ দ্রবীভূত ও বিস্কৃত হৃদয়ে নিশ্চয়যুক্ত
বুদ্ধি-সহযোগে একাগ্র মনের দ্বারা নিরন্তর ভজনমূলক ধ্যান করিতে
 থাকিলে তিনি কৃপাপূর্বক স্বীয় স্বরূপ-ধ্যানকারীর নিকট প্রকাশিত
 করেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হন। যে সাধক এই রহস্য জ্ঞাত হইয়া
অমূল্যলন করেন, তিনি অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ করেন। তাহাকে আর
জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হইতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

“অং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-

আস্মে শ্রুতেক্ষিতপথো নহু নাথ পুংসাম্।

যদ্ যদ্ ধিয়া ত উকুগায় বিভাবয়ন্তি

তত্ত্বপুঃ প্রণয়সে সদহুগ্রহায় ॥” (ভাঃ ৩।২।১১)

অর্থাৎ হে নাথ ! গুরুমুখে ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজ জ্ঞানের ভক্তিযোগপূত-স্বপ্নে সর্বদা বিরাজ করেন। হে উত্তমঃশ্লোক ! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব-সিদ্ধদেহ-ভাবগত ভাবনামুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন আপনি তাহাদের প্রতি অহুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—যদা তমস্তন্ম দিবা ন রাত্রি-

ম্ম সন্ চাসঙ্খিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎসবিতুর্করৈগ্যং

প্রজ্ঞা চ তন্ম্যাং প্রসূতা পুরাণী ॥১৮॥

অঙ্ক্যানুবাদ—যদা (যে সময়ে অর্থাৎ প্রলয়ে) তমঃ (কেবল অন্ধকারময় অবস্থা ছিল) তৎ (তখন সেই অবস্থা) দিবা ন (দিনও নহে) ন রাত্রিঃ (রাত্রিও নহে) ন সৎ (সৎ অর্থাৎ স্থূল বা মূর্ত নহে) ন চ অসৎ (আবার সূক্ষ্ম কারণও নহে) [তখন কেবল-মাত্র] শিবঃ (মঙ্গলময় পরব্রহ্মই) কেবলঃ (কেবল নিত্যলীলারত থাকেন) তৎ (সেই পরব্রহ্ম) অক্ষরং (অক্ষর বস্তু, তিনি কুটস্থ, নির্বিকার, তাঁহার জন্মাদি কোন বিকার নাই) তৎ (তিনিই) সবিতুঃ বরৈগ্যং (সবিতুমণ্ডলমধ্যবর্তী বরগীয় অর্থাৎ ভজনীয় পুরুষ) তন্ম্যাং (তাঁহা হইতেই) পুরাণী (সনাতন, সকল শাস্ত্রের আদিভূত) প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞারূপা শ্রুতির বাণী) প্রসূতা (আবির্ভূতা হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছেন) ॥১৮॥

অনুবাদ—স্বৃষ্টির মত প্রলয়েও সেই পরমেশ্বরই মাত্র থাকেন । তাহাই বর্ণন করিতেছেন—যে প্রলয়াবস্থায় তমোমাত্র ছিল তখন দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না, কোনও স্থল পদার্থ এবং অসদ্—স্বপ্ন-বস্তুও প্রতীত হয় নাই, সেইকালে একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বর ছিলেন, তিনি নির্বিকার—জন্মাদিবিকাররহিত, অবশ্য তখন তাঁহার স্বরূপশক্তিগত চিল্লীলা বর্তমান থাকে । তিনিই জগৎ-প্রসবকারিণী আদিত্যাভিমানিনী দেবতার পূজনীয় পুরুষ ; তাহা হইতেই এই সনাতন প্রজ্ঞাসাধন বেদবাক্য আবির্ভূত হইয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মিন্ কালে সদসৎশক্তি মূর্ত্যামূর্ত্তপ্রপঞ্চং দিবারাত্রিবিভাগং চান্তরেণ তমোমাত্রমবস্থিতং তস্মিন্ কালে ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টেষু স্বাবরজসমেষু একঃ শিষ্ণুতি সর্কাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুরিত্যুক্তরীত্য। জ্ঞানসঙ্কোচলক্ষণান্তভমন্তরেণ কেবল শুভতয়াবস্থিতং তদেব ক্ষয়শূন্যবস্তু সবিভূতমণ্ডলমধ্যবর্তী বরণীয়ং ভজনীয়ং চ তদেব । তস্মাদেব সৃষ্টিকালে সঙ্কুচিতজ্ঞানস্ত নিত্যস্ত প্রসরণমিতি ভাবঃ । প্রজ্ঞা চ তস্মাদিতি অনেন 'ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াদি'ত্যংশপ্রতিপাদ্যত্মপি তশ্চৈবেত্যুক্তং ভবতি' ॥১৮॥

প্রত্যর্থবোধিনী—নহু ঈশ্বরশাস্তিভে কিং মানং যেন তস্মাদি-কর্তৃত্বং শ্রুতং তত্র পূর্বপক্ষেন পূর্বাদ্বিমাং—যদা যশ্রুতং প্রলয়াবস্থায় তমঃ সর্কাবরণং শ্রুতাপরপর্যায়ং তদ্ব্যমাসীৎ, তথাচ শ্রুতিঃ 'তমআসী-স্তমসাগূঢ়ম্' 'তম এবৈদমগ্র আসীদ্বিতি চ' পূর্বপক্ষে এতদর্থ এবং তদানীং 'শ্রুতমেব তদ্ব্যম্ আবরণমাসীৎ' ন চ তস্মা তদেব জ্ঞেয়ত্বাপত্তিরিতি বাচ্যং তমসা অজ্ঞানেন গূঢ়ং তৎ ইত্যন্তরাৎ, তচ্চ তমঃ সিদ্ধান্তিপক্ষে অনতি-ব্যক্তাবস্থ নামরূপাত্মকম্ প্রপঞ্চমিত্যর্থঃ । তৎস্বরূপং কিং তদ্রাহ নাহো ন

রাত্রিঃ তচ্চ তমঃ ন দিনস্বরূপং প্রকাশময়ত্বাভাবাৎ, নাপি রাত্রিঃ দিবাহ-
 সন্ধে তদ্বিভাগাভাবাৎ, ন সৎ সন্ধেন প্রতীয়মানত্বাভাবাৎ, নাপি অসৎ
 তন্ত্ৰ অবিদ্যমানস্বেহপি শশশৃঙ্গাদিবৎ তুচ্ছত্বাপত্তেঃ, তর্হি কিং বৌদ্ধসম্মতং
 শৃগ্ময়েব তদ্ব্যমিতিচেৎ শৃগ্মস্ত প্রমাণসিদ্ধত্বমস্তি নব ভাবপক্ষে প্রমাণস্ত
 সন্ধেন শৃগ্মভঙ্গাৎ, অভাবপক্ষে তুচ্ছত্বাপত্তিঃ নহি বক্ষ্যাপুত্রঃ
 জীবতীতি কেনাপ্যঙ্গীক্রিয়তে । তথাহি যানাদীনা মেয়সিদ্ধিরিত্যুক্তেঃ ।
 স্বতঃসিদ্ধৌ চ চিক্রপত্যাগাপত্তিরিত্যর্থঃ । অতো জগৎস্রষ্ট্রেন সতঃ
 চৈতন্তময়স্ত সন্তাস্বীকারঃ কর্তব্যঃ । নাসদাসীন্ন সদাসীৎ তদানীং কিঞ্চ-
 ভূতমঃ ইতি ঋতেস্ত শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যহ্নপলভ্যপ্রধানপরত্বমসংকল্পত্বঞ্চ তস্তাত্মা-
 পগন্তব্যম্ ইতি নাসদাসীন্নসদাসীন্তদানীং কিঞ্চভূতমঃ ইতি ঋতেশ্চ তথা
 তাৎপর্যমবগন্তব্যম্ ইতি সর্কস্ববাদাত্ম । তথাচ বৈষ্ণবে 'নাহো ন রাত্রি-
 র্ননভো ন ভূমিনাসীন্তমো জ্যোতিরভূন্নচাত্ম' । প্রাকৃত শ্রোত্রাদি
 বুদ্ধ্যহ্নপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ । নিলীনপ্রধানকং
 প্রাধানিকং, ব্রহ্ম ব্যাপকং পুমান্ ঈশ্বরঃ প্রপঞ্চাতীতঃ আত্মা তদা
 আসীদিত্যর্থঃ । ন চ ব্রহ্মণস্তদা সন্ধে কিং প্রমাণং প্রলয়স্ত সর্কলয়াধারত্বাৎ
 ইতি বাচ্যং তস্তাক্ষরত্বাৎ কূটস্থত্বাৎ । নহু আদিত্যপুরুষ এব জগৎস্রষ্টা
 ইতি চেন্ন তচ্ছক্টেস্তদ্রূপত্বাদিত্যাহ—তৎ সবিভূর্করৈণ্যং, বরৈণ্যং
 সর্কপূজ্যং সবিভূঃ আদিত্যস্ত তৎ ভর্গঃ পূজনীয়ঃ, ইতোহপি তদা
 ঈশ্বরসস্তা অভূপেয়া, প্রজ্ঞা চেত্যাহ—তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ পুরুষাৎ পুরাণী
 প্রাচীনা আদিভূতা প্রজ্ঞা বিজ্ঞা বেদশাস্ত্রম্ ইতি যাবৎ প্রসূতা—
 আবিভূতা তথাচ পারমর্ষস্বত্রং 'শাস্ত্রযোনিবাদি'তি । ঋতিশ্চ 'এতশ্চৈব
 মহতো নিঃস্রিসিতমেতদ্ যদগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদ ইতি' স্বতিশ্চ
 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী'ত্যাদি 'সদেব সৌম্যোদমগ্র
 আসীদি'ত্যাভাঃ ঋতয়শ্চ । অতঃ বেদাধিগম্যাং বেদপ্রবর্তকং যদক্ষরং
 ব্রহ্ম তদুপাস্তম্ ৷১৮৷

তত্ত্বকণা—যে সময়ে অর্থাৎ প্রলয়কালে কেবলমাত্র তমঃরূপ অন্ধকার বর্তমান থাকে, দিবা রাজ্যের কোন বিভাগ থাকে না, সৎ অর্থাৎ স্থূল এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ কারণ, তাঁহা হইতে ভিন্নরূপে থাকে না, কেবলমাত্র সেই চিল্লীলাময় মঙ্গলস্বরূপ পুরুষোত্তম নিতালীলায় রত থাকেন, জগদাদি কিছুই তখন প্রকাশ পায় না। তিনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী বরুণীয় অর্থাৎ ভজনীয় পুরুষ। তিনিই অক্ষরবস্ত, তাঁহা হইতেই প্রলয়কালীন সঙ্কুচিত নিত্যজ্ঞান সৃষ্টিকালে প্রসারিত থাকে। প্রজারূপা সনাতনী শ্রুতির বাণী তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়া বিস্তারিত হয়। ইনিই সেই প্রজা জীবকে প্রদান করিয়া থাকেন। ষাহার বলে জীব তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়। গায়ত্রীর শেবাংশে যে ‘ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ’ মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে উহার তাৎপর্য্যও ভজনপ্রজা-লাভের মূলে এই পুরুষোত্তম তত্ত্বকেই পাই।

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মায়ুপযাস্তি তে।” (গীঃ ১০।১০)

অর্থাৎ সততযুক্ত, শ্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদিগকে আমি সেই-প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভাগবতেও পাই,—“দাস্তে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্।” (৪।৩০।১০)

ঐতরেয়োপনিষদে পাওয়া যায়,—

‘আত্মা বা ইদমেক এবাঞ্চে আসীন্নাত্মং কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্ সৃজা’ (ঐতঃ ১।১)

অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন অর্থাৎ সকলেই ভগবানের সহিত একীভূত ছিল। সেই সময় বহিরঙ্গা মায়াক্রিয়া ও

তটস্থাত্মা জীবশক্তি পরমাত্মাতেই লীন থাকায় এবং চিহ্নিত্ব সঙ্গী এক-
ভাবে লীলা সম্পাদন করায়, বহির্ব্যাপারবিশিষ্ট অণু কিছুই ছিল না।

অথর্কশিরাতেও পাই,—

“অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”।

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

“আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোহম্বীক্ষ্য নাত্তদাত্মনোহপশ্যৎ,
সোহমস্মীত্যগ্রে বাহরৎ”। (বৃঃ আঃ ১ অঃ ৪র্থ ব্রাঃ)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্কশঃ”। (গীঃ ১০।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নাত্তদ যৎ সদস্যং পরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্মাহম্ ॥”

(ভাঃ ২।৩।২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি ত’ হইয়ে।

‘প্রপঞ্চ’, ‘প্রকৃতি’, ‘পুরুষ’ আমাতেই লয়ে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ পঃ)

শ্রীভগবান্ হইতেই যে বেদরূপা বাণী প্রকাশিতা তাহা

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যশ্চাং মদাত্মকঃ ॥”

(ভাঃ ১২।১৪।৩)

এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডকের ১।১।১ এবং ১।২।১২-১৩ শ্রুতি-মন্ত্রসমূহও
ব্রষ্টব্য ১।১৮।

শ্রুতিঃ—নৈনমূৰ্দ্ধং ন তিৰ্য্যকং ন মধ্যে পরিজগ্ৰভৎ ।

ন তন্ত্ৰ প্রতিমা অস্তি যন্ত্ৰ নাম মহদ্যশঃ ॥১৯॥

অম্মনুবাদ—এনং (এই পরমেশ্বরকে) [কচ্চিৎ—কোন ব্যক্তি] উৰ্দ্ধং (উপরিভাগে অবস্থিতরূপে) ন পরিজগ্ৰভৎ (প্রাপ্ত হয় নাই) [এইরূপ] তিৰ্য্যকং (বক্রভাবে অবস্থিতরূপে) ন [পরিজগ্ৰভৎ—দর্শন করে নাই] মধ্যো [অপি] ন (মধ্যদেশেও কেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই) [তবে তিনি কোথায় ? যাহা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, তাহা কি প্রকার ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] তন্ত্ৰ (তাঁহার) প্রতিমা (তুলনা অর্থাৎ উদাহরণ) ন অস্তি (নাই), [এ কি কথা, যাহার সদৃশ কোন বস্তু নাই ! হাঁ—ইহাই] যন্ত্ৰ (যাহার) মহৎ যশঃ (মহা মহিমা, বিশেষত্ব) [অথবা যন্ত্ৰ—যে পরমেশ্বরের] নাম (নাম—পরম মহৎ) [যাহার অতুলনীয় নাম ও যশঃ—মহৎ—দিক্, কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ নহে, সৰ্ব্বত্র পরিপূর্ণ ; ইহাই] ॥১৯॥

অম্মুবাদ—এই পরমেশ্বর উৰ্দ্ধদেশে, বক্রভাবে বা মধ্যদেশে সৰ্ব্বত্র অবস্থিত কিন্তু ইঁহাকে তত্ত্বদেশস্থিতরূপে কেহই গ্রহণ (জ্ঞান) করিতে পারে না । তাঁহার সদৃশ কোন বস্তুই নাই, যাহার সহিত তিনি তুল্য হইবেন । যে পরমেশ্বরের স্বরূপ, নাম ও যশঃ দিক্ কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় মহিমা ॥১৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উৰ্দ্ধং স্বাবরাদিরূপতয়া তদ্বিলক্ষণ-মহুগ্ধ্যাদি-রূপতয়া সম্ভবমপি এনং কোহপি জনঃ পরিতঃ সমস্তাং সম্যক্ ন জগ্ৰভৎ নাগ্রহীৎ, যদ্বা উৰ্দ্ধং উপবি প্রদেশে বা কোহপি ন জ্ঞাতবান্ তন্ত্ৰ বিভূত্বাদিতিভাবঃ, যন্ত্ৰ মহদ্যশ ইতি নাম যন্ত্ৰ অপরিচ্ছিন্নকীর্ত্তিঃ প্রসিদ্ধঃ তন্ত্ৰ সদৃশং কিমপি বস্তু নাস্তি ॥১৯॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্ত তস্ত উৰ্দ্ধাদিস্থ দিষ্টু কেনাপ্যপরি-
 গ্রাহত্বম্, অধিতীয়ত্বাৎ কেনাপ্যতুলিত্বম্, কালদিগাচনবচ্ছিন্নত্বম্ তস্ত
 যশোরূপত্বকাহ—নৈনমূৰ্দ্ধমিতি—এনং পরমেশ্বরম্ উৰ্দ্ধম্ উপরিদেশস্থিতং
 কশ্চিৎ কোহপি তদ্ব্যাহসঙ্কায়ী ন পরিজ্ঞাতং পরিগ্রহীতুং শ্রুত্বং ন
 শক্নুয়াৎ। এবং তিৰ্য্যকং বক্রভাবেণাবস্থিতং তং ন পরিজ্ঞাতং। ন
 মধ্যে পরিজ্ঞাতং গ্রহ্ণাতোলোটি—রূপগ্রহোর্ড্‌ছন্দসীতিহকারস্ত ভ-
 কারাদেশঃ, শব্দবিকরণচ্চ, লিঙর্থে লেট্, ব্যাত্যয়েন দ্বিত্বম্। অথ
 কীদৃক্ স যো দেশকালচনবচ্ছিন্ন ইত্যতআহ—ন তস্ত প্রতিমা অস্তি
 প্রতিমা উপমানং,—যস্ত পরমেশ্বরস্ত নাম অভিধানং মহৎ দিগাচ-
 নবচ্ছিন্নং সৰ্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ মহিমা কীর্ত্তিৰিত্যর্থঃ ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ববর্ণিত পরমপ্রাপ্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে কেহ উর্কে,
 পার্শ্বে, মধ্যে অথবা নিম্নভাগে গ্রহণ করিতে পারে না অর্থাৎ দেখিতে
 পায় না। কারণ তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তু। তাঁহার কোন তুলনা বা
 উপমা দেওয়া যায় না; কারণ তিনি অসমোৰ্দ্ধ-তত্ত্ব। এইজন্যই
 তাঁহার নাম মহৎ অর্থাৎ মহামহিমাযুক্ত। তাঁহার নাম আর তিনি
 অভিন্ন; তাঁহার যশঃ আর তিনি অভিন্ন।

পদ্যপুরাণে পাই,—

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যবসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বানামনামিনোঃ ॥”

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এইজন্য নামরূপ কৃষ্ণের সমস্ত
 গুণ তাঁহার নামে আছে, নাম সৰ্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনাগপদ্মীগণের স্তবে পাই,—

“অব্যাকৃতবিহাবায় সৰ্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।

দ্ব্যবীকেশ নমস্তেহস্ত মুনয়ে মৌনশালিনে ॥” (ভাঃ ১০।১৬।৪৭)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! আপনার মহিমা অতর্ক্য । সর্ক-কার্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতু বলিয়া আপনি অহুমিত হন । পরস্তু সাক্ষাৎকৃত হন না । হে হৃবীকেশ ! ‘অবাক্যানাদর’—এই শ্রুতি বচনানুসারে আপনি মৌনী ও আত্মাবাম, আপনাকে নমস্কার ।

শ্রীঅর্জুন বলিয়াছেন,—

“নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্তু তে সর্কত এব সর্ক ।

অনন্তবীর্ধ্যামিতবিক্রমস্তং সর্কং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্কঃ ॥”

(গী: ১১।৪০)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

“সমাপ্তিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারে: ।

ভবাম্বুধিবৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥

(ভা: ১০।১৪।৫৮)

শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—

“তন্তেহঁতম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজা: কর্ম্মস্তুতিশ্রবণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্ ।

সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জন: পরমহংসগতো

নভেত ॥” (ভা: ৭।২।৫০) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্র

ন চক্ষুবা পশ্যতি কচ্চনৈনম্ ।

কদা কদিস্থং মনসা য এন-

মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২০॥

অশ্রয়ানুবাদ—অশ্র (এই পরমেশ্বরের) রূপং (স্বরূপ) সন্দৃশে (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যতায়) ন তিষ্ঠতি (থাকে না অর্থাৎ

অতীন্দ্রিয়স্বরূপ তিনি) [যেহেতু] কশ্চন (কোন ব্যক্তিই) এনং (এই পরমেশ্বরকে) চক্ষুষা ন পশ্যতি (প্রাকৃত রূপহীনত্ব-নিবন্ধন জড় চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না) [তবে তাঁহার ধ্যান কিরূপ হইবে ?] যে (যাহারা অর্থাৎ সদগুরু-সাহায্যে শম-দম-তিতিক্ষা ও উপরতি এই সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন সেই যোগাধিকৃত সাধকগণ) হৃদিস্থং (হৃদাকাশ-মধ্যে অবস্থিত) এনং (এই পরমাত্মাকে) হৃদা (বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা) মনসা (নির্মল মনের দ্বারা) এবম্ (এইভাবে) বিদুঃ (জানেন, ধ্যান করেন) তে (তাঁহারা, সেই পরমেশ্বরস্বরূপের ভক্তিয়োগে ধ্যানকারী ব্যক্তিগণই) অমৃত্যো ভবন্তি (অমৃতত্ব লাভ করেন, মৃত্যুর হেতু অবিঘ্নানাশজ্ঞত্ব পুনর্দেহান্তর গ্রহণ করেন না) ॥২০॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বরের স্বরূপ কাহারও প্রাকৃত দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না, কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা সদগুরুর রূপায় ভক্তিলাভ করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বরে সর্বকর্মফল-সমর্পণকারী তাঁহারাই তত্ত্ববিবেক লাভকরতঃ ভক্তিয়োগে ভজন করিতে করিতে ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করেন ও মুক্তির অধিকারী হন ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বগম্ ॥২০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরশ্চ ইন্দ্রিয়াগোচরত্বং প্রত্যগাত্মত্বং তন্ম-
স্তুগাং মোক্ষপ্রদত্বকাহ—ন সন্দৃশে ইতি । অশ্চ পরমেশ্বরশ্চ রূপং
স্বরূপং সন্দৃশে দৃষ্টিপথে সম্পূর্নক দৃশ্যাতোর্তাবেকিপি সপ্তমী
স্থানে শে স্থপাং শ্লুগিত্যাদিনা । ন তিষ্ঠতি বর্ততে । কৃতঃ ? যদি রূপং
প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারেণ সন্দর্শনযোগ্যং স্মাস্তর্হি কশ্চন এনং প্রাকৃতচক্ষুষা
পশ্যেৎ ন তু তথা ইতাহ—ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ প্রাকৃত-
চক্ষুরিতি বহিস্থুর্থাহেজ্জিয়াণামূলক্ষকম্ । অথ কস্তদা মুক্তেকপায়

ইত্যাচ্যতে যে ভক্তিযোগেন শমদমাদিসাধনসম্প্রাঃ সাধকাঃ ভক্তাঃ, হৃদিস্বং, অনেন হৃদাকাশস্থিতত্বেন ধোয়ত্মকম্। এনং পরমেশ্বরং হৃদা সদগুরুকৃপয়া, ভক্তিযুক্তহৃদয়েন মনসা মননেন বিশুদ্ধমনসা ভজন-বলেন তত্ত্বস্বরূপেনৈত্যর্থঃ, এবং ইত্মম্, বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতাতঃ মোক্ষভাজো ভবন্তি ॥২০॥

ভক্ত্যকর্ণা—পরমপ্রাপ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রাকৃত দৃষ্টিপথে উদয় হয় না। এইজন্যই কেহ প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তাঁহাকে দর্শন করিবার উপায় শ্রুতি বলিতেছেন যে, সাধক সদগুরুর কৃপায় যখন শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় পূর্বক বিশুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারা ভক্তিগ্নুত মনে তাঁহার ধ্যানাদি আশ্রয় করেন, তখন সেই সর্বাস্তর্যামী পরমাত্মা স্বয়ং কৃপা পূর্বক ঐহাকে দর্শন দিবার ইচ্ছা করেন, তিনিই তৎকৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তি ব্যতীত ভগবদর্শনের অন্য পথ নাই।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ।” (ভাঃ ১।১।১৪।২১)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

“প্রেমাঙ্গনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদা হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্রামহৃন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যশ্বনন্যয়া।” (গীঃ ৮।২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্তায়।

কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায় ॥”

(১৮: ভাঃ অঃ ৮।১৩১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“ভক্ত্যে” কৃষ্ণ বশ হন, ভক্ত্যে তারে ভজি ।”

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩৬) ॥২০॥

শ্রুতিঃ—অজ্ঞাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীকৃঃ প্রপত্ততে ।

কুত্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥২১॥

অনুবাদ—[শ্রীভগবানেরই অনুগ্রহে অভীষ্টলাভ ও অনিষ্টের পরিহার হয়, এই মনে করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—]
[হে] কুত্র ! (হে ভবরোগপ্রবণকারিন্ ভগবন্ !) [ত্বম্] অজ্ঞাতঃ (তুমি জন্ম-মরণাদিরহিত নিত্যপুরুষ) ইতি এবম্ (এইজন্যই)
কশ্চিৎ ভীকৃঃ (জন্ম-মরণের ভয়ে ভীত হইয়া কোনও লোক)
প্রপত্ততে (তোমার শরণ লয়) [কিন্তু] তে (তোমার) যৎ (যে-টি)
দক্ষিণং মুখং (দক্ষিণাভিমুখ মুখ অথবা কল্যাণময় অনুকূল মুখ)
তেন (তাহার দ্বারা) নিত্যং (সর্বদা) মাং (আমাকে) পাহি
(রক্ষা কর) ॥২১॥

অনুবাদ—হে কুত্র ! হে জীবের অবিজ্ঞা দুঃখনাশক জ্ঞানদাতা
পরমেশ্বর, তুমি অজ্ঞাত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-রহিত ; এইজন্য বিবেকী
ব্যক্তি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; আমিও শরণ লইতেছি,
তোমার যে দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তীমুখ অর্থাৎ প্রসাদপ্রবণমুখ, তাহা দ্বারা
সর্বদা আমাকে রক্ষা কর—তোমার ভজনে শক্তি প্রদান পূর্বক
জন্মমৃত্যু-প্রবাহ হইতে উদ্ধার কর অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধারপূর্বক
তোমার শ্রীচরণ-সেবায় অধিকার প্রদান কর ॥২১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হে সংসাররূপদ্রাবক ত্বমজ্ঞাতঃ জননাদিলক্ষণ-
সংসারহীন ইতি মত্বা কশ্চিৎপুরুষঃ অপসদোহং দক্ষিণং দাক্ষিণ্যং

প্রপত্তে, উক্তঞ্চ 'উদগ্রপীনাংসবিলম্বিকুস্তলালকাবলীবকুরকমুক্করম্ ।
প্রবুদ্ধম্ভাষজচারুলোচনম্, শুচিস্মিতং কোমলগণ্ডমুগ্ধং, ললাটপর্যন্ত-
বিলম্বিতালকং' মুখং প্রপত্তে ধ্যায়ামি, তেন ধ্যানেন মাং নিত্যং পাহি
নিরন্তসংসারং কুরু, মুখভূতস্তনবং মুখভূতং চরণারবিন্দং প্রপত্তে
ইতি বা ॥২১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ভগবদহুগ্রহাদেব জীবন্ত ইষ্টপ্রাপ্ত্যানিষ্টপরা-
হারী ইতি কৃত্বা তমেব মুক্তিং প্রার্থয়তে—হে ভগবন্ কৃত্র ! কং
দুঃখং সংসারদুঃখং দ্রাবয়তীতি হে অবিঘ্না-দুঃখনাশক ! যদা কং
জ্ঞানং রাতি দদাতীতি জ্ঞানপ্রদ । শ্রীহরে ! ত্বম্ অজাতঃ জন্মরহিতঃ
জন্মপদং মরণশূন্যপূর্ণলক্ষণং তেন জন্মমরণরহিতত্বম্ ইত্যেবমস্মাৎ-
কারণাৎ কশ্চিং বিবেকী ন তু সৰ্ব্বঃ, ভীকুঃ জনন-মরণলক্ষণাৎ সংসারাৎ
ভীতঃ সন্ ত্বাং প্রতিপদ্যতে আশ্রয়তি তেনাহমপি আশ্রয়ামীতি ভাবঃ ।
নহু কৃত্রশ্চ পঞ্চমুখানি সংহারকাণি তথাচ কথংস্তে অভীষ্টসিদ্ধিরিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যন্তে দক্ষিণং প্রসাদাভিমুখং দক্ষিণদিগভিমুখং বা যন্মুখং নহি
সৰ্ব্বাণি মুখানি সংহারকারকাণি ইতি মত্বা প্রার্থয়তে তেন দক্ষিণমুখেন
নিত্যং সৰ্ব্বদা মাং পাহি নিজ্জভজনং দত্ত্বা সংসারাৎ উদ্ধর ॥২১॥

তত্ত্বকণা—হে সৰ্ব্বসংহারক কৃত্রদেব ভগবান্ শ্রীহরি ! আপনি
জন্ম জন্মাদিরহিত । হুতরাং অপর জীবকেও জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে
পরিজ্ঞাপ করিতে সমর্থ । কোন কোন ভাগ্যবান্ মহুশ্য ইহা অবগত
হইয়া সংসার হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার নিমিত্ত আপনার শ্রীচরণে
শরণাগত হয় । আপনি ব্যতীত কেহই মুক্তি দিতে পারে না । যেমন
শিব ঘটাকর্ণকে বলিয়াছেন,—“মুক্তি-দাতা সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণুয়েব ন
সংশয়ঃ” ।

আপনিও স্বয়ং শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন,—

“মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তবন্তি তে ।” (গী: ৭।১৪)

“সৰ্ব্বধৰ্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।” (গী: ১৮।৬৬)

অতএব আমিও আপনার অভয় পাদপদ্মে শরণ লইলাম । আপনার ভক্তগণের প্রতি প্রসাদোন্মুখ দক্ষিণদিগ্‌বর্তী কল্যাণময় মুখকমলের দ্বারা আমাকে সৰ্ব্বদা কৃপাপূৰ্ব্বক রক্ষা করুন । আমি যেন আপনার কৃপায় আপনার ভজন করিতে পারি ।

শ্রীমুচুন্দ বলিয়াছেন,—

“ন কাময়েহংগং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন প্রার্থ্যতমাধ্বরং বিভো ।

আরাধ্য কস্তাং হৃদবর্গদং হরে বৃণীত আৰ্য্যো বরমাঅবন্ধনম্ ॥”

(ভা: ১০।৫১।৫৫)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

“তস্তেহু্যকম্পাং স্নময়ীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাঅকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদাগ্‌বপ্তির্বিদধন্নমস্তে জীবত যো মূক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥”

(ভা: ১০।১৪।৮) ॥২১॥

শ্রুতিঃ—মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি

মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ ।

বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোহবধী-

ইবিঅন্তঃ সদমিত্তা ইবামহে ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোহিধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টমাশুবাদ—হে রুদ্র ! (হে জীব-হুঃখনাশক পরমেশ্বর !) নঃ
(আমাদিগের) তোকে (পুত্রের উপর) মা রীরিষঃ (হিংসা করিও

না অর্থাৎ তাহাদের জীবিত রাখ) নঃ (আমাদের) তনয়ে (বংশ-বিস্তারক পৌত্র-প্রপৌত্রেষু) মা [রৌরিষঃ—হিংসা করিও না] নঃ আয়ুষি (আমাদের পরমায়ুর উপর) মা [রৌরিষঃ—অনিষ্ট করিও না] নঃ গোষু মা (আমাদের গো-পশুতে না) নঃ অশেষু মা (আমাদের অশ্বেতে অর্থাৎ গো-অশ্ব প্রভৃতি পালিত পশুতে না) [রৌরিষঃ অর্থাৎ বিনাশ সাধন করিও না], ভামিতঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) নঃ বীরান্ (আমাদের উৎসাহী ভৃত্যবর্গকে) মা বধীঃ (হত্যা করিও না) [যেহেতু আমরা] সদমিং (সর্বদাই) হবিষ্মন্তঃ (হবিগ্রহণ করিয়া) ত্বা (তোমাকে) হবামহে (উপাসনার্থ আহ্বান করিতেছি) ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের অন্ত্যাম্বুবাদ
সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—হে জীবের অবিচ্ছাদি হুঃখনাশক ! পরমেশ্বর ! তুমি আমাদের পুত্রের উপর, পৌত্রের উপর, আয়ুষ্কালের উপর, গো-অশ্ব প্রভৃতি পশুর উপর হিংসা (হননাত্মকূল ব্যাপার) করিও না, আমাদের বিক্রমশালী ভৃত্যগণকেও ক্রুদ্ধ হইয়া হত্যা করিও না, যেহেতু আমরা সর্বদাই হবিগ্রহণ পূর্বক তোমার আহ্বানে রত আছি ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের অন্ত্যাম্বুবাদ
সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুত্রাযুর্গবাস্থাদিপ্রবণতয়া মাং মা হিংসীঃ, রিষি হিংসায়ামিতি হি ধাতুঃ, হে সংসাররুগ্দ্ৰাবক ভ্রমশ্রদপচারেণ ভামিতঃ কুপিতঃ সন্ বীর্ধ্যযুক্তান্ জ্ঞানবৈরাগ্যাঙ্গাদীন্ মোক্ষোপায়িকান্ মা বধীঃ মা

হিংসীঃ, পূজোপকরণপুরোডাশাদিলক্ষণহবিবাদিযুক্তাঃ সন্ত এব ত্বাং
সদসি হবামহে আরাধ্যাম । ইদিত্যবধারণে ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্ত্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্বং সামান্যতোরক্ষণং প্রার্থিতমস্তাং শ্রুতৌ
বিশেষণ পূত্রাদীনাং রক্ষণং প্রার্থ্যতে । হে ভগবন্ ! রুদ্র—অবিভাদি
দুঃখহারিন্ পরমেশ্বর ! নঃ অস্মাকং তোকে পুত্রে তুত্বতে স্তোক ইতি
ষাক্ষঃ, তনয়ে পৌত্রে তনোতেঃ, রৌরিষঃ হিংসীঃ ত্রিষহিংসায়্যাং যঙ্ লুকি,
মাঙ্ যোগেলুঙি চৈরঙ্ বাহুল্যাৎ । আয়ুষি আয়ুর্জীবিত কাল ইতি, গোষু
অশ্বেষু ইত্যন্ত্রিতপশূনাম্পলক্ষণম্, তেষপি হিংসাং মা কার্ষীঃ, ভামিতঃ
অপরাদ্যং ক্রুদ্ধঃ সন্ ভাম ক্রোধে ইত্যপি স্ত প্রত্যয়ে সিদ্ধম্,
বীরান্ বিক্রমবতোভূত্যান্ মা বধীঃ মা হিংসীঃ হনোলুঙি বধাদেশে
রূপম্ । কোলাভোয়ুস্মাকং রক্ষণে তদাহ যস্মাং বয়ং সদম্ সর্বদা ইৎ
অবধারণে সর্বদৈবেত্যর্থঃ, ত্বা ত্বাম্ দ্বিতীয়ায়াং ত্বাম্ স্থানেত্বাদেশঃ,
হবিস্তন্তঃ ভবতে প্রদেয়োপচারবস্ত ইত্যর্থঃ ভবত্পাসকাঃ সন্তঃ ইতি
তাৎপর্যম্ হবামহে আরাধ্যামঃ আরাধানার্থাৎ ভোবাদিকাদ্ধাতোলটি-
রূপম্ ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্ত্রী ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’-
টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—হে সর্বসংহারক রুদ্রদেব পরমেশ্বর ত্রীহরে ! তুমি
আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্রে, পৌত্রে বিনাশ আনয়ন করিও
না । আমাদের দীর্ঘায়ুকেও হিংসা করিও না । আমাদের জীবনে,

আমাদিগের গো সকলে, অশ্ব সকলেও বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদের বিক্রমশালী ভৃত্যবর্গের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিও না। আমরা হবনীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া তোমার হোম এবং আরাধনা করিতেছি। আমরা সর্বদাই আমাদের রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকি।

পরদুঃখ-দূরীকরণে সমর্থ পরমেশ্বর। আপনিই আমাদের রক্ষা করিতে সর্বথা সমর্থ। অতএব আপনার নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, আপনি কখনও আমাদের প্রতি কুপিত হইবেন না। আপনার নিকট আমরা সর্বদা সর্বতোভাবে রক্ষাপ্রার্থী। আপনি ব্যতীত আর কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। অতএব আপনার প্রসন্নতাই আমাদের কাম্য।

ত্রিমুদ্রাগবতে পাই,—

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাঅন্ বিশ্বভাবন।

প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিচ্চাবসীদতীম্ ।

নাত্মং তব পদান্তোজাং পশ্যামি শরণং নৃণাম্ ।

বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্তাপবর্গিকাং ।

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমায়নে ।

যোগেশ্বরায় যোগায় হামহং শরণং গতা ॥”

(ভাঃ ১০।৪২।১১-১৩)

ত্রিকুন্তীদেবীর বাক্যেও পাই,—

হে মহাযোগিন্, সর্বাস্তর্ধ্যামিন্, বিশ্বপালক, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিশু-পুত্রগণের সহিত ক্লেশগ্রস্তা এই আশ্রিতাকে রক্ষা কর। হে দেব, ঈশ্বরস্বরূপ আপনার মোক্ষপ্রদ-পাদপদ্ম ব্যতীত জন্ম-মরণ-ভীতিগ্রস্ত

মানবগণের অল্প কোন আশ্রয় দেখিতে পাই না। হে দেব, শ্রীকৃষ্ণ, আপনি শুদ্ধ, অপরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা, যোগেশ্বর এবং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আপনার শরণাগত হইতেছি।

শ্রীনাগ-পত্নীগণের স্তবেও পাই,—

“অনুগৃহীষ ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।

জীগাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্।

বিধেহি তে কিঙ্করীগামমুঠেয়ং তবাজ্জয়া।

যচ্ছ্রদ্ধয়াস্ততিষ্ঠন্ বৈ মৃচাতে সর্বতোভয়াং ॥”

(ভাঃ ১০।১৬।৫২-৫৩)

অর্থাৎ হে ভগবন্, অনুগ্রহ করুন। আপনার ভারে নিপীড়িত হইয়া এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে। সাধুগণের অনুকম্পার পাত্র এই স্ত্রীগণকে পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন। আপনার আদেশে জীব অন্ধাপূর্বক যে কণ্ঠের অনুষ্ঠান করিয়া সর্বভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের প্রতি তাদৃশ কার্যের আদেশ করুন ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী
অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাস্তবোপনিষৎ

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—দে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিগ্ধে নিহিতে যত্র গৃঢ়ে ।
ক্ষরন্তুবিদ্যা হমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিগ্ধে ঈশতে যন্ত সোহন্যঃ ॥১৥

অনুবাদ—যত্র (যে) অক্ষরে (অপ্রচ্যুতস্বভাব) অনন্তে
(দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছেদহীন, অমীম) ব্রহ্মপরে (হিরণ্যগর্ভ
হইতে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মে) দে (দুই) বিদ্যাবিগ্ধে (বিদ্যা ও অবিদ্যা)
গৃঢ়ে (নিগূঢ় হইয়া অথবা অপ্রকাশরূপে) নিহিতে (অনভিব্যক্তরূপে
স্থিত) [তন্ন্যধো] ক্ষরম্ তু (পরিবর্তনশীল, সংসারকারণ)
অবিদ্যা (বিকল্প, বিপর্যাস, অজ্ঞান) তু (আর) অমৃতং হি
(অমৃতস্বরূপ মোক্ষ-হেতু) বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) [সেই] বিদ্যাবিগ্ধে
(তত্ত্বজ্ঞান ও অজ্ঞান দুইটিকে) যঃ তু (যিনি কিন্তু) ঈশতে (নিয়মাধীন
করিতেছেন, নিয়োগ করিতেছেন) সঃ (তিনি—সেই বিদ্যা ও
অবিদ্যার নিয়ামক) অন্যঃ (জীব ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন) ॥১৥

অনুবাদ—জগতে দুইটি বস্তু আছে, যথা—ক্ষর অর্থাৎ অবিদ্যাকার্য্য
ভূতবর্গ আর অক্ষর ইহা কূটস্থ, নির্মিকার, মুক্তির কারণ—বিদ্যা, এই
দুইটিই ঈশ্বরে নিগূঢ়ভাবে স্থিত। ক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি বা অবিদ্যা এবং
অক্ষর অর্থাৎ বিদ্যা মুক্তির কারণ একত্র মুক্তিলাভে অভিহিত, এই

হুইটিই ঈশ্বরাধীন, বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ অক্ষর-ক্ষর, এবং পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বরাধীন হইয়া তাঁহাতে নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় জীব বিদ্যার অধিকারী হয় আবার স্ব-কর্মবশে অবিদ্যার বশবর্তী হইয়া কর্মফলের ভোগার্থ সংসারে আবদ্ধ হয়। পরমেশ্বর উভয়েরই নিয়ামক, তিনি কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। উভয়ের সাক্ষিরূপে অবস্থিত ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মপরে ব্রহ্মাধীনরূপে অনন্তে অসংখ্যাত-ব্যক্তিকে নিত্যানিত্যফলসাধনতয়া বিদ্যাহবিদ্যাশব্দিতে জ্ঞানকর্মরূপে অত্র অক্ষরে আত্মনি দুর্শোচতয়া লগ্নে, সোহপি অন্তঃ আভ্যাং সমারা-ধ্যমানস্তংফলপ্রদোহন্ত্যশ্চেত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—চতুর্থাধ্যায়-শেষমপূর্ব্বার্থঃ প্রতিপাদয়িতুং পঞ্চ-মোহধ্যায় আরভ্যতে। চতুর্থাধ্যায়-শেষভাগে বর্ণিতো বিষয়োহি অপূর্ব্বার্থপরঃ তং যুক্তিপ্রমাণাভ্যাম্পাদয়তি—ঈ ইত্যাদিনা। বিদ্যাহি মুক্তি-হেতুঃ অবিদ্যা সংসৃতিকারণম্। এতে ঈ এব অক্ষরে অপ্রচ্যুতত্বভাবে কূটস্থে অনন্তে দেশাদিনা পরিচ্ছেদহীনে, ব্রহ্মপরে হিরণ্যগর্ভাৎ পরে পরব্রহ্মণি, নিহিতে স্থিতে, নহু পরব্রহ্মণি বিদ্যা-বিন্ধ্যয়োঃ স্থিতিরশ্রুতপূর্ব্বা কথম্চ্যতে তত্রাহ অস্তি তত্র বিদ্যা জীবস্ত যুক্তিদানার্থম্ অবিদ্যাচ তদধীন। সংসারজনননার্থং কিন্তু নিগূঢ়ে পরোক্ষ-ভাবেণ স্থিতে। জীব এব পরমেশ্বরকৃপয়া বিদ্যাধিকারী ভবতি, অবিদ্যাবশগন্ত জীবঃ পুনঃপুনঃ সংসারমাবর্ত্ততে ঈশস্ত তু বিদ্যাবিদ্যা-তীতত্বম্। নহু কে তে বিদ্যাবিদ্যে তত্রাহ ক্ষরন্তবিদ্যা, সর্কানি প্রকৃতিঃ সর্কানি স্বাবরজঙ্গমাশ্চকানি ভূতানি, কূটস্থো জীবোহক্ষরঃ সৈব বিদ্যা উক্তঞ্চ ভগবতা “দ্যাবির্মো পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্কানি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে। উক্তমঃ পুরুষন্ত্যন্তঃ পরমাশ্চেত্যা-

দাহত” ইতি। অবিদ্যাকার্য্যং পরিণামীতি ক্ষরমবিদ্যা, বিদ্যাকার্য্যং মুক্তিঃ বিদ্যারূপেণাভিহিতা এতয়োরীশিতা পুরুষোত্তমশব্দেনোচ্যতে ॥১॥

তত্ত্বকণা—যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা হইতেও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, সেই অক্ষর, অনন্ত পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটি শক্তি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে অর্থাৎ তদধীন হইয়া অবস্থিত। তন্মধ্যে পরিবর্তনশীল ও উৎপত্তি-বিনাশশীল মায়িক ক্ষরবস্তুকে অবিদ্যা বলা হয়। কারণ উহা জড়, উহাতে জ্ঞানের সর্ব্বথা অভাব। আর যাহা অমৃত, তাহাই বিদ্যা; অবিদ্যাশী। কূটস্থ তত্ত্বকেই বিদ্যা বলা হয়, কারণ উহা চেতন ও জ্ঞানময়। যিনি এই অবিদ্যা-অর্থে মায়ী বা মায়িক জড়ভূতবর্গ এবং বিদ্যা-অর্থে অক্ষর জীবতত্ত্বকে নিয়মিত করিতেছেন বা শাসন করিতেছেন, তিনি এই দুইয়ের স্বামী ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর। এই দুই তত্ত্ব হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ। শ্রীগীতাতে তাঁহাকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥” (গীঃ ১৫।১৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

“ক্ষরঃ স্ব-স্বরূপাৎ ক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতি ক্ষরো জীবঃ স্ব-স্বরূপাম্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব।...ক্ষরাক্ষরয়োর্থং পুনর্দ্বিশদয়তি সর্বাণি ভূতানি একো জীব এব অনাঘবিদ্যয়া স্বরূপবিচ্যুতঃ সন্ কৰ্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্ট্যাথকো ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তানি ভূতানি ভবতীর্থঃ। জাত্যা বা একবচনম্। দ্বিতীয়পুরুষোহক্ষরস্ত কূটস্থ একেনৈব স্বরূপেণাবিচ্যুতিমতা সর্ব্বকালব্যাপী। “একরূপতয়া তু যঃ, কালব্যাপী স কূটস্থঃ” ইত্যমরঃ”।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকায় পাই,—

“শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরোহনেকাবস্থো বন্ধোহচিংসংসর্গৈকধর্মসম্বন্ধাদেক-
ত্বেন নির্দিষ্টঃ ; অক্ষরন্তদভাবাদেকাবস্থো যুক্তোহচিংসংসর্গৈকধর্ম-
সম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ । ক্ষরাকরৌ স্মৃটয়তি,—সর্বাণি ব্রহ্মাদিস্তৃষা-
স্তানি ভূতানি ক্ষরঃ ; কূটস্থঃ সর্গৈকাবস্থো মুক্তস্তক্ষরঃ ।”

পরমেশ্বর এই দুই হইতে অতীত ও শ্রেষ্ঠ ইহাই পরবর্তী
শ্লোকে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন । “উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমায়েত্যা দ্রুতঃ ।”
(গী: ১৫।১৭)

শ্রীভগবানের বিদ্যা ও অবিদ্যা-শক্তির বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“বিদ্যাবিগ্ধে মম তন্ বিদ্ব্যুদ্ধব শরীরিণাম্ ।

মোক্ষবন্ধকরী আগ্রে মায়ায়া মে বিনির্ম্মিতে ॥

একশ্চৈব মমাংশস্ত জীবশ্চৈব মহামতে ।

বন্ধোহস্তাবিগ্ধ্যানাদির্বিদ্যয়া চ তথৈতরঃ ।”

(ভা: ১১।১১।৩-৪) ॥১॥

শ্রুতিঃ—যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো

বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ ।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যন্তুমগ্রে

জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥২॥

অদ্বয়ানুবাদ—[তিনি কে ? তাঁহার পরিচয় দিতেছেন—] একঃ
(অদ্বিতীয়) যঃ (যে পরমেশ্বর) যোনিম্ যোনিম্ (প্রতিকারণ মধ্যো)
অধিতিষ্ঠতি (অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, পরিচালকরূপে
আছেন) [তথা] বিশ্বানি (সকল) রূপাণি (শ্বেত-পীতাদি রূপ, অথবা
আকৃতি) সর্বাঃ (সমস্ত) যোনীঃ চ (উৎপত্তি স্থানকে) [অধিতিষ্ঠতি

—অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ নিয়মিত করিতেছেন] যঃ (যে পরমেশ্বর) অগ্রে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রসূতং (নিজদ্বারা উৎপাদিত) ঋষিং (সর্বজ্ঞ) তম্ (সেই প্রসিদ্ধ) কপিলং (হিরণ্যসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতির্ষ্ময় ব্রহ্মাকে) জ্ঞানৈঃ (জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা) বিভর্তি (পূর্ণ করিয়াছেন) জায়মানং চ (সকল বিশ্ব-শ্রষ্টা বিধাতাকে উৎপত্তিকালেও) পশ্যেৎ (দেখিয়াছেন) [তিনিই সেই স্বতন্ত্র পুরুষ] ২৥

অনুবাদ—যে অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র পরমাত্মা জগৎকারণ সমূহে অথবা পঞ্চভূতের মধ্যে অস্তর্য্যামিত্ত্রে অবস্থান করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, বিস্বরূপ ধারণ করিয়া যিনি সকল প্রাণীর মধ্যে অস্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রথমে যিনি সেই প্রসিদ্ধ হিরণ্যসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সর্বজ্ঞ জগৎশ্রষ্টা ব্রহ্মাকে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য দিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মাকে উৎপত্তিকালে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই সেই পরমেশ্বর ২৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্বাণি সমষ্টিব্যাপ্তিরূপাণি তন্তুং যোনীশ্চ সর্বা যোহধিতিষ্ঠতি যন্তদগ্রে সৃষ্টিপূর্ব্বসময়ে প্রসূতং কপিলং জ্ঞানাদিযুক্তং বিভর্তি কৃতবান্ অগ্রে জায়মানদশায়াং সান্নগ্রহমৈক্ষত সোহপান্ন ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ২৥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বোদ্দিষ্টোহন্তঃ পুরুষঃ ক ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুতি-বর্ণয়তি—যো যোনিমিত্যাদি যঃ পরমাত্মা, যোনিং যোনিং প্রতিকারণং অস্তর্য্যামিরূপেণ অধিতিষ্ঠতি—আশ্রিত্য স্বীকৃত্য শক্তিং সঞ্চারয়তি, যো বিশ্বানি সর্বাণি রূপাণি আকৃতীঃ বর্ণান্ বা সর্বাঃ যোনীশ্চ প্রভব-স্থানানি অধিতিষ্ঠতি সর্বাণি উদ্ধবক্ষেত্রাণি অস্তর্য্যামিরূপেণ অধিকৃত্য

সৰ্বাণি রূপাণি চ আশ্রিত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । নহু চতুশ্চুখ এব সৰ্বজগৎ-
 কাৰণাদ্যধিষ্ঠাতা ইতি চেৎ সত্যং কিন্তু সোহপি প্রসূতো ন তু শাস্ততঃ
 পুরুষঃ, তস্মৈ সৃষ্টোপন্থিকধৰ্মজ্ঞানৈশ্বৰ্য্যযোজনং ন স্বাধীনমিত্যাহ
 অগ্রে সৃষ্টে: প্রাক্কালে, প্রসূতম্, উৎপাদিতং স্বাধিঃ সৰ্বজ্ঞং তম্ জগৎ-
 স্রষ্টৃৎসেন প্রসিদ্ধং কপিলং হিরণ্যবৎ পিঙ্গলবর্ণং ব্রহ্মাণং জ্ঞানৈঃ জ্ঞান-ধৰ্ম্ম-
 বৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যৈঃ, 'ইত্যাদি বহুবচনাস্তা গণস্ত সংসৃচকাঃ' ইত্যাতো জ্ঞান-
 পদেন ধৰ্ম্মাদীনাং সঙ্গ্রহঃ, তৈঃ বিভক্তি পুষ্টমকরোং জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য-
 তপোভির্বিদ্যা সৃষ্টেরসম্ভবাং উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে 'প্রচোদিতা যেন পুরা
 সব্রহ্মতী বিতম্বতাজস্ত সতীং সৃতিং হৃদী'ত্যাди । 'স তপোহিতপাত'
 'তপস্তপ্তাহস্রজং' ইত্যাদিভির্ধৰ্ম্মমূলকভূমেব সৃষ্টে: প্রতিপাদিতম্ । নহু
 ব্রহ্মা স্বয়মেব সৃষ্টপ্রতিবুদ্ধতায়ৈন বেদমূলভতামিতিচেৎ তদানীং
 পরমেশ্বর-সন্তায়াং কাৰণান্তরমাহ জায়মানঞ্চ পশ্চেৎ তাদৃশবেদস্বত্যাদি-
 বিশিষ্টং ব্রহ্মাণং জায়মানং যোহপশ্যৎ স পরমেশ্বর এব অগ্ৰথা তদানীং
 তৎসন্তায়াং প্রমাণান্তরাভাব ইতি ভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—এই সংসারে দেব, পিতৃপুরুষ, মহুয়, পশু, পক্ষী,
 কীট, পতঙ্গ, আদি যাবৎ যোনি আছে, তথা প্রত্যেক যোনিতে
 যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থাৎ আকৃতি, এবং সেই সকলের কাৰণস্বরূপ
 পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতাদি সমস্ত তত্ত্বের যিনি অন্তর্যামী ও একমাত্র অধি-
 পতি অর্থাৎ সব ষাঁহার অধীন, যিনি সৰ্ব্বাগ্রে নিজ হইতে উৎপন্ন
 কপিলবর্ণ, হিরণ্যগৰ্ভ ব্রহ্মাকে প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে সৰ্ব্বপ্রকার জ্ঞানের
 দ্বারা পুষ্ট করিয়া থাকেন অর্থাৎ ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বৰ্য্যাদি
 দ্বারা পোষণ করেন এবং পরেও তাঁহার জায়মান দশান্ন রূপাকটাক্ষ
 করিয়া থাকেন, তিনিই সৰ্ব্বশক্তিমান, সৰ্ব্বাধার, সকলের অধিপতি
 পরব্রহ্ম পরমেশ্বর । তিনি জীব হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্রপুরুষ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের সর্বভূতমধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিতির
কথা পাওয়া যায়,—

“যথা হবহিতো বহির্দারুণেষকঃ স্বয়োনিশু।

নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥”

(ভা: ১।২।৩২)

শ্রীব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছেন,—

“যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়ামাহম্।

যথাকৌহগ্নির্ধ্বা সোমো যথাক্ গ্রহতারকাঃ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।

যন্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদুগ্ধম্ ॥

বিলজ্জমানয়া যন্ত স্নাতুমীক্ষাপথেহমুয়া।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥

দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।

বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চাত্তোহর্থোহস্তি তত্ত্বতঃ ॥”

(ভা: ২।৫।১১-১৪) ৥২৥

শ্রুতিঃ—একৈকং জালাং বহুধা বিকূর্ব-

মস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরতেষ্য দেবঃ।

ভূয়ঃ সৃষ্ট্ৱা পতনস্তথেশঃ

সর্বাদ্বিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥৩৥

অম্বয়ানুবাদ—এষ: দেব: (এই পূর্ববর্ণিত পরমদেব পরমেশ্বর)
অস্মিন্ ক্ষেত্রে (এই মায়ায় জগতে অথবা শাস্ত্রক্ষেত্রের মত ইহাতে)
[সৃষ্টিকালে] একৈকং জালাং (এক একটি বন্ধনপাশ দ্বী-পুত্র-বিস্ত প্রভৃতি
কর্মফল) বহুধা (বহুপ্রকারে, বিস্তৃতভাবে) বিকূর্বন্ (দেব-মহত্ম-

তিৰ্খাগাদিৰূপে পরিণত করিয়া অথবা পাশ ছড়াইয়া ক্ষেত্রপতি যেমন মৃগ বন্ধন করে, সেইরূপ বন্ধন করিয়া) সংহরতি (উপসংহার করিতেছেন, প্রলয়সময়ে বিনাশ করিতেছেন, জাল গুটাইতেছেন) [এই প্রকার] ঈশঃ (পরমেশ্বর) পতয়ঃ [পতীন্] (মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে) তথা (পূৰ্ব পূৰ্ব কল্পের মত) ভূয়ঃ (আবার) সৃষ্টা (সৃষ্টি করিয়া) [সংহরতি—উপসংহার করেন] মহাত্মা (মহাশক্তিশালী পরমেশ্বর) সৰ্বাধিপত্যং (সকলের উপর আধিপত্য—নিয়ন্তৃত্ব) কুরুতে (করিতেছেন) ৷৩৷

অনুবাদ—এই লীলাময় শ্রীহরি এই মায়াময় সংসারে জীবের কর্মফলাভ্যুসায়ে এক একটি বন্ধনপাশ অনেক প্রকারে পরিণত করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া আবার প্রলয়ে গুটাইয়া লন। ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে পূৰ্ব পূৰ্ব যুগের মত এযুগেও আবার সৃষ্টি করিতেছেন আবার উপসংহার করিতেছেন কিন্তু অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী পরমেশ্বর সকলের উপর শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ৷৩৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রকৃতিরূপে জালবন্ধং মহাদাদি-কার্ধ্যবর্গং বিবিধতয়া কুর্কন্ পুনশ্চ সংহরতি তস্মিন্ এব প্রকৃতিরূপে ক্ষেত্রে কল্লাস্তরেহপি ভূয়ঃ প্রজাপত্যা পলক্ষিতং প্রজাং প্রপঞ্চং বা পাঠঃ সৃষ্টা সৰ্বদা সৰ্বেষাং নিয়ন্তৃতয়া আস্তে, যতোহসৌ মহামহিমশালাত্মা ইত্যর্থঃ ৷৩৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—তস্মাৎ প্রপঞ্চসৃষ্টিলীলাং মায়াবিরূপেণ ব্যাধ-দষ্টোন্তেন দর্শয়তি—একৈকমিত্যাদিনা এষঃ দেবঃ লীলাময়শ্চেতনঃ পুরুষঃ ব্যাধ ইব অস্মিন্ মায়াময়ে ক্ষেত্রে জগতি শস্ত্রক্ষেত্রে চ ইতি ধ্বনিঃ। একৈকং স্ত্রী-পুত্রাদিরূপং মায়াজালং বন্ধনপাশং কর্মফলং বা বহুধা বহুভিঃ প্রকটয়ঃ স্বথ-দুঃখ-মোহরূপৈর্দৃঢ়ত্ববন্ধনাদিরূপৈর্বা বিকুর্কন্ পরিণয়য়ন্

বিত্ত্বন্ পুনঃ সংহরতি সংহারকালে উপসংহরতি নাশয়তি বা । ভূয়ঃ
স্বয়ং ঈশঃ পুনঃ প্রাচুর্যোণ বা পতয়ঃ মরীচ্যাদয়ঃ প্রজাপত্যঃ, লোক-
লোকাধিপতীন্ তান্ তথা পূৰ্বকল্পবৎ সৃষ্ট্বা উৎপাদ্য জগদিতিশেষঃ
সংহরতীতি যোজ্যাম্ সংহারকালে বিনাশয়তি ব্যাধপক্ষে পুনরুপ-
সংহরতীত্যর্থঃ । মহাত্মা অচিন্ত্যশক্তিশালী পরমেশ্বরস্ত সৰ্বাধিপত্যং
সৰ্বেষাং প্রজাপতীনাং ব্রহ্মণশ্চ আধিপত্যং নিয়ন্তৃৎ করোতি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—যাঁহার প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই পরমদেব
পরমেশ্বর এই জগৎরূপ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকালে এক এক প্রকার জাল অর্থাৎ
মায়াজাল বহুপ্রকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, নাম
ও শক্তিযোজনা করতঃ বিস্তার করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং প্রলয়কালে
ঐ সকল উপসংহার করেন । সেই মহামনা পরমেশ্বর পুনরায় সৃষ্টি-
কালে পূর্বের মত সমস্ত লোক এবং লোকাধিপতিগণকে সৃষ্টি
করিয়া স্বয়ং ঐ সকলের অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে শাসন অর্থাৎ
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন । পরমেশ্বরের লীলা অতর্ক্যা, তর্কের দ্বারা
কেহ এই রহস্য জানিতে পারে না । একমাত্র শ্রীভগবানের ভক্তগণই
শ্রীভগবানের রূপায় এই রহস্য বুঝিতে পারেন ।

দেবর্ষি নারদের বাক্যে পাই,—

“তবেহিতং কোহর্হতি সাধু বেদিভুং

স্ব-মায়য়েদং স্বজতো নিযচ্ছতঃ ।

যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে

তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥” (ভাঃ ১০।৭।৩৮)

শ্রীদেবগণও বলিয়াছেন,—

“অং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্কিভাবে

ব্যক্তং স্বজন্তবসি লুম্পসি তদগুণস্থঃ ।

নৈতৈর্ভবানজিত কৰ্ম্মভিরজ্যতে বৈ

যং স্বৈ স্বথেষ্বাবহিতেহভিরতোহনবদ্যাঃ ॥”

(ভাঃ ১১।৬।৮) ॥৩৭॥

শ্রুতিঃ—সৰ্বা দিশ উৰ্দ্ধমধশ্চ তিৰ্য্যক্

প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্‌।

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো-

যোনিঃস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৪॥

অম্ময়ানুবাদ—যদ্ উ (যেমন) অনড্‌। (সূর্য্য) উৰ্দ্ধম্ (উৰ্দ্ধ-
দিক্) অধঃ চ (নিম্নদিক্) তিৰ্য্যক্ (পার্শ্বদিক্) সৰ্বাঃ দিশঃ (সকল
দিক্) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশিত করিয়া) ভ্রাজতে (বিরাজ করিতেছেন)
এবং (এইপ্রকার) বরেণ্যঃ (সৰ্ব্বপূজ্য) ভগবান্ (ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী)
স দেবঃ (সেই দ্যোতনস্বভাব পরমেশ্বর) একঃ (একাকীই) যোনি-
স্বভাবান্ (কারণস্বরূপ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতকে) অধিতিষ্ঠতি
(অধিষ্ঠান করিয়া আছেন—নিয়মিত করিতেছেন) ॥৪॥

অম্মুবাদ—যেমন সূর্য্যদেব একাকীই দিক্, বিদিক্, উৰ্দ্ধ, অধঃ ও
পার্শ্বভাগ প্রকাশিত করিয়া নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান, সেইপ্রকার
ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী পরমদেব সৰ্ব্বপূজ্য ভজনীয় ভগবান্ সেই পরমেশ্বর
পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের স্বভাবকে নিয়মিত করিতেছেন ॥৪॥

শ্রীৱঙ্গরামানুজ—নহ একশ্চ কথং যুগপৎ সৰ্ব্বযোক্তধিষ্ঠাতৃত্বমুপপদ্যত
ইত্যত্রাহ—

কালচক্রপরিবর্তনহেতুতয়া অনড্‌চ্ছন্দ্বাচ্যঃ সূর্য্যাস্তিৰ্য্যগূৰ্দ্ধমধশ্চ যুগপৎ
ভাসয়ন্ যথা ভাসতে তথা যুম্ম্ভূভির্বধীযো ভজনীয়ো ভগবান্ একঃ
সৰ্ব্বযোক্তধিষ্ঠাতা ভবতীত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স এব ভগবান্ আদিত্যবৎ এক এব সর্বাণি
পৃথিব্যাদিভূতাত্ত্বধিতিষ্ঠতীত্যাহ—সর্বা ইত্যাদিনা। যদু ইতি নিপাতদ্বয়-
মুপমার্শে যথা অনড়ান্ আদিত্যঃ জগচ্চক্রামুভাবনে যুক্তঃ, সর্বাঃ
দিশঃ প্রাচ্যাদীঃ আগ্নেয়াদৌর্বিদিশ্চ, উর্দ্ধম্ অধশ্চ তিথ্যাক্ পার্যন্তশ্চ
প্রকাশয়ন্ দ্যোতয়ন্ ভ্রাজতে বিদ্যোততে এবং তথা স দেবো-
দ্যোতনস্বভাবো ভগবান্ ষড়্গুণৈশ্বর্যশালী বরেণ্যঃ পূজনীয়ঃ এক
এব অত্ননিরপেক্ষঃ, যোনিস্বভাবান্ যোনীনাম্ জগৎকারণানাং
পৃথিব্যাদিভূতানাং স্বভাবান্ ধর্ম্মান্ অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি ॥৪॥

ভক্তকর্ণা—যে রূপ সূর্য্য উর্দ্ধ, অধঃ ও তিথ্যাক্ সমস্ত দিক্কেই
প্রকাশিত করিয়া দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ স্ব-প্রকাশ, সর্বৈশ্বর্য্য-
পরিপূর্ণ সকলের ভজনীয় পরমদেব পরমেশ্বর একাকীই সমস্তকর্ণরূপ
পৃথিব্যাদি ভূতগণে অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে পরিচালনা অর্থাৎ
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সকলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে নিজ নিজ কার্য্য
করিবার সামর্থ্য লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোহদ্ভুতদর্পণঃ ।

অধ্যাত্মমবুধস্তেহ কিমসংকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥” (ভাঃ ৬।৫।১৭)

শ্রীভগবান্ ও বলিয়াছেন,—

“যদা তু সর্বভূতেষু দাক্ষয়িমিব স্থিতম্ ।

প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহাৎ তর্হেব কশ্মলম্ ॥”

(ভাঃ ৩।৩।৩২) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ

পাচ্যাংশ্চ সৰ্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ ।

সৰ্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো-

গুণাংশ্চ সৰ্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥৫॥

অনুবাদ—বিশ্বযোনিঃ (জগতের সৃষ্টিকর্তা) যচ্চ [যচ্চ] (যিনি) স্বভাবং (অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈতলতা, বায়ুর স্পর্শ প্রভৃতি) পচতি (নিষ্পাদন করিতেছেন) [এবং] যঃ (যে পরমেশ্বর) সৰ্বান্ পাচ্যান্ চ (পাকের যোগ্য পৃথিবী প্রভৃতিকে) পরিণাময়েৎ (পরিণত করিতেছেন) একঃ [সন্] (এক হইয়া) সৰ্বম্ এতদ্ (এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত) বিশ্বম্ (জগৎকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালনা করিতেছেন) যঃ (যিনি) সৰ্বান্ গুণান্ চ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণকে অথবা গুণকার্য্য বুদ্ধাদিকে) বিনিযোজয়েৎ (কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন) [স পরমেশ্বরঃ—তিনিই পরমেশ্বর] ॥৫॥

অনুবাদ—বিশ্বের মূলীভূত কারণ যে ভগবান্ সকল বস্তুর স্বভাব—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সেই সেই বস্তুতে নিষ্পাদন করিতেছেন, পাকযোগ্য পরিণামার্থ পদার্থগুলিকে যিনি পাকদ্বারা পরিণত করিতেছেন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই স্ত্ব-দুঃখ-মোহাশ্রক তিন গুণকে জীবের কর্ম্মানুসারে যথাস্থানে বিনিযুক্ত করিতেছেন, একাকী সমস্ত বিশ্বকে অধিকার করিয়া যিনি নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর ॥৫॥

শ্রীসন্ন্যাসানুজ্ঞা—যচ্চেতিলিঙ্গব্যাত্যশ্ছান্দসঃ যঃ সর্কেষাং অগ্নি-জ্বলাদিবস্তুনাম্ উষ্ণাহুষ্ণস্বভাবং পচতে সঙ্কল্লক্ষণপাকেন নিষ্পাদয়তি যচ্চ পাচ্যান্ পরিণামযোগ্যান্ পরিণাময়তি সত্ত্বাদিগুণান্ প্রবর্তয়তি সঃ পরমাত্মা প্রকৃত্যধিষ্টাতা ইত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ স্বভাবাদিকারণতাবাদিনঃ প্রত্যাহ—
 যচেতি যচ্চ যশ্চ পরমেশ্বরঃ ছান্দসো লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, বিশ্বধোনিঃ বিশ্বস্ত
 কারণং স্বভাবং অগ্নেরৌক্ষ্যং জলস্ত শৈত্যং বায়োরহুক্ষাশীতস্পর্শং
 পৃথিব্যাগন্ধং গগনস্তাবকাশদানঞ্চ ধর্ম্যং পচতি নিষ্পাদয়তি, ন হি
 স্বভাবাদেবাগ্নাদেবৌক্ষ্যাদিকং, তথাহে অহেতুকমেব তৎশ্রুতং,
 দৃশ্যতেচ সর্বমেব কারণাপেক্ষি। যদি তদাশ্রয়োহগ্নাদিরেব তত্র
 কারণমুচ্যতে তর্হি তেষামপি তৎশক্ত্যাধানে কিং সামর্থ্যম্ জড়ত্বাৎ।
 বস্তুস্বভাব এব কারণমুচ্যতে চেৎ অনন্তকারণতাপাতঃ, কালাদি-
 সহকারি কারণতাস্বীকারাবশ্যকত্বেন চ তস্তাগ্রথাসিদ্ধেঃ। পরমেশ্বরস্ত
 অচিন্ত্যানন্তশক্তিবলেন বস্তুস্বভাবং তেব যোজয়তীতি। অথ
 প্রকৃতিরেব পরিণামিনী সর্বকর্ত্রী তত্রাহ পাচ্যান্ ইতি পাচ্যান্
 পাকযোগ্যান্ মহদাদীন্ পরিণামাহান্ পৃথিব্যাदीন্ বা যঃ পরমেশ্বর
 এব পরিণময়তি, প্রকৃতেবেকত্বাৎ জড়ত্বাৎ পারতজ্ঞাচ্চ ন বিচিত্র-
 জগৎকারণত্বম্ ইতি ভাবঃ। নহু প্রকৃতেগুণা এব বৈচিত্র্যো হেতব-
 ইতি, তদপি ন, তেষাং কৰ্ম্মসু যোজকভাবাৎ, অত আহ গুণাংচ
 সর্বান্ সত্ত্বাদিসকলগুণান্, যঃ পরমেশ্বরো বিনিযোজয়েৎ কৰ্ম্মসু
 বহুধা বিনিযোজয়তি তচ্চ তস্মৈ পরমচেতনত্বাৎ জীবকৰ্ম্মফলাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ
 উপপন্নম্ তদেবাহ সর্বমেতন্ বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকঃ স খলু এক এব সর্বং
 জগৎ নিয়ময়তি এবংলক্ষণঃ স ভগবানিতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—যিনি এই সমগ্র বিশ্বের মূলীভূত কারণ সেই পরব্রহ্ম
 পরমেশ্বর সকল বস্তুর স্বভাবকে পাক করেন অর্থাৎ নিষ্পন্ন করেন,
 যেমন জলের শৈত্য, অগ্নির উষ্ণতা, বায়ুর স্পর্শ, পৃথিবীর গন্ধ ও
 আকাশের শব্দ প্রভৃতি গুণ বা স্বভাব নিষ্পাদন করেন, পরিণাম-
 যোগ্য বস্তুসমূহের বিবিধ পরিণাম বিধান করেন, সকলের মধ্যে

অধিষ্ঠানপূর্বক সকলকে পরিচালনা করেন ও মহাদি গুণসমূহকেও
বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, তিনিই পরাংপরতত্ত্ব ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাস্বতরশ্রুতির প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রটিও
আলোচ্য ।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“সৰ্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূৰ্ধ্যঃ সম্ভবন্তি য়াঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥” (গীঃ ১৪।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যত্র যেন যতো যন্ত যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা ।

শ্রাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মশষ্টমধোক্ষজ ।

আত্মনামুপ্রবিষ্টান্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষাজ ॥”

(ভাঃ ১০।৮৫।৪-৫ ॥৫॥

শ্রুতিঃ—ভেদগুহোপনিষৎসু গৃঢ়ং

তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্ ।

যে পূৰ্ব্বেদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-

স্তে ভগ্নয়া অমৃত্য বৈ বভূবুঃ ॥৬॥

অক্ষয়ানুবাদ—তদ্ (সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব) বেদগুহোপনিষৎসু
(বেদের রহস্যভূত উপনিষদসমূহে) গৃঢ়ম্ (গৃঢ়ভাবে স্থিত
হইয়া আছে অর্থাৎ বেদেরই গুহ-বিষয় উপনিষদে নিবদ্ধ, সেই
উপনিষদেও এই পরব্রহ্মতত্ত্ব নিগৃঢ়ভাবে স্থিত) [অতএব অতি দুর্কৌধ্য
এই পরব্রহ্মতত্ত্ব] ব্রহ্মযোনিম্—(বেদপ্রমাণসিদ্ধ অথবা বেদের প্রভব-

স্থান) তদ্ (সেই পরমেশ্বরকে) ব্রহ্মা (চতুশ্চুখ ব্রহ্মা) বেদতে (জানেন), [কেবল হিরণ্যগর্ভই নহেন] যে পূর্বেদেবাঃ (যে সকল রুদ্রাদি প্রথমোদ্ভূত দেবতা, তাঁহারা) ঋষয়শ্চ (এবং বামদেবাদি ঋষিগণও) তদ্ (সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব) বিদুঃ (জানিয়াছেন) তে (ব্রহ্মবিদ্ সেই দেবগণ ও বামদেবাদি ঋষিগণ) তন্নয়াঃ [সন্তঃ] (ঈশ্বরে তন্নয়তা লাভ করিয়া) অমৃতাঃ বৈ বভূবুঃ (মরণরহিত হইয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকার দ্বারা বর্তমান যুগেও তন্নয়ত্ব ও অমরত্ব লাভ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য) ॥৬।

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব বেদগুহ্য উপনিষৎসমূহে অক্ষুটভাবে বর্ণিত আছেন। বেদের উদ্ভবস্থান অথবা বেদপ্রমাণ-জ্ঞেয় তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা জানিয়াছেন। কেবল তিনি নহেন, যে সকল রুদ্র প্রভৃতি আদি দেবতা এবং বামদেবাদি ঋষি তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ॥৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তেষু প্রসিদ্ধেষু বেদেষু গুহ্যোপনিষৎসু চ, তাৎপর্য্যবিষয়তয়া প্রতিপাত্তং ব্রহ্মণো বেদস্ত যোনিভূতং তৎ পরং-ব্রহ্ম সকলবেদপ্রবর্ত্তকো ব্রহ্মা চতুশ্চুখো বেদতে জানাতি, অনীদৃশো ন জানাতি, যে চ পূর্বে দেবাঃ ঋষয়শ্চ তদ্বিজ্ঞানবন্তঃ তে সর্ব্বৈ সমানাধিকারা মুক্তা বভূবুরিত্যর্থ ॥৬।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু সর্ব্বপ্রমাণমূলভূতেষু বেদশাস্ত্রেষু এবং পরমেশ্বরতত্ত্বং নোপলভাতে কুত এতৎপ্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোচ্যতে তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গৃঢ়মিতি তদ্ যথাবর্ণিতং ব্রহ্মতত্ত্বং ন সর্ব্বত্র কৰ্ম্ম-প্রধানেষু বেদেষু অস্তি কিন্তু বেদগুহ্যাসু উপনিষৎসু অস্তি তত্রাপি ন ক্ষুটভাবেন কিন্তু গৃঢ়ম্—প্রচ্ছন্নভাবেনস্থিতং অহুদৃশ্যমানভাম্। অথ যদি

গুঢ়ং তর্হি তৎসস্তায়ং কিং প্রমাণমিতিচৎ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা তজ্জানাতি
নতু সর্কৈঃ স্ববোধমিত্যাহ ব্রহ্মযোনিম্—ব্রহ্মণঃ বেদশ্চ যোনিঃ উদ্ভবক্ষেত্রং
তম্ অথবা ব্রহ্ম বেদঃ যোনিঃ প্রমাণং যশ্চ তাদৃশং বেদপ্রমাণ-
কমিত্যর্থঃ তত্ত্বং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বেদতে জানাতি ছান্দসো বিকরণ-
লোপাভাবঃ। হিরণ্যগর্ভশ্চৈব বেদনিধিত্বাৎ, ন কেবলং স এব কিন্তু
পূর্বে দেবা অপি তত্ত্বং জ্ঞাতবন্তঃ, তদাহ—যে পূর্বদেবাঃ পূর্বে
প্রাচীনাঃ দেবাঃ রুদ্রাদয়স্তথা ঋষয়শ্চ বায়দেবাদয়ঃ তন্ ব্রহ্মতত্ত্বং বিদুঃ
অজানন্ বিদোলটোবা ইতি লট্, তে তন্ময়াঃ সন্তঃ অমৃতাঃ মরণ-
ধর্মরহিতাঃ বভূবুঃ অতএব এতদ্ দৃষ্টান্তেন আধুনিকৈরপি অমৃতত্বকর্মৈঃ
তজ্জ্ঞানার্থং যতিতব্যমিতিভাবঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বেদের বহুশ্রুত উপনিষৎসমূহে
নিহিত আছেন অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ গুপ্তভাবেই তথায় বর্ণিত
হইয়াছে। ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ বেদপ্রমাণ দ্বারা যিনি জেয় অথবা
বেদের উদ্ভবস্থান যিনি, যাহার বিষয় বেদান্তস্বত্রের “শান্ত্রযোনিত্বাৎ”
(বে: সূ: ১।১।৩) সূত্রে পাওয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের তত্ত্ব ব্রহ্মা
ভগবৎরূপায় অবগত হইয়াছিলেন। যাহা শ্রীভাগবতে পাওয়া
যায়—“তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে” (ভা: ১।১।১)। প্রাচীন
রুদ্রাদি দেবগণ ও নারদাদি ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়া তন্ময় হইয়া
অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অতএব মহেশ্বরের কর্তব্য এই যে, সেই
সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সকলের অধিপতি পরমেশ্বরকে উক্ত প্রকারে
জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য তৎপর অর্থাৎ তাঁহার ভজনপরায়ণ
হইতে হইবে।

শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“বেদৈশ্চ সর্কৈরহমেব বেদো বেদান্তকৃৎসেদবিদেব চাহম্।”

(গী: ১৫।১৫)

শ্রীঈশোপনিষদেও পাই,—

“হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যশ্রাপিহিতং মুখম্ ।

তৎসং পুষ্পপার্বণ্যং সত্যধর্ম্যায় দৃষ্টয়ে ।

পুষ্পেকর্ষে যম নৃত্য্য প্রাজাপত্য বাহ রশ্মীন্ সমুহ ।

তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্যামি ॥”

(ঈশ ১৫।১৬ মন্ত্র)

শ্রীভাগবতে কণ্ঠগীতেও পাই,—

“পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা

নথদ্যভিনোহস্তরঘং বিধুযতা ।

প্রদর্শয় স্বীয়মপান্তসাক্ষসং

পদংগুরো মার্গগুস্তমোজুযাম্ ॥” (ভাঃ ৪।২৪।৫২)

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন,—

“আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থান্ বিচার্য্য বেদান্ ।

বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদিহস্ত্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥”

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২২ শ্লোক)

শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যজ্ঞপশুণকর্ম্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমন্ত তে মদমুগ্রহাৎ ॥” (ভাঃ ২।৩।৩১) ৬৥

শ্রুতিঃ—গুণাধর্ম্মো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা

কৃতস্তু তন্ত্ৰৈব স চোপভোক্তা ।

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্জ্জা

প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥৭॥

অবয়বানুবাদ—[এ-পর্য্যন্ত গ্রন্থে ‘তৎ’ পদার্থের (পরমাশ্রয়)

বিবৃতি করা হইল, অতঃপর ‘জং’ পদার্থের (জীবের) বিবৃতি হইতেছে]

যঃ (যে জীবাত্মা) গুণাঘ্নয়ঃ (গুণদ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ-কার্য্য কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও জ্ঞান-কৰ্ম্মকৃত সংস্কার দ্বারা অস্থিত—সম্বন্ধযুক্ত) ফলকৰ্ম্মকৰ্ত্তা (ফলোদ্দেশ্যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠায়ী অথবা যে সকল কৰ্ম্ম ফলজনক তাহাদের আচরণকারী) কৃতস্ত (আচরিত) তত্শৈব (সেই ফলজনক কৰ্ম্মের) উপভোক্তা (ফলভোগী) সঃ (সেই বহুজীব) বিশ্বরূপঃ (দেবমহুগাদি নানা জন্ম প্রাপ্ত হয়) ত্রিগুণঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিশিষ্ট) ত্রিবর্ষা (দেবযান, পিতৃযান ও দংশমশকাদি নীচ যান প্রাপ্ত হয় অথবা ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, জ্ঞান-ভেদে ত্রিবিধ পথে চলিয়া থাকে) প্রাণাধিপঃ (পঞ্চবৃন্তি-সম্পন্ন প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ুর নিয়ামক সেই জীব) স্বকৰ্ম্মভিঃ (নিজ কৃত কৰ্ম্মানুসারে) সঞ্চরতি (উর্দ্ধ অধঃ নানা লোকে ভ্রমণ করে) ॥৭॥

অনুবাদ—জীব যখন পরমেশ্বর ও নিজের স্বরূপের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বুঝিতে পারে তখনই শ্রীভগবানে ভক্তিয়ুক্ত হয়। এতাবৎ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে কিন্তু জীব যে ঈশ্বর-বিমুখাবস্থায় কত পরতন্ত্র, কত দুর্ব্বল, কত মূঢ়, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। যেই জীব ভগবদ্বিমুখতাফলে কাম, কৰ্ম্ম ও সংস্কারের অধীন হইয়া সকাম কৰ্ম্মই করে, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ কৰ্ম্মাচরণ করে না, সেই জীব কৃতকৰ্ম্মের ফল সুখ-দুঃখাদি স্বয়ং ভোগ করে। এজন্য তাহাকে নানা দেহ ধারণ করিতে হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের বশীভূত হইয়া ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্মাদি বিভিন্ন পথ ধরে এবং তাহার ফলে দেবযান, পিতৃযান ও নীচযানে গতি লাভ করে। সে শরীরস্থিত পঞ্চবৃন্তি সম্পন্ন প্রাণাদি বায়ুর অধিপতি, এজন্য প্রশাসক হইয়াও সে সংপথে চলে না, মায়াবদ্ধ হইয়া নিজ কৰ্ম্মবশে সংসারে কেবল পরিলভন করিয়া থাকে ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং পরমাত্মস্বরূপং তজ্জ্ঞানস্ত অমৃতত্বসাধনত্ব-চোক্তং, জীবন্ত স্বরূপং শোধ্যতি ।

সম্বরজন্তুমোক্ষণানামন্বয়ো যন্ত স তথোক্তঃ সম্বাদিশুণাস্থিতঃ সন্ যৎ
ফলসাধনভূতং কৰ্ম যঃ কৰোতি স এব তশ্চৈব ফলং ভুঙ্ক্তে এবং
নিয়ত কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বশালি-স্বাবরনরপক্ষ্যাতিরূপযুক্তঃ কামক্ৰোধলোভ-
রূপগুণত্রয়যুক্তঃ দেবযানপিতৃযানকষ্টগতিরূপমার্গত্রয়যুক্তঃ প্রাণসহচরিতঃ
সন্ কামপাশবদ্ধঃ সঞ্চরতীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—‘তৎত্বমসি’ তন্ত ত্বমসি ইতি বাক্যার্থঃ, সেব্য-
সেবক-ভাবেন ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞানান্মুক্তিরিতি সিদ্ধান্তঃ, তত্র তদ্ব্যাক্যঘটক-
তৎপদার্থমেতাবতা প্রবন্ধেন ব্যাখ্যায় সম্প্রতি তৎপদার্থং বিবৃণোতি
তৎপদার্থো জীবঃ স সৰ্ব্বথা তৎপদার্থান্তেদলক্ষণ ইতি জ্ঞেয়ম্। তথাহি
যঃ গুণাস্বয়ঃ গুণৈঃ গুণকার্ঠ্যৈঃ কৰ্মজ্ঞানজনিতবাসনাময়ৈঃ অন্বয়ঃ
অনুগমোযন্ত সঃ কৰ্মজ্ঞানজনিতবাসনাস্থিতঃ, ঈশ্বরস্ত নিগুণঃ ফলকৰ্ম-
ভোক্তা ফলার্থানি কৰ্ম্মানি মধ্যপদলোপী কৰ্ম্মধারয়ঃ ; তেষাং কৰ্ত্তা যৈঃ
কৰ্ম্মভিঃ সুখদুঃখাদিকং ভবতি তেষামধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরঃ পুনঃ কৰ্ম্মাতীতঃ
স চ সহি জীবাত্মা কৃতস্ত স্বয়ংকৃতস্ত তশ্চৈব কৰ্ম্মণঃ উপভোক্তা
সুখদুঃখাদিফলভোগী, সঃ বিস্বরূপঃ কার্য্যকারণোপচিতত্বাৎ নানারূপঃ
দেবমন্ত্রাদিনানাদেহভাগিতার্থঃ, ঈশ্বরোহি কূটস্থঃ, কৰ্ম্মফলাসংপৃক্ত
ইতি বিশেষঃ, তথা স ত্রিগুণঃ ত্রয়ঃ সম্বাদয়ঃ গুণা যন্ত সঃ,
তথা ত্রিবর্জী ত্রীণি দেবযানাদীনি বর্জ্যানি পশ্চানঃ যন্ত অথবা ধৰ্ম্মা-
ধৰ্ম্মজ্ঞানাত্মানি ত্রীণি সাধনবর্জ্যানি মার্গভেদা অস্তেতি, প্রাণামিপঃ
পঞ্চবৃন্তেঃ প্রাণবায়োঃ অমিপঃ নিয়ন্তা স্বকৰ্ম্মভিঃ স্বীয়ৈঃ শুভাশুভকৰ্ম্মভিঃ
সঞ্চরতি উদ্ধারধোলোকং ভ্রমতি। পরমেশ্বর এতিঃ সৰ্বৈর্ধৰ্ম্মৈর্বিহীনঃ
ইতিধ্যোয়ম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রসমূহে ভগবৎ-স্বরূপের বর্ণন পূর্বক
সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের সহিত শ্রীভগবানের সেবাকালে জীবের মুক্তি অর্থাৎ

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভকরতঃ নিত্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কথা বিশেষ-ভাবে বর্ণন করিয়া এক্ষণে হরিবিমুখ জীবের কিরূপ গতি হয়, তাহাই বলিতেছেন ।

জীবাত্মা শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ ; তটস্থাসক্তিশ্রুত হওয়ায় জীবের ভগবদ্বিমুখতাকালে মায়াবশ হইতে হয় । সেই কালে জীব স্বরূপতঃ নিগুণ হইয়াও মায়ার গুণসম্বন্ধ লাভ করে । সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত হইয়া নানাবিধ সকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং স্বয়ং ঐ সকল কৃতকৰ্ম্মের ভোক্তা হয় । এইরূপে জন্ম-মরণমালারূপ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া জীব দেব-মহুগ্ৰাদি নানা যোনিতে নানা রূপ প্রাপ্ত হয় । সেই জীব মৃত্যুর পর নিজ কৰ্ম্মামুসারে ত্রিবিধ গতি লাভ করে । অর্থাৎ কখনও দেবযানে ব্রহ্মার লোক, কখনও পিতৃযানে স্বর্গাদি লোক, কখনও তৃতীয় পথে কীট পতঙ্গাদি নীচ যোনি লাভ করিয়া থাকে । এ-বিষয় বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে পাওয়া যায় । যতক্ষণ হরিভক্তির ফলে জীবের মুক্তি না হয়, ততক্ষণ পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণের অধিপতি হইয়াও মায়াবদ্ধ থাকিয়া নিজ কৰ্ম্মামুসারে নানা লোকে নানা যোনিতে ভ্রমণ পূর্বক জীব কৰ্ম্মফল ভোগ করে ।

জীবের বিভিন্ন যানে গতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায়ের দশম খণ্ডের ২ হইতে ৭ মন্ত্র এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ১৫ হইতে ১৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮ম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ।

বিভিন্ন গুণাবিশিষ্ট জীবের গতি-সম্বন্ধে শ্রীগীতাতে পাই,—

“উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সৎস্বা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্গুণবৃত্তিস্বা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ।” (গীঃ ১৪।১৮)

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“সৰ্বে প্রলীনাঃ স্বৰ্ঘাস্তি নবলোকং রজ্জোলয়াঃ ।

তমোলয়াস্তং নিরয়ং যাস্তি মায়েব নিগুৰ্ণাঃ ॥”

(ভা: ১।১২৫।২২)

শ্রীগীতাতে আরও পাই,—

“পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চো হি ভুঙ্ক্রে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্কোহস্ত্য সদসদ্ব্যোনিজন্মস্ব ॥” (গী: ১৩।২১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতে: পূমন্ ।

কৰ্ম্মস্ব ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাশ্রয়ানি মন্যতে ॥

তদস্ত্য সংসৃতিৰ্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তংকৃতম্ ।

ভবত্যাকৰ্ত্তৃবীৰ্য্যস্য সাক্ষিণো নিবৃত্তাস্থনঃ ॥”

(ভা: ৩।২৬।৬-৭)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যে আরও পাই,—

“স এষ যর্হি প্রকৃতেণ্ড গৈষ্যতিবিশঙ্কতে ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

তেন সংসারপদবীমবশোহভ্যোত্য নিবৃত্তঃ ।

প্রাসঙ্গিকৈঃ কৰ্ম্মদোষৈঃ সদসন্নিপ্রযোনিষু ॥”

(ভা: ৩।২৭।২-৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহিস্মৃৎ ।

অতএব মায়া তাহে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘প্রেম-বিবর্ত্ত’-গ্রন্থেও পাওয়া যায়,—

“চিংকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময়-ভাস্কর ।

নিত্য কৃষ্ণ দেখি’ কৃষ্ণ করেন আদর ॥

কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হঞা ভোগবাহ্বা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

‘আমি—নিত্য কৃষ্ণদাস’ এই কথা ভুলে ।

মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূত্র ।

কভু হুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু ।

কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥” ৭৥

শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ

সঙ্কল্লাহকারসম্বিতো যঃ ।

বুদ্ধেত্ত্বগৈনাস্ত্রগুণেন চৈব

আরাগ্রমাত্রো হুপরোহপি দৃষ্টঃ ॥৮॥

অঙ্ক্যানুবাদ—যঃ (যে জীবাত্মা) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) রবিতুল্যরূপঃ (স্বরূপতঃ
সূর্য্যের মত তেজোময়) [সেই জীবাত্মা বদ্ধাবস্থায়] সঙ্কল্লাহকার-

সমম্বিতঃ (নানাবিধ মনোরথ ও অহঙ্কারে জড়িত হইয়া) আরাগ্রমাত্রঃ (প্রত্যাদ—অশ্বতাড়ন দণ্ডের আগায় বদ্ধ লৌহ-কণ্টকের মত ক্ষুদ্র হইয়া) অপরঃ অপি হি (ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) গুণেন (প্রভাবে অথবা বুদ্ধিগুণ—কামসঙ্কল্লাদিগুণবিশিষ্টরূপে) আত্মগুণেন চ এব (এবং আত্মগুণ—শরীরধর্ম জরা-মরণাদিবিশিষ্ট-রূপে) দৃষ্টঃ (প্রতীত হন) ৮।

অনুবাদ—পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জীবসত্তার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়কন্দরে অবস্থিতি-নিবন্ধন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়া উক্ত। স্বরূপতঃ প্রকাশময়, সূর্য্যের তুল্য প্রকাশশীল অর্থাৎ সূর্য্য যেমন স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান হইয়া অপর সকল পদার্থ প্রকাশ করিতেছেন, সেইপ্রকার এই জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির্ময় বলিয়া জড় সমস্ত বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়প্রাণাদিকে চেতন করিতেছে। আবার বদ্ধজীব সমস্ত সেই বিষয় কামনা করিতেছে, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কর্তা ইত্যাদি অভিমানে অভিভূত হইতেছে। সে প্রত্যাদেব—চাবুকের অগ্রভাগে নিবদ্ধ অতিস্থূল লৌহ-কণ্টকের মত সূক্ষ্মতম অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য। জ্ঞানস্বরূপ সেই জীব বদ্ধাবস্থায় শরীরধর্ম—জরামরণাদি-বিশিষ্টরূপে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় ৮।

শ্রীরত্নরামানুজ—বুদ্ধেরন্তঃকরণশ্চ সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণগুণকারিতেনা-
অধর্মভূত নানাবিধার্থবিষয়কাধ্যবসায়েণ যুক্তঃ তৎকার্যেণ তৎফলসঙ্কল্লে-
নাঢ্যোভিজনবানস্মীত্যাত্মহঙ্কারেণ যুক্তঃ সন্ আত্মবৎ স্বপ্রকাশঃ, অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাদিত্যুক্তরীত্য। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ শাস্ত্রেষু
দৃষ্টঃ, ততোহপি অবরঃ হীনপরিমাণ-আরাগ্রমাত্র ইত্যপি দৃষ্টঃ শাস্ত্রেষু দৃষ্ট
ইত্যর্থঃ ৮।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—কিঞ্চ সঃ জীবঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়া-
বকাশস্থিতত্বাৎ তাবৎ পরিমাণ উপচর্যতে । রবিতুল্যরূপঃ রবেঃ সূর্য্যশ্চ
তুল্যাং রূপং প্রকাশাত্মকং জ্যোতির্ঘৃণ্য সঃ রবির্ঘৃণা প্রকাশস্বভাবো-
জ্ঞানার্হো প্রতিবিশিতঃ তদ্যুক্ত ইব ভবতি তথেন্দি ভাবঃ, তেন হি
উপাধেঃ বুদ্ধেঃ শরীরশ্চ চ গুণেন যুক্তইব প্রতিভাতীত্যাহ—সঙ্কল্পাহঙ্কার-
সমন্বিতো য ইতি সঙ্কল্পঃ কামঃ বুদ্ধিগুণঃ অহঙ্কারঃ শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ
তদ্যুক্তঃ, সঃ অপরোহি দেহেন্দ্রিয়াদিসকাশান্তিম্নোহপি হি তথাভূতো-
বুদ্ধেগুণেন সঙ্কল্পাদিনা, আত্মগুণেন চ আত্মনঃ শরীরশ্চ গুণেন
জরামরণাদিনা বিশিষ্টঃ দৃষ্টঃ প্রতীতো ভবতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রুতি এক্ষণে জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে বর্ণন করিতেছেন ।
মহুশ্চের হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র । আর ঐ হৃদয়ই জীবাত্মার
নিবাসস্থান । এই কারণে জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হয় ।
ঐ জীবাত্মা স্বরূপতঃ সূর্য্যের জ্যায় প্রকাশময় অর্থাৎ বিজ্ঞানময় ।
কিন্তু কৃষ্ণবহিস্মুখতাক্রমে নানাবিধ ভোগমূল সঙ্কল্প ও প্রাকৃত
অহঙ্কার সমন্বিত অহংতা, মমতা ও আসক্তি দ্বারা যুক্ত হওয়ায়
অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়া সংসার পরিভ্রমণ করিতে থাকে । জীবের স্বরূপ সূক্ষ্ম
হইলেও অর্থাৎ সূচ্যগ্রপরিমাণ হইয়াও বুদ্ধির ও শরীরের গুণের দ্বারা
যুক্ত হইয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্রীমন্তগবাকীতাতে পাই,—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ বচনানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥” (গীঃ ১৫।৭)

জীবস্বরূপের অণুত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

“যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা” (বৃহদারণ্যক ২।১।২০) ; “এবোহগ্নুরাত্মা”
(মুণ্ডক ৩।১।২) ; স্বৈতান্বিতরোপনিষদেরও পরবর্ত্তী শ্লোকে “বালাগ্র-
শতভাগশ্চ” কথা আছে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের দেহাস্তব-ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়,—

“মনঃ কৰ্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিযুক্তম্ ।

লোকালোকং প্রয়াতান্ন আত্মা তদহরন্ততে ॥”

(ভাঃ ১১।২২।৩৭)

অর্থাৎ কৰ্ম্মসংস্কারে যুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। জীবাত্মা ইহা হইতে ভিন্ন হইলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের অহুগমন করিয়া থাকে ।

আরও পাই,—

“দেহেন জীবভূতেন লোকালোকমহুব্রজন্ ।

ভূজান এব কৰ্ম্মাণি কৰোত্যাবিরতং পুমান্ ॥”

(ভাঃ ৩।৩১।৪৩) ৮।

শ্রুতিঃ—বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধা কল্লিতশ্চ চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্লিতে ॥৯॥

অমুখ্যমুবাদ—[দৃষ্টান্ত দ্বারা আবার সেই জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—] যথা (যেমন) বালাগ্রশতভাগশ্চ (একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে আবার) শতধা-কল্লিতশ্চ (একশত ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার) ভাগঃ (এক একটি অংশ যে পরিমাণ) জীবঃ (জীবাত্মা) সঃ (সেই পরিমাণ) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে) স চ (কিন্তু সেই জীব) আনন্ত্যায় কল্লিতে (স্বরূপতঃ আনন্ত্য ধর্ম্মের অধিকারী হন) ॥৯॥

অমুবাদ—পুনশ্চ অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদ করিতেছেন—একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া,

সেই অংশকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগের
ষে রূপ পরিমাণ সেইরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু স্বরূপতঃ সেই
জীব স্বীয় ধর্ম্মে আনন্ত্যের অধিকারী, অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ সে অনন্তত্ব
প্রাপ্ত হইতে পারে। ৯।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বমতম্পত্ত্যুত্তি—বালাগ্রাংশাংশশতাংশতুলাপরি-
মাণ একো জীবো, যোক্ষে ধর্ম্মভূতজ্ঞানবিকাশেন বিভূত্বলক্ষণানন্ত্যায়
প্রভবতীত্যর্থঃ। ৯।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—দৃষ্টান্তান্তরেণ জীবস্বরূপং বর্ণয়তি—বালাগ্রশত-
ভাগশ্চ বালাগ্রশ্চ কশ্চিৎ কেশাগ্রশ্চ যঃ শতভাগঃ শততমোহংশঃ বৃত্তি-
বিষয়ে সংখ্যাবাচকশ্চ পূরণার্থত্বম্। তস্ত পুনঃ শতধা শতত্বৈণ্ডঃ কল্পিতস্ত
কৃতস্ত যো ভাগঃ একোহংশঃ স জীবঃ তৎপরিমাণো জ্ঞেয়ঃ স্বরূপতঃ
সঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে, স চ স তু জীবঃ, জীবস্বরূপেণ আনন্ত্যায় আনন্ত্য-
ধর্ম্মায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। ৯।

ভস্ককণা—জীবের সূক্ষ্মত্বের পরিমাণ দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রুতি
বুঝাইতেছেন। একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শত-
শতাংশ সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম-স্বরূপ। জীব চিংকণ ও সংখ্যাভীত।

এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোপ পাই,—

“কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।

তার সম সূক্ষ্ম জীবের ‘স্বরূপ’ বিচারি।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৯)

শাস্ত্রপ্রমাণ,—

(শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।৭।২৬ শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)

“কেশাগ্রশতভাগশ্চ শতাংশসদৃশাত্মকঃ।

জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোহয়ং সংখ্যাভীতো হি চিংকণঃ।”

[‘স্বৈতান্বিতর’-উপনিষদসমূহসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে ৮১ শ্লোক]

“বানাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতস্ত চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ।”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“স্বাক্ষাপামপ্যাহং জীবঃ” (ভাঃ ১১।১৬।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“অপরিমিতা ধ্রুবাস্তহুভূতো যদি সর্বগতা-

স্তর্হি ন শাস্ততেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমৃচা নিয়ন্তু ভবেৎ

সগমহুজ্ঞানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।” (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

“হে ধ্রুব, যদি তহুভূজীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে ‘অণু’ সামান্যতঃ ‘নিত্য’ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপরিভ্রাত্যেই নিয়ন্তু হইতে পারে। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে ‘এক’ করিয়া জানে তাহাদের মত—‘মতবাদে’ দুষিত।” ১২।

শ্রুতিঃ—নৈব জ্ঞী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

যদ্যচ্ছরীরমাদন্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥১০॥

অঙ্ক্যানুবাদ—এবঃ (এই জীব)) জ্ঞী ন এব (নিশ্চয় জ্ঞীলোক নহে) ন পুমান্ (পুরুষও নহে) [আবার জ্ঞী পুরুষ ভিন্ন জাতি

নপুংসকও নহে,] অয়ং (এই জীব) ন চ এব নপুংসকঃ (স্ত্রী-
জাতিও নহে) [তবে স্ত্রী পুরুষাদিরূপে প্রতীত হয় কেন ? শরীরো-
পাধির জন্তু সেই সেই জাতি বলিয়া মনে হয়] যদ্ যদ্ (যেমন যেমন
স্ত্রী বা পুরুষ কিংবা নপুংসক) শরীরম্ (দেহকে) আদন্তে (গ্রহণ
করে) তেন তেন (সেই সেই শরীর দ্বারা) সঃ (সেই জীব) রক্ষাতে
(সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ সেই সেই উপাধি ধারণ জন্তু সেই সেই
নামে পরিচিত হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—লৌকিক ব্যবহারে যদিও দেখা যায়—এই প্রাণীটি
স্ত্রীলোক, ইহা পুরুষ ও উহা উভয়ভিন্ন নপুংসকজাতি তথাপি
সে সকল ধারণা আত্মগত-বিচারে ভ্রান্তিযুক্ত, দেহকে আশ্রয় করিয়া
ঐ সব উক্তি, আত্মাকে নহে ; যেহেতু আত্মা প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ নহে ।
যে শরীরে স্ত্রী লক্ষণ আছে তাহাকেই স্ত্রী জাতি বলা হয়, এইরূপ পুরুষ-
লক্ষণাক্রান্ত দেহ পুরুষ ও উভয় লক্ষণহীন দেহ নপুংসক নামে ব্যবহৃত
হয়, বাস্তবিকপক্ষে দেহধারী এই জীব স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয় এবং
নপুংসক বলিয়াও ধর্তব্য নহে, উহা সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত দেহেরই
পরিচয়, মূলতঃ দেহ ও দেহী (আত্মা) এক নহে, কৰ্মবশে জীব যখন
যে যে শরীর গ্রহণ করে, তখন সেই সেই নামে আখ্যাত হয়, সেই
শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে কাজেই শরীর দেখিয়াই লোকের
ঐরূপ উক্তি, আত্মার অহুসঙ্কান কেহ করে না ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্ত্রীনপুংসকাদিকমপি তন্তু তাদৃশশরীরসম্বন্ধকৃতং
ন তু স্বাভাবিকম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—লৌকিকব্যবহারে অয়ং পুমান্ ইয়ং স্ত্রীত্যাदि
দর্শনাৎ ভিন্নোহয়ং জীব ইতি নত্বেকরূপ ইতি মন্তব্যং তন্তু দেহাশ্রিত-
ত্বাদিত্যাশয়েনানহ—নৈব স্ত্রীত্যাदि । এষঃ জীবঃ নৈব স্ত্রী ন কথমপি

প্রাকৃতজীবাতি: প্রাকৃতজীৱঃ তন্ত তজ্জাভাবাৎ, এবং নাপি পুমান্, ন চ তৃতীয়ো জাত্যা নপুংসক ইতি বাচ্যম্ তস্তাপি জনন-শক্তিরহিতদেহত্বাৎ, প্রাকৃতদেহভিন্নোহয়মাত্মা ইতি ভাবঃ। তর্হি কথং লৌকিকব্যবহারোপপত্তিস্তজ্জাহ—কর্মবশেন যদ্ যৎ শরীরং জীপুংসাদিদেহম্ আদন্তে গৃহীতি ফলভোগ্যেতি শেষঃ, তেন তেন শরীরেণ সঃ জীবঃ রক্ষ্যতে আত্রিয়তে আবরণধর্মেণ জীৱাদিনা ধর্মী অপি তথোচ্যতে ইতি ভাবঃ। রক্ষ্যতে ইত্যত্র যুজ্যতে ইতি পাঠান্তরম্ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—জীৱাত্মা অবশ্যই প্রাকৃত জী-পুরুষ বা নপুংসক নহেন। তিনি বদ্ধাবস্থায় কর্মফলে যখন যে শরীর ধারণ করেন, তখন তাহাতেই তাঁহার আত্মাভিমান হয় এবং অন্তেও তাঁহাকে তাদৃশ বলিয়াই মনে করে। আরও লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এই জন্মে যিনি কর্মফলে জীৱদেহ পাইয়াছেন, পর জন্মে হয়তো অন্য দেহ লাভ করিবেন। স্তত্রাং দেহবিচারে জীবের স্বরূপ-বিচার হইতে পারে না কারণ দেহ হইতে দেহী জীব পৃথক্।

সাধক ভগবদ্ ভক্তনের ফলে মুক্তাবস্থায় যে পার্শদদেহ প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার স্বরূপগত দেহ ॥১০॥

শ্রুতিঃ—সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈ-

গ্রাসাম্বুরূপ্যৈ চাত্মবিবুদ্ধিজন্ম।

কর্মানুগাত্তানুক্রমেণ দেহী

স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপত্ততে ॥১১॥

অম্বয়ানুবাদ—[কর্মানুসারে জীব নানা রূপ গ্রহণ করে, সেই কারণে কারণপরম্পরা আছে—যথা] সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ

চ (প্রথমে মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া সেই বিষয় পাইবার কামনা করে, পরে তাহা স্পর্শ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাতে মনের সংযোগ জন্মায়, ক্রমে তাহা অল্পভব করে, পরে তাহাতে যুক্ত হয়—এইরূপে ভালমন্দ বিষয় ভোগ করিবার মোহ দ্বারা) দেহী (জীবাত্মা) গ্রাসাম্বু-বৃষ্ট্যাঅবি-বৃদ্ধি-জন্ম (অন্ন বা খাদ্য ভক্ষণ দ্বারা পুষ্টি ও মেঘ নিঃসৃত বৃষ্টি-যোগে ভূপতিত হইয়া উৎপত্তি যাহাতে যাহাতে আছে সেইভাবে) অল্পক্রমেণ (ক্রমানুসারে অর্থাৎ পাক্ভৌতিক দেহত্যাগের পর সূর্য্য-রশ্মিতে মিলিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়, মেঘ হইবার পর বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইয়া শব্দাদিরূপে পরিণাম লাভ করে, পরে অন্নের ভোজনে-জাতশুক্র-শোণিত সংযোগে দেহধারণ করে এইরূপে) কৰ্ম্মাহুগানি (সাত্ত্বিকাদি কৰ্ম্মানুসারে) স্থানেষু (দেবলোক, মহেশ্বলোক অথবা নরকে) রূপানি (দেব, মহেশ্ব, তিৰ্য্যগাদি শরীর ও স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকাদি শরীর) অভিসম্প্রপত্ততে (যথাযথভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥১১॥

অনুবাদ—সাধারণতঃ জীব সঙ্কল্পানুসারে বিষয়সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, পরে ইন্দ্রিয়-সংযোগ দ্বারা তাহার অল্পভূতি লাভ করে এবং তাহাতে যুক্ত থাকে। তদ্বচিস্তা করে না, সে কারণ সে মৃত্যুর পর কৰ্ম্মানুসারে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতেই দেহের পুষ্টি ও বৃষ্টিসহকারে অধঃপতনের পর শব্দাদি হইতে শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া দেহধারণ করে ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দেহপ্রাপ্তৌ হেতুমাহ—

পুণ্যবিষয়সঙ্কল্পগঙ্গাদিলক্ষণপুণ্যবস্তুস্পর্শতাদৃশবস্তুদর্শনযোগদানহোমা-
দিভিত্তিরাগ্নানো বিভুদ্ধিযুক্তং জন্ম উৎকৃষ্টং জন্মেতি যাবৎ অনেন ক্রমেণ

কৰ্মাহুসারি তেষু তেষু ব্রাহ্মণাদিষু যোনিষু পর্যায়েণ প্রপত্ততে
ইত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—যদ্যসৌ স্বরূপতঃ প্রাকৃতশরীরবহিতঃ কথং
তর্হি তন্ত শরীরপরিগ্রহস্তত্রোচ্যতে—কর্মবশাদেব নানালিঙ্গানি
শরীরানি নানাস্থানেষু গৃহ্নাতি তথাহি—মানসসঙ্কল্লাহুসারেণ বিষয়-
সৌন্দর্য্যং আকৃষ্টে সন্ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রথমতস্তন্ত কামো জায়তে ততঃ
সঙ্কল্লসিদ্ধার্থমিল্লিয়ব্যাপারমাচরতি, তেন চ স তং বিষয়মহুভবতি,
তদ্রসাদেন চ তত্র মুহুতি এবং শুভাশুভবিষয়ককর্মাচরণেন
তৎপরিপাকভূতানি দেবতির্ধ্যাঙ্মহুগ্ধাদিশরীরানি লভতে। তত্রায়ং ক্রমঃ,
তথাহি গোবিন্দভাষ্যে ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ—‘অথ যত্রৈতন্ম্যাচ্ছরীরাহুংক্রা-
মত্যৌতৈরেব রশ্মিভিরুর্দ্ধমাক্রমতে’ ইত্যাদি ততশ্চ ভোগান্তে ততঃপতনে
এবং বুৎক্রমেণ পতনমুক্তম্। শ্বতিশ্চ ‘অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানীতি’,
তন্মূলীভূতা শ্বতিঃ পুনঃ ‘অগ্নৌ প্রাস্তাহতিঃ সম্যাগাদিত্যম্পতিষ্ঠতে।
আদিত্যাক্ষায়তে বৃষ্টিবৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজ্জৈতি ॥১১॥

ভবকণা—প্রাকৃত শরীরবহিত জীবাত্মার শরীর গ্রহণের হেতু
দেখাইতেছেন। কক্ষবহিস্মুখ জীব ভোগসঙ্কল্ল দ্বারা প্রাকৃত বিষয়ের
সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাক্রমে স্পর্শ ও
দৃষ্টিবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমাশ্রয়ে কর্মাহুযায়ী নানাবিধ দেহ
প্রাপ্ত হয়, কভু দেব, কভু নর, কভু পশু-পক্ষ্যাদি।

বিবিধ জন্মসম্বন্ধে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মোহপূর্ব্বক
সংকল্ল, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের দ্বারা সহবাস হওয়ায় জীব মাতৃগর্ভে
প্রবেশ করে, মাতার ভোজন এবং পানাদি দ্বারা উহার শরীর বৃদ্ধি-
ক্রমে জন্ম লাভ হয়। বিভিন্ন যোনিতে জীব-শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। অণুজ, শ্বেদজ, জড়ায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ-

ভেদে চারিপ্রকার দেহ লাভ দেখা যায়। মূলকথা—কৰ্ম্মানুসারে কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার জন্ত বিভিন্ন লোকে গমন করিতে হয় এবং ক্রমশঃ এক এক কৰ্ম্মে এক এক প্রকার শরীর লাভকরতঃ বারবার জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হয়।

শ্রীমভাগবতে পাই,—

“কৰ্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।

জিহ্বাঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো বেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥” (ভাঃ ৩।৩।১)

গর্ভস্থ ভাগ্যবান্ জীবের বাক্যও পাই,—

“যঃ পঞ্চভূতরচিত্তে রহিতঃ শরীরে-

চ্ছন্নোহযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাঅকোহহম্।

তেনাবিকুষ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং

বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥” (ভাঃ ৩।৩।১৪)

দেবর্ষি নারদের বাক্যও পাই,—

“কৰ্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাআনুবর্তিনা।

কৰ্ম্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং অবিবেকতঃ ॥” (ভাঃ ৭।৭।৪৭) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহুনি চৈব

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।

ক্রিয়াগুণৈরাঅগুণৈশ্চ তেষাং

সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥১২॥

অনুমানবাদ—দেহী (জীবাআ) স্থূলানি (প্রস্তরাদি অথবা কার্যাত্মক ব্যক্তরূপ) সূক্ষ্মাণি চ (সূক্ষ্মপরিমাণ কারণাত্মক দুজ্জের্য) বহুনি (অনেকপ্রকার) রূপাণি (শরীর, আকৃতি সমুদয়) স্বগুণৈঃ (নিজকাম, কৃতকৰ্ম্ম ও বাসনাবশতঃ) বৃণোতি (প্রাপ্ত হয়) ;

ক্রিয়াগুণৈঃ (কর্মফলবশতঃ জরামরণাদি শরীর-ধর্ম) আত্মগুণৈঃ চ (এবং আত্মগুণ বুদ্ধিগুণ সঙ্কল্লাদির সহিত) তেষাং (সেইসকল শরীর-ধর্মের) সংযোগহেতুঃ (সংযোজক) অপরঃ অপি (অন্য আত্মা পরমেশ্বরও) দৃষ্টঃ (জীবভিন্নরূপে লক্ষিত হয় । জীব স্বয়ং স্বকৃত প্রাক্তন কর্মফলের ও জ্ঞানাদিগুণের যোজক হইতে পারে না, এজন্য অবশ্যই পরমেশ্বর স্বীকরণীয়) ॥১২॥

অনুবাদ—জীব নিজকর্মফলে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেকপ্রকার শরীর ধারণ করে। কিন্তু পরমেশ্বর সেইসকল শরীরে প্রাক্তন কর্মফল, সংস্কার ও জ্ঞানাদি গুণ যোজনা করিয়া থাকেন, এজন্য তিনিও জীবদেহ-মধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে আছেন দৃষ্ট হন, কিন্তু পরমেশ্বর কর্মাতীত ও গুণাতীত ; এমন কি, জীবও স্বরূপতঃ গুণাতীত ॥১২॥

ত্রীরজরামানুজ—যো মশকমাওজাদি স্থূলসূক্ষ্মরূপানি বহুবিধানাপি তত্তৎফলাভিসম্ব্যাদিলক্ষণরাগাদিরূপাশ্রয়গুণপ্রযুক্তায়াগাদিরূপক্রিয়ালক্ষণৈ-গুণৈর্হেতুভিত্তিজতে তাদৃশাশ্রয়গুণযোগে চ পূর্বপূর্বকর্মেব হেতুদৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥১২॥

প্রত্যর্থবোধিনী—এবং জীবস্বরূপং নিরূপ্য তস্মৈ বিবিধশরীর-পরিগ্রহে হেতুং তৎকর্মতৎফলযোজনঞ্চ জীবে পরমেশ্বরকর্তৃকং প্রদর্শ্য তস্মাভ্যুপেয়ং প্রদর্শয়তি—স্থূলানি—ভৌতিকানি, সূক্ষ্মানি চ নিদ্রাস্থ-কানি, রূপানি উপাধীন, স্বগুণৈঃ স্বস্ব কর্মভিঃ বৃণোতি প্রাপ্নোতি, তেষাং স্থূলসূক্ষ্মরূপাণাং ক্রিয়াগুণৈঃ কর্মফলৈঃ, আত্মগুণৈশ্চ জ্ঞানাদিভিঃ সহ সংযোগহেতুঃ সংযোগকারণং অপরোহপি জীবাত্মভিন্নঃ পৃথগেব পরমেশ্বরো দৃষ্টঃ অহমিতঃ, শ্রত্যন্তরঞ্চ ‘দ্য স্থপর্ণা সম্ভ্রা সমায়া’ ইত্যাদি ॥১২॥

তত্ত্বকণা—বহিস্থুর্থ জীব নিজকৃত কর্মসংস্কার হইতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় তথা পঞ্চভূতসমুদায় এবং শরীরের ধর্ম্মে যুক্ত হওয়ার দক্রণ অহংতা ও মমতা আদি নিজগুণে বশীভূত হইয়া বিভিন্ন শরীর ধারণ করে। অর্থাৎ শরীর-ধর্ম্মে অহংতা ও মমতা পূর্বক তক্রপ হইয়া নানাপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম লাভ করে। কিন্তু এইপ্রকার জন্মগ্রহণ-বিষয়ে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। জীবের সংকল্প ও কর্ম্মানুসারে ইহাকে বিভিন্ন যোনিতে সম্বন্ধযুক্ত করিবার শক্তি অপর আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরের আছে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এই বহস্ত্র অবগত থাকেন।

কর্ম্ম-সংস্কারের নাম ক্রিয়াগুণ, সমস্ত তত্ত্বের সমুদায়রূপ শরীরকে দেখা, শুনা ও বুঝা প্রভৃতি শক্তির নাম আত্মগুণ এবং উহার সম্বন্ধ হইতে জীবের যে অহংতা, মমতা, আসক্তি আদি জন্মে উহার নাম স্বগুণ বলা যায়।

শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র কর্ম্মফল-দাতা,—

“যো দুর্লিমর্ম্পথয়া নিজমায়য়েদং

সৃষ্টা গুণান্‌ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ ।

তস্মৈ নমো হ্রববোধবিহার-তত্ত্ব-

সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥” (ভাঃ ১০।৪২।২২)

অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্য-মার্গানুযায়িনী নিজমায়াদ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া অন্তর্ধ্যামিরূপে গুণাধ্য অবস্থিত হইয়া জীবের কর্ম্ম ও তৎফল সমূহের ষাষাষ ব্যবস্থা করিতেছেন এবং ষাহার হৃষ্টেয় ক্রীড়াই এই সংসার চক্রের আবর্তনের একমাত্র কারণ, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“যন্তত্র বদ্ধ ইব কৰ্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াং ।
আন্তে বিপুলকর্ম্মবিকারমথগুবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েহবসিতং নমামি ॥”

(ভাঃ ৩।৩।১৩) ১২৫

শ্রুতিঃ—অনাচনস্তং কলিলশ্চ মধ্যে

বিশ্বশ্চ অষ্টারমনেকরূপম্ ।

বিশ্বশ্চৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাহ্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাঠৈঃ ॥১৩॥

অম্ময়ানুবাদ—কলিলশ্চ (দুৰ্গম সংসারের) মধ্যে (মধ্যে ব্যাপ্ত)
অনাদি (উৎপত্তিহীন) অনন্তম্ (নাশহীন অর্থাৎ কুটস্থ) বিশ্বশ্চ
(চরাচর সমস্ত জগতের) অষ্টারং (সৃষ্টিকর্তা) অনেকরূপম্ (বহুরূপে
বর্তমান) [তথা] বিশ্বশ্চ (জগতের) পরিবেষ্টিতারম্ (বেষ্টনকারী
অর্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপক) একম্ (এক—অদ্বিতীয়) দেবং (দ্ব্যোতনশীল
পরমেশ্বরকে) জ্ঞাহ্বা (সৰ্ব্বনিয়ন্তা, অনন্তকরণাধার, সৰ্ব্বশক্তিমান
বলিয়া জানিলে অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিলে) সৰ্ব্বপাঠৈঃ
(অবিজ্ঞা, কাম, কৰ্ম্ম ও বাসনা পাশ হইতে) মুচ্যতে (জীব
মুক্ত হয়) ১৩॥

অম্ময়ানুবাদ—জীব যখন পরমেশ্বরকে যথার্থ স্বরূপে জানিতে পারিয়া
তাঁহার প্রতি অনন্তভক্তি আশ্রয় করে, তখনই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ়
প্রেম জন্মে, সেই প্রেমাধীন তত্ত্ববৎসল শ্রীহরি তাহাকে শ্রীচরণে আশ্রয়

দিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন—পরমেশ্বর অনাদি, অনন্ত, নির্বিকার; জীবের যেরূপ কর্মবশে নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ হয়, তাঁহার তাহা নহে, তিনি সর্বত্রই আছেন কিন্তু অতি দুর্গম গহন-প্রদেশে তাঁহার স্থিতি অর্থাৎ তিনি সহজে জ্ঞেয় নহেন। এই স্বাবরজস্মাত্মক বিশ্বের তিনি সৃষ্টিকর্তা, নানা আকারে জগৎ ব্যাপিয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমান কেহ নাই, অধিকও নাই, তিনি অদ্বিতীয়, সমস্ত চেতন বস্তুর চৈতন্যাদায়ক, এইভাবে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কথাটি এই—যখন জীব বুঝিতে পারে যে, তাহার কোন স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই, পরমেশ্বর ভিন্ন তাহার কোন গতি নাই, একমাত্র তিনিই অনাদি, অনন্ত, সর্বসৃষ্টিকর্তা, সকল জীবের মধ্যেই তিনি অন্তর্ধ্যামিরূপে আছেন, যখন জীব নশ্বর বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়, এবং শম, দম, তিতিক্ষা লইয়া পরমেশ্বরের ভক্তি লাভকরতঃ তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ক্রমে তাঁহার অমুগ্রহে জীবের সমস্ত পাশ ছিন্ন হয় ॥১৩॥

ত্রীরজরামাসুজ—কলিলশ্র মধ্যে কার্ধ্যশ্র মধ্যে। শিষ্টং পূর্ববৎ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং স জীবোহবিজ্ঞা-কাম-কর্মবাসনাবশাৎ নানাধোনিষু পরিভ্রমন্ যদি কদাচিৎ সাধুসঙ্গবশাৎ ঈশ্বরামুগ্রহাৎ তৎসাধন-ভক্তিসম্পন্নঃ সন্ সাধ্যাভক্তিমর্জ্জয়তি তর্হি ভক্ত্যারাদিত-শ্রীহরিরূপয়া অবিজ্ঞাদিসংসারপাশবিমুক্তো ভবতীত্যাহ অনাত্মনস্তমিতি ঈশ্বরশ্র স্বরূপবিশেষণম্, বিশ্বশ্র স্রষ্টারমিতি তটস্থলক্ষণম্ এবং স্বাতিরিক্তলক্ষণ-বদেন জ্ঞাত্বা মূঢ়্যতে তদেবাহ—কলিলশ্র মধ্যে স্থিতমিতি তস্ত্রাশ্রয় উক্তঃ, তত্র স্বপ্নে দেশে স্থিতস্যাপি তস্ত্র বিশ্বব্যাপকত্বমচিষ্টৈশ্বর্য্যাৎ—

এবমনেকরূপম্ সৰ্বত্র তদাত্মকবুদ্ধ্যর্থমিদমুক্তম্, বিশ্বস্ত পরিবেষ্টিতারং
অন্তর্কর্হিষ্ট বিশ্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তং, একং সম্ভাতীয়াদিভেদত্রয়রহিতম্,
দেবং চৈতন্যাধায়কং সৰ্বশক্ত্যাধায়কং বা পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা ধাত্বা
উপাসনাং কৃত্তেত্যর্থঃ তৎপ্রসাদাৎ সৰ্বপাশৈঃ অবিজ্ঞাকামকর্ম্বাসনা-
ময়ৈঃ—সংসার-বন্ধনহেতুভিঃ মুচ্যতে পরিহীয়তে ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ স্ববিমুখ
জীবগণকে নিজ নিজ কর্ম্মাহুসারে নানাযোনিতে ভ্রমণ করান, তিনি
স্বয়ং অন্তর্ধ্যামিরূপে সকল জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান পূর্বক জীবকে
কর্ম্মফল ভোগ করান, তিনিই আবার সৰ্ব জগতে পরিব্যাপ্ত থাকেন,
তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই অর্থাৎ তিনি উৎপত্তি, বিনাশ এবং
বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদিরূপ সৰ্বপ্রকার বিকাররহিত। সৰ্বদা একবস, তথাপি
সমস্ত জগৎ রচনা পূর্বক বিবিধরূপে বিরাজমান থাকেন এবং এই
সমস্ত জগৎ পরিবেষ্টন পূর্বক ধারণ করেন। সেই একমাত্র সৰ্বাধার,
সৰ্বশক্তিমান্, সকলের নিয়ন্তা বা শাসনকর্তা, সৰ্বেশ্বর, পরব্রহ্ম
পুরুষোত্তম-তত্ত্বকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নিজ নিত্য উপাস্ত্র জানিয়া
ভঙ্গন করিতে পারিলে তাঁহারই রূপায় সৰ্বথা সমস্ত মায়িক বন্ধন
হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীহরিভজন ব্যতীত জীবের সংসার বন্ধন
হইতে পরিত্রাণের অন্য পন্থা নাই। শ্রুতিও বলেন—“নাত্মঃ পন্থা বিজ্ঞতে
অয়নায় ।”

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“জদ্বাষুজং শ্বেদজমগুজোস্তিদং

চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈল্লিয়ম্ ।

জ্যোঃ থং ক্ষিতিঃ শৈলসরিংসমূত্র-

দ্বীপগ্রহক্ষে'ত্যভিধেয় একঃ ॥” (ভাঃ ৫।১৮।৩২)

শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

“নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে

সর্কে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ ।

আত্মস্ববস্ত উক্গায় বিদস্তি হি ত্বা-

মেবং বিমৃশ্য স্থধিয়ো বিরমস্তি শঙ্কাং॥

তন্তেহর্হন্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ

কর্ম্ম স্মৃতিশ্রবণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্ ।

সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং

ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতো লভেত ॥”

(ভাঃ ৭।২।৪২-৫০)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

“যস্মাদধ্যয়নাদিভিঃস্বজ্ঞানং ন ভবেত্তস্মাস্বজ্ঞানার্থমাগ্রহং পরি-
ত্যাজ্য সর্কপুরুষার্থনারম্ভ সংশ্রয়ঃ সাধনার্থমেব যতেতেত্যাহ—হে
অর্হন্তম ।”

শ্রুতিও বলেন,—

“কিমর্থ্য বয়মধোষ্ঠ্যামহে কিমর্থ্য বয়ং যক্ষ্যামহে”

“নাস্থধ্যায়াদ্বহুন্ শব্দান্ বাচো বিপ্রাপনং হি তৎ ।”

(বৃঃ ৪।৪।২১) ;

স্মৃতিতেও পাই,—

“যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ক্যতিতরিশ্রুতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যান্ত শ্রুতস্ত চ ॥”

(গীঃ ২।৫২) ১৩৩

শ্রুতিঃ—ভাবগ্রাহমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিদ্বন্তে জহন্তুম্ ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অম্বয়ানুবাদ—[কি উপায়ে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বলিতেছেন—] ভাবগ্রাহম্ (তাঁহাকে একমাত্র ভক্তিদ্বারা পাওয়া যায়) [নতুবা তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই, যেহেতু—] অনীড়াখ্যম্ (তিনি প্রাকৃত শরীররহিত বলিয়া অশরীরী নামে খ্যাত) [অতএব জড়ীয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের অতীত, কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে ; কি হেতু দ্বারা ?] ভাবাভাবকরম্ (তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা—এই হেতু) [যদি তাহাই হয়, তবে কি তিনি কামনাদির বশীভূত ? না, তাহা নহে ;] শিবম্ (অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকার্য্য — কামনা-কর্ষ্য বাসনারহিত, কল্যাণময় স্বরূপ), [কাহাদের সৃষ্টি করেন ?] কলাসর্গকরম্ (প্রাণ প্রভৃতি নাম পর্য্যন্ত ষোলটি ভাবপদার্থের সৃষ্টিকর্তা) দেবম্ (এবং বিধ চৈতন্যময় অচিন্ত্যশক্তিশালী সেই পরমেশ্বরকে) যে বিদ্বঃ (যাহারা জানিয়াছেন) তে (তাঁহারা) তম্ (এই অবিজ্ঞাকার্য্য ভৌতিক শরীর) জহঃ (ছাড়িয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন) ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পঞ্চমোহধ্যায়ের অম্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—তিনি কি উপায়ে গ্রহণীয় হইবেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি ভাবগ্রাহ ; একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিদ্বারা গ্রহণীয় অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের উপর কৃপা করিয়া তিনি আত্মস্বরূপ দর্শন করান । নতুবা তাঁহাকে জড়েন্দ্রিয়ার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার কোন

উপায় নাই যেহেতু তিনি অনীড়াখ্য অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরাদিরহিত বলিয়া অশরীরী নামে অভিহিত অথবা প্রাকৃত নামরূপহীন। কিন্তু তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যেহেতু তিনিই একমাত্র সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা অথচ অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকার্য্য কামকর্ম্ম-বাসনাশূন্য, পরম কলাগময়স্বরূপ। প্রাণ প্রভৃতি নাম পর্য্যন্ত ষোড়শ বিকারের তিনি উৎপাদক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্যশ্রুতাসম্পন্ন ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে যাহারা জানিয়াছেন তাঁহারাই জড় শরীরপরিগ্রহরহিত হইয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতিবিনিমুক্ত হইয়াছেন ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের অন্ত্যবাদ
সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভাবগ্রাহং ভক্তিগ্রাহং অনীড়ত্বেন অনিলয়ত্বে-
নানাদারত্বেন ত্যাপ্যমানং বিশ্বস্ত ভাবাভাবকরং সর্গসংহারকরং
সর্ব্বদা শুভান্দং প্রাণাদিনামাস্তানাং কলানাং সর্গকারণং যে
পূর্ব্বং জ্ঞাতবন্তস্তে প্রকৃতিবিনিমুক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ ; দ্বিকৃতিরধ্যায়-
সমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়স্ত শ্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীশ্বরকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রত্যক্ষাদিষু প্রমাণেষু কেন প্রমাণেন উপায়েন
বা অসৌ গ্রাহস্তদাহ—ভাবগ্রাহমিত্যাदिना सः शुद्ध्या भक्त्या दृष्ट्वा
तत्त्वतीति नतुवा जड़प्रत्यक्षागमाः, नतु यस्त कश्चिद् दृष्टस्तदाह—
अनीड़ाख्यम् नीडं शरीरं आख्यात नामत उद्ग्रहितम् विधाहि प्राकृतविषयस्त

প্রত্যক্ষং ভবতি নান্না রূপেণ চ যথা অয়ং ঘটঃ কধুগ্রীবাঙ্কাকার ইতি
নাসৌ তথা তস্মৈ প্রাকৃততনামরূপরহিতত্বাৎ । যদি চ তথা তর্হি কথং
ভাবগ্রাহঃ ইতি চেৎ ভক্তে করুণয়া স্বেচ্ছয়া হরিস্তং স্বাত্মানং
স্বশরীরং অপ্রাকৃততত্ত্বং দর্শয়তে ইতি । স জড়প্রত্যক্ষবদহুমানগম্যোহপি
ন, কেনং হেতুনা স্বীকর্তব্যম্ কিন্তু সঃ শব্দগম্যঃ যথা ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ ইতি
ব্রহ্মসূত্রম্ ভাবাভাবকরত্বেন হেতুনা যথা ক্ষিতিঃ সর্কটুকা কার্যত্বাৎ
ঘটবৎ এবং জগৎপ্রলয়ঃ পুরুষবিশেষসাধ্যঃ কার্যত্বাদিতি চ অত-
এবোক্তং ভাবাভাবকরম্ । নহু তস্মৈ সৃষ্টিপ্রলয়কর্তৃষে শরীরিত্বাপত্তিঃ
শরীরান্তর্ভাবেন চেষ্টাকৃত্যোঃ সামানাদিকরণ্যাদিতি অতএব সংপ্রতি-
পক্ষঃ ক্ষিতির্নকর্তৃজ্ঞা শরীরাজ্ঞত্বাদিতি চেন্ন তস্মৈ শিবস্বরূপত্বাৎ
অপ্রাকৃতশরীরত্বম্ তদাহ—শিবম্ অবিজ্ঞা-তৎকার্য-কামকর্ম্বাসনা-
হীনম্ পরমকল্যাণময়স্বরূপমিত্যর্থঃ । ন চ প্রাণাদীনামেব কর্তৃত্বং
কৃতিপ্রযোজকত্বাদিতি বাচ্যম্ ‘স প্রাণমসৃজতে’ত্যাदिश्रुत्या তস্মৈ
প্রাণাদিজনকত্বোক্তে: তথাচ কলাসর্গকরং কলানাং প্রাণাদি-
নামাস্তানাং বিকারাণাং সৃষ্টিকর্তারম্ এতেনাগমগম্যত্বমপি তস্মৈ
সৃচিতম্ । এবম্ প্রাকৃতশরীররহিতত্বাপি সৃষ্টিযোগ্যতা দেবত্বা-
দেবেভ্যোচ্যতে দেবম্ অচিন্ত্যশক্তিমন্তং চৈতন্যময়মানন্দৈকরসং পরমেশ্বরং
যে বিদুঃ জ্ঞাতবন্তঃ ছান্দসোদ্বিত্বাভাবোহভ্যাসলোপোবা, তেহপি
প্রাকৃতশরীরং জলঃ পরিহৃতবন্তঃ মৃত্যুভূতা ইত্যর্থঃ । স্মৃতিশ্চ—

“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাক্সা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মায়েতি সোহর্জুন ॥”

(গী: ৪।২)” ইতি ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়স্ম

“শ্রুত্যর্থবোধিনী” চীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান শ্রুতিমন্ত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহারে সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাইবার উপায় বলিতেছেন। ‘তাবগ্রাহম্’ অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ” (ভা: ১১।১৪।২১), শ্রীগীতাতে তিনি বলিয়াছেন,—

“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্বনন্তয়া ।” (গী: ৮।২২)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

“যোগেন বহিমিব দাক্ষু নাশ্রুতঃ শ্রাৎ” (ভা: ৭।২।৪৭) অর্থাৎ দাক্ষতে অবস্থিত অগ্নি যেকূপ মথনেরই দ্বারা পাওয়া যায় অন্তপ্রকারে নহে, তদ্রূপ বিবেকিগণ ভক্তিযোগ দ্বারা আপনাকে প্রত্যক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানাদি দ্বারা নহে।

শ্রীগজেন্দ্রও বলিয়াছেন,—

“তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ॥”

(ভা: ৮।৩।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্ম নহে কৃষ্ণ বশ ।

কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস ॥” (চৈ: ৮: আ: ১৭প:)

শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্মাদি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত জানিতে পারিলে সেই তত্ত্বজ্ঞের আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি শ্রীভগবান্কেই পাইয়া থাকেন ; ইহা শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

“জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তদ্বতঃ ।

তাক্সা দেহং পুনৰ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহৰ্জুন ।” (গীঃ ৪।২)

শ্রীভগবানের প্রাকৃত শরীরাদি না থাকিলেও তিনি যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ন বিদ্বতে যন্ত চ জন্ম কৰ্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।

তথাপি লোকাপায়সম্ভবায় যঃ, স্বমায়য়া তান্ননুকামমুচ্ছতি ॥”

(ভাঃ ৮।৩।৮)

শ্রুতিতেও—‘নিরুলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবতং নিরঞ্জনম্’ (খেঃ ৬।১২) ; ‘অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ম্’ (কঠ ১।৩।১৫)—শ্রীভগবানের নামরূপাদির মায়িকত্ব নিষেধ করিয়া—সর্বকর্মা সর্বকায়ঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ’—(ছাঃ ৩।১৪।৪)—এ সকলের অমায়িকত্ব বিধান করিয়াছেন ।

শ্রীভগবান্ যে নিজ ভক্তকে কৃপাপূর্বক নিজস্বরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যোহ্নুগ্রহাৰ্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপানি চ জন্মকৰ্ম্মভির্ভেজে স মহৎ পরমঃ প্রসীদতু ॥”

(ভাঃ ৬।৪।৩৩)

ভক্তগণ যে জীবদ্দশায় শ্রীভগবান্কে লাভ করেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—“যাস্তি মামেব নিগুণাঃ” (১।১২৫।২২) ।

শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপাদির বিষয় বলিয়াছেন,—

“নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।

‘প্রাকৃত’ নিষেধি, করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥”

(চৈঃ ৮ঃ মধ্য ৬।১৪১)

আরও বলিয়াছেন,—

“অতএব কৃষ্ণের ‘নাম’, ‘দেহ’, ‘বিলাস’ ।

প্রাকৃতৈন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ।

‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণগুণ’, ‘কৃষ্ণলীলা’ বৃন্দ ।

কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব—চিদানন্দ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪-১৩৫)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও স্বীয় অমৃতভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্যাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফলভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে ; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশ-বস্তু, নিত্য, চিদ্রম্য ও আনন্দময় । গুণাস্তর্গত জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর জড়ীয় পার্থক্য আছে, একত্ব নাই ; কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণে তাদৃশ ‘ভেদ’ নাই ।”

শ্রীভগবানের শ্রীরূপ যে স্বপ্রকাশ তাহা কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—“নায়মায়া...বিসৃণুতে তন্ স্বাম্ ॥” (কঠ ১।২।২৩) ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাস্থতরোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’

নাম্নী-অমুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্তো পরিমুহমানাঃ ।
দেবশ্চৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥১॥

অম্ময়ানুবাদ—[কাল, স্বভাব প্রভৃতিকে কেহ কেহ প্রপঞ্চ সৃষ্টির
কর্ত্তা মনে করেন, তবে কি জ্ঞাত পরমেশ্বরকে কলান্বেষ্টিকর বলা
হইল ? এই আশঙ্কার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন] একে (কোন কোন)
কবয়ঃ (বিচারনিপুণ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি) স্বভাবম্, (বস্তু-স্বভাবকে
কারণ) বদন্তি (নিরূপণ করেন) তথা (সেই প্রকার) অস্ত্রে
(অপর সমীক্ষাকারিগণ) পরিমুহমানাঃ (ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত
হইয়া) কালং [কারণং বদন্তি] (কালকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন)
তু (কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে) লোকে (এই জগতে) দেবশ্চ (লীলাময়
অনন্তশক্তির আধার শ্রীহরিরই) এষঃ মহিমা (এই মহিমা, এই
জগৎসৃষ্টি-কার্য্য মাহাত্ম্যের পরিচয় ; কাল, স্বভাব প্রভৃতির নহে)
যেন (যে পরমেশ্বর কর্ত্তক) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) ব্রহ্মচক্রম্
(জগৎচক্র) ভ্রাম্যতে (ঘূর্ণিত হইতেছে, আবর্ত্তিত হইতেছে) ॥১॥

অম্ময়ানুবাদ—ঈশ্বরমায়ায় মোহিত কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বস্তুস্বভাব
বা বস্তুশক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, আবার কোন কোন

অবিবেকী ব্যক্তি কালকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরেরই প্রভাব, যাহা দ্বারা এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎচক্র ঘুরিতেছে ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুনরপি পরমাত্মনো গুণান্ বক্তুন্ম অধ্যায়ান্ত-
বাসন্তঃ ।

কেচন লোকায়তিকাঃ জগচ্চক্রপরিব্রুতিহেতুং স্বভাবং বদন্তি, অন্ত্রে ভগবন্মায়ামোহিতাঃ কালকর্ষাদিকং বদন্তি, তদিদমৌপনিষদ-
পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতুভূতগুণবিশেষবিবর্তিতানাং জল্লিতং, পরমাত্ম-
মহিয়েব ব্রহ্মাশ্রিতং জগচ্চক্রং ভ্রাম্যতে ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—প্রথমাধ্যায়ে কালস্বভাবাদীনাং কারণতাবাদঃ
প্রস্তুতঃ পরিহৃতক্ সঙ্ক্ষেপতঃ 'তে ধ্যানযোগাহুগতা অপশন্ দেবাত্ম-
শক্তিং স্বগুণৈর্নির্গুণামি'ত্যাदिना। অস্মিংশ্চ ষষ্ঠেহধ্যায়ে পুনর্বিচার্য্যতে
স্বভাবমিত্যাदिना একে কেচিৎ কবয়ঃ প্রতিভাবন্তঃ স্বভাবম্ বস্তুশক্তিং
বদন্তি জগৎকারণত্বেন নির্দিশন্তি, তথা তদ্বৎ অন্ত্রে অবিবেকিনঃ পরিমুহ-
মানাঃ ঈশ্বরমায়য়া অভিভূয়মানাঃ সন্তঃ কালং কারণং বদন্তি 'কালোহি
জগদাধারঃ কালোধারো ন বিচ্যতে' ইতি 'কালঃ কলয়তামহমি'তিচ
ভগবদ্বক্তেঃ'। কালস্বভাবগ্রহণমন্তেষামপি ভূতাদীনাম্পলক্ষণম্। তু
পূর্বাপরিতোষে, তদ্ব্যতঃ পুনঃ দেবস্ত অচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ পরমেশ্বরস্ত
এষঃ জগৎসর্গঃ, মহিমা মাহাত্ম্যং লোকে জগতি বরীবর্ষতে, যেন
দেবেন মহিমা বা ব্রহ্মচক্রম্—কার্য্যকারণাত্মকং ব্রহ্মচক্রং ভ্রাম্যতে
আবর্ত্যতে পরিচালাতে ইত্যর্থঃ স এব কলাসর্গকর ইতি ভাৎপর্য্যম্ ॥১॥

উক্তকথা—কোন কোন বিদ্বন্নগ্ন ব্যক্তি জগৎসৃষ্টির কারণরূপে
স্বভাবকে বর্ণন করেন অর্থাৎ পদার্থের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে,

যেমন অগ্নির প্রকাশনশক্তি ও দাহশক্তি। আর কেহ কেহ ঈশ্বর-
মায়ামোহিত অবিবেকী ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ কালকেই জগৎকারণ
বলিয়া থাকেন। কারণ প্রত্যক্ষে দেখা যায় যে, কালে বস্তুগত
শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, যেমন বৃক্ষের ফলাদি উৎপন্ন করার
শক্তি, জ্বীগণে গর্ভাধান শক্তি ঋতুকালেই হইয়া থাকে। ইহারা
নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করিয়া জড় বৈজ্ঞানিক মোহে পতিত
হইয়া জগৎসৃষ্টির বাস্তবিককারণ জ্ঞানিতে পারে না। বস্তুতঃক্ষে
ইহা অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির কারণ পরমদেব সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের
মহিমা। জগতের বিচিত্র রচনা দর্শন পূর্বক উহার বিচার করিলে
অচিন্ত্যশক্তিশালী ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ পায়। স্বভাব ও কাল-
আদি শক্তিসমূহের অধিপতি সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। তিনিই
সংসারচক্র ঘুরাইতেছেন। যাহারা এই রহস্য অবগত হইয়া এই
সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে চান, তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য
শ্রীভগবানের শরণ লওয়া।

বেদান্তসূত্রে আছে—‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ (বে: সূ: ১।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স এবৈদং সমৰ্জ্জাগ্রে ভগবানাস্থমায়য়া।

সদসজ্জপয়া চাসৌ গুণমঘ্যাহগুণো বিভুঃ।”

(ভা: ১।২।৩০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।

শক্তি সঞ্চারিয়া তাহে কৃষ্ণ করে কৃপা।

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোপকারণ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ ।

প্রকৃতি কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ॥”

(চৈ: চ: আদি ৫।৫২-৬১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতি: সৃয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवৰ্ত্ততে ॥” (গী: ৯।১০)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—‘উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ’ । (বে: সূ: ২।২।৪২) ॥১॥

শ্রুতিঃ—যেনাবৃত্তং নিত্যমিদং হি সৰ্বং

জ্ঞঃ কালকারো গুণী সৰ্ববিদ্ যঃ ।

ভেনেশিতং কৰ্ম্ম বিবৰ্ত্ততে হ

পৃথ্যপ্তেজোহনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥২॥

অদ্বয়ানুবাদ—যেন (যে ভগবান্ কর্তৃক) ইদং (এই পরিদৃশ-
মান) সৰ্বং হি (নিশ্চিতভাবে সমস্ত জগৎ) নিত্যং (নিয়ত) আবৃত্তং
(পরিবেষ্টিত—বাস্তব রহিয়াছে), যঃ (যিনি) জ্ঞঃ (সৰ্বজ্ঞ) কালকার:
(কালের সৃষ্টিকর্তা বা কালের প্রবর্তক) গুণী (অপহতপাপাদি
গুণসম্পন্ন, অথবা জগৎসৃষ্টির হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন
গুণের অধিষ্ঠাতা) সৰ্ববিদ্ (সমস্ত বস্তুর অধিপতি অর্থাৎ সমস্ত
বস্তুকে যিনি আয়ত্ত করিয়া আছেন) তেন (তাঁহার দ্বারা)
শ্রুতিঃ (পরিচালিত) কৰ্ম্ম (এই সৃষ্টিকার্য্য) বিবৰ্ত্ততে (প্রবাহরূপে
ঘুরিতেছে) হ (ইহা সূত্রসিদ্ধ) [সেই কার্য্যই] পৃথ্যপ্তেজোহনিল-
খানি (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ স্বরূপ) [ইহা] চিন্ত্যম্
(চিন্তনীয়) ॥২॥

অনুবাদ—যাহা কর্তৃক এই চরাচর বিশ্ব নিয়মিতভাবে ব্যাপ্ত
রহিয়াছে, তিনি স্বভাব নহেন, কারণ—স্বভাব প্রতিবস্তুকে পৃথক্
পৃথক্ ভাবে আশ্রয় করিয়া আছে সুতরাং উহা অব্যাপক, যিনি
ব্যাপক তিনি পরমেশ্বর। যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই জগৎশ্রষ্টা,
প্রকৃতি জড় অতএব তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। তিনি কালেরও
প্রবর্তক, সুতরাং কালকেও জগৎকর্তা বলা চলে না, তিনি সর্বাশ্রয়
ও নিরপেক্ষ অতএব পরতন্ত্র জীব কারণ হইতে পারে না। জীবের
অদৃষ্টও কারণ হইতে পারে না যেহেতু ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত
হইয়াই তাহা সৃষ্টিক্রমে পরিণত হইতেছে। এইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি
ভূতপঞ্চকও তাঁহার দ্বারা সূশাসিত হইয়া কার্য্য করিতেছে অতএব
পরমেশ্বরই যে সর্বকারণ-কারণ, ইহা চিস্তনীয় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যো নিত্যং সর্ববস্তুব্যাপকঃ সর্বজ্ঞঃ কালং স
পচতে ‘ন কালস্তত্র বৈ প্রভুরিত্যর্থঃ’ কালস্তাপি পাচকঃ ‘তেজোব-
লৈশ্বর্য্যমহাবোধঃ, সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ’ ইতি সর্বজ্ঞানপ্রকার-
বান্, ক্রিয়ত ইতি কার্য্যতয়া কৰ্ম্মশব্দিতং পঞ্চভূতাত্মকং জগৎ তেন
পরমাশ্রনা শ্রাদিতি সঙ্কল্পমাত্রমাত্মবিষয়ীভূতং সৎ বিবৰ্জতে নিষ্পল্লভে,
তদেব হৃদি চিস্তানীয়মিত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ স্বভাবাদিকারণবাদিনঃ প্রত্যাহ—
যেনেত্যাদি যেন পরমেশ্বরেণ ইদং সৰ্বং জগৎ নিত্যং নিয়মেন আবৃতং
ব্যাপ্তমেতেন স্বভাবঃ প্রত্যুক্তঃ তস্ত নানাধাং সহকারিকারণসাপে-
ক্ষত্বাৎ অনিয়তত্বাচ্চ। যঃ পরমেশ্বরঃ জ্ঞঃ সৰ্ববিদ, প্রবৃন্তিঃ প্রতি
উপাদানপ্রত্যক্ষস্ত কারণত্বাৎ প্রধানস্ত জড়ত্বেন তদসম্ভবাৎ, তেন
প্রকৃতিবাদঃ খণ্ডিতঃ, কিঞ্চ যঃ কালকারঃ কালস্ত কর্তা তথাহ্যুক্তং ‘স্বৰ্ঘ্যা-

চক্ষুরসৌ ধাতা যথাপূৰ্ণমকল্পয়'দিতি । কালস্ত কার্য্যত্বে কারণত্বং ন সম্ভবতি । ইতি কালপ্রতিক্ষেপঃ । গুণী স হি গুণানাম্ অধিষ্ঠাতা এতেন গুণবাদো নিরস্তঃ, কিঞ্চ যঃ সৰ্ব্ববিদ্—সৰ্ব্বং বিন্দতি ইতি লাভার্থক বিদে:ক্ৰিপ্ সৰ্ব্বাধিপতি: স্বতস্ত ইতি ন তু জীববৎপরতস্ত ইতিজীব- কারণতাবাদো নিরস্তঃ । তেন পরমেশ্বরেণ দৈশিতং নিয়ন্ত্রিতং পরিচালিতং কৰ্ম্ম জীবাদৃষ্টং বিবৰ্ত্ততে পরিণমতি হেতি প্রসিদ্ধমেতৎ ন তু স্বাধীন- ভাবেন কৰ্ম্মণঃ পরিণামঃ, ইতি কৰ্ম্মবাদো ন সঙ্গতঃ তচ্চকৰ্ম্ম পৃথ্বাপ- তেজোহনিলখানি ক্ষিত্যাদিপঞ্চকং ; ইতি চিন্ত্যম্ বিচারণীয়ম্ এতেন ভূতকারণতাবাদঃ প্রভুক্তঃ, অতো ন স্বভাবাদিবাদে ভ্রমিতব্যম্ । কিন্তু অপহতপাপপুণ্ডানন্তশক্তিকৃত্যতৃষ্টবিধগুণশালী শ্রীহরিরেব জগৎকর্তা ইতিধ্যৈয়ম্ ৷২৷

তত্ত্বকণা—যে জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্তৃক সমগ্র জগৎ নিত্যই ব্যাপ্ত, যিনি কালেরও সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব- প্রকার দিব্যগুণসম্পন্ন চিহ্নগ্রবস্ত, যিনি সর্ববেত্তা অর্থাৎ সমগ্র জগতের জ্ঞাতা হইয়া সমগ্র জগৎ নিজ নিয়মাধীনে পরিচালনা করিয়া থাকেন, পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত যাহার সৃষ্ট এবং যাহার শক্তিতে ও যাহার শাসনে স্ব-স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, কেনোপনিষদে যক্ষপুরুষের আখ্যান দ্বারা যাহা জ্ঞাত, সেই ব্রহ্মময়তত্ত্ব অবগত হইয়া মানবের সর্বশক্তিমান্ সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকেই সর্বকারণ-কারণ চিন্তা করা কর্তব্য ।

এই শ্রুতি মন্ত্রের দ্বারা স্বভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, কালবাদ, কৰ্ম্মবাদ, গুণবাদ, জীববাদ, ভূতকারণতাবাদ প্রভৃতি সমস্ত মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞগণের বিচারণীয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।

বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চাত্তোহৰ্থোহস্তি তদ্ব্যতঃ ॥”

(ভাঃ ২।৫।১৪)

বেদান্তদৰ্শনের গোবিন্দভাষ্য-প্রায়শ্চে,—

“দৈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কৰ্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি ক্রয়ন্তে, তেষু বিভূ-
চৈতন্যমীশ্বরোহগুচৈতন্যস্ত জীবঃ । তত্ত্বেশ্বরঃ স্বতত্ত্বঃ স্বরূপশক্তিমান্
প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিধং ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি,
ইত্যাদি ।”

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।

যদহুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥” (ভাঃ ২।১০।১২)

পরমাত্ম-সন্দর্ভে ৫৩ সংখ্যায়,—“কালো দৈবং কৰ্ম জীবঃ । স্বভাবো-
দ্রব্যক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ । তৎসজ্জাতো বীজরোহঃ প্রবাহস্থম্যামৈব-
তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥” ১২।

শ্রুতিঃ—তৎকৰ্ম্ম কৃত্বা বিনিবৰ্ত্ত্য ভূয়-

স্তত্বশ্চ তত্শ্চেন সমেত্য যোগম্ ।

একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা

কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥৩॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতঃপর চিন্তনীয় বিষয় বলিতেছেন,—] তৎকৰ্ম্ম
(সেই পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য) কৃত্বা (করিয়া) ভূয়ঃ (আবার)
[তাহা] বিনিবৰ্ত্ত্য (প্রত্যবেক্ষণ করিয়া) তত্বশ্চ (আত্মতত্ত্বের অর্থাৎ
চেতনের) তত্শ্চেন (পৃথিব্যাदि তত্ত্বের সহিত) যোগং (সম্বন্ধ)

সমেত্য (যোগ করাইয়া) [কোথায়ও] একেন (একটির সহিত অর্থাৎ কেবল পৃথিবীর সহিত) [আবার কোথায়ও] দ্বাভ্যাং (পৃথিবী ও জল উভয়ের সহিত) [আবার ক্ষেত্রবিশেষে] ত্রিভিঃ (পৃথিবী, জল ও অগ্নি এই তিনটির সহিত) অষ্টভিঃবা (কোথায়ও বা অষ্ট প্রকৃতির সহিত আত্মযোগ করিয়া পরে সেই সব তত্ত্বের) কালেন এব চ (ত্রিবিধ কালের সহিত) [এবং] সৃষ্টৈঃ (অপ্রকাশ) আত্মগুণৈঃ চ (কামাদি অন্তঃকরণধর্মের সহিত) [তদ্বস্ত্র যোগং সমেত্য—আত্ম-তত্ত্বের যোগ ঘটাইয়া জগৎ রচনা] [অথবা ব্যাখ্যাস্তর—এক অবিচার সহিত, ধর্মাদ্বৈত দুইয়ের সহিত, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সহিত এবং প্রকৃতিভূত আট তত্ত্বের সহিত ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত জীবতত্ত্ব যোগ করিয়া এবং সেই জীবাত্মার কাল, জ্ঞান, ইচ্ছা, দেবাদি অন্তঃকরণ-ধর্মের সহিত যোগ যিনি করিয়া থাকেন, তিনি চিন্তনীয়—উপাস্ত্র] ১৩।

অমুবাদ—পরমেশ্বর পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া পুনরায় পর্যাবেক্ষণ পূর্বক জীবাত্মার এক, দুই, তিন অথবা অষ্ট প্রকৃতির (পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) সহিত যোগ সম্পাদন করিলেন পরে কাল ও বুদ্ধি-গুণ ইচ্ছাদির সহিত আত্মার যোগ ঘটাইলেন। অথবা অগ্নি অর্থও এইরূপ কেহ কেহ করেন। পরমেশ্বর পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে আবার পরস্পর মিলিত করিলেন পরে আত্মার এক অবিচার সহিত এবং ধর্মাদ্বৈত দুইটির সহিত তথা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সহিত যোগ সম্পাদন করিলেন, ক্রমে নিত্য আত্মার কালসম্বন্ধ হইল ও বুদ্ধির গুণ ইচ্ছাদেবাদির সহিত সংযোগ হইল। ইহাই চিন্তা করিবে ১৩।

ঋত্যর্থবোধিনী—অথ পূর্বঋত্যাঙ্কং চিন্তাপ্রকারমাহ—পরমেশ্বর-কৃত্য কর্ম—ভূতপঞ্চকং তৎসৃষ্ট। পুনঃ স তস্মাৎ বিনিবর্ত্য আত্মানং

কার্যান্তরে বিনিযুক্তবান্ ইত্যাহ—তৎকৰ্মকৃত্তেত্যাदिना—তৎকৰ্ম
পৃথিব্যাদিলক্ষণং কার্যং কৃত্বা উৎপাদ্য ভূয়ঃ পুনরপি তৎ ভূতপঞ্চকং
বিনিবর্ত্য পরম্পরং সংযোজ্য, তদ্বশ্চ আত্মনো জীবশ্চ তদ্বেন কচিৎ একেন,
কুত্রবা দ্বাভ্যাং কচন ত্রিভিস্তৈঃ অথবা অষ্টভিঃ ‘ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ-
খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা’ ইতি
ভগবদুক্তৈরষ্টভিস্তৈঃ সহ যোগং সংযোগং সমেত্য সঙ্গমস্য ততঃ কালেন
আত্মগুণৈঃ বুদ্ধীচ্ছাদিভিঃ আত্মধর্মৈঃ সহ আত্মনঃ সংযোগং কারয়িত্বা
তিষ্ঠতীতি চিন্তামিতি শেষঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর আত্মশক্তিভূতা মূল প্রকৃতি হইতে পঞ্চ
স্থূল মহাভূত-আদি রচনারূপ কৰ্ম করিয়া উহার নিরীক্ষণ করতঃ
পুনরায় জড় তত্ত্বের সহিত চেতন তত্ত্বের সংযোগ পূৰ্বক নানারূপে
অল্পভূত এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন। অথবা এইরূপ বুদ্ধিতে
হইবে যে, এক—অবিद्या, দুই—পুণ্য ও পাপরূপ সঞ্চিত কৰ্ম-সংস্কার,
সদ্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিগুণ ও এক কাল তথা মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার, পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—অষ্টপ্রকার প্রকৃতিভেদ,
এইরূপ সৰ্ব্বপ্রকার হইতে তথা অহংতা, মমতা, আসক্তি আদি
গুণের জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ করতঃ এই জগত্তের রচনা। অবশ্য
এই দুই প্রকার বর্ণনের তাৎপর্য একই।

ত্রিগীতাতে পাই,—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

অপরেয়মিতত্ত্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যস্মৈদং ধার্য্যতে জগৎ ॥” (গীঃ ৭।৪-৫)

তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাওয়া যায়,—তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সমুতঃ ; আকাশাভ্যায়ুঃ ইত্যাদি (২।১।৩), ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও
বৃহদারণ্যকেও ইহার বর্ণন পাওয়া যায় ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্কন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া
যাইবে । ৩।

শ্রুতিঃ—আরভ্য কর্ম্মাণি গুণাশ্চিত্তানি

ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ।

তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ

কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোহগ্নঃ ॥৪॥

অমুদ্বয়ানুবাদ—যঃ (যে জীব) গুণাশ্চিত্তানি (বিধিযুক্ত অথবা
স্থ, দুঃখ ও মোহের সহিত সম্পৃক্ত) কর্ম্মাণি (যজ্ঞাদি কার্য্য
অথবা ভূতপঞ্চক) আরভ্য (অহুষ্ঠান করিয়া) [তানি—সেগুলিকে]
সর্বান্ ভাবান্ চ (এবং সমস্ত পুত্রদারাদি বিষয় চিন্তা) বিনিযোজয়েৎ
(ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে) [তাহার] তেষাং (সেইসকল কর্ম্মের ও
ভাবের) অভাবে (আত্ম-সম্বন্ধ নষ্ট হইলে) কৃতকর্ম্মনাশঃ (পূর্ব্বকৃত
কর্ম্মের নাশ হয়) কর্ম্মক্ষয়ে [সতি] (কর্ম্মক্ষয় ঘটিলে পর) সঃ
(সেই ব্যক্তি) যাতি (বৈকুণ্ঠধামে গমন করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত
হয়,) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অগ্নঃ (জীবাত্মা—অগ্ন অর্থাৎ জড়সমুদয়
হইতে ভিন্ন) ৥৪॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া সেগুলি এবং
সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে, তাহার কর্ম্মের সহিত
স্বরূপের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেজন্য কৃতকর্ম্ম সমূহের ক্ষয় হয় এবং

অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য হইতে ঐ যোগী নিম্মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করে ও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—‘তৎ নারায়ণঃ পরঃ’ ইতি (নারায়ণঃ উঃ ১৩।১) শ্রুতেন্নারায়ণ এব তৎ ততশ্চ অয়মর্থঃ,—ইতরেভ্যো বিনিবর্ত্য তদ্বশ ভগবতঃ সম্বাদনং নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণং ভূয়ঃ কৃত্বা একেন জায়মান-দশায়াঃ প্রসূতভগবৎকটাক্ষেণ দ্বাভ্যাং ‘যশ্চ দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ’ ইত্যুক্তরীত্যা-দেব-গুরুভক্তিভ্যাং ত্রিভিঃ বাল্যপাণ্ডিত্য-মৌনেঃ, অষ্টভির্ধৌগৈঃ সাক্ষৈশ্চ সহিতঃ সন্ তত্বেন পরমাত্মনা শেষতজ্জান-লক্ষণযোগং প্রাপ্য প্রারব্ধগুণযুক্তানি কৰ্ম্মাণ্যবলম্ব্য বর্তমানান্ সৰ্ম্মান্ ভাবান্ স্বশ্চেব বিনিযোজয়তি ভুঙ্ক্তে, সতি তেষাং কৰ্ম্মফলভোগানাং অবসানে ফলাপবর্গিকৰ্ম্মাণাং নাশাৎ ‘তশ্চ তাবদেব চিরং’ ইত্যুক্তরীত্যা কৰ্ম্মক্ষয়ে ব্রহ্ম যাতি প্রাপ্নোতি স তদ্বতঃ পরমাত্মনোহিহঃ এব অতো-নৈক্যশঙ্কা কার্য্যেতি ভাবঃ ॥৩-৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ইদানীং শরীরধারিণাং জীবানাং বর্ণাশ্রমোচিত-কৰ্ম্মারম্ভপ্রয়োজনং নির্দায়য়তি—আরভ্যেতি গুণাদিতানি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থানি বিধিসম্মতানি বর্ণাশ্রমবিহিতাণি কৰ্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি বৈধ-কৰ্ম্মাণি বা আরভ্য কৃত্বা তানি ভাবান্ চ কামসঙ্কল্লাদীন্ ভাবান্ পুত্র-দারবিস্তাদীনি বা তদ্বানি যঃ যো ভক্তঃ বিনিযোজয়েৎ ঈশ্বরে সমর্পয়তি তশ্চ তেষাম্ কৰ্ম্মাণাং ভাবানাঞ্চ অভাবে দেহসম্বন্ধাভাবে সতি ‘ব্রহ্ম-ণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা কৰোতি যঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম-পত্রমিবাস্তসা’ ইতি ভগবদ্বক্তেঃ । তথা সতি কৃতকৰ্ম্মনাশঃ কৃতানাং পুণ্যপাপানাং ক্ষয়ো ভবতি, উক্তঞ্চ ব্রহ্মস্বত্রে গোবিন্দভাষ্যকৃতা ‘অতি বলিষ্ঠা থলু বিছা সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি নিয়বশেষাণি দহতি আরব্ধং কৰ্ম্ম তু ঈশ্বরেচ্ছয়া তিষ্ঠতি অনিচ্ছয়া নৈব তিষ্ঠতী’তি । এবং কৰ্ম্মলোপে তদ্বতঃ

সঃ অন্মঃ তত্ত্বজ্ঞানী দিব্যদেহধারী বিলুপ্তাবিদ্ধাতংকার্য্যঃ, যাতি পরমেশ্বরপাদপদ্মং গচ্ছতি। তথাচ পারমর্ষসূত্রম্—‘পুরুষার্থোহিতঃ শব্দাৎ’ সর্বোহপি পুরুষার্থোহিতো বিদ্ধাত এব শ্রাদুক্তশ্রুতে: তথাচ কাঠকে ‘এতদ্বোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্মা তদি’তি। যদ্বা ব্যাখ্যাস্তরং—কর্ম্মক্ষয়ে সতি বিলুপ্তঃ সন্ তদ্বত: জড়তত্ত্বেভ্য: অন্মঃ অন্মৎ ভাবপ্রধাননির্দেশঃ, যাতি গচ্ছতি জড়াতীতো ভবতীত্যর্থঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ কর্তব্য বুদ্ধিতে আচরণ করিয়াও উহা এবং সর্বপ্রকার অহংতা, মমতা, আসক্তি প্রভৃতি ভাব যদি পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে—তাহার সেই সমর্পণের ফলে কৃতকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। এমন কি, পূর্ব সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে কর্ম্মক্ষয় হইলে সে ব্যক্তি শীঘ্র পরমেশ্বরের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়। কারণ জীবাত্মা স্বরূপত: জড়তত্ত্ব সমুদয় হইতে ভিন্ন এবং অত্যন্ত বিলক্ষণ। কেবল ভগবৎধৈমুখ্য-ফলে জীবের মায়াবদ্ধাবস্থায় জড়ের সহিত সম্বন্ধ ঘটে, উহা অজ্ঞানজনিত এবং জড়ীয় অহংতা ও মমতা, আসক্তি প্রভৃতি কারণ হইতে উৎপন্ন হয় যাত্র। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাফলে সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তাহার আর কর্ম্ম-বন্ধন থাকে না। তিনি অচিরে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে গমন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

‘ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মন: প্রিয়ম্।

দ্বারান্ হতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরৈশ্চ নিবেদনম্ ॥’

(ভা: ১১।৩।২৮)

আরও পাই,—

“এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্কে সংসৃতিহেতবঃ ।

ত এবাস্মিনাশায় কল্পস্তে কল্পিতাঃ পরে ॥” (ভাঃ ১।৫।৩৪)

শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যন্তপশ্চাসি কোন্তেয় তংকুরুষ মদর্পণম্ ॥” (গীঃ ৯।২৭) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ

পরজ্ঞিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ ।

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং

দেবং স্বচিন্তস্থমুপাস্ত পূর্বম্ ॥৫॥

অদ্বয়ানুবাদ—[কিরূপে সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করা যাইবে, তাহাই বলিতেছেন] সঃ (সেই পরমেশ্বর) আদিঃ (সকলের আদি- কারণ) [যতঃ—যেহেতু] সংযোগনিমিত্তহেতুঃ (চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধের কারণ যে অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য্য, তাহাদেরও তিনি হেতু) [তিনি সকলের কারণ, কি হেতু ?] [যতঃ—যেহেতু] ত্রিকালং (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের) পরঃ (অতীত—তাহাদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন) [এবং] অকলঃ অপি (প্রাকৃত দেহাদিরহিত হইলেও) দৃষ্টঃ (ভক্তগণ কর্তৃক তিনি দৃষ্ট বা অদৃষ্ট) বিশ্বরূপং (তিনি বিশ্বরূপ অর্থাৎ তিনি সর্বাঙ্গক, সর্বময়) ভবভূতম্ (তিনি সমস্ত বস্তুর উদ্ভবক্ষেত্র ও সত্যস্বরূপ) [অতএব] ঈড্যম্ (সকলের স্তবাহ—সর্বপূজ্য) স্বচিন্তস্থং (নিজের অন্তরাকাশে বর্তমান) দেবম্ (চৈতন্যময় পরমদেব) তং (তাহাকে) পূর্বং (পূর্বে অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের পূর্বে কিংবা সকলের পূর্ববর্তী আদিপুরুষকে)

উপাস্ত (উপাসনা করিয়া অর্থাৎ ভক্তিয়োগাশ্রয় পূর্বক) [বিদেম—
জানিব অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিব] ॥৫॥

অনুবাদ—তিনি জগতের আদি কারণরূপে স্থিত, অবিদ্যা ও
অবিদ্যাকার্য্য দেহাদির সহিত জীবের সম্বন্ধ-যোজক, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্তমান এই তিনকালের অতীত অর্থাৎ তদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার
কোনও প্রাকৃত দেহাদি নাই, তাহা হইলেও তিনি ভক্তগণ কর্তৃক
চিন্ময়স্বরূপে সাক্ষাৎকৃত। সেই সর্বাত্মক, জগতের উৎপত্তি-কারণ,
সংস্বরূপ, সর্বপূজ্য, চৈতন্যাত্মক পরমদেব, সনাতন পুরুষ, নিজ হৃদয়-মধ্যে
অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে উপাসনা করিয়া অর্থাৎ ভক্তিয়োগাশ্রয়ে
জানিতে পারিবে ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স যন্তোক্তজীবঃ সংযোগঃ সমীচীনপরমাত্মযোগ-
স্তংপ্রাপ্তৌ আদিকারণং প্রধানহেতুঃ ইতি যাবৎ ‘কালত্রয়পরিচ্ছিন্নাৎ
পরত্বেন ভিন্নত্বেন নিরবয়বত্বেন শাস্ত্রদৃষ্টঃ’, তং অনন্তশরীরং প্রাপ্ত-
সংসারিণাং ক্ৰেভ্যাং স্তভ্যাং অপহতপাপ্মত্মাদিগুণকমিতি’ যাবৎ অভাব
দেবং দ্যোতমানং স্বপ্রকাশজ্ঞানানন্দস্বরূপং স্বহৃদয়স্থং প্রথমতঃ উপাস্ত ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তার্থস্ত দৃঢ়তায়ৈ উত্তরে মত্যাঃ প্রস্তুয়ন্তে ।
কথং নাম জীবা বিষয়মদাক্ষা ভবন্তি কথং বা তং পরমেশ্বরং জানীয়ু-
রিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—আদিঃ স ইত্যাদি । সঃ পরমেশ্বরঃ আদিঃ
সর্বেষামাদিভূতঃ সর্বকারণ-কারণমিত্যর্থঃ, স এব সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধস্ত যৎ নিমিত্তমবিদ্যা তদ্ব্যুৎপত্তেঃ তথাচ শ্রুতিঃ—‘এব এতেনং
সাধুকর্ম্ম কারয়তি যমুন্নিনীষতি, এব এতেনমসাধুকর্ম্ম কারয়তি যমধো-
নিনীষতে’ অতো বিদ্যাপ্রবর্তকঃ স এবতি । কথং তন্ত্ৰাবিদ্যাপ্রব-
র্তকত্বমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—পরম্বিকালং স ভূতাদিকালত্রয়াতীতঃ, উক্তঞ্চ
‘যস্মাদর্কাক্ সংবৎসরোহহোভিঃ পরিবর্ততে । তদেবা জ্যোতিষাঃ

জ্যোতিরাযুর্হোপাসতেহমৃতম্'। কস্মাৎ তস্ম কালাতীতত্বম্? উৎপত্তি-
বিনাশরহিতত্বাৎ তদ্ব্যক্তে অকলোহপীতি ন বিদ্যাস্তে কালঃ কলা বা
প্রাণাদিনামাস্তা অশ্বেতি কালবন্ধি কালত্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্বতি
চ, পুরুষঃ পুনরকালোনিষ্পন্নঃ প্রপঞ্চাতীতঃ তস্মাৎ—ন কালত্রয়-
পরিচ্ছিন্নঃ উৎপদ্যতে বিনশ্বতি বা। স দৃষ্টঃ ভক্তযোগিভিঃ সাক্ষাৎ-
কৃতঃ। অতস্তস্ম সাক্ষাৎকারে যত্নঃ করণীয় ইতিভাবঃ কথমিত্যুচ্যতে
তমিত্যাदि विश्वरूपम् विश्वानि रूपाण्यश्वेति सकलजगद्भक्तिम् एतेन
तस्म सर्वत्रायकत्वं सर्वमयत्वं सूचितम्। भवभूतम्—भवताश्चादिति
जगदुत्पत्तिस्थानम् तथा भूतम् सत्त्वरूपम् 'भूतं आदौ पिशाचादौ...
वृत्ते सत्ये' इत्यादि मेदिनी। अतएव ईदृशं स्वतंत्रं अस्तित्वम्—अस्त-
हृदि एव स्थितं न तु हल'भं देवं चैतन्मयं परमेश्वरं पूर्वं—पूर्व-
वाक्यार्थज्ञानोदयात् उपाश्व आराध्य जीवः मृच्यते इति শেষः यथा
परतः सप्तमं श्रुतिश्च 'विदाम' इति क्रियापदपक्षार्थं तेनामयः । ॥

তত্ত্বকণা—যিনি সমগ্র জগতের আদিকারণ, সর্বশক্তিমান,
পরমেশ্বর, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের অতীত, প্রাকৃত
কলারহিত হইয়াও প্রকৃতির সহিত বদ্ধজীবের সংযোগকারণ
অবিদ্যারও মূলীভূত কারণ, তিনি ভক্তগণ কর্তৃক ভক্তিয়োগে দৃষ্ট
হইয়া থাকেন। তিনি সকলের স্তবাহ, স্বহৃদয়ে অবস্থিত সেই পরমদেব
পরমেশ্বরকে ভক্তিয়োগে উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া
যায়।

শ্রীভগবান্ বে সর্বময় এবং সকলের মূলকারণ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও
পাই,—

“যত্র যেন যতো যন্ত যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।

তাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্জ ।

আত্মনাত্মপ্রবিজ্ঞাত্মন প্রাণো জীবো বিভর্ষাজ্জ ।”

(ভা: ১০।৮৫।৪-৫)

শ্রীভগবান্ উক্তবকে ও বলিয়াছেন,—

“এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ ।

যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।

ভক্তিয়োগেন মগ্নিষ্ঠো মস্তাবায় প্রপদ্যতে ॥

তস্মাদ্বেহমিমং লক্ণা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্ ।

গুণসঙ্গং বিনির্দুয় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ ॥”

(ভা: ১১।২৫।৩২-৩৩) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্তো

যস্ম্যাং প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেহয়ম্ ।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং

জাতাত্মাত্মমমৃতং বিশ্বধাম ॥৬॥

অষ্টয়ানুবাদ—স: (সেই পরমাত্মা) বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ (বৃক্ষের আকার যেমন অঙ্কুরাদিক্রমে ফল-পুষ্পাদয় ও কালের আকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ক্ষণ-নিমেষাদি—সে সকল হইতে) পরঃ—(অতীত অর্থাৎ সংসারবৃক্ষের ফল স্তূত্বে:খ-শোকমোহাদিরহিত এবং কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) [যেহেতু তিনি] অন্তঃ (প্রপঞ্চ-সম্পর্করহিত ও কালদ্বারা অসংসৃষ্ট) [তাহার কারণ ?] যস্ম্যাং (যে পরমাত্মা হইতে) অয়ং প্রপঞ্চঃ (এই বিশ্বসংসার ও কাল) পরিবর্ততে (জন্মিতেছে, পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইতেছে) ধর্ম্মাবহং (ধর্ম্মের প্রবর্তক) পাপনুদং (পাপনাশক) ভগেশং (ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী) বিশ্বধাম (জগতের

আশ্রয়ভূত) আত্মস্থম্ (অন্তর্ধ্যামিরূপে হৃদয়-মধ্যে স্থিত সেই পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অমৃতং (অমৃতত্ব) [লভতে—লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়] ॥৬॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর বৃক্ষাকার সংসারধর্মের স্থখদুঃখাদি ও কালধর্মের অতীতাদি কালব্যবহারের এবং প্রাকৃত শরীরাদির রহিত বলিয়া সে-সমুদয়ের সম্পর্কহীন অর্থাৎ অতীত। তাঁহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনি ধর্মের প্রবর্তক, পাপক্ষয়কারী অর্থাৎ অবিজ্ঞা ও তাহার কার্যের নিবর্তক, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি, বিশ্বের আশ্রয়, শাস্ত্রতপুরুষ, জীব-হৃদয়মধ্যে বিবাজমান, ইহা জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মাদয়ং চিদচিৎপ্রপঞ্চঃ পরিবর্ততে স বৃক্ষঃ কালাকৃতিভিঃ পর উৎকৃষ্টঃ। বৃক্ষশব্দেন ছেদনাই প্রকৃতি-প্রাকৃতমুচ্যতে। জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকপাপাত্মপন্থত্ব তদনুকূলপুণ্যপ্রবর্তকং 'ঐশ্বর্যশ্চ সমগ্রশ্চ বীর্য্যশ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ধর্মাম্ ভগ ইতীরাণা।' ইত্যুক্তানাং জ্ঞানাদীনাম্ ঈশ্বরং বিশ্বশ্চ ধামভূতম্ আধার-ভূতং মরণাদি-অবতৃষ্ণ্যং স্বাত্মগুস্তর্ধ্যামিতয়া বর্তমানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যার্থবোধিনী—পুনরপি নিঃশ্রেয়সহেতুং জ্ঞেয়ং পরমেশ্বরং বর্ণয়তি—স বৃক্ষেত্যাদিভিঃ—সঃ পরমেশ্বরঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ বৃক্ষশ্চ কালশ্চ আকৃতিশ্চ তাভিঃ পরঃ অতীতঃ বৃক্ষ্যতে হিচ্চতে ইতি বৃক্ষঃ সংসারঃ উক্তঞ্চ ভগবতা 'উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহরব্যায়মি'তি। পরমেশ্বরঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপসংসাররহিতঃ কুটস্থত্বাৎ, তথা কালেন

পর: নিত্যশ্চ কালসম্বন্ধাভাবাৎ, আকৃত্যা রূপেণ মূর্ত্যা বা রহিতঃ প্রাকৃতরূপরহিতত্বাৎ । যস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অন্তঃ পৃথগ্ভূতঃ অয়ং পরিদৃশ্তমানঃ প্রপঞ্চঃ চরাচরাশ্রকং বিশ্বং পরিবর্ততে পরিণমতি পুনঃ-পুনরাবর্ততে । স জ্ঞেয়ঃ, কথম্? ধর্মাবহম্ ধর্মশ্চ পুণ্যশ্চাবহং প্রযোজকম্ ‘স হৈবৈনং পুণ্যং কথম্ কারয়তি যমেব উন্নিবীষতি’ ইতি শ্রুতেঃ, তথা পাপহৃদং দুষ্কৃতিনাশিনং ‘সর্বং পাপপ্যানং তরতি, নৈনং পাপ্যা তরতী’তি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ । ভগেশং ভগশ্চ মহিষঃ ঈশমধিপং ‘ঐশ্বর্য্যাস্ত সমগ্রশ্চ বীর্য্যশ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যগ্নাং ভগ ইতীজনা’ ইতি ভগ-শব্দবাচ্যষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালিনম্, অতএব তস্ত ধর্মপ্রবর্তকত্বং পাপহরত্বঞ্চ যুজ্যতে । স চ জীবশ্চ হৃদয়মধ্যে এব অন্তর্ধ্যামিরূপেণ তিষ্ঠতি নাশেষ্টব্য ইত্যাহ—আত্মস্থমিতি । তথা বিশ্বধাম—বিশ্বশ্রুতধাম অধিষ্ঠানং—উক্তঞ্চ ‘যত্র ত্রিসর্গোহমুবেতি’ । অমৃতং অমৃতবদানন্দৈকরসং শাস্বতং বার্থঃ সত্য-স্বরূপং তং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতীত্যম্বয়ঃ । ৬।

ভক্তকণা—যে পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই প্রপঞ্চরূপ সংসার নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে অর্থাৎ প্রবাহরূপে সর্বদা চলিতেছে, সেই পরমাত্মা এই সংসারবৃক্ষ, কাল এবং জড়ীয় আকৃতি প্রভৃতি হইতে সর্বদা অতীত ও ভিন্ন অর্থাৎ সংসার-সম্বন্ধরহিত, এমন কি, কালও যাহার অধীন । তথাপি যাহা হইতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি, পাপের বিনাশ হইয়া থাকে । যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি এবং সমগ্র জগদাধার । বিশ্ব যাহার সম্পূর্ণ আশ্রিত এবং যাহার সত্তায় সত্তাবান্, তিনি অন্তর্ধ্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া উপাসনা করিলে তাঁহার রূপায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শ্রীভগবান্ জগদাধার,—

“অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো-

মাত্মাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি চ ।

কৰ্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং

ত্বয়্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥” (ভাঃ ১০।৫৯।৩০)

শ্রীভগবান্ নিখিল জীবের অন্তর্ধ্যামী,—

“জ্ঞানে ত্বাং সৰ্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্

বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং সৃষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ ।

কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥”

(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭)

ভক্তি দ্বারাই বৈকুণ্ঠধাম লাভ,—

“তস্ত্যক্ত তে দদৃশিমাঞ্জিময়োঘমৰ্ষ-

তীৰ্থান্পদং হৃদি কৃতং হুবিপক্কঘোৰ্গৈঃ ।

উৎসিক্তভক্ত্যুপহতশয়জীবকোশা

আপূৰ্ণবদ্ গতিমথারুহ্ণহাণ ভক্তান্ ॥”

(ভাঃ ১০।৮৪।২৬) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥৭॥

অঙ্কুরানুবাদ—তং (সেই) ঈশ্বরানাং (ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও) পরমং মহেশ্বরম্ (যিনি পরম মহেশ্বর—নিয়ন্তা) দেবতানাং (ইন্দ্রাদি দেবগণেরও) পরমং দৈবতম্ (যিনি পরমদেবতা—পূজ্য) পতীনাং (প্রজাপতিদিগেরও)

পতিম্ (অধিপতি) চ (এবং) পরস্তাং (অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) পরমং (যিনি প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) তং (সেই) ভুবনেশম্ (সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা ও অধিপতি) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবং (পরমদেবকে অর্থাৎ পুরুষোত্তম তত্ত্বকে) বিদাম (আমরা আশ্রয় করি—ধ্যান করি) ॥৭॥

অনুবাদ—এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, —ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণও কাল, কৰ্ম, স্বভাব প্রভৃতি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন দেখা যায়, কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহাদেরও নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃ-রূপে পরম মহেশ্বর, লোকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পূজা করে, কিন্তু সেই পূজা দেবতাদেরও তিনি পরমপূজ্য, প্রজাপতিগণের তিনি পরমপতি, অক্ষর ব্রহ্মেরও অতীত, সেই সকল-ভুবনাধীশ্বর, স্তবনীয়, সেই পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যানযোগে উপাসনা করিতেছি ॥৭॥

শ্রীরজরামানুজ—বিদাম ইতি জ্ঞানপ্রার্থনা, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্ত তস্তা বিশ্বদত্তভবং প্রমাণমাহ—তমি-
ত্যাদিনা—ঈশ্বরাণাং নিয়ন্তৃণাং কালাদীনাং ব্রহ্মাদীনাং বা পরমম্
মহেশ্বরং শ্রেষ্ঠং নিয়ন্তারং তস্তা ব্রহ্ম-কালাদিপরিচালকত্বাদিতি ।
দেবতানাং পূজ্যানাম্ ইন্দ্রাদীনাং পরমং দৈবতম্ পরমং পূজ্যম্ লোকাঃ
স্বাভীষ্টলাভায় ইন্দ্রাদীন্ পূজয়ন্তি, ইন্দ্রাদয়ঃ পুনস্তং পূজয়ন্তীতিভাবঃ,
পতীনাং জগৎপালকানাং প্রজাপতীনাং বা পতিম্ পালকমধীশ্বরং,
পরস্তাং পূর্বস্থাং অক্ষরব্রহ্মণঃ পরমং প্রধানম্, অতো ভুবনেশং
সকল-বিশ্বনিয়ন্তারম ঈড্যম্ স্তবনীয়ং দেবং দ্যোতনস্বভাবং তং
পরমেশ্বরং বিদাম আশ্রয়াম ধ্যানেন সাক্ষাৎ কুৰ্ম ইত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সমস্ত ঈশ্বরদিগেরও পরম
মহেশ্বর অর্থাৎ লোকপালদিগেরও মহান্ শাসক, দেবতাগণেরও পরম

আরাধ্য, সমস্ত প্রজাপতিগণেরও পরম পতি, যিনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই অখিল ভুবনের অধিপতি, স্তবনীয় পরমদেবকে আমরা সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বিচারে তাঁহার আরাধনার প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমন্তগবদগীতাতেও পাই,—

“যশ্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”

(গী: ১৫।১৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদের টীকার কিয়দংশ উদ্ধার পূর্বক লিখিয়াছেন—“শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদৈ-রপি “চিদানন্দাকারং জলদকুচিসারং শ্রুতিগিরং ব্রহ্মজীণং হারং ভবজলধিপারং কুতধিয়াম্ । বিহস্তং ভূতারং বিদধদবতারং মূহুরহো ততো বারং বারং ভজত কুশলারন্তকুতিনঃ ॥” ইতি, “বংশীবিশৃষিত-করাস্তবনীরদাভাৎ পীতাঘরাদরুণবিষফলাধরৌষ্ঠাং । পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদর-বিন্দনেজ্রাৎ কৃষ্ণাং পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥” ইতি, “প্রমাণতোহপি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাশ্রমভূতম্ । ন শক্নুবন্তি যে মোঢ়ুং তে মৃঢ়া নিরয়ং গতাঃ ॥” ইত্যুক্তবন্তি: শ্রীকৃষ্ণে সর্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ “দৌ ইমৌ” ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্তাশ্চ ব্যাখ্যায়ামস্তাম্ অভ্যাস্থ্য নাবিকর্তব্যা ; নমোহস্ত্য কেবলবিদ্যায় ॥

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীগীতার পূর্বোক্ত শ্লোকত্রয়ের টীকার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

“লোকে পৌরুষেয়াগমে,—“লোকাতে বেদার্থোহনেন” ইতি নিরুক্তে: । বেদে,—“তাবদেষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরং সমুখায় পরং জ্যোতীরূপং সংপত্ত্ব স্তেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে, স উত্তমঃ পুরুষঃ”

ইত্যাদৌ প্রথিতঃ—যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স
উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাশ্রিত্যর্থঃ । লোকে চ,—“তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্যস্তু
ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরায়ং”
ইত্যাদৌ প্রথিতঃ ।”

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

“সৌহৃদ্যং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা

সন্ধেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন ।

তেনৈব মে দৃশ্যমুৎপৃশতান্ যথাহং

অক্ষ্যামি পূর্ব্ববিদং প্রণতপ্রিয়োহসৌ ।”

(ভাঃ ৩।২।২২)

দেবতাগণও শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

“নশ্রোতগাব ইব যশ্চ বশে ভবন্তি-

ব্রহ্মাদয়স্তহুভূতো মিথূর্দ্দ্যমানাঃ ।

কালশ্চ তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরশ্চ

শং নন্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমশ্চ ।” (ভাঃ ১।১।৬।১৪)

আরও পাই,—

“যস্মৈ বলিং বিশ্বমৃজো হরন্তি গাবো যথোতা নসি দামযজ্জিতাঃ ।”

(ভাঃ ৪।১।১।২৭)

শ্রীউদ্ধব বিদুরকেও বলিয়াছেন,—

“স্বয়ংসাম্যাতিশয়জ্ঞ্যধীশঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।

বলিং হরন্তিস্চিরলোকপাটলৈঃ

কিরীটকোটাড়িতপাদপীঠাঃ ।” (ভাঃ ৩।২।২১)

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ২।১০৬)

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা ।
যারে ধৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ)

ত্রিচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

“হৃতা কৰ্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ মে ঈশ্বর ।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥”

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৪২) ৷৷

শ্রুতিঃ—ন তন্ত্ৰ কার্য্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে

ন তৎসমশ্চাত্ম্যাদিকঞ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মৈ শক্তির্বিবিধৈব জায়তে

আত্মাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৮॥

অম্বশাস্ত্রবাদ—[কিরূপে তিনি মহেশ্বর তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন,—]

তন্ত্ৰ (তাঁহার) কার্য্যং (শরীর) করণং চ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ন বিজ্ঞতে
(নাই অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই, কিন্তু স্বরূপাত্ম-
বদ্ধী অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই বর্ত্তমান) [অতএব]
তৎসমঃ চ (তাঁহার তুল্যস্বরূপ) অভ্যাদিকঃ চ (এবং তাঁহা হইতে

শ্রেষ্ঠও কেহ) ন দৃশ্যতে (দেখা যাইতেছে না, শোনাও যায় না)
অস্ত্র (এই পরমেশ্বরের) পরা শক্তিঃ (দিব্য শক্তি) বিবিধা এব
(নানাপ্রকারই-) [ইতি] শ্রুয়তে (ইহা বেদাদি শাস্ত্রে শুনিতো পাওয়া
যায়, ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ) [এবং] জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ (তাঁহার
জ্ঞান অর্থাৎ চিং বা সংবিৎ, বল অর্থাৎ সং বা সন্ধিনী, ও
ক্রিয়া অর্থাৎ আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি) স্বাভাবিকী (স্বভাব-
সিদ্ধ, স্বরূপাত্মবন্ধিনী ও নিত্য) [ইতি শ্রুয়তে—ইহাও বেদ প্রমাণ-
সিদ্ধ] ৷৮৷

অমুবাদ—সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে প্রধানও
কেহ নাই। ইহার পরা শক্তি বিভিন্নপ্রকার, এবং তাহা স্বরূপাত্ম-
বন্ধী, যাহা জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সংবিদ, সন্ধিনী, হ্লাদিনীরূপা
স্বরূপশক্তি নামে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে ৷৮৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কার্য্যং শরীরং করণমিন্দ্রিয়ং জ্ঞানবলাভ্যাং
সহিতা সৃষ্টিসংহারাদিলক্ষণং ক্রিয়া জ্ঞানবলক্রিয়া, শিষ্টং স্পষ্টম্ ৷৮৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—তস্ত মহেশ্বরত্বমেবোপপাদয়তি—তস্ত কার্য্যং
শরীরং ন বিদ্যাতে প্রাকৃতশরীরহীনত্বাং প্রাকৃতশরীরং বিনৈব
স সৰ্ব্বং সৃজতি, করণং চক্ষুরাদিকমিন্দ্রিয়ঞ্চ নাস্তি, জ্ঞানসাধনং হি
ইন্দ্রিয়ং, তচ্চ দেহাশ্রিতং সং বিষয়সম্বন্ধাং জ্ঞানং জনয়তি পরমেশ্বরস্ত
প্রাকৃতশরীরাতাবাং প্রাকৃতেন্দ্রিয়মপি নাস্তি, কিন্তু তস্ত অপ্রাকৃত-স্বরূপা-
ত্মবন্ধী সচ্চিদানন্দময়-শ্রীবিগ্রহং নিত্যমস্তি। নহু তথা তত্রোচ্যতে, তেন
তৎ সতি তস্ত কথং জ্ঞানং সৃষ্টিক্রিয়াচ তত্রোচ্যতে পরাহস্তশক্তিঃ ন তৎসমঃ
অয়মেব তস্ত বিশেষঃ, তেন তৎ সমানঃ সজাতীয়ঃ কোহপি ন, উক্তঞ্চ
“অপাণিপাদৌ জবনৌ গ্রহীতৌ পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ” ইত্যাদি

অতএব তদ্বিজ্ঞাতীয়েহপি নাস্তি তদেবাহ—নচাভ্যধিকশ্চ শ্রয়তে, শ্রয়তে ইত্যেনৈব সৰ্বপ্রমাণমূলীভূতশ্রুত্যা তাদৃশশক্তিমান্ পুরুষঃ অশ্রো কশ্চিৎ ন বর্ণিত ইতি ভাবঃ । নহু বিচিত্রোহয়ং বিশেষঃ যৎ প্রাকৃতশরীরম্ ইন্দ্রিয়াদিকং বিনৈব সৃষ্টিকৰ্ত্তৃভূমিতিচেদুচ্যতে পরা অশ্র শক্তিঃ, এতাদৃশী অশ্র শক্তিঃ অতএব পরা সৰ্বাধিকা, সাচ বিবিধৈব জীব-মায়া-কালস্বভাবাদিনিষ্ঠাহপি অশ্রৈব শক্তিঃ প্রতিবস্তুনিয়তাশক্তিরশ্রৈবা-ধীনেতি কৃত্বা অশ্রশক্তিরিত্যুচ্যতে । নহি স্বকপোলকল্পিতমেতৎ তদাহ—শ্রয়তে ইতি বেদাদিষু তথাচ শ্রুতিঃ—‘এতাবানশ্র মহিমাহতোজ্যায়ান্শ্চ পুরুষ’ ইতি । ‘তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সৰ্বহৃতঃ’ ইত্যাদয়শ্চ শ্রুতয়োহনুসন্ধেয়াঃ । স্মৃতিরপি—‘উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমাণ্বোত্মদাহৃতঃ । যো লোকত্রয়-মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ’ লোকত্রয়মাবিশ্ত পরমাণ্বরূপেণ সৰ্বত্র শক্তিং সংযোজ্য বিভর্তি ধারয়তীত্যর্থঃ । নহু সৃষ্টৌ উপাদানপ্রত্যক্ষমাবশ্যকং তচ্চ শরীরেন্দ্রিয়রহিতশ্চ কথং সম্ভবেৎ তত্রাহ—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ জ্ঞানক্রিয়া সৰ্ববিষয়কজ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বল-ক্রিয়াচ স্বকৃপয়া সৰ্বস্বদানপ্রবৃত্তিশ্চ স্বাভাবিকী অহৈতুকী, স্বরূপানুবাদিনী, অয়ং ভাবঃ—সত্যমশ্র শরীরেন্দ্রিয়াদিকং নাস্তি তদভাবপ্রতিযোগিশরীরাদিকং অপ্রাকৃতং যন্তব্যম্—স্বরূপতোহয়ং চতুৰ্ভূজো বশোদান্তনুপায়ী সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তিমানিতি বোধব্যম্ । উক্তঞ্চ বেদান্তমুদ্রীয় গোবিন্দভাষ্যে নিত্যজ্ঞানাদিগুণককৃতং । অগ্ন্যুষ্মতাৰং অস্যা নৈসর্গিকী শক্তিরস্তি কীদৃশীত্যাহ—জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ—সম্বিং-সন্ধিনী-হ্লাদিনীৰূপা ক্রমাৎ সা বোধ্যা ইতি তৎ স্মৃশ্বা টিকা দ্রষ্টব্য। ৮।

তত্ত্বকর্ণা—সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাকৃততেজস্ক্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই । তাঁহার ত্রিবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, সেইজন্য তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলে । অতএব জড় দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিত-সহকারে

এক সময়ে সৰ্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সৰ্বদা সৰ্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনধামে নিত্যলীলা-পরায়ণ। তিনি পরাংপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার ও সৰ্ব্বশক্তিমান। অন্য যাহা কিছু শক্তি অল্পভূত হয়, সকলই তাঁহারই বা তদধীন। তাঁহার এমন অচিন্ত্য-শক্তি, যাহা জীবের পরিমিত বুদ্ধিতে সামঞ্জস্য করিতে পারে না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নামই পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপে সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী নামে পরিচিতা, ইহা স্বাভাবিকী ও বিবিধা।

এতৎ-সম্বন্ধে এই খেতাস্থতর-শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্র স্রষ্টব্য।

ত্রিচৈতন্ত্যচরিতামৃতে পাই,—

“অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।

‘ইচ্ছাশক্তি’, ‘ক্রিয়াশক্তি’, ‘জ্ঞানশক্তি’ নাম।

ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সৰ্ব্বকর্তা।

জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা।

ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।

তিনের তিন শক্তি মেলি’ প্রপঞ্চ-বচন।

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্মাণ।

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিহ্নিত্তি দ্বারায়।

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিহ্নিত্তিবিলাস।

তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ।

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
 জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ॥
 জড় হৈতে সৃষ্টি নহে, ঈশ্বরশক্তি বিনে ।
 তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥
 ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
 লোহ যেন অগ্নি-শক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

আরও পাই,—

“কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা’তে তিন প্রধান ।
 চিহ্নশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥
 অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে ।
 অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ পঃ)

ত্রিবিষ্ণুপুরাণে পাই,—

“হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিন্দ্বেয্যকা সর্বসংস্থিতৌ ।
 হ্লাদতাপকরী মিশ্রা অগ্নি নো গুণবর্জিতে ॥”
 (বিঃ পুঃ ১।১২।৬২)

আরও পাই,—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথাহপরী ।
 অবিদ্যা-কর্ম-সংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিহ্যতে ॥”
 (বিঃ পুঃ ৬।৭।৩১)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ঋষাঽন্মায়াম্যোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ।
 বিলুপ্তম্ বিশ্বজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাঽন্যন্যমানা ॥”
 (ভাঃ ২।২।২৬)

শ্রীমুতবাক্যে পাই,—

“কুতঃ পুনর্গূর্ণতো নাম তস্য মহন্তমৈকাস্তপরায়ণস্য ।

যোহনস্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদগুণত্বাদ্ যমনস্তমাহঃ ॥”

(ভাঃ ১।১৮।১২)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

“কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্

যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্তিলোক্যাম্ ।

কাহো কথং বা কতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥”

(ভাঃ ১০।১৪।২১) ৮॥

শ্রুতিঃ—ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে

ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো

ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৯॥

অম্বয়ানুবাদ—[যেহেতু তিনি এইপ্রকার একমুত্র] তস্য (তঁহার) কশ্চিৎ (কোনও) পতিঃ (প্রভু) লোকে (জগতে) ন অস্তি (নাই) ঈশিতা চ (এবং নিয়ন্তাও) ন (নাই); তস্য (তঁহার) লিঙ্গম্ (অহুমাপক লক্ষণ) ন এব চ (মোটাই নাই), সঃ (তিনি) কারণং (সমস্ত বস্তুর কারণ) করণাধিপাধিপঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাদিগেরও অধীশ্বর) [যেহেতু] অস্য (এই পরমেশ্বরের) কশ্চিৎ জনিতা চ (কোনও উৎপাদকও) ন [অস্তি] (নাই) অধিপঃ চ (অধিপতি, প্রভু বা নিয়ন্তাও) ন চ [অস্তি] (নাই) ৯॥

অনুবাদ—এই জগতে সেই পরমেশ্বরের কেহ প্রভু বা পরিচালক নাই এবং নিয়ন্তাও নাই। যে লিঙ্গ অর্থাৎ অহুমাৎক হেতু ধরিত্রী তাঁহার অহুমান করিবে, সেক্ষেপ হেতুও নাই। যেহেতু তিনিই সকলের কারণের-কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণেরও তিনি অধিষ্ঠাতা, জীবের যেমন স্বকৃত কর্ম, কালাদি দেহ-গ্রহণের হেতু আছে, তাঁহার সেইরূপ উৎপাদক কেহ নাই, অতএব তাঁহার অধিষ্ঠাতাও কেহ নাই ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—লিঙ্গং জ্ঞাপকহেতুঃ, করণাধিপঃ জীববিশেষঃ ॥৯॥

শ্রুতার্থবোধিনী—যস্মাদেবজ্ঞাতঃ স পরমেশ্বরস্তস্মাদ্ভেদোঃ তস্মাৎ কশ্চিৎ পতিঃ প্রভুঃ লোকে জগতি নাস্তি অতএব ঐশিত্য নিয়ন্তা নাস্তি, শরীরাত্তাৎ স ন প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্যঃ, নাপি অহুমেয়ঃ, অহুমাৎ হি অহুমাৎকলিঙ্গং বর্ত্ততে যথা ধূমো বহ্নেঃ, তচ্চ লিঙ্গং কিমপি তস্মাৎ নাস্তি, নহু ক্ষিত্যক্ষুরাদিকং কর্তৃজ্ঞাতং কার্যাত্মং ঘটবদিত্যহু-মানেন যথা ক্ষিত্যক্ষুরাদেঃ কর্তৃজ্ঞাতমহুমাৎ স চ কর্তা ঈশ্বর ইতর-বাধাদভ্যুপেয়তে তথা পরমেশ্বরোহহুমেয়ঃ স্তাদিত্যেতৎ যতঃ অহুমিতৌ অহুমাৎকঃ, অহুমেয়ম্ অহুমিতিকারণঞ্চ অপেক্ষাতে ইতি তস্মাৎ অহুমেয়ত্বে কশ্চিৎ অহুমাৎকোহঙ্গীকার্য্যঃ স চ নাস্তি যতঃ স কারণং সর্কো-ষাৎউৎপাদকঃ, ন চ জীব এবাহুমাৎকোহস্তি বাচ্যং জীবস্ত তদধীনত্বাৎ ইত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—স করণাধিপাধিপঃ জীবাত্মা ইন্দ্রিয়ানি চালয়ন্ অহু-মিনোতি অহুমীয়তে চ ইন্দ্রিয়চালকত্বেন ইতরবাধসংকুলতেনাগমেন বা কিন্তু পরমেশ্বরস্তস্মাৎ ইন্দ্রিয়াধিপস্ত দেবগণস্তাপি প্রবর্ত্তকঃ, অতোন-তয়োতৈক্যম্। নহু যঃ ক্ষিত্যাদিকর্তা স এবেশ্বর ইতি চেত্ন, তস্মাৎ প্রবৃত্তেঃ কারণসাপেক্ষত্বাৎ ন চ তস্মাৎ প্রবর্ত্তকোহস্তি, কথং তস্মাৎ প্রবর্ত্তকো নাস্তি তত্রাহ—কশ্চিৎ অস্ত জনিতা দেহপরিগ্রহে হেতুঃ

প্রকাশকো বা নাস্তি কৰ্ম্মাচ্ছভাবাৎ—মাস্ত উৎপাদকঃ, জীবশ্চেব পরমাত্মা
তন্নিয়ন্তা কশ্চিৎশ্চাৎ তদপি ন। যতঃ তস্মৈ অধিপোহপি নাস্তি সহি
সৰ্ব্বাধিপাধিপঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—জগতে সেই পরমেশ্বরের কেহ পতি বা পরিচালক
নাই। সকলেই তাঁহার দাস, তিনি সকলের প্রভু বা স্বামী।
তাঁহার শাসক বা নিয়ন্তাও কেহ নাই, তিনিই সকলের শাসক
বা নিয়ন্তা। তাঁহার অহু্যাপক লিঙ্গও নাই। তিনি সৰ্ব্বত্র পরিপূর্ণ
ও পরিব্যাপ্ত। তিনি সৰ্ব্বকারণেরও কারণ, সমস্ত অন্তঃকরণ ও
ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণেরও অধিপতি অর্থাৎ শাসক।

পরমাত্মা পরব্রহ্মের কোন উৎপাদক নাই বা অধিপতিও নাই।
তিনি অজ, সনাতন, সৰ্ব্বথা স্বতন্ত্র ও সৰ্ব্বশক্তিমান্।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥” (গী: ৪।৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।

জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ১৭ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহার সৰ্ব্বকারণত্বের সৰ্ব্বকারণকত্বের বিষয় পাওয়া
যায়,—

“যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।

যোহস্মাৎ পরস্মাদ্ পরন্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ (ভা: ৮।৩।৩)

শ্রীভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধেও পাই,—

“তমক্ষরং ব্রহ্ম পবং পরেশ-

মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ।

অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদ্র-

মনস্তমাগুং পরিপূর্ণমীড়ে ॥” (ভাঃ ৮।৩।২১)

শ্রীভগবত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“ন নামরূপে গুণকর্মজন্মভি-

নিরূপিতব্যো তব তস্মৈ সাক্ষিণঃ ।

মনোবচোভ্যামনুমেষ্যবজ্ঞানা

দেবক্রিয়ায়াং প্রতিষন্ত্যথাপি হি ॥” (ভাঃ ১০।২।৩৬) ॥২॥

শ্রুতিঃ—যন্তুস্তনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ ।

স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যম্ ॥১০॥

অন্থয়ানুবাদ—[অতঃপর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পরমেশ্বরের নিকট নিজ অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন—] যঃ (যিনি) দেবঃ একঃ (এক অদ্বিতীয় লীলাময়) তন্তুভিঃ (সূত্রদ্বারা) তন্তুনাভঃ ইব (লুতাকীট মাকড়সার মত) প্রধানজৈঃ (স্বীয় স্বরূপভূত পরা শক্তি হইতে উৎপন্ন অনন্তকার্য্য দ্বারা) স্বভাবতঃ (স্বাভাবিকভাবে) স্বম্ (নিজে) আবৃণোৎ (আবৃত করিয়া রাখেন), [অথবা] প্রধানজৈঃ (মায়া প্রকৃতি হইতে সন্তৃত) তন্তুভিঃ (তন্তুস্থানীয় নাম, রূপ কর্ম-দ্বারা) স্বভাবতঃ (স্বভাববশতঃ অর্থাৎ নিজের কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই নিরুদ্দেশভাবে) স্বম্ (নিজে) অর্থাৎ জীবরূপী আত্মাকে) আবৃণোৎ (আবৃত করিয়া থাকেন)] সঃ (সেই পরমেশ্বর)

নঃ (আমাদিগের) ব্রহ্মাপ্যং (ব্রহ্মের সহিত মিলন) দধাতু (বিধান করুন অর্থাৎ যেমন তিনি নিজ হইতে জীবকে বাহির করিয়া বহিস্মুখতাবশতঃ সংসারী করতঃ তাহাকে নাম-রূপ-কর্ম দিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ তিনিই আবার তত্ত্ব স্থানীয় নাম-রূপ-কর্ম নাশ করিয়া নিজের আশ্রয়ে আমাদিগকে প্রবেশ করাইয়া মুক্তি দিউন— এবং শ্রীপাদপদ্মের সেবাধিকার প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা ।) ॥১০॥

অনুবাদ—যেমন উর্গনাত (মাকড়সা) নিজদেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহার দ্বারা জাল রচনা করে ও তাহাতেই নিজেকে আবৃত রাখে পরে আবার সেইসব সূত্র নিজমধ্যে গুটাইয়া নিজমধ্যে প্রবেশ করায়, ইহা তাহার স্বভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সেইরূপ পরমেশ্বর একাই লীলাবশে যোগমায়া দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখেন এবং রূপাক্রমে ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করেন অথবা মায়া প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত নাম, রূপ, কর্মতত্ত্বদ্বারা নিজ বিভিন্নাংশে জীব আমাদিগকে বহিস্মুখতার ফলে আবৃত বা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই আবার আমাদের উন্মুখতাদর্শনে তাঁহা হইতে বিচ্ছেদ অপনয়ন করুন অর্থাৎ আমাদিগকে সেই আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া শ্রীচরণ-সেবাধিকার দান করুন ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সূনাথ্যকীটবিশেষঃ স্বসন্নিহিতং তত্ত্ববিশেষঃ যথা তত্ত্বভিরাবৃণোতি এবং প্রকৃতিজৈঃ প্রাকৃততত্বৈঃ স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাতশ্চিদ-বর্গমাবৃণোতি সৃগুজ্ঞানং কৰোতি, দেবোহস্মাকং ব্রহ্মণি অপ্যয়ং কৰোতু মুক্তশ্চ ব্রহ্মণি অপ্যয়ো নাম ভেদাকারাম্ফুরণম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যজ্ঞদৃগ্ পরমেশ্বরমাত্মনো মুক্তিং প্রার্থয়তে— যতূর্গনাত ইত্যাদিনা, তত্র প্রথমং পরমেশ্বরশ্চ উর্গনাভবং বিভিন্নাংশ জীবরূপেণ স্বস্তাবরণং বিবৃণোতি যন্ত যঃ খলু দেবঃ লীলাময়ঃ পরমেশ্বরঃ

উর্গনাভঃ লুতাকীট ইব স যথা স্বশ্মাৎ শরীরাৎ তন্তুন্ নিষ্কাশ্য বিনাকামং
 তৈঃ পাশং রচয়িত্বা তেনাআনমাবুণোতি পরম্বাক্ত স এব স্বয়ং তং
 পাশমামুচ্য স্বশ্মিরেব স্বনির্গতান্ তন্তুন্ প্রবেশয়তি তথা একো দেবঃ
 স্বশ্মাৎ জীবান্ নিষ্কম্য তান্ নাম-রূপ-কর্ম্মভিরাবুণোতি ইয়মেব তন্ত
 লীলা, নাত্র কাপি তন্ত ফলাকাজ্জা ইত্যুপমানোপমেয়য়োঃ সাধারণো
 ধর্ম্মঃ, তমেব বিবুণোতি যথা উর্গনাভঃ প্রকৃতিভৈঃ প্রকৃতিবাত্মা তৎসমুতৈঃ
 তন্তুভিঃ সূত্রৈঃ স্বভাবতঃ স্বভাবেন স্বম্ আত্মানং সমাবুণোৎ আচ্ছাদয়তি
 তন্তুভিঃ পাশং রচয়িত্বা, তেন তথৈব পরমেশ্বরঃ স্ব-বিভিন্নাংশরূপং জীবং
 সৃষ্ট্বা বধ্নাতি প্রধানভৈঃ অব্যক্তসমুতৈঃ নামরূপকর্ম্মভিঃ স্বভাবতঃ
 বিনাতিপ্রায়মিত্যর্থঃ স্বম্ জীবাআনম্ আবুণোৎ আবুণোতি—জীবরূপং
 বিভিন্নাংশম্ আবধ্নাতি সঃ, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা নঃ অস্ম্যাকং ব্রহ্মাপ্যং ব্রহ্মণঃ
 পরমেশ্বরাৎ অপ্যং বিচ্ছেদং অদধাৎ কৃতবান্ অতন্তমপ্যং স নাশয়তি
 প্রার্থনা। স নো দধাতু ব্রহ্মাব্যয়মিতি পাঠে স এবার্থঃ ॥১০॥

তন্তুকণা—উর্গনাভ যেরূপ স্বশক্তি হইতে উৎপন্ন তন্তুসমূহ দ্বারা
 আপনাকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইপ্রকার অধিতীয় পরমপুরুষ
 পরমেশ্বরও নিজ স্বরূপভূত মুখ্য এবং দিব্য অচিন্ত্যশক্তি হইতে উৎপন্ন
 অনন্ত কার্য্য দ্বারা স্বভাবতঃ নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন।
 যে কারণ সংসারী জীব উহাকে দেখিতে পায় না। সেই সর্ব্বশক্তি-
 মান্ সর্কাদার পরমেশ্বর সেবক আমাদিগকে পরম আশ্রয়ভূত পর-
 ব্রহ্মস্বরূপের সহিত মিলিত করুন অর্থাৎ নিত্য দাস্ত প্রদানপূর্ব্বক স্বচরণে
 আশ্রয় দিউন।

শ্রীমন্তাগবতে পাই, মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

“নমন্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণাকুর্ঠমেধসে।

স্বযোগমায়্যাচ্ছন্নমহিমে পরমাত্মনে।

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃক্ষয়ঃ ।

মায়াজ্জবনিকাচ্ছন্নমাস্থানং কালমীশ্বরম্ ॥”

(ভাঃ ১০।৮৪।২২-২৩)

আরও পাই,—

“তস্তান্ত তে দদৃশিমাজ্জ্বমঘৌষমৰ্ষ-

তীর্থান্দং হৃদি কৃতং স্থবিপকৃষোগৈঃ ।

উৎসিক্তভক্ত্যুপহতশয় জীবকোশা-

আপূৰ্ভবদগতিমধাহুগৃহাণ ভক্তান্ ॥” (ভাঃ ১০।৮৪।২৬)

শ্রীগীতার শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

“নাহং প্রকাশঃ সৰ্বশ্চ যোগমায়া-সমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥”

(গীঃ ৭।২৫) ॥১০॥

শ্রুতিঃ—একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ

সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরাগ্না ।

কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুৰ্ণশ্চ ॥১১॥

অন্ত্যানুবাদ—[পুনরায় ঋষি শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণনপূর্বক উপদেশ দিতেছেন] [তিনি] একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (ছোতনাত্মা পরমদেব পরমেশ্বর) সৰ্বভূতেষু (সকল প্রাণীর মধ্যে) গৃঢ়ঃ (গুপ্ত হইয়া আছেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত) সৰ্বব্যাপী (বিশ্বব্যাপক হইয়াও), সৰ্বভূতান্তরাগ্না (সকল প্রাণীর অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মা) কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ (সকল কৰ্ম্মের অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক) সৰ্বভূতাধিবাসঃ (সকল প্রাণীর নিবাসস্থান) সাক্ষী (সকল বিষয়ের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত) চেতা (চেতনস্বরূপ বা

চেতয়িতা) কেবল: (সৰ্ব্বাধা বিমুক্তস্বভাব, প্রাকৃতিক দেহাদি-
উপাধিশূন্য) চ (এবং) [তিনি] নিগূৰ্ণ: (প্রাকৃতিক লব্ধাদি-গুণ-সম্পর্ক
রহিত) ॥১১॥

অমুবাদ—সেই পরম পিতার ধ্যান ব্যতীত পরমার্থ লাভের অন্য
কোন উপায় নাই। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যেই আছেন কিন্তু
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তিনি সর্বময় কিন্তু প্রাকৃতিক উপাধিশূন্য,
তিনি গ্ৰোতনস্বভাব অর্থাৎ সকল বস্তুকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন,
তিনি বিশ্বব্যাপক এবং সর্বপ্রাণীর অন্তর্ধ্যামিষরূপ। জীবের শুভাশুভ
সমস্ত কর্মের তিনি নিয়ামক। সকল প্রাণীর স্থিতির কারণ বা
সকলের নিবাসস্থান, সকলের সকল কর্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা, তিনি
স্বয়ং চেতনস্বরূপ ও সকলের চেতয়িতা এবং প্রাকৃতিক গুণরহিত
এজন্ত স্ব-দুঃখাদি সম্পর্করহিত ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্বভূতেষু অন্তরেহবিদিততয়া বর্তমানঃ, সর্ব-
ব্যাপিতয়া সর্বভূতাংস্তবাস্মা তচ্ছরীরেষুপ্রবিষ্টঃ কর্মসু প্রেরকঃ, চেতা
চিৎপ্রচয়নে ইতি ধাতুঃ সকলপ্রপঞ্চনির্মাতা, নিগূৰ্ণঃ গুণত্রয়বশতা-
ভাবাৎ, ফলাভিসন্ধিপূর্বককর্তৃত্বাভাবেন কেবল উদাসীনঃ, ঈদৃশঃ ‘অপ-
হতপাপ্মা দিব্যো দেব এক’ ইতি প্রসিদ্ধো দিব্যো দেব এক
এবেতার্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যার্থবোধিনী—তং সর্বতোদর্শয়ন্ মন্ত্রদৃক্ তদাশ্রয়াৎ পুরুষার্থ-
প্রাপ্তিং দর্শয়তি মন্ত্রধ্বয়েন—এক ইত্যাদিনা—এক: অধিতীয়ঃ, দেবঃ
গ্ৰোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ সর্বপ্রাণিষু অন্তর্ধ্যামিষরূপেণ তিষ্ঠতি তথাপি
যং স ন দৃশ্যতে তত্রহেতুঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ প্রচ্ছন্নভাবে-
নাবস্থিতঃ ন কেবলং জীবাস্তঃস্বঃ স কিন্তু সর্বব্যাপী বিদুত্বাৎ বিশ্ব-

ব্যাপকঃ, তন্তু বিশ্বব্যাপ্ত্যভাবে বস্তুনাং ষড়্‌বিকারাসম্ভবঃ নহি চেতনং
 কিমপি বিনা তেষাং তথা সম্ভবঃ । নহু তর্হি কথং তন্তু দৃশ্যত্বং নহি
 দেশকালানুগবচ্ছিন্নস্ত দর্শনং সম্ভবতি তত্রাহ—সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা সর্বেষাং
 ভূতানাং প্রাণিনাং অন্তরাষ্ট্রা অন্তর্ধ্যামীত্যর্থঃ জীবোহি চিদংশঃ
 ক্ষুদ্রিণ ইবাগ্নেঃ, যথা ‘ষা স্পর্শা সযুজ্জা সখায়া’ ইত্যাদি শ্রুত্যা পর-
 মেশ্বরস্ত জীবসহভাবেন স্থিতিকচ্যতে । কর্ম্মাধ্যক্ষঃ কর্ম্মণাং শুভা-
 শুভানাম্ অধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠাতা পরিচালক ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতান্তরে
 ‘অথ হ স এবৈনং শুভং কর্ম্মকারয়তি যমেবৈষ উব্রিনীযতি’ ইত্যাদৌ ।
 সর্বভূতাদিবাসঃ সর্বাণি ভূতানি অধিবসতি যথা সর্বাণি ভূতানি অধি-
 বাসয়তি পালনাং ইতি অতো ন পৌনরুক্ত্যম্ । সাক্ষী স সর্বেষাং
 প্রাণিনাং সর্বকর্ম্মণাং সাক্ষাদ্ভ্রষ্টা—সাক্ষাদ্ভ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াং ভ্রষ্টরি
 অর্থে সাক্ষাৎ শব্দাৎ ইনি প্রত্যয়েন সিদ্ধম্ । চেতা—স্বয়ং চিৎ-
 স্বরূপঃ অন্তস্ত চেতয়িতা চৈতন্যাদায়কঃ, কেবলঃ নিরূপাধিকঃ, নিগুণশ্চ
 সখাদিপ্রাকৃতিকগুণবহিতঃ অতঃ স্বরূপাত্মবন্ধিকারুণ্যাদিগুণবস্বেহপি
 ন বিরোধঃ ॥১১॥

ভট্টকণা—এক্ষণে শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—সেই
 অধিতীয় পরমদেব পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে
 অবস্থিত । তিনি সর্বব্যাপী আবার সকল প্রাণীর অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মা ।
 তিনি জীবের সকল কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক । তিনি
 সৃষ্টিকলের কর্ম্মাত্মসারে ফলদাতা ও সকলের নিবাসস্থান অর্থাৎ আশ্রয় ।
 তিনিই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের ভ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ । তিনি
 স্বয়ং পরম চেতন এবং সকলের চৈতন্য বিধায়ক । তিনি সর্বথা
 বিস্তৃত অর্থাৎ নির্লেপ এবং প্রাকৃত গুণাতীত নিগুণস্বরূপ কিন্তু
 অপ্রাকৃত কল্যাণগুণসমুদয় সর্বদাই তাঁহাতে অবস্থিত ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“জ্ঞানে স্বাং সৰ্বভূতানাং প্রাণেজঃ সহো বলম্ ।

বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥

অং হি বিশ্বসৃজাং সৃষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ ।

কালং কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাশ্রনাম্ ॥”

(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭)

আরও পাই,—

“যো হুর্নির্মশপথয়া নিজমায়য়েদং

সৃষ্টা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ ।

তৈশ্চ নমো হুরববোধবিহার-ভঙ্গ-

সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥” (ভাঃ ১০।৪৯।২২) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—একো বশী নিজ্জিয়াণাং বহুনা-

মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেমাং স্মৃৎ শাস্ততং নেতরেবাম্ ॥১২॥

অনুমান্যবাদ—একঃ (এক অদ্বিতীয় দেবতা পরমেশ্বর) যঃ (যিনি) নিজ্জিয়াণাং (জিয়াহীন কূটস্থ) বহুনাং (বহু জীবের) বশী (শাসক বা প্রভু) [যিনি] একং (এক) বীজং (মূল কারণ প্রকৃতিরূপ বীজকে) বহুধা (দেব-মহুশ্ব-পশুপক্ষী প্রভৃতি বহুরূপে) করোতি (পরিণত করিতেছেন) আত্মস্থম্ (হৃদয়স্থিত) তং (সেই পরমদেবতাকে) যে ধীরাঃ (যে সকল ধ্যানকারী ব্যক্তি) অনুপশ্যন্তি (ধ্যানযোগে নিরন্তর দর্শন করেন) তেষাং (সেই পরমাত্মদর্শন-কারীদিগের) শাস্ততং (নিত্য) স্মৃৎ (স্মৃৎ অর্থাৎ পবমানন্দ প্রাপ্তি হয়)

ইতরেষাম্ (যাহারা সেই পরমাত্মদর্শনরহিত তাহাদের) ন (শাশ্বত
স্থ হইয়া না) ॥১২॥

অনুবাদ—যাহারা জানে যে, একমাত্র পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র, আর
সমস্ত জীব তদধীন; জীব স্বরূপতঃ নিগুণ ও কূটস্থ হইলেও ঈশ্বর-
ধীন চলিতে হয়। জীব ঈশ্বর-বিমুখ হইলে তাহাকে বহুরূপে দেহ
ধারণ করিতে হয়, সেই দেহধারণের বীজ এক প্রকৃতি, উহা এক
হইলেও জীবের কৰ্মফল-ভোগের জগৎ পরমেশ্বর তাহাকে বহুরূপে
পরিণত করিতেছেন, সেই পরমেশ্বর হৃদয়মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত;
ইহা যে ধীর ব্যক্তিগণ জানিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিরন্তর দর্শন
করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত স্থ লাভ হয়, তদ্বিভিন্ন ভগবদ্বিমুখের এ
স্থ দুর্ভাব ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিষ্ক্রিয়াগাং স্বতঃ প্রকৃতিরহিতানাং চেতনানাং
বশী স্বাধীনসৰ্ব্বচেতনবর্গ ইতি যাবৎ, একং জগৎবীজং অব্যক্তলক্ষণং
মহদহঙ্কারাদিরূপেণ যঃ বহুধা করোতি তম্ আত্মস্থং স্বান্তর্যামিণং যে
জানন্তি ত এব মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—তত্ত্বজ্ঞানপ্রকারমাহ—একো বশীত্যাদিনা বশী
স্বতন্ত্রঃ একো দেবঃ পরমেশ্বরঃ নাগ্নোহস্তি নিষ্ক্রিয়াগাং প্রাকৃত ক্রিয়া-
রহিতানাং জীবানাং ক্রিয়াগাং দেহেন্দ্রিয়গতং নাত্মসমবেতং তথাহাত্মা-
নিষ্ক্রিয়োনিগুণঃ কূটস্থঃ অনাত্মধৰ্ম্মানাঅনুধ্যাত্ম অহংকর্তা ভোক্তা স্থখী-
দুঃখীত্যভিন্নগতে ভেদাৎ নিয়ামকঃ যঃ একং বীজং প্রকৃতিরূপং বহুধা
বহুভিঃ প্রকারৈঃ দেবমহত্ত্বাদিনামরূপৈরিত্যর্থঃ করোতি পরিণময়তি
জীবাশ্রয়ভূতানি বহুনি শরীরানি প্রকৃতিদ্বারেণ সৃজতি। ততশ্চ
আত্মস্থং আত্মনি স্থিতং তং পরমাত্মানং যে ধীরাঃ ভক্তাঃ বিবেকিনঃ

অল্পপশুস্তি অল্পক্ষণং ধ্যানযোগেন তস্ম দর্শনং কুর্বন্তি তেষাং বিবেকিনাং
ভক্তানাং শাস্তং চিরন্তনং সুখং মুক্তিরিত্যর্থঃ ভবভীতিশেষঃ,
ইতরেষামন্যাবিদাং অভক্তানাং তস্ম, তেষাং কেবলং হঃখভাগিণ্যমিতি
ভাবঃ ॥১২॥”

তত্ত্বকণা—যিনি এক হইয়াও নিষ্ক্রিয় বহু জীবের নিয়ামক বা
শাসক হন এবং যিনি এক জীবকে প্রকৃতিরূপ বীজের দ্বারা বহুধা
বিভক্ত করিয়া থাকেন, সকল জীবের হৃদয়স্থিত সেই অন্তর্যায়ী
পরমাত্মাকে যে সকল ভাগ্যবান্ ধীর ভগবদ্ভক্ত অন্তরের মধ্যে
অল্পক্ষণ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই নিত্য সুখ লাভ হয়,
অন্তের তাহা হয় না অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন রহিতের কেবল হঃখ-ভোগই
হইয়া থাকে।

কঠোপনিষদেও এতদনুরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, যথা “একো বশী.....
নেতরেষাম্” (কঠ ২।২।১২)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিগুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ।

সর্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাস্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥” (ভাঃ ৪।২০।৭)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

“ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য
ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। তিনি এক, জীব অনেক। তিনি
নিত্য শুদ্ধ কিন্তু জীব বহু হইবার যোগ্য। তিনি নিত্য নির্গুণ জ্যোতিঃ,
জীব স্বরূপভ্রমকালে মলিন হয়। তিনি নিগুণ কখনই প্রাকৃতগুণ-
সঙ্গ করেন না, জীব বাসনাদোষে প্রাকৃত গুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া
পড়েন। তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে

পাবেন। তিনি সর্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু, তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাশ্র বা, জড়াসক্তিশূন্য, জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি অন্তরবহিত-আত্মা, জীব তদাত্মক। তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টি জীববিশেষের বৈলক্ষণ্য।”

আরও পাই,—

“য এবং সমুদ্রাশ্রয়মাশ্রয়ং বেদ পুরুষঃ।

নাজাতে প্রকৃতিস্বোহপি তদুত্তমৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥”

(ভাঃ ৪।২০।৮) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥১৩॥

অষ্টশাস্ত্রবাদ—[যঃ—যে পরমাত্মা] নিত্যানাং (নিত্য জীবগণেরও) নিত্যঃ (নিত্যতা-বিধায়ক অর্থাৎ ষাঁহার নিত্যতায় ইহারা নিত্য) [এইপ্রকার] চেতনানাং (চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তুদিগের) [যিনি] চেতনঃ (চৈতন্যধায়ক চেতয়িতা), একঃ (অদ্বিতীয় ও অন্তরনিরপেক্ষ হইয়াও) যঃ (যিনি) বহুনাং (বহু জীবের) কামান্ (কামনাসমূহ বা কৰ্ম্মফল-নিমিত্তক ভোগ) বিদধাতি (বিধান করিতেছেন), সাংখ্য-যোগাধিগম্যং (আত্মানাত্মবিবেক ও ভক্তিযোগদ্বারা যিনি লভ্য) তৎ (সেই) কারণং (সকলের কারণীভূত) দেবং (পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া ধীরবাক্তি) সৰ্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যা প্রভৃতি সকল বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন) [অতএব সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার কর্তব্য] ॥১৩॥

অমুবাদ—স্রগতে যতপ্রকার নিত্যবস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বরই নিত্যতম, যেহেতু তিনি সকলের অধিষ্ঠান, তাহা নিত্যতাহেতু ঐসকল নিত্যবস্তুর নিত্যতা তাহা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইপ্রকার তিনি সকল চেতনপদার্থের চৈতন্যপ্রায়ক, তিনি পরমচেতন। তিনিইমাত্র সকল জীবের সকল কামনা পূরণ করেন বা প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন, অর্থাৎ জীব যে অপরজীবের ভোগ-সম্পাদক বলিয়া প্রতীত হয়, উহা ভ্রমমাত্র, কারণ সে নিরপেক্ষভাবে নিজের কামনা পূরণ বা ভোগ সম্পাদনে সমর্থ নহে, অপরের তো দ্বৈত কথ। তিনি সকলের কারণ, তাহাকে সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিয়োগ দ্বারা জানিতে পারা যায়, অতএব তত্ত্বজ্ঞান সহকারে ভক্তিয়োগ দ্বারা তাহাকে সাক্ষাৎ করিবে, এইরূপ হইলে অবিশ্রুতি প্রভৃতি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিত্যানাং বহুনাং চেতনানাং নিত্য এক এব চেতনঃ সন্ কামান্ বিদধতি তজ্জ্ঞানানুক্রিতিরিত্যর্থঃ, নিত্যচেতনানাং অনিত্যত্বং ধর্মভূতজ্ঞানসঙ্কোচাদিধর্মযোগাদ্ দ্রষ্টব্যং নিত্যানাং মধ্যে নিত্যঃ অন্তনিত্যঃ চেতনানাং মধ্যে চেতনঃ পরমচেতনঃ ইত্যর্থশ্চ-
ণেহপি ন দোষঃ সাংখ্যযোগাধিগম্যং সাংখ্যযোগশাস্ত্রয়ো স্তাৎপর্ধ্যবিবৃৎ,
‘সাংখ্যযোগঃ পঞ্চরাত্রং দেবাঃ পাণ্ডপতং তথা আত্মপ্রমাণান্তেতানীত্যা-
ক্লেব্রিতি ভাবঃ। ১৩॥

ক্রত্যর্থবোধিনী—ইতচ্চ স এব ধ্যেয়ঃ—ইত্যাহ—নিত্যো-
নিত্যানামিতি—যঃ পরমেশ্বরঃ সর্বেষাং নিত্যানাং জীবানাং মধ্যে নিত্যঃ
তদধিষ্ঠানাং তেষামপি নিত্যঅবিধায়কঃ এবং চেতনানাং চেতন-
বিশিষ্টানাং চেতনঃ চৈতন্যপ্রায়কঃ পরমচেতনঃ, যঃ পরমাত্মা একঃ
একোহপি বহুনাং জীবানাং সর্বেষামিত্যর্থঃ কামান্ কামনাজনিতান্

ভোগান্ বিদধাতি প্রযচ্ছতি । জীবোহি স্বশ্চেব কামস্ত পূরণেহসমর্থঃ,
অয়ম্ একঃ সৰ্ব্বেষাং সকলভোগানাং পূরক ইতি বিশেষঃ কারণং
সৰ্ব্বেষাং কারণীভূতং, তৎ ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ইতি—পরেণাস্বয়ঃ কথং
স জ্ঞেয়ঃ তত্রাহ—সাংখ্য-যোগাধিগম্যং সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন,
যোগেন চ ভক্তিসমাধিনাচ গম্যং জ্ঞেয়ং তথাচোক্তং শ্রীভগবতা ‘যৎ
সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি লভ্যতে’ ইতি এবংবিধং দেবং
প্রকাশশক্তিমন্তঃ পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য, সৰ্ব্বপাশৈঃ অবিন্ধ্যা-
দিত্তিঃ সংসারবন্ধনৈঃ কর্ভুভিঃ মুচ্যতে পরিহীয়তে ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—যিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য অর্থাৎ নিত্যতা-
বিধানকারী এবং চেতন বস্তুসকলের মধ্যে চেতন অর্থাৎ চৈতন্যপ্রদাতা
পরমচেতন এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামসমূহ বিধান
করিয়া থাকেন, সাংখ্যযোগাধিগম্য সেই কারণভূত সৰ্ব্বকারণ-কারণ
পরমদেব পরমেশ্বরকে জানিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়া জীব সকল
মায়াপাশ হইতে মুক্ত হয় ।

এতৎপ্রসঙ্গে কঠোপনিষদের “নিত্যো নিত্যানাং” ২।২।১৩ মন্ত্রটিও
আলোচ্য ।

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

“জং নিত্যমুক্তপরিভুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা

কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।

যদবুদ্ধাবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা

ব্রষ্টা স্থিতাবধিমথো ব্যতিরিক্ত আস্মে ॥” (ভাঃ ৪।২।১৫)

আরও পাই,—

“প্রাপাদীনাম্ বিশ্বম্জ্ঞানং শক্তয়ো যাঃ পরস্ত তাঃ ।

পারিত্যগ্যাবৈশাদৃশাদৃশোশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥” (ভাঃ ১০।৮৫।৬)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনের ফল,—

“দৃষ্টং তবাক্ষি যুগলং জনতাপবর্গং

ব্রহ্মাদিভিহৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।

সংসারকুপপতিতোস্তবর্ণাবলম্বং

ধ্যায়ং শ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ শ্রুতং ॥”

(ভা: ১০।৬৯।১৮) ১১৩।

শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্কং

তস্ম ভাসা সর্কমিদং বিভাতি ॥১৪॥

অনুমানবাদ—সূর্য্যঃ (জগতের প্রকাশক) তত্র (সেই পর-
মাত্মায়) ন ভাতি (প্রকাশক হয় না) [এইরূপ] চন্দ্রতারকং
(আলোকদাতা চন্দ্র ও নক্ষত্র ইহার্য্যও) ন (তাঁহাতে প্রকাশ দান
করে না অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করে না) ইমাঃ (এইসকল) বিদ্যতঃ
(বিদ্যৎ) ন ভাস্তি (আলোকদান করে না অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ
করে না); অয়ম্ (আমাদের দৃষ্টিগোচর) অগ্নিঃ (অগ্নি) কুতঃ ?
(কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে ?) [অধিক কি ?] ভাস্তম্ (স্বতঃ
প্রকাশরূপতা হেতু দীপ্যমান) তমেব অনু (সেই পরমেশ্বরকে হেতুরূপে
গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহে) সর্কং (সকল, তেজঃ পদার্থ)
ভাতি (আলোক দিতেছে) [যেহেতু] তস্ম (সেই পরমেশ্বরের)
ভাসা (দীপ্তিতে) ইদং সর্কং (এই সমুদয় সূর্য্যাদি) বিভাতি (আলোক
দিতেছেন) ॥১৪॥

অনুমানবাদ—সেই পরমেশ্বরকে জগৎপ্রকাশক সূর্য্য প্রকাশ করিতে
পারেন না, এইরূপ চন্দ্র, তারকাও তথায় প্রকাশক নহে, এই অগ্নির

কথা আর কি বলিব? স্ব-স্বভাবে দীপ্যমান তাঁহার প্রকাশশক্তি পাইয়াই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন। যেমন অগ্নির সংযোগে লৌহ দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়, সেইরূপ তাঁহার জ্যোতিতে এই সমস্ত চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আছে ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অন্তার্থঃ স্পষ্টঃ ॥১৪॥

ঋত্যাৰ্থবোধিনী—কুতন্তশ্চ সৰ্ব্বেচেতন-চেতনত্বম্ তত্রাহ—ন তত্রৈতি তত্র তস্মিন্ পরমজ্যোতিষি পরমেশ্বরে সৰ্ব্বাবভাসকোহিপি সূর্যো-
ন ভাতি ন প্রকাশতে সূর্যোহি সৰ্ব্বাণ্মনন্তশ্চৈব ভাসা রূপজাতং প্রকাশয়তি নহি তন্ত স্বতঃপ্রকাশনসামর্থ্যম্। এবম্ অগ্নেহপি তেজঃ-
স্বভাবাগ্রহাঃ তশ্চৈব ভাসা ভাস্তি ইত্যাহ—ন চন্দ্রতারকম্—চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ ইতি সমাহারে ক্লীবমেকম্ ব্রূষ্যচ্চ। ইমাঃ প্রকাশশীলাঃ বিদ্যাতঃ ন তত্র ভাস্তি, অগ্নেস্তুত্ৰাধিকার এব নাস্তি ইত্যাহ—
কুতোহয়মগ্নিঃ—অয়ম্ অশ্বদৃষ্টিগোচরঃ অগ্নিঃ কুতঃ? কথং ভাতু ইত্যর্থঃ সৰ্ব্বেষামেষাং তদন্তগ্রহেণ কালবিশেষমপেক্ষ্য প্রকাশকত্বাৎ অল্পপ্রকাশত্বাচ্চ পরমজ্যোতির্শ্রুত্যাৎ পরব্রহ্মণোনানুযমিতভাবঃ। কিং বহুনা ভাস্তম্ স্বয়মেব দীপ্যমানং তম্ পরমাআনম্ অহু হেতুরুপেণ লক্ষ্যকৃত্য ‘অহুর্লক্ষণে’ ইতি কৰ্ম্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞায়াং ততোগে দ্বিতীয়া। সৰ্বং ভাতি দীপ্যতে, তন্ত ভাসা জ্যোতিষা সৰ্ব্বমিদং সূর্যাদি ভাতি তথাচ স্মৃতিঃ ‘ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ’ ইতি ‘জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি’রিত্যিচ। ঋতিশ্চ ‘যেন সূর্যাস্তপতি তেজ-
সেন্দ্রঃ। তন্ত ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি’ ইত্যাদিকা। তং দেবং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ইত্যম্বয়ঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—সূর্য্য জগৎপ্রকাশক হইলেও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র-তারকারও তাঁহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি

নাই, এই বিদ্যাসংকলণে ওষায় দীপ্তি পায় না; অতএব অগ্নি
কথা আর কি বলিব? অতঃ দীপ্তিমান্ পরব্রহ্মের প্রকাশশক্তি
কিছু অংশ লাভ করিয়া সকলে অমুদীপ্ত হয়, তাহারই দীপ্তিতে
এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডল বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এতৎপ্রসঙ্গে কঠোপনিষদের ২।২।১৫ এবং -মুণ্ডকের ২।২।১০ মন্ত
আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“এবং সৰুদদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাথিলান্।

যশ্চ ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥” (ভাঃ ১০।১৩।৫৫)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্ত্বা ন নিবৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (গীঃ ১৫।৬)

আরও পাই,—

“যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥” (গীঃ ১৫।১২)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের “জ্যোতির্দর্শনাৎ” (বেঃ সূঃ ১।৩।৪০) সূত্রের
গোবিন্দভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—একো হৃৎসো ভুবনশ্রাশ্র মধ্য

স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমোতি

নান্যঃ পন্থা বিজ্ঞতেহয়নায় ॥১৫॥

অমরানুবাদ—[পরমেশ্বরের শরণাগতি ব্যতীত মুক্তির কোন
সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তিনিই মাত্র অবিজ্ঞানাশক, ইহাই এই শ্রুতিতে

অভিহিত হইতেছে] অস্ত্র (এই) ভুবনস্ত্র (উৎপন্ন চরাচর বিশ্বের) মধ্যে (মাঝে অর্থাৎ অন্তরে) একঃ (এক তিনিই) হংসঃ (হংসের মন্ত—হংস যেমন সলিলের উপর বিরাজ করে, তিনিও সেইরূপ বিশ্বের (জীবের) অবিচার হস্তা বলিয়া হংস) সঃ এব (তিনিই—সেই পরমেশ্বরই) সলিলে (জলের পরিণাম শুক্লশোণিতজাত দেহের মধ্যে) সন্নিবিষ্টঃ (নিগূঢ়) অগ্নিঃ (অবিষ্টা ও তাহার কার্য—দেহাদির নাশক হেতু অগ্নিস্বরূপ) [অথচ জলের মধ্যে যেমন বাড়বানল থাকিয়া জলকে শোষণ করে অথচ জলদ্বারা নির্দীপিত হয় না সেইরূপ দেহ-মধ্যে থাকিলেও তিনি দেহ-ধর্মদ্বারা আক্রান্ত হন না অথচ দেহাদির কারণ অবিচার নাশ করেন] তম্ (এইরূপ শক্তিমান্ তাঁহাকে) বিদিত্বা এব (সাক্ষাৎ করিলে অর্থাৎ ভজন-প্রভাবে স্বরূপ জ্ঞাত হইলেই) মৃত্যুং (সংসার—জন্মমৃত্যু-ধারাকে) অতি-এতি (অতিক্রম করে) অয়নায় (পরমপদ পাইবার) অন্তঃ (তদভিন্ন অপর কোনও) পন্থাঃ (পথ—উপায়) ন বিদ্যতে (নাই অর্থাৎ—হয় না) ॥১৫॥

অনুবাদ—এই ভুবনের মধ্যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিরাজমান, তিনিই মাত্র হংসপদবাচ্য যেহেতু অবিষ্টা ও অবিষ্টাকার্য্য জন্ম-মরণাদি নাশ করেন। এই সলিলের পঞ্চমী আহুতির পরিণাম দেহ-মধ্যে তিনি নিগূঢ় অগ্নি, শ্রুতি—ঐশ্বর্যকে ব্যোমাতীত অগ্নি বলিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তিপ্রভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারিলেই মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। এতদভিন্ন পরমপদ প্রাপ্তির বা মুক্তির অন্ত কোন পথ নাই ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভুবনস্ত্র চিদচিৎপ্রপঞ্চমধ্যে পক্ষিসংঘে হংস-বদ্বিরাজমানঃ ‘যমন্তঃসমুদ্রে কবয়ো বদন্তি’ ইতি সমুদ্রসলিলে সন্নিবিষ্টঃ

স এবাগ্নিঃ অগ্রনেতা মোক্ষপ্রদঃ সংসারপাশদাহক ইতি বার্থঃ, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—হংসরূপকেণ অগ্নিরূপকেণ চ তদুপাশ্চান্ বিবৃণোতি। এক ইত্যাদিনা অশ্চ পরিদৃশ্যমানশ্চ ভুবনশ্চ উৎপন্নশ্চ প্রপঞ্চশ্চ মধ্যে একঃ এক এব হংসঃ হস্ত্যবিজ্ঞানীনাতি হংসঃ পরমাত্মা সূর্য্য ইতি চ ধ্বনিঃ, প্রকাশকরূপেণ বিরাজতি। স এব পরমাত্মা সনিলে ‘পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী’তি শ্রুত্যানুসৃত্য প্রক্রিয়য়া শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতে দেহে, সন্নিবিষ্টঃ নিগূঢ়ঃ অগ্নিঃ, ‘ব্যোমাতীতো হগ্নিরীশ্বরঃ’ ইত্যুক্তেঃ। অতঃ তমেব তাদৃগ্ৰূপং পরমান্নানং বিদিত্বা উপাশ্চ মৃত্যুম্ সংসারম্ অত্যোতি অতিক্রামতি ব্যবহিতেনাস্বয়স্থান্দসঃ। অয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে, অন্তঃ পশ্যা উপায়ঃ নাস্তি ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে একমাত্র প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অবিজ্ঞাদির নাশকর্তা হংসরূপে—সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান, তিনিই জলে অর্থাৎ জলের পরিণাম শরীরে অগ্নিরূপে নিগূঢ় আছেন। যদিও সাধারণজ্ঞানে শীতলস্বভাব জলে উষ্ণস্বভাব অগ্নির অবস্থিতি বুঝা যায় না, তথাপি ঐহারা স্ত্রীভগবানের অচিন্ত্য অদ্ভুতশক্তির রহস্য জানেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিতে পারেন।

প্রাকৃত দৃষ্টান্তে দেখা যায়,—

সমুদ্রে বাডবানল অগ্নি অবস্থান পূর্বক জল শোষণ করে, কিন্তু জল তাহাকে নির্দোষিত করিতে পারে না, সেস্থলে অচিন্ত্যশক্তিশালী স্ত্রীভগবানের পক্ষে প্রতিশরীরে অবস্থান পূর্বক শরীরধর্ম্মে লিপ্ত না হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পরমাত্মা জগৎ ও জীব হইতে সর্বথা বিলক্ষণস্বভাব।

এই সৰ্বশক্তিমান্ সৰ্বাধার পরমাত্মাকে উপাসনার দ্বারা জানিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিতে পারিলে মহত্ত্ব যত্নরূপ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের পরমধাম লাভ করিতে পারে। সংসার হইতে মুক্তি এবং শ্রীভগবদ্ধাম-প্রাপ্তির জন্ত ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই, ইহাই শ্রুতি স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন। শ্রুতি ‘বিদ্যা’-শব্দে যে ভগবদ্ভক্তিকেই লক্ষ্য করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“ন যুক্ত্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাশ্রনি।

সদৃশোহস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥”

(ভা: ৩।২৫।২২)

আরও পাই,—

“বিসৃজ্য সৰ্বানন্ধ্যাংস্ত মাংমেবং বিশ্বতোমুখম্।

ভক্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ যুক্ত্যোৱতিপারয়ে ॥”

(ভা: ৩।২৫।৪০)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলেন,—

“বান্ধেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদব্রহ্মদর্শনম্ ॥” (ভা: ৩।৩২।২৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পাই,—

“ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ২৪।১৩৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥”

(গী: ৭।১৪) ৥১৫৭

শ্রুতিঃ—স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাঅম্বোনি-

জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ববিদ্ যঃ ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ

সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥১৬॥

অম্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমেশ্বর) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বস্রষ্টা) বিশ্ব-
বিদ্ (সর্বজ্ঞ) আত্মাঘোনিঃ (নিজেই নিজের প্রাকটোর হেতু
এবং ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তির হেতু, সর্বকারণ-কারণ) জ্ঞঃ (তিনি
সর্ববিদ্ ও জ্ঞানস্বরূপ) গুণী (অপহতপাপ্যাদি প্রশস্ত-গুণ-
শালী ও অপ্রাকৃত কল্যাণগুণপূর্ণ) সর্ববিদ্ (নিখিল কলাকুশল
ও সর্বজ্ঞাতা) কালকালঃ (কালেরও কাল অর্থাৎ কালেরও নিয়ন্ত্রণ-
কর্তা), যঃ (যিনি) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ (প্রকৃতি ও জীবাত্মার
অধীশ্বর) গুণেশঃ (সত্যাদিগুণের নিয়ন্তা) সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-
হেতুঃ (সংসারের মুক্তি, পালন ও বন্ধনের কারণ) [ইহার দ্বারা
সূচিত হইল যে প্রকৃতি, জীব, কাল, সংসার প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার
নিয়ন্ত্রণাধীন] ॥১৬॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব-কারণ
-কারণ, তিনি কালেরও কাল অর্থাৎ কালেরও নিয়ন্ত্রণকারী, অপহত-
পাপ্য, সর্বেশ্বরত্ব, কারুণ্য প্রভৃতি অসংখ্য দিব্যকল্যাণ-গুণের আশ্রয়,
নানাবিধ বস্তুরচনাকুশল ও সর্বজ্ঞাতা, তিনি প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মার
অধীশ্বর, তিনিই ভক্তের মুক্তি দান করেন ও ভোগাসক্তের সংসার-
বন্ধন করিয়া থাকেন, সমস্ত জগতের তিনি পালক, তাঁহাকে এইভাবে
জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে জীব মুক্ত হয় ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিশ্বকৃৎ সর্বকর্তা বিশ্ববিৎ সর্বপ্রাপ্তা বিদিতাভ
ইতি ধাতুঃ, আত্মা ঘোনিঃ স্থানং যন্ত স তথোক্তঃ জীবাস্তর্ধ্যামীত্যর্থঃ

জ্ঞঃ সৰ্বজ্ঞঃ কালকালঃ কালস্তাপি নিয়ন্তা সৰ্ববিদ্ সৰ্ববিজ্ঞাপ্রবর্তকঃ
প্রধানক্ষেত্রজপতিঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ শেষী গুণেশঃ জ্ঞানাদিষাড্গুণ্য-
পূৰ্ণঃ সংসারস্ত প্রকৃতিসম্বন্ধলক্ষণস্ত মোক্ষে চ তৎস্থিতৌ চ হেতু-
বিত্যর্থঃ ॥১৬॥

অন্ত্যর্থবোধিনী—বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্য-সৰ্বকৰ্ত্ত্ব-সার্বজ্ঞ্য-পুরুষার্থ-
বিজ্ঞানস্বরূপত্বং নিরূপ্যতে তথাহি—‘ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কৰ্ম্মাপি
পঞ্চতত্ত্বানি ক্রয়ন্তে তেষু ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশ-নিয়মনাত্যাং
জগদ্ বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবৰ্গে’ বিতনোতি, একোহপি বহুভাবেন-
অভিন্নোহপি গুণগুণিতাভবেন দেহদেহিতাভবেন চ প্রতীতেৰ্বিষয়ঃ।
অব্যক্তোহপি ভক্তিবাস্ত্য একরসঃ প্রমুখতী চিংস্বখম্। জীবাআনো-
বহবোহনেকাবস্থাস্ত, পরমেশ্বরবৈমুখ্যাৎ তেষাং বন্ধঃ তৎসামুখ্যাৎ
তু তৎস্বরূপ-তদ্গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃন্তিপূৰ্ব্বকতৎস্বরূপসাক্ষাৎকৃতিঃ,
প্রকৃতিগুণত্রয়সাম্যাবস্থা জড়াপি তদীক্ষণপ্রাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রং
জগৎ সৃজতি, কালস্ত অতীতাদিব্যবহারহেতুর্জড়ভব্যবিশেষঃ। এতেষু
ঈশ্বরাদয়স্তদ্বারো নিত্যাঃ জীবাদয়স্ত তদ্বজ্রা’ ইতি অন্ত্যর্থসারো বেদান্ত-
সূত্রে গোবিন্দভাষ্যকারেণ বিবৃতঃ। বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্যাযোনিরিত্যেকং
পদং তদৰ্থক বিশ্বকৃতাং বিশ্ববিদ্যাম্ আত্মনাং ক্রুহিগাদীনাংমুপাদানমিতি
ভাবঃ সৰ্ববিদ্। গুণী—অপহতপাপ্যুদাঘটগুণকঃ। কালকারঃ—কাল-
প্রবর্তকঃ সৰ্ববিদ্ নিখিলকলাকুশলঃ। অন্তদ্ ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ ॥১৬॥

ভবকণা—যাহার প্রকরণ চলিতেছে, তিনি জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম,
পুরুষোত্তম। তিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা, সৰ্বজ্ঞ এবং স্বয়ং-
প্রকাশ বস্তু। তিনি কালেরও নিয়ন্ত্রণকর্তা মহাকালস্বরূপ, তিনি
স্বয়ং কালাতীত। কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—সৰ্বসংহারক কাল-
রূপ যুত্বাও তাঁহার উপসেচন। (কঠ ১।২।২৫)।

পরমেশ্বর সৌহার্দ, প্রেম, ভক্তবাৎসল্য, দয়া প্রভৃতি অসংখ্য অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আশ্রয়; তিনি প্রকৃতি ও জীবের অধীশ্বর। তিনি সত্যাদি গুণত্রয়েরও অধীশ্বর ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। ইনিই বহিস্মুখ জীবকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন, কর্ম্ম-ফল ভোগ করাইয়া পালন করেন, এবং হরিতজন করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। উহারই কৃপায় জীবের সংসার হইতে ত্রাণ ঘটে। অতএব ভগবন্তজনই সর্বজীবের একমাত্র পরম কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“অশ্রাক্ষীভগবান্ বিখং গুণময্যাত্মায়য়া।

তয়া সংস্থাপয়তোতদ্ ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্ততি।” (ভা: ৩।৭।৪)

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃতগুণমণ্ডিত,—

“মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্কে নিগুণং নিরপেক্ষকম্।

স্বহৃদং প্রিয়মাআনং সাম্যাসঙ্গাদয়োহগুণাঃ।” (১।১।৩৪০)

শ্রীভগবান্ সকলবস্তুর নিয়ামক,—

“অস্ত্রাসি হেতুকদয়স্থিতিসংযমানা-

মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহঃ।

সোহয়ং ত্রিনাভিরথিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ

কালো গভীর-রয় উত্তমপুরুষস্তম্।” (ভা: ১।৬।১৫)

ভক্তিবৃক্ত জ্ঞানীরই মঙ্গলোদয়,—

“তাপত্রয়েণাভিহতস্ত ঘোরে সন্তপ্যমানস্ত ভবাক্ষনীশ।

পশ্যামি নাত্যচ্ছরণং তবাজ্জিহ্মদ্ব্যতপত্রাদয়তাবিবর্ধাৎ।”

(ভা: ১।১২।২) ১১৬।

শ্রুতিঃ—স তন্ময়ো হৃদয়ত ঈশসংস্থো-

জ্ঞঃ সৰ্বগো ভুবনস্তাত্ত গোপ্তা ।

য ঈশেহস্ত জগতো নিত্যমেব

নাচ্যো হেতুর্বিভক্ত ঈশনায় ॥১৭॥

অঙ্কমানুবাদ—সঃ হি (সেই পরমেশ্বরই) তন্ময়ঃ (স্ব-স্বরূপে স্থিত অথবা ‘তৎ’ পদার্থ পরব্রহ্মস্বরূপ) অমৃতঃ (মরণরহিত—অমৃত-স্বরূপ) ঈশসংস্থঃ (আধিপত্যে স্থিত বা স্বীয় ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত) জ্ঞঃ (সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বদর্শী) সৰ্বগঃ (সৰ্বত্রব্যাপী), অস্ত (এই পরিদৃশ্যমান) ভুবনস্ত (জগতের) গোপ্তা (পালক) যঃ (যিনি) অস্ত জগতঃ (এই জগতের) নিত্যমেব (সৰ্বদা—নিয়মিতভাবে) [জগৎকে] ঈশে (নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন) [অতএব] ঈশনায় (জগৎ শাসন করিতে) অন্তঃ (তিনি ভিন্ন অন্য কেহ) হেতুঃ (কারণ) ন বিভক্তে (নাই) ॥১৭॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর সৰ্বদা স্ব-স্বরূপে স্থিত, অমৃতস্বরূপ, ঈশিত্বস্বরূপে সম্ভ্রান্তিষ্ঠিত, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বগত, তিনিই এই জগতের গোপ্তা অর্থাৎ পালক, তিনি সৰ্বদাই এই জগতের শাসন করেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ জগতের শাসন করিতে সমর্থ নহে ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স পরমাত্মা তন্ময়স্তৎপ্রচুরঃ তদাত্মক এব অনন্তাত্মকঃ অনন্তপ্রের্থ ইতি যাবৎ, অমৃতঃ অসংসারী ঈশসংস্থঃ ঈশন-ব্যাপারে সম্যক স্থিতিৰ্যস্ত স তথোক্তঃ যঃ ঈশে যঃ নিত্যমীষ্টে যস্ত চ ঈশনমনন্তহেতুকং নিত্যং মোক্ষদশায়ামপি অনপায়ীত্যর্থঃ ॥১৭॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—তস্তোপাস্তত্বে হেতুস্তরং দর্শয়তি—স তন্ময় ইত্যাদিনা নহু ‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’ ইতি বাক্যার্থবোধানন্তরং তৎ-অংপদার্থযৌবৈক্যজ্ঞানানুক্ৰিয়াদিষ্টা তৎ কিমিতি পরমেশ্বরধ্যান-

মুপদিশসি তত্রাহ—স তন্নয়ঃ—সঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ তন্নয়ঃ তৎ-পদ
প্রতিপাত্ত্বরূপঃ নিষ্কলং ব্রহ্মেতি যাবৎ, হি যতঃ অমৃতঃ মরণাদি-
বিকারবট্কারহিতঃ, নহু জীবোহপি স্বরূপতঃ অমৃত ইতি চেৎ
সত্যং তথাপি স ন জগন্নিয়ন্তা, পরমেশ্বরোহি ঈশসংস্থঃ ঈশে নিয়ন্তরি
সংস্থা সম্যক্ স্থিতির্বশ্চ অর্থাৎ প্রশাসকস্বরূপঃ, নহু কালঃ স্বভাবো বা
প্রশাসকোহস্তি তদ্ব্যাবৃত্তয়ে আহ জ্ঞঃ সর্কজ্ঞঃ নহি কালস্বভাবয়োজ্ঞাতৃত্বং
জড়ত্বং, অথ যোগিবিশেষস্তাদৃশঃ শ্রাৎ ইতিচেৎ সঃ সর্কগঃ সর্কবাগী
কিঞ্চ তাদৃশস্ত পুরুষস্ত কদাচিৎ সর্কগামিত্সমত্তবেহপি ন ঈশ্বরজ্ঞ
তদাহ—ভুবনশ্রাস্ত গোপ্তা নিখিলজগৎপালকঃ, যঃ পরমেশ্বরঃ অস্ত
জগতঃ গতিমতো বিশ্বস্ত কৰ্ম্মণি বষ্টী বিশ্বমিত্যর্থঃ নিত্যমেব নিয়মেন ঈশে
ঈষ্টে পুরুষব্যত্যয়ঃ, নিয়ময়তি তথাচ শ্রত্যন্তরং ‘এতশ্চৈব প্রশাসনে
গার্গি স্বর্ঘ্যাচাক্রমসৌ বিধুতো তিষ্ঠতঃ, এতশ্চৈব প্রশাসনে জীবাপৃথিবৌ
বিধুতো তিষ্ঠত’ ইতি। তস্মাৎ অন্তঃ পরমাত্মনোহপরঃ কোহপি কাল-
স্বভাবাদি ঈশনায় জগন্নিয়মনায় হেতুঃ ন অন্তঃকিমপি কারণং
নাস্তি, অন্তঃ কোহপি ন সমর্থ ইত্যর্থঃ ৷১৭৥

তত্ত্বকণা—পূৰ্ব্বমন্ত্রে যাহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম
পরমেশ্বর তন্নয় অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে নিত্যস্থিত, তিনি অমৃতস্বরূপ,
একরস, এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশরূপ পরিবর্তন দ্বারা তাঁহার
পরিবর্তন হয় না। সমস্ত লোকপালের অন্তরে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থান
পূৰ্ব্বক লোকপালগণের দ্বারা তিনিই সমস্ত জগৎ পালন করিয়া
ধাকেন। তিনি সর্কজ্ঞ, সর্কগত, পরমেশ্বরস্বরূপে সগ্ৰহ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা-
কর্তা, তিনিই সমস্ত জগতের সর্কদা নিয়ন্ত্রণ ও সংচালন করিয়া
ধাকেন। তিনি ভিন্ন অপর কেহ সগ্ৰহ জগতের শাসনে হেতু
বা সমর্থ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স্বয়ংসাম্যাতিশয়জ্যধীশঃ স্বাৰাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরন্তিস্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটিভিত্তপাদপীঠঃ ॥”
(ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন ।
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর ।
তিনে আশ্রয়কারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥”
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“সৃজামি তন্নিয়ুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বক্ ॥”
(ভাঃ ২।৩।৩০) ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বেণ
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।
তচ্ছ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপত্তে ॥১৮॥

অষ্টমাস্ত্রবাদ—[পরমেশ্বর শ্রীহরিরই আশ্রয়ণীয় প্রতীপাদন
করিতেছেন] যঃ (যে পরমেশ্বর) পূর্বে (সৃষ্টির প্রথমে) ব্রহ্মাণং

(বিরিঞ্চিকে) বিদধাতি (সৃষ্টি করিয়াছেন) চ (এবং) যঃ (যে পরমেশ্বর) বৈ (প্রসিদ্ধি আছে) তস্মৈ (সেই সৃষ্ট ব্রহ্মাতে) বেদান্ (চারিবেদ) প্রহিণোতি চ (সঞ্চার করিয়াছেন) দেবং তং হ (সেই দেবতাকেই—পরমেশ্বরকেই) [কিরূপ তিনি ?] আত্মবুদ্ধি-প্রকাশম্ (জীবের আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক ও অবিজ্ঞাদি-মন-শোধক তাঁহাকে) মুমুক্ষুঃ বৈ (মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া) অহং (আমি) শরণং প্রপত্তে (শরণ লইতেছি) ।১৮।

অনুবাদ—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রগুলি তাহার মধ্যে উদ্ভূত করেন, আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই প্রকাশময় পরমেশ্বরকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি ।১৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুরুষার পরং কিঞ্চিং সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিত্তি ভগবদ্বশীকরণোপায়ভূতপ্রদনমস্তমাহ—

যঃ স্বনাতিপদ্যে ব্রহ্মাণমুৎপাত্ত তস্ত বেদপ্রদানেন জগৎসৃষ্টিশক্তি-মাহিতবান্ তং স্ববিষয়বুদ্ধিপ্রকাশহেতুং মুমুক্ষুরহং শরণং প্রপত্তে ইত্যর্থঃ, আত্মনি অন্তর্ধ্যামি নি বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধি আত্মবুদ্ধৌ প্রকাশো যস্ত স তথোক্তঃ ।১৮।

ক্রত্ব্যর্থবোধিনী—মুমুক্ষোঃ স এব গতিঃ । ন চ ব্রহ্মাদয়োহপি সন্তীতি বাচ্যং তেবাং তৎকার্যত্বাৎ । তদাহ—যঃ পরমেশ্বরঃ পূর্বাং সর্গাদৌ, ব্রহ্মাণং স্রষ্টারং প্রজাপতিং বিদধাতি সৃষ্টবান্ প্রতिसর্গাভি-প্রায়েণ বর্জনাননির্দেশঃ, বেদসাহায্যেন ব্রহ্মাণো জগৎস্রষ্টৃত্বং যদুক্তং তন্ বেদানামপি তস্মিন্ প্রেরকোহসৌ পরমাত্মা ইত্যাহ বেদাংশ্চেতি যঃ তস্মৈ তস্মিন্ বেদান্ প্রহিণোতি চ প্রকাশয়েন প্রেরয়তি তং বেদং

স্মারয়তীতি তথাচ শ্রুতিঃ ‘প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতস্ততাংজস্ত
সতীং শ্রুতিং হৃদি’। ‘ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদশ্রুতী পিতামহঃ।
ইতি চ’ মনুঃ। তং হ ইত্যবধারণে তমেব নাগ্নং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদং
আত্মবিষয়িণী যা বুদ্ধিঃ তাং প্রসাদয়তি অবিজ্ঞানাশেন নিশ্চলী-
করোতি যঃ তম্, আত্মবুদ্ধিপ্রকাশমিতি পাঠে আত্মবুদ্ধিঃ আত্মবিষয়কং
জ্ঞানং প্রকাশয়তি জনয়তি ইত্যর্থঃ। মুমুক্শুর্কে মুক্তিবিমুখুরেব ন তু
ফলাস্তুরমিচ্ছুঃ শরণং বক্ষকং প্রপঞ্চে আশ্রয়ে। তস্ত শরণং বিনা মুক্তি-
দুর্লভেত্যর্থঃ। ১৮।

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্কে যথাযথরূপে জানা এবং তাঁহাকে পাওয়ার
একমাত্র উপায় যে তচ্চরণে শরণাগতি, তাহাই শ্রুতি নির্দেশ
করিতেছেন।

সেই পূর্বোক্ত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার সার্বভৌম এবং স্তম
উপায় তাঁহার উপর সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। যে
পরমেশ্বর জগৎসৃষ্টির আদিতে স্বীয় নাতিপন্থ হইতে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন
করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে সমগ্র বেদজ্ঞান প্রকাশ
করিয়াছেন, যিনি শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধবুদ্ধির উদয় করান,
সেই সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের শ্রীচরণে একমাত্র শরণাগতিই
আমাদের মঙ্গলের উপায়। অন্য কামনাশূন্য হইয়া কেবল তাঁহার
শ্রীচরণসেবার নিমিত্তই শরণাগত হওয়া কর্তব্য। মুক্তি-অর্থে
শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-লাভকেই বুঝায়, যেমন বিদ্যা-অর্থে-ভগবন্তক্তিকে
বুঝাইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ

সর্কান্মনাপ্রিতপদো যদি নির্বালীকম্।

তে দ্বুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং

নৈবাং মমাহমিতি ধীঃ স্বশৃগালভক্ষ্যে ॥” (ভাঃ ২।৭।৪২)

শ্রীগীতার,—“মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ।”

(৭।১৪) শ্লোকটীও আলোচ্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“নৈকাশ্রুতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-

ন্ন্যংপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।

ষেহন্যোন্ততো ভাগবতাঃ প্রসজ্য

সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥” (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে ।

স্ব-স্বার্থ সাধনোপায় না করে গ্রহণে ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪পঃ)

** ভক্তিসম নহে মুক্তিফল ।

ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ সত্য নাহি মানে ।

যেই নিন্দা-মুদ্রাদি করে তার সনে ॥

সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম-সায়ুজ্য-মুক্তি ।

তার মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ পঃ) ১৮।

প্রতিঃ—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবয়ং নিরঞ্জনম্ ।

অমৃতশ্চ পরং সেতুং দধেক্ষনমিবানলম্ ॥১০॥

অমৃতশুভাদ্—[অতঃপর সেই শরণ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়
করিতেছেন] নিষ্কলং (প্রাকৃত অবয়বহীন, অথও, পূর্ণ) নিষ্ক্রিয়ং

(প্রাকৃত অবয়বহীন বলিয়া প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য) শাস্তম্ (সৰ্ববিধ বিকারবর্জিত) নিরবতঃ (শুদ্ধ, রাগদ্বेषাদি দোষরহিত) নিরঞ্জনম্ (নির্লিপ্ত) অমৃতশ্চ (অমৃতত্বের—মুক্তির) পরং (সর্বোত্তম) সেতুম্ (সেতুর মত সংসার-মাগর পার হইবার উপায়) দধেক্কনম্ (কাষ্ঠ পুড়িয়া গেলে) অনলমিব (অগ্নি যেরূপ ধূমহীন সমুজ্জল হয়, সেইরূপ জ্যোতির্ময় স্বরূপ) [তাঁহাকে আমি শরণ লইতেছি] ১১৯।

অনুবাদ—শরণা সেই পরমেশ্বরের সৰ্বাতিশায়ী স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—তিনি নিষ্কল অর্থাৎ প্রাকৃত অবয়বশূন্য, অথও, এইজন্ত প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য, অতএব শাস্ত, নির্বিকার, নিরবতঃ—রাগদ্বেষাদি-রহিত, নিরঞ্জন অর্থাৎ প্রকৃতিদগ্ধরহিত এবং মুক্তির পরম সেতু, অর্থাৎ নদীর পরপারে যাইবার উপায় যেমন সেতু, সেইরূপ তিনি সংসার-মাগর পার হইবার পরম সেতু, এ-সেতু লৌকিক সেতুর মত ভঙ্গুর নহে ও সামর্থ্যহীন নহে, ইহাকে আশ্রয় করিলে মুক্তি অবশ্যস্বাবী। কাষ্ঠদগ্ধ হইবার পর অগ্নির মত তিনি সমুজ্জল জ্যোতির্ময় স্বরূপ। তাঁহাকে আমি শরণ লইতেছি ১১৯।

অন্ত্যর্থবোধিনী—এবং তাবৎ-শরণ্যস্ত স্বরূপমাহ—নিষ্কল-মিত্যাদিনা নিষ্কলম্ কলাভ্যঃ অংশেভ্যঃ নির্গতং নিরবয়বমিত্যর্থঃ, নিষ্ক্রিয়ং প্রাকৃতহস্তপদাদিরহিতত্বাৎ প্রাকৃতক্রিয়াশূন্যম্, নহু ক্রিয়া-শূন্যত্বে সৃষ্টাদিকর্তৃত্বং কথমুপপত্ততে ইতি চেৎ ঈক্ষণপ্রেরিতয়া স্ব-প্রধানশক্তোতি উচ্যতে। শাস্তং নির্বিকারং, নিরবতঃ অবত্বেভ্যঃ দোষতৃষ্ণেভ্যো নিষ্কাস্তম্ অগহ'ণীয়ং রাগদ্বেষাদিরহিতত্বাৎ, নিরঞ্জনম্ নির্লেপম্ অবিচারহিতত্বাৎ নিঃসঙ্গমিত্যর্থঃ। অমৃতশ্চ অমৃতত্বশ্চ যোক্ষশ্চ পরং শ্রেষ্ঠং সেতুম্ সেতুমিব সেতুং সংসারমাগর-তরণোপায়ং, দধেক্ক-নম্ দধানি ভস্মীকৃতানি ইক্ষনানি যেন তাদৃশম্ অনলং বহিমিব, সমুজ্জলং জ্যোতির্ময়ং দেবং শরণমহং প্রপঞ্চে ইতি পূর্বেণায়য়ঃ ১১৯।

তত্ত্বকণা—সেই পরমেশ্বর-তত্ত্ব নিগূর্ণ ও নিরাকার অর্থাৎ প্রাকৃত আকাররহিত বা প্রাকৃত কলারহিত, তিনি প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য কিন্তু নিত্য অপ্রাকৃত চিহ্নিলাসপরায়াণ । তিনি পরমশাস্ত অর্থাৎ নির্মল ও সর্বপ্রকার অবিজ্ঞাদি-দোষরহিত । তিনি অমৃতস্বরূপ এবং মোক্ষের পরমসেতু অর্থাৎ উপায় । ষাহার আশ্রয়ে মহুশ্য অনায়াসে সংসার-সমুদ্রের পরপারে গমন করিতে সমর্থ হয় । ইন্দ্রন অর্থাৎ কাঠরাশি দক্ষীভূত হইবার পর যেরূপ ধূমরহিত হইয়া অগ্নি উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনি পরমোজ্জ্বল জ্যোতির্ময়স্বরূপ । তাঁহার এতাদৃশ স্বরূপ চিন্তন পূর্বক তাঁহার শরণ লওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য ।

লীকৃষ্ণপাদপদ্ম অপবর্গস্বরূপ,—

“দৃষ্টং তবাস্ত্রিযুগলং জনতাপবর্গং

ব্রহ্মাদিভিহৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং

ধ্যায়ং শরামাহুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ শ্রাৎ ॥” (ভাঃ ১০।৬২।১৮)

লীভগবান্—গুণ-জন্ম-ক্রিয়া দ্বারা নিরূপণের অযোগ্য—

“ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্মৈ সাক্ষিণঃ ।

মনোবচোভ্যামহুমেঘবজ্রানা দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিষন্ত্যথাপি হি ॥”

(ভাঃ ১০।২।৩৬)

লীনারদপঞ্চরাজেও পাই,—

“নির্দোষশুদ্ধগুণবিগ্রহ আত্মতত্ত্বো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ ।

আনন্দমাত্র-কল্পপাদমুখোদরাতিঃ সর্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জিতাত্মা ॥”

শ্রুতিতেও পাই,—

“অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্চত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।”

(শ্বেঃ ৩।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

‘নির্বিশেষ তঁারে কহে যেই শ্রুতিগণ ।

‘প্রাকৃত’ নিষেধি, করে ‘অপ্রাকৃত’ স্থাপন ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১) ৥১৯৥

শ্রুতিঃ—যদা চৰ্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।

তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্ত্যাস্তো ভবিষ্যতি ॥২০॥

অনুবাদ—[ক্ষুদ্র চৰ্ম্মকে যেমন সঙ্কুচিত করিয়া বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ সৰ্বব্যাপী আকাশকে বেষ্টন করা দুঃসাধ্য ; তদ্রূপ অশ্রু উপায়ে মুক্তিলাভও অসম্ভব ; ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যতিরেক মুখে বলিতেছেন] মানবাঃ (মানবগণ) যদা (যখন) চৰ্ম্মবৎ আকাশম্ (চৰ্ম্মের মত আকাশকে) বেষ্টয়িষ্যন্তি (ঘিরিবে অর্থাৎ ক্ষুদ্রচৰ্ম্মের মত বিশ্বব্যাপী আকাশকে ঘিরিতে পারিবে !) তদা (তখন) দেবম্ (জ্যোতনশীল পরমাত্মাকে) অবিজ্ঞায় (না জানিয়া) [তাহার] দুঃখস্ত (ত্রিবিধ দুঃখের অর্থাৎ সংসারের) অস্তঃ (অবসান—মুক্তি) ভবিষ্যতি (হইবে) । [কথাটি এই—ক্ষুদ্রচৰ্ম্মের মত আকাশকে ঘিরিবার চেষ্টার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত-উপায়ে মুক্তি লাভের চেষ্টা ব্যর্থ] ॥২০॥

অনুবাদ—মানবগণ যখন ক্ষুদ্র চৰ্ম্মের মত বিশ্বব্যাপী আকাশকে ঘিরিতে পারিবে তখন সেই জ্যোতনশীল পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতীতই মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে ! কথাটি এই,—দেহকে চৰ্ম্ম ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া পরমব্যোমাধার পরমেশ্বরকে দেহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, ইহা মনে করা ভুল, তিনি শরীর-মধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে থাকিলেও দেহাবৃত হন না, তাঁহার প্রাকৃত শরীরাদি নাই, তিনি প্রাকৃত ক্রিয়া-রহিত, প্রাকৃত দেহাদির মত বিকার তাঁহার নাই, রাগ-দ্বেষাদি

নাই, তিনি নিঃসঙ্গ । তাঁহার এই স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিলেই মুক্তি হইবে, অতথা মুক্তিলাভ দূরের কথা, অবিজ্ঞানিত মোহ, রাগ-দ্বेषাদি ও বিষয়াসক্ত দ্বারা জীবের বন্ধনই হইবে এবং তাহাতে জন্মমৃত্যু-দ্বারা হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া অসম্ভব ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আকাশস্ত চৰ্ম্মকটাদিবৎ বেষ্টনং যদা অল্পশক্তয়ো-
মহুশ্চাঃ করিষ্যন্তি তদা নিকলং নিরবয়বং নিষ্ক্রিয়ং কৃতকৃত্যং শান্তমশ-
নান্নাদ্বার্মিষট্ করহিতং নিরবলং আশ্রিতপরাত্মস্থত্বাবল্লবরহিতং নিরঞ্জনং
অসঙ্গস্বভাবং অমৃতস্ত মোক্ষস্ত মুখ্যং সেতুং দধ্বেক্ষনবৎ স্বপ্রকাশং দেবম-
বিজ্ঞায় দুঃখনাশো ভবিষ্যতি, যথা আকাশস্ত চৰ্ম্মবৎ বেষ্টনং সম্ভাবিতং
এবং পরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণ মোক্ষো সম্ভাবিত ইত্যর্থঃ ॥১৯-২০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ তত্ত্বজ্ঞানং বিনা অশ্রুত্যাগাদিভিক্রপায়ৈ-
মুক্তিলাভো দুঃশক্য এবত্যাহ, চৰ্ম্মবদিত্যাदिना—কৰ্ম্মবাদিনঃ প্রত্যাঙ্কি-
রিয়ম্ যদা যস্মিন্ কালে মানবাঃ প্রাণিনঃ চৰ্ম্মবৎ চৰ্ম্মের আকাশং
সৰ্বব্যাপিনম্ বেষ্টয়িষ্যন্তি পরিবরিষ্যন্তি চৰ্ম্মণঃ সঙ্কোচ ইব ব্যাপিন
আকাশস্ত বেষ্টনমশক্যং এতৎ যদি কুৰ্য্যন্তর্হি তত্ত্বজ্ঞানং বিনৈব মুক্তিং
লভেবন্ ন তু তথেষতি ভাবঃ । অতএবোক্তং ‘ন প্রজ্ঞান্য ন প্রজ্ঞয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানন্তুরিতি ॥২০॥

তত্ত্বকণা—চৰ্ম্মকে সঙ্কুচিত করিয়া যেরূপ আবৃত করা যায়,
সেইরূপ যদি মানুষ কখনও আকাশকে চৰ্ম্মের দ্বারা আবৃত করিতে
পারে, তখন সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে না জানিলেও দুঃখের
অবসান হইবে অর্থাৎ ব্যাপক আকাশকে যেমন চৰ্ম্মের দ্বারা বেষ্টন
করা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান
লাভ না করিয়া কখনও দুঃখের অবসান অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি
লাভ হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে ।

মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিতে পারে যে, যখন পরমাত্মা আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত, তখন তাঁহাকে আয়ত্ত করা কঠিন কি? কিন্তু পরমাত্মা দেহের মধ্যে অন্তর্ধ্যামিক্রমে অবস্থান করিলেও তাঁহার স্বরূপ নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, নিরবণ, ইহা পূর্বের শ্রুতিমত্রেই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার যথাযথ উপাসনার ফলে তাঁহার কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং মুক্তি সম্ভব, অতঃ কোন উপায়ে ইহা সম্ভব নহে, ইহাই এস্থলে শ্রুতির মর্মার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নিগুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ ॥

সর্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাশ্রাশ্রায়ানঃ পরঃ ॥

য এবং সম্ভবাত্মানমাত্মস্বং বেদ পুরুষঃ ।

নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোহপি তদগুণৈঃ স য়ি স্থিতঃ ॥”

(ভাঃ ৪।২০।৭-৮) ॥২০॥

শ্রুতিঃ—তপঃপ্রভাবাদ্বেবপ্রসাদাচ্চ

ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান্ ।

অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং

প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥২১॥

অদ্বয়ানুবাদ—[অতঃপর এই ব্রহ্মবিচার সম্প্রদায়-পরম্পরা বর্ণন করিতেছেন] শ্বেতাশ্বতরঃ (শ্বেতাশ্বতরনামক ঋষি) তপঃপ্রভাবাৎ (চিত্তের একাগ্রতা-লক্ষণ তপস্তা অহুষ্ঠানের প্রভাবে) দেব-প্রসাদাৎ চ (এবং ভক্তিলাভের উদ্দেশে বহুজন্ম ধরিয়া সম্যক্ আরাধিত পরমেশ্বরের অহুগ্রহে) ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) হ (এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) বিদ্বান্ (জ্ঞানিয়া, গুরুমুখ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিয়া

নিরন্তর মনন, নিদিধ্যাসনরূপ যত্ন প্রভৃতিদ্বারা শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া) অথ (অনন্তর) অত্যাশ্রমিত্যঃ (আশ্রমাতীত পরমহংসদিগকে) পরমং পবিত্রং (উৎকৃষ্টতম সকল কল্যাণাধার-স্বথৈকরস প্রাকৃতমূলবিনিস্মৃত) ঋষিসম্বজ্জুঃ (মহর্ষিগণসেবিত) [ব্রহ্ম—পরমেশ্বরস্বরূপ] সম্যক্ (যথাযথভাবে) প্রোবাচ (বর্ণন করিয়াছিলেন) ॥২১॥

অনুবাদ—অতঃপর এই উপনিষদের প্রবর্তক, অধিকারী ও এই বিদ্যালোভের উপায় বর্ণন করিতেছেন—মহর্ষি পরমভাগবত শ্বেতাশ্বতর—যাহার ইন্দ্রিয়াশ্রয় অতিশয় শুদ্ধ—শুভ্র, এইজন্য তদাখ্যায় প্রসিদ্ধ, তিনি বহুকাল ধরিয়া ভগবানের করুণা লাভের জন্য বিদ্বৎ ভাগবত-ধর্ম্যাচরণের ফলে শ্রীভগবানের করুণা লাভ করেন, পরে সেই অল্পগ্রহবশে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমভাগবত ঋষিসম্বজ্ঞের সভায় সাক্ষাৎকৃত শ্রীহরির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, যাহা সনকসনন্দাদি-সেবিত নারদ-প্রহ্লাদাদি-ক্রমে প্রাপ্ত এবং সর্বপাপনাশক তত্ত্ব, তাহাই বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, গুরুপাসনা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে ভগবৎপ্রেমের সহিত তত্ত্ব-বিষয়ে বৈরাগ্য আবশ্যক, ক্রমে শম, দম, তিতিক্ষা সহকৃতবৈরাগ্য দ্বারা ভগবৎপ্রেম প্রগাঢ় হইলে পরম করুণাধার তত্ত্ববৎসল শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার তাহাকে দিয়া থাকেন ॥২১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—‘মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চৈকাগ্র্যং পরমং তপ’ ইত্যুক্তশ্চৈকৈকাগ্র্যলক্ষণতপঃপ্রভাবশ্চ সম্পন্নজ্ঞানঃ শ্বেতাশ্বতরনামা ঋষিঃ অত্যাশ্রমিত্যঃ অতিপূজ্যাং পূজ্যাশ্রমযুক্তৈভ্যঃ পরমহংসবৈষ্ণবেভ্যঃ ঋষিসম্বজ্ঞৈর্কামদেবাদিভির্দেবৈর্জুঃ সেবিতং পরমং পবিত্রং ব্রহ্ম প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥২১॥

ক্রত্যর্থবোধিনী—সম্প্রদায়পরম্পরয়া প্রাপ্তায়া ব্রহ্মবিজ্ঞায়া মোক্ষ-
ফলপ্রদত্বং দর্শয়িতুং সম্প্রদায়-সেবাধিকারিত্বঞ্চ দর্শয়তি—তপঃপ্রভা-
বাদিত্যাदिना—খেতাস্থতরঃ তদাখ্যো মহামুনিঃ, এতদুপনিষদঃ প্রবক্তা,
কথং তস্ত এতদ্বিজ্ঞায়া অধিগমস্তদাহ—তপঃপ্রভাৱাং শ্রবণাদি-ভেদেন
নবধা বিভক্তস্ত ভক্তিয়োগস্ত চ শম-দম-তিতিক্ষা-বৈরাগ্যাস্থিতস্ত
প্রভাৱাং মহিমা দেবপ্রসাদাচ্চ বহুষ্ণু জন্মস্ব ভগবৎপ্রীত্যর্থম্ ঐকান্তিক-
ভাবেন সম্যাগাৱাধিতস্ত শ্রীহরেঃ প্রসাদাৎ অহুগ্রহাচ্চ ব্রহ্ম পরমেশ্বরং
বিদ্বান্ সাক্ষাৎকৃত্য অথ অনন্তরম্ অত্যাশ্রমিত্যঃ অত্যন্তং পূজ্যতমেভ্যঃ
আশ্রমিত্যঃ অথবা আশ্রমিণঃ অতিক্রান্তেভ্যঃ কেবলং ভগবৎসেবা-
পরায়ণেভ্যঃ বৈরাগ্যপুঙ্কলবদ্ভ্যঃ পরমভাগবতেভ্যঃ তাহুদ্ভিঃশ্রেত্যর্থঃ, ব্রহ্ম
পরমেশ্বরস্বরূপং যৎখলু পরমং সর্বাধিকপূজ্যতমং পরমপ্রেমাস্পদং পবিত্রং
পাপনাশকম্ ঋষিসঙ্ঘজুষ্ণং দনক-নারদ-প্রহ্লাদাদিভিরৈকান্তিকৈঃ
সেৱিতং এতেন গুরুসেৱাপূর্বকত্বং শ্রীকৃষ্ণভক্তে: স্মৃতিতম্, তং
পরমেশ্বরত্বং প্রোবাচ বর্ণিতবান্ এতেনাস্ত শাস্ত্রস্ত সর্বথা প্রামাণ্যং
প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

তত্ত্বকণা—ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, খেতাস্থতর ঋষি ভগবন্ত্বজনরূপ
তপস্তায় প্রভাবে এবং ভগবদহুগ্রহের ফলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়া ঋষিকুলসেৱিত পরম পবিত্র পরব্রহ্মত্ব আশ্রমাতীত পরম-
হংসগণকে বর্ণন করেন ।

এই মন্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, একমাত্র ভগবন্ত্ববেত্তা
ভগবদর্শী পুরুষই ভগবন্ত্ব-বর্ণনের উপযুক্ত অধিকারী এবং দেহাভি-
মানশূন্য ভক্তিমান সাধকই সেই তত্ত্ব শ্রবণ ও অবধারণ করিবার
যোগ্যপাত্র । আরও জানা যায় যে, গুরু-পরম্পরাক্রমেই পরমসত্যস্বরূপ
শ্রীভগবন্ত্ব ভূতলে আবির্ভূত হইয়া থাকে ।

শ্রীমন্তাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

“স এষ ভগবান্নিষ্কৈস্তিভিরেতৈরধোক্ক্ষঃ ।

স্বলক্ষিতগতিব্রহ্মন্ সর্বেষাং মম চেশ্বরঃ ।” (ভাঃ ২।৫।২০)

অর্থাৎ সেই মায়াক্রিয়মান অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবানের তত্ত্ব, জীবের অবর উপাধিস্বরূপ গুণত্রয় দ্বারা লক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহার প্রণত ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! তিনি আমার এবং সকলের ঈশ্বর।

অনুগ্রহে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

“জ্ঞাতোহসি মেহুত্ব স্মৃতিরাশ্চ দেহভাজাং

ন জায়তে ভগবতো গতিবিত্যবদ্যম্ ।” (ভাঃ ৩।৩।১)

শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন,—

“স উত্তমঃশ্লোক মহনুখচাতো-

ভবৎপদাশ্চোজ্জ্বলধাকণানিলঃ ।

স্বতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববদ্যনাং

কুশোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ।” (ভাঃ ৪।২০।২৫) ২১।

শ্রুতিঃ—বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ।

নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুজ্যায়শিষ্যায় বা পুনঃ ॥২২॥

অম্বয়ানুবাদ—[ইদং তত্ত্বং—এই পরমেশ্বরতত্ত্ব] বেদান্তে (সকল বেদান্তশাস্ত্র-মধ্যে) পরমং গুহ্যম্ (অতিশয় গুপ্ততম রহস্য, গুরুপদেশ ব্যতীত আপাতদৃষ্টিতে ইহার উপলব্ধি হয় না) [তবে ইহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছেন] পুরাকল্পে (পুরাকালে) প্রচোদিতং

(ইহা ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভাবিত, শ্বেতাশ্বতর ঋষির হৃদয়ে শ্রীভগবান্ কর্তৃক উপদিষ্ট, তাহাই তিনি ব্রহ্মর্ষিদের সভায় ব্যক্ত করিলেন। যে কোন ব্যক্তি ইহার উপদেশের পাত্র নহে) [ইদং—ইহা] অপ্ৰশাস্তায় (শমদমাদিরহিত ব্যক্তিকে) ন দাতব্যম্ (উপদেশ দিবে না) [এইরূপ] অপুত্রায় (পুত্র ভিন্ন ব্যক্তিকে) [ন দাতব্যম্—দিবে না] বা অশিষ্যায় (অথবা শিষ্যভিন্ন ব্যক্তিকেও ইহা) ন পুনঃ [দাতব্যম্] (দিবে না) [পুত্র কিংবা শিষ্য, যদি শমদমাদিরহিত বা অভক্ত হয়, তবে তাহাদিগকে এই বিজ্ঞাদান করিবে না কারণ তাহারা এই বিজ্ঞার অনধিকারী] ৥২২৥

অনুবাদ—এই ভগবদুপাসনাতত্ত্ব সকল বেদাস্তের সার, পরম নিগূঢ়,—ইহা পূর্বকালে শ্বেতাশ্বতর ঋষির আরাধনায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব যে কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ভগবন্তত্ত্ব নহে, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু রাগদ্বेषাদিমলে পূর্ণ-হৃদয়, অশাস্তচিত্ত এবং বিধি যে কোন ব্যক্তিকে ইহা উপদেশ নহে। তবে প্রশাস্ত ভগবদত্ত পুত্র বা শিষ্যকে ইহা উপদেশ করিতে পারা যায়। তদভিন্ন অগ্নি কাহাকেও স্নেহবশে নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ের উৎপত্তি হইবে ৥২২৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বেদাস্তেষু অতিরহস্ততয়া নিগূঢ়ং পূর্বাকল্পে ব্রহ্মণ উপদিষ্টমেতদ্বিজ্ঞানং শাস্ত্রেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ এব ক্রিয়াং নাগ্নেভ্য ইত্যর্থঃ ৥২২৥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—শ্রীভগবন্তত্ত্বং বেদাস্তেষু সৰ্বত্র প্রায়ৈণ নিগূঢ়-স্বরূপং তদ্ গুরুকৃপয়া জায়তে অতএব সৰ্বত্রৈতৎ ন প্রকাশ্যং, শ্রদ্ধাহীনায়াজিতেন্দ্রিয়ায় বিষয়প্রবণায় ন বক্তব্যম্। এতদ্ ভগবদু-পাসনাপ্রকাশকং শাস্ত্রং সৰ্বেষু বেদাস্তেষু নিগূঢ়ম্। পূর্বাস্থৌ

ভগবদ্বাধনায়াং প্রবৃত্তস্ত বিষয়বিয়ন্তস্ত শ্রীহরিপ্রেমমাত্রপ্রার্থিনঃ,
শ্বেতাশ্বতরস্ত মনসি ভগবানাবিভূষ্য বা মনসা বা বেদান্তসারং গুহ্যমে-
তদ্রহস্যং প্রচোদিতবান্ তদাহ—‘বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে
প্রচোদিতম্’। অতএব বহুসাধনাসাধ্যং ভগবদ্বন্দ্বনোপায়ভূতমেতদ্ যস্মৈ-
কস্মৈচিৎ ন প্রকাশ্যং তথাচোক্তং শ্রীভগবতা শ্রীমুখেন “ইদম্ভ্যে নাতপস্বায়
নাতজায় কদাচন। ন চাশুশ্রববে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাসুয়তি” ইতি
কিন্তু শ্রদ্ধালবে সদাচারপুতায় ভগবৎপ্রেমরসাপ্নুতহৃদয়ায় বক্তব্যম্—
তথাচ-স্মৃতিঃ “শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং” সদাচারৈর্নিত্যনৈমিত্তিকৈর্ভগবৎ-
প্ৰীত্যর্থকসকলকর্মভির্যস্ত হৃদয়ং পুতং তাদৃশায় পুংসে বক্তব্যম্।
ভক্তি-সদাচারাত্যাং বিনা রাগদ্বेषাদিনিবৃতির্নভবতীতি তথাহি আচারঃ
প্রথমোধর্মো ধর্মস্ত প্রভুরচ্যুত ইতি। পুত্রঃ শিষ্টো বা প্রায়েণ
পিতৃগুরোশ্চ স্বভাবমাপ্নোতীতি কুত্বা তস্মৈ তস্মৈ দাতব্যম্, পুনঃ
স্বকর্মবশেন অশাস্তশ্চেৎ তস্মৈ ন দাতব্যম্ ইতি হৃদয়ম্ ॥২২॥

ভক্তকণা—পরমপুরুষার্থরূপ পরমরহস্যময়-তত্ত্ব অতিশয় গুহ্যভাবে
বেদের সারভাগ উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে, উহাই কল্পে কল্পে গুরু-
পরম্পরাক্রমে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। পরমভক্ত শ্বেতাশ্বতর
মুনির ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে সেই তত্ত্ব
প্রকট করিয়াছিলেন এবং তিনি শ্রদ্ধালু ভক্তিমান্ ঋষিগণকে উহা বর্ণন
করিয়াছিলেন। এই কারণেই কঠোপনিষদের জ্ঞান তাঁহার নামে এই
উপনিষদ্‌ খানি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কাহাদের নিকট উপনিষদার্থ উপদেষ্টব্য, তাহার বিচার এই মন্ত্রে
প্রদর্শিত হইয়াছে। একমাত্র যোগ্য শিষ্য বা পুত্রকেই এই তত্ত্ব-
জ্ঞান প্রদান করা যাইতে পারে কিন্তু অযোগ্য পুত্র বা অযোগ্য
শিষ্যকে ইহা প্রদান করা কর্তব্য নহে। কারণ অযোগ্য পাত্রে উহা
প্রদত্ত হইলে সফলের পরিবর্তে কুফলই ফলিয়া থাকে।

শাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

“নৈতৎ ত্বয়া দাস্তিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ।
অন্তঃপ্রযোবৰ্ভভায় দুৰ্ব্বিনীতায় দীপ্যতাম্ ॥
এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ ।
সাধবে শুচয়ে ক্রয়ামৃত্তিঃ স্ত্রাং শূদ্রযোষিতাম্ ॥”

(ভাঃ ১১।২২।৩০-৩১)

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

“নৈতৎ খলায়োপদিশেম্রাবিনীতায় কর্হিচিং ।
ন স্তকায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্মধ্বজায় চ ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারুঢ়চেতসে ।
নাতকায় চ মে জাতু ন মন্তকদ্বিষামপি ॥”

(ভাঃ ৩।৩২।৩২-৪০)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ইদন্তে নাতপস্বায় নাতকায় কদাচন ।

ন চান্তঃপ্রযবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যশ্রুয়তি ॥” (গীঃ ১৮।৬৭)

শ্রীবেদান্তসূত্রেও পাই,—“অনাবিকূর্স্বন্নয়্যাৎ ।” (৩।৪।৫০) ॥২২॥

ঋতিঃ—যশ্চ দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈভ্যে কথিতা হর্য্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ

প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টম্যামুবাচ—যশ্চ (যে ব্যক্তির) দেবে (পরমদেব পরমেশ্বরে)
পরা ভক্তিঃ (ঐকান্তিক, অপ্রতিহত সঙ্কোস্তম ভক্তি আছে) [এবং]

যথা দেবে (পরমেশ্বরে যেমন) তথা গুরো (সেই প্রকার গুরুর প্রতিও ভক্তি বিরাজমান) এতে (এই উপনিষদ্রুক্ত) কথিতাঃ (শ্বেতাস্বতর ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট) অর্থাঃ (বহুশ্রময় বিষয়গুলি) তন্ত্ৰ মহাত্মনঃ হি (সেই—পরমপ্রেমিক, বিষয়বিরক্ত, শাস্ত-হৃদয় ব্যক্তির নিকটেই) প্রকাশন্তে (ক্ষুণ্ণিত হয়, অগ্নের নিকট নহে) (পুনরুক্তি আদর ও সমাপ্তি-সূচক) [অগ্নের নিকট উহা প্রয়োচনা বাক্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে । কিন্তু কথাটি এই,—যেমন সন্তপ্তমস্তকব্যক্তির জলরাশির অন্বেষণ ব্যতীত মস্তক শীতল করিবার অন্য কোন উপায় নাই, কিংবা যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন-ভিন্ন অন্য কিছু ভাল লাগে না, সেইরূপ যাহারা ত্রিতাপক্লিষ্টাবস্থায় বিষয়-বৈরাগ্যবান্ হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় পূর্বক মুক্তির সন্ধান করে, তাদৃশব্যক্তিদের এই উপনিষদ্ বাক্যগুলি শান্তির উপায় জানিবে] ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্ত্যাম্বুবাদ

সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—যে ভাগ্যবান্ পুরুষের অখণ্ডকরস আনন্দময় পরমেশ্বরে পরা ভক্তি আছে এবং ভগবানের মত গুরুদেবের উপরও পরা ভক্তি বিরাজমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই উপনিষদে মহর্ষি শ্বেতাস্বতর-বর্ণিত বহুশ্রমপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিভাত হইবে, অগ্নের কাছে নহে । ভগবন্তুভক্তি ও গুরুভক্তি ব্যতীত ইহার নিগূঢ়ার্থ-বোধ কহারও পক্ষে স্থলভ নহে ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্ত্যাম্বুবাদ

সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভগবদ্বিষয়ে গুরুবিষয়ে চ উৎকৃষ্টভক্তিশ্রুতানাং
উক্তার্থা উপদিষ্টা অপি জ্ঞানায় ন প্রকাশন্তে ইত্যাহ—

যস্ত ভগবতি উৎকৃষ্টা বুদ্ধিস্ততুল্যা গুরো অপি ভক্তিস্তস্তৈব
মহাস্থান এতেহ্বর্থা ভাসন্তে, নেতরেষামিত্যর্থঃ। দ্বিক্তিরধ্যায়সমা-
প্ত্যর্থম্ ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি যষ্ঠাধ্যায়স্ত শ্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[আমাদের এই গ্রন্থখানিতে যে শ্রীশ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজা-
চার্য্য-মুনীন্দ্র-বিরচিত-ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শ্রীমৎ
যতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য-সম্পাদিত শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
(প্রকাশনী বিভাগ) খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনারায়ণ
দাস রামানুজদাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ‘শ্বেতাশ্বতর-
উপনিষদভাষ্যম্’ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্
রঙ্গরামানুজাচার্য্য স্বামিকৃত পরিশিষ্টভাষ্যাটিও ঐ গ্রন্থ হইতে
উদ্ধৃত হইল। এই পরিশিষ্টভাষ্য-মধ্যে শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজা-
চার্য্য মুনি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রাপ্ত কতিপয় বাক্যে কাহারও
কাহারও যে সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, পূর্বপক্ষ
হিসাবে সেইগুলি উত্থাপনকরতঃ শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিতর্কের
দ্বারা তাহা খণ্ডনপূর্বক পরব্রহ্মই যে অদ্বিতীয় বস্তু ও একমাত্র
প্রাপ্য বস্তু তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে

প্রাপ্ত আত্মা, শিব, ঈশ, ঈশান, রুদ্রাদি কতিপয় শব্দেরও যে অসাধারণ তাৎপর্য রহিয়াছে অর্থাৎ শ্রীনারায়ণেই প্রযুক্ত্য, তাহাও শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র-বচনের দ্বারা বিচার পূর্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে ।]

শ্রীরঙ্গরামানুজকৃত-পরিশিষ্টভাষ্যম্—তৃতীয়াধ্যায়ে উভয়লিঙ্গ-পাদে বেদান্তে জগৎকারণতয়া প্রতিপাদ্যমান্বনঃ ‘অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ’ (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি সেতুত্বপ্রবণাং সেতোক্ত প্রাপ্যাস্তবপ্রাপকত্বসৌব দর্শনেন ব্রহ্মণো প্রাপ্যাস্তবপ্রাপকতা এব প্রতীয়তে, ন তু স্বয়ং প্রাপ্যাতা, কিঞ্চ এতৎ সেতুং তীর্ত্বা ইতি তরিতব্যভিধানেন এতস্য প্রাপ্যাত্মাবাবিধরণাং বেদান্তেষু ‘চতুষ্পাদব্রহ্ম’ (ছাঃ ৩।১৮।২) ‘ষোড়শকলম্’ (প্রঃ ৬।২) ইত্যুদ্যান-প্রবণারোমদশপরিমিতং অপরিমিতশ্চোদ্যানাসম্ভবাং, অতো বেদান্তে-ষপরিমিতত্বেন প্রতীকমানমন্তদেবেতি প্রতীয়তে, কিঞ্চ ‘অমৃতশ্চ পরং সেতুম্’ (স্বৈতাঃ ৬।১২) অমৃতশ্চ বস্তুস্তবশ্চ প্রাপ্যপ্রাপকত্ব-লক্ষণসম্বন্ধঃ ষষ্ঠ্যা প্রতীয়তে, ন হি স্বস্বিন্নেব প্রাপ্যপ্রাপকলক্ষণঃ সম্ভবতি । কিঞ্চ ‘তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্’ (খেঃ ৩।২) ইতি প্রতিপাদিতপুরুষাদপি ‘ততো যদুস্তরতরম্’ (স্বৈঃ ৩।১০) ইতি অধিকশ্চ নির্দেশাং পরস্মাদপি ব্রহ্মণঃ পরমহৃদব্যাপদিশ্চুতে, অত এভ্যো হেতুভ্যাঃ পরস্মাদপি ব্রহ্মণোহন্ত্যং পরমভূগন্তব্যামিতি ‘পরমতসেতুদ্যানসম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যাঃ’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩০) ইতি সূত্রেণ পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে উচ্যতে ‘সামান্তান্তম্’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১) ‘য আত্মা সেতুঃ’ (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি ব্যপদেশ ‘এবাং লোকানামসন্তোদায়’ (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি বাক্যশেষশ্চতাসঙ্করকারিত্বলক্ষণধর্ম-সামান্তনিবন্ধনঃ, ন তু প্রাপ্যাস্তব-প্রাপকত্বলক্ষণধর্মনিবন্ধনঃ ‘এতৎ সেতুং তীর্ত্বা’ ইতি অত্র তরতিশ্চ

প্রাপ্তিবচনঃ ‘বেদাস্তং তরতি’ ইতিবৎ, নোল্লঙ্ঘনবচনঃ, যদুক্তং উন্মান-
বাপদেশাদস্তু পরিমিতত্বং প্রতীয়তে তত্রাহ ‘বুদ্ধার্থপাদবৎ’
(ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩২) যথা ‘মনো ব্রহ্মত্বাপাসীত’ ইতি অধ্যাত্মম্
‘তদেতচ্চতুষ্পাদব্রহ্ম বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, মনঃ পাদঃ’
(ছাঃ ৩।১৮।২) ইতি অধ্যাত্মমিত্যত্র ব্রহ্মপ্রতীকভূত-মন-আদৌ
বাগাদি পাদবাপদেশ উপাসনার্থঃ ন তাস্মিকঃ, মনসো বাগাদিপাদত্বা-
সম্ভবাৎ, এবমপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ প্রাচী দিক্ কলা প্রতীচী দিক্ কলা
দক্ষিণা দিক্ কলা উদীচী দিক্ কলা এষ বৈ সৌম্য চতুর্কলঃ পাদো-
ব্রহ্মণঃ প্রকাশবারামেতুক্তদিগাদিলক্ষণচতুর্কলপাদসম্বন্ধাসম্ভবাৎ উপাস-
নার্থ এব।

নহু স্বয়মহ্নিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপুন্মানতাপ্রতীতিস্তত্রাহ
‘স্থানবিশেষাৎপ্রকাশবৎ’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৩), যথাকশাদেবপরিচ্ছিন্ন-
স্যাপি বাতায়নাত্ম্যপাধিবশেন পরিচ্ছিন্নতাস্থসন্ধানম্ এবমিহাপ্য-
ভিব্যক্তিস্থানভূতবাগাত্ম্যপাধিবশেনোন্নিতস্যাত্মসন্ধানমুপপত্ততে, যদুক্তং
‘অমৃতস্য পরং নেতুম্’ (মুণ্ডঃ ২।২।৫) ইতি সম্বন্ধব্যাপদেশেন অমৃত-
স্তেদোহধিগমাতে ইতি তত্রাহ ‘উপপত্তেচ্চ’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৪)
‘ষম্ভৈবৈষ বৃণ্তে তেন লভাঃ’ (মুণ্ডঃ ৩।২।৩) ইতি স্বপ্রাপ্তেঃ স্বয়মেব
সাধনভয়োদযুক্তমাণে ব্রহ্মণি স্বনৈব প্রাপ্যপ্রাপকত্বলক্ষণসম্বন্ধব্যাপ-
দেশস্যপি নানুপপত্তিঃ, যদুক্তং ‘ততো যদ্বস্তরতরং’ ইতি অধিকং
বস্ত্র প্রতিপাদ্যত ইতি তত্রাহ ‘তথান্নপ্রতিষেধাৎ’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৫)
‘ব্রহ্মাৎ পরং নাপরমস্তি’ (শ্বেঃ ৩।২) ইতি তদতিরিক্তোৎকৃষ্টবস্ত্র-
নিষেধেন তদ্বিকল্পতয়া ততো যদ্বস্তরতরমিতি বাক্যে তদধিকবস্ত্র-
প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ ততো যদ্বস্তরতরমিত্যেতৎপূর্বপ্রতিপাদিতস্য পুরুষস্য
উপসংহাররূপঃ, এতচ্চ পূর্বত্র মন্ত্রে (শ্বেঃ ৩।২) ব্যাখ্যায়ান্ স্পষ্টীকৃতং,
‘অনেন সর্বগতত্বমায়ামশাস্তিভ্যঃ’ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৬) অনেন ব্রহ্মণঃ

সৰ্বগতত্ত্বং সৰ্বস্যা জগতো ব্যাপ্তত্বম্ আয়ামশব্দাদিত্যোহবগম্যতে
আয়ামশব্দস্তাবৎ ‘তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বং’ (শ্বে: ৩।২) ‘অন্তর্কর্ষি-
শ্চেতৎসৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ’ (নারায়ণ: উ: ১৩।১) আদি শব্দেন
‘ব্রহ্মৈবেদং সৰ্বম্’ ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে, অতো ন ব্রহ্মণোহন্ত্যং প্রাপ্যম-
স্তীতি স্থিতম্ ।

তদুচ্যতে প্রথমদ্বিতীয়খণ্ডয়ো ‘দেবাত্মশক্তিং’ (শ্বে: ১।৩) ‘বাক্তা-
বাক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ’ (শ্বে: ১।৮) ‘যদাত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং জ্ঞাতা
দেবং’ (শ্বে: ২।১৫) ‘এষ হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্কী’ (শ্বে: ২।১৬)
ইতি দেবাত্মশব্দব্রহ্মশব্দে: পরমাত্মা নির্দিষ্টতে, তে চ শব্দা: ‘অপহত-
পাপম্মা দিবাদেব একো নারায়ণঃ’ (ছা: ৮।১।৫) ‘বিশ্বং নারায়ণো-
দেব আত্মা নারায়ণঃ পরঃ’ (নারায়ণ: উ: ১৩।১) ‘অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো-
মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি’ (কঠ: ২।৪।১২, ১৩) ‘ঈশঃ সৰ্বশ্চ জগতঃ’
‘যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিজ্ঞাম্’
(মুণ্ড: ১।২।১৩) ইত্যাদিবাচ্যগতনারায়ণপ্রত্যভিজ্ঞাপকা: ।

অত্র ঈশশব্দশ্চ ন রূঢ়্যাপ্রযুক্ত: অপি তু গুণযোগাৎ, ‘অনীশশ্চাত্মা’
(শ্বে: ১।৮) ‘জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ’ (শ্বে: ১।২) ‘ঈশঃ সৰ্বশ্চ’ ইতি
প্রতিসম্বন্ধিতয়া জ্ঞাপকত্বাৎ ।

‘অনন্তশ্চ আত্মা বিশ্বরূপোহকর্ষী’ (শ্বে: ১।২) ইতি অত্র ‘অনন্ত’
শব্দো যোগরূঢ়্য। বিবক্ষানিমিত্ত প্রতियোগিকে নির্দেশাতাবাৎ, তৃতীয়-
খণ্ডে ‘য এক ঈশতে ঈশনীতি: ...য একৈক উদ্ভবে সন্তবে চ, য
এতদ্বিহুরমৃতান্তে ভবন্তি’ (শ্বে: ৩।১) ‘অন্তসি পারে’ ইত্যুক্ত অহুবাক:
প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতে, স হি পরমপুরুষবিষয়ঃ, এবম্প্রক্রমোভগবদ্বিষয়ঃ ।

‘একো হি ব্রহ্মঃ’ (শ্বে: ৩।২) ইত্যবভ্য অনন্তরং ‘বিশ্বতশ্চক্ষুরত
বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুঃ’ (শ্বে: ৩।৩) ইতি মন্ত্রশ্চ ভগবৎপ্রত্যভি-

জ্ঞাপকঃ তস্মৈ বিদ্যাংবর্ণপুরুষবিষয়ত্বাৎ, 'দ্বাবাপৃথিব্যৌ জনয়ন্ দেব একঃ' (নারাঃ উঃ) ইতি চ 'শীর্ষে'। দ্ব্যোঃ সমবর্ষত পশ্চ্যাৎ ভূমিঃ' (পুঃ সূক্ত) 'ইত্যস্ত প্রত্যভিজ্ঞাপকঃ' 'যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূৰ্বম্' (শ্বেঃ ৩।৪), ইতি এতস্মৈ যচ্ছব্দানুবাদরূপতয়া প্রমাণাস্তবসাপেক্ষতয়া দুৰ্ললমিদং রুদ্রস্ত শতপথব্রাহ্মণাবগতহিরণ্যগর্ভজন্তুবিবোধিহিরণ্যগর্ভজনকত্বং ন প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতি হিরণ্যগর্ভস্তইং রুদ্রশব্দরূঢ়ার্থস্ত প্রতিপাত্তে, স্ববালোপনিষদি 'ললাটাত্ ক্রোধো রুদ্রো জায়তে' ইতি নারায়ণাৎ উৎপন্নত্বং প্রতীয়তে, নারায়ণোপনিষদি 'নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে', মহোপনিষদি 'নারায়ণঃ সোহন্তংকামো মনসা ধ্যায়ত, তস্মৈ ধ্যানস্থস্ত ললাটাত্ জ্যাক্ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে' ইতি বৃহদারণ্যকে 'ব্রহ্ম বা ইদমিতি' ব্রহ্ম প্রস্তুত্যা 'ইন্দ্রবরুণসোমোরুদ্রঃ' ইতি ইন্দ্রাদিতুল্যতয়া রুদ্রস্তাপি ব্রহ্মণঃ সকাশাৎপত্তিঃ প্রতিপাত্তে, স্মি চ 'বিরূপাক্ষায় দস্তাঙ্গয়ে ব্রহ্মণঃ পুত্রায়' ইতি ব্রহ্মপুত্রত্বং প্রতীয়তে, 'সোহব্রীদ্ বরং বৃণে অহমেব পশুপতি রসানী'তি তস্মাদ্ রুদ্রঃ পশূনাং অধিপতিবরদানলরূপপতিভাবঃ জায়তে। বিষ্ণোরেষাং প্রভৃধে হবিতিঃ, বিধেহি রুদ্রাক্রোধোহয়ং মহত্বমিতি বিষ্ণোরাদানলরূপং হি মহত্বং রুদ্রস্য জায়তে, অতো হিরণ্যগর্ভজন্তুত্বেন নারায়ণজন্তুত্বেন চ শ্রুতস্য রুদ্রস্য তদ্বিরুদ্ধহিরণ্যগর্ভজনকত্বস্য অবতারোৎপত্তিরিতি বিরোধপরিহারস্যা- সম্ভবাৎ।

কল্পভেদেন একসৌব রুদ্রস্য হিরণ্যগর্ভরূপাৎ স্বস্মাদুৎপত্তিঃ কল্পান্তরে রুদ্ররূপাৎ স্বস্মাৎ হিরণ্যগর্ভতয়া উৎপত্তিরিতি কল্পনস্যাপি কার্যত্বেন কর্মবশত্বেন প্রতিপাদিতে তস্মিন্নসম্ভবাৎ, ততশ্চ রুদ্রশব্দস্য কার্যরুদ্রব্যতিরিক্তবিৎস্বত্বে সতি অস্যা বাক্যস্য অনুবাদরূপতয়া 'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে' ইত্যাদি যোগার্থপ্রাপকবাক্যার্থানুগুণেন

ভগবৎপরত্বনিশ্চয়ঃ । অতো রুদ্রশব্দো ভগবৎপরঃ, রুদ্রবহুশিরা ইতি
বিষ্ণুসহস্রনামপাঠাৎ । ‘যা তে রুদ্র শিবা তত্বঃ’ (শ্বে: ৩।৫) ইতি অস্যানন্তরং
‘ততঃ পরং বৃহন্তং’ (শ্বে: ৩।৭) বাক্যং নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম ইতি
নারায়ণোপনিষদ্প্রত্যভিজ্ঞাপকম্ ।

‘ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতং ভবন্তি’ (শ্বে: ৩।৭) ইতি অত্র ঈশশব্দঃ
পূর্ববৎ যৌগিকবৈরূপাযোগাৎ ‘বেদাহং এতং পুরুষং মহাস্তং’
(শ্বে: ৩।৮), ইতি অনন্তরবাক্যস্বৈতচ্ছব্দপূর্বরুদ্রশব্দবাচ্যস্য মহাপুরুষ-
ত্বমবগময়তি প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ, ‘ততো যদন্তরতরং’ (শ্বে: ৩।১০)
ইতি বাক্যমপি ‘পরমতঃ সেতুমান্’ (ব্র: শ্ব: ৩।২।৩০), ইতি
অত্রোপাদিতরীত্য। প্রকৃতোপসংহারপরং ‘সর্কাননশিরোগ্রীবন্তং (শ্বে:
৩।১১.), চ পুরুষস্বজ্ঞার্থস্মারকং, সর্কব্যাপী পদং তু ‘ব্যাপ্য নারায়ণঃ
স্থিতঃ’ ইতি এতৎ স্মারয়তি, ‘ভগবৎ’ শব্দন্ত (শ্বে: ৩।১১), ‘ভগবান্
পবিত্রো বাসুদেবঃ যে ভগবন্তং বাসুদেবং এবং বিদুঃ’ ইতি বাসুদেবা-
সাধারণঃ, অতএব হি স্মার্যতে ‘এবমেব শব্দো মৈত্রেয় ভগবানিতি,
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নাগ্নং’ (বিষ্ণুপুরাণ) ইতি, ‘সদ্বৈশ্য
প্রবর্তকঃ’ (শ্বে: ৩।১২), ইতি সদ্বৈশ্যপ্রবর্তকং চ ভগবত ইতি স্থিতং,
‘যো হ খলু বাব অস্যা সাত্ত্বিকোহংশঃ অসৌ স এব বিষ্ণুঃ’ ইতি
মৈত্রায়ণীয়শ্রুতেঃ, ‘অদ্বৈতমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা’ (শ্বে: ৩।১৩) ইতি
অন্তরাত্ম্যং স্ববালোপনিষৎপ্রত্যভিজ্ঞাপকং, অনন্তরং (৩।১৪।১৫)
‘সহস্রশীর্ষে’ত্যাदि মন্ত্রদ্বয়ম্ অধীতং, ‘সর্কস্য প্রভুমীশানং’ (৩।১৭)
ইত্যেতদ্বপুংসকবাদ্যৌগিকমেব ন তু রুদ্রং পুংলিঙ্গতাপ্রসঙ্গাৎ, ‘সর্কস্য
শরণং স্তব্ধং’ (৩।১৭) ইত্যেতত্ত্ব ‘নিবাসঃ শরণং স্তব্ধং গতিনির্ভায়ণঃ’
ইতি (স্ববাল উ: ৬) ঋতিমত্ৰাভিজ্ঞাপকং, ‘তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্’
(৩।১৯) ইতি মহাপুরুষ এব স্পষ্টমুক্তং, ‘ধাতুঃ’ শব্দমপি মহাপুরুষ-
শব্দেন একার্থয়তি ‘অণোরণীয়ান্’ (৩।২০) ইতি মন্ত্রঃ ।

চতুর্থে খণ্ডে ‘দ্বা স্পর্গা’ ইত্যাদি (৪১৬৭) বাক্যদ্বয়ং মৃণালো-
পনিষদৈকার্থ্যাৎ (৩১১১) পরমপুরুষপরং, অতো ‘মায়িনং তু মহেশ্বরং’
(৪১১০) ইত্যত্রোক্তো মহেশ্বরশব্দো মায়াপ্রেরকত্বপরঃ ‘সর্বলোকমহেশ্বরং
ক্ষীরদস্যোত্তরে তীরে জন্তুলোকহিতার্থিনং’ ইত্যাদিষু মহেশ্বরশব্দো
ভগবতি প্রযুক্তঃ, ‘যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্বম্’ (৪১১১) ইতি প্রকৃতং
সর্বস্য নিয়ন্তৃভূমেব, ‘তমীশানং বরদং’ ইতি ।

‘য ইশে অস্যা দ্বিপদশতত্পদস্তশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম’ (৪১১৩)
ইত্যত্রাপি ভগবৎপরত্বং প্রতীয়তে, ‘এবং ভগবৎপরানেকোপনিষদৈ-
কার্থ্যপ্রতীতেঃ’ ‘স্বাত্মা শিবঃ’ (৪১১৪) ‘শিব এব কেবলঃ’ (৪১১৮)
ইতি শিবশব্দদ্বয়ং তৎপরং, এবং মুহুরভ্যাস্যমানস্যাপি শিবশব্দস্য
‘আকাশং প্রত্যন্তং যন্তি’ ‘আকাশোহেতেভ্যো জ্যায়ান্’ ইত্যত্রাভ্য-
স্তাকাশস্যেব কৃতার্থতাগ উপপরঃ ।

কিঞ্চ ‘সর্বব্যাপী চ ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ’ (৩১১১)
ইত্যয়ং ‘শিব’ শব্দঃ প্রাকরণিকঃ, শিবশব্দানাং মাদ্ভ্যাপরত্বমেব সূচয়তি
সর্বগতত্বেষি ভগবৎশব্দবাচ্যত্বান্নির্দোষ ইতি হি তস্য বাক্যস্তার্থঃ অন্তথা
সর্বব্যাপী সর্বগতপদয়োপূর্নরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ ।

‘তদক্ষরং তৎসবিতুর্করেণামি’তি (৪১১৮) অনেন ‘অক্ষরং পরমং
প্রভুঃ তৎ সবিতুর্করেণাৎ ধ্রুবমচলং বিষ্ণুসংজ্ঞং সর্বাধারং ধাম’ ইতি
শ্রুতিদ্বয়ৈকার্থ্যমবগম্যাতে, হৃদা মনীষা (৪১১৭) ইতি ‘নৈবমৃদ্ধং ন
তির্থক’ (৪১১২) ইতি মন্ত্রদ্বয়মধ্যগতবাক্যস্য শিবশব্দস্য পরমপুরুষ-
বিষয়তাং গময়তি, অতো ‘মা ন স্তোক’ (৪১২২) ইতি মন্ত্রস্বকৃদ্র-
শব্দোহবয়বশক্ত্যা পর্যাবসানবৃত্ত্যা বা ভগবদ্বিষয়ঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ে ‘ভাবকরং শিবং’ (৫১১৪) ইতি ‘শিব’ শব্দো
ব্যাখ্যাতঃ ।

যষ্ঠে চ ‘কালকাল’ (৬।২) ইতি কালস্য অপি পরিচ্ছেদকঃ
কাল উক্তো ন তু অয়মন্তকঃ, ‘ভগেশং’ (৬।৬) ইতি অনেনাপি
ভগবৎশব্দবাচ্যানামৈশ্বর্যাদীনাম্ যন্মামীশ্বরত্বেব প্রতীয়তে, ঐশ্বর্যানির্বাহ-
কত্বস্য নিরঙ্কুশত্বমেবোক্তং ‘তমীশ্বর্যাপাং পরমং মহেশ্বরং’ (৬।৭)
ইতি প্রতিসম্বন্ধিনির্দেশাৎ মহেশ্বরপদে রুচি ন শক্যশকা, ‘দেবতানাং
পরমদেবতা’ মিতি (৬।৭) অনস্তরনির্দেশাৎ তচ্ছি বাক্যং দেবতা-
পারম্পরং, তত্র দেবপতিশব্দো ন কচিদেবতাবিশেষে রুচৌ তৎস্থানীয়শ্চ
মহেশ্বরশব্দঃ, অতোহত্র ন রুচোন্মেষঃ, ‘ন তৎসমশ্চ…………পরাস্য
শক্তিঃ’ (৬।৮) ইত্যাদিভিষ্চ তৎপারম্যোপপাদনং, ‘একো দেবঃ’
(৬।১০) অনেন ‘দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ’ (স্রবাল উঃ ৬)
ঐক্যার্থাৎ, ‘ন তত্র সূর্যো ভাতি’ (৬।১৪) মন্বশ্চ কঠবল্লাধীতত্বাৎ
বিষ্ণোঃ প্রত্যভিজ্ঞাপকঃ, ‘নাত্তঃ পস্থা বিচ্ছতে’ (৬।১৫) ইতি পুরুষ-
সূক্তং স্মারয়তি। ‘ঈশাদি’ শব্দস্য (৬।১৭) ষৌগিকত্বম্ ‘ঈশান’
(৬।১৭) শব্দস্য নিকৃপাধিকত্বং চ দর্শয়তি ঈশেশস্য (৬।১৭) ইতি,
‘ষো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূরং…………শরণং প্রপত্তে’ (৬।১৮), ‘অমৃতস্য
পরং সেতুং’ (৬।১৯) ইতি নির্দেশাচ্চ নারায়ণত্বসাধক্য ইত্যন্তবাদ
পূর্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণো ভগবন্নাভিসম্ভবস্য প্রমাণপ্রতিপন্নত্বাৎ ‘নিবাসঃ
শরণং সূহৃৎ গতিনা’রায়ণঃ’ (স্রবাল উঃ ৬) ইতি শ্রুতে: ‘অমৃতসৌব
সেতুঃ’ মৃণ্ডকে (২।২।৫) শ্রবণাৎ, ‘যদা চন্দ্রবৎ’ (৬।২০) ইতি বাক্যং
উপায়ান্তরাভাবপরং ‘নাত্তঃ পস্থাঃ’ (৬।১৫) ইত্যুক্তার্থবিবরণরূপম্।

এবং উপক্রমোপসংহারাদিভির্ভগবৎপরত্বাবগম্যাং বহুপনিষৎ-শ্রুত-
যোগ্যার্থসাধারণাভ্যন্তনানারায়ণশব্দানুরোধেনৈব শিবাदिশব্দানাম্ নেয়ত্বা-
চ্চাস্যা উপনিষদো ভগবৎপরত্বং সিদ্ধমিতি।

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদি শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-
পরিশিষ্টভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পরমেশ্বর-গুরু-ভক্তিমতামেব সা বিদ্যা প্রসীদতী-
তাহ—যস্মৈ দেব ইত্যাদিনা । যস্মৈ ভাগ্যবতোজনস্মৈ দেবে অখটেকরসে
শ্রীহরৌ পরা অব্যভিচারিণী দৃঢ়া ভক্তিঃ, ন কেবলং শ্রীহরৌ গুরাবপি
দেববৎ পরা ভক্তিঃ ন কেবলং ভক্তিরচাঞ্চল্যং শ্রদ্ধাচোভে বৰ্ধেতে
তস্মৈ মহাত্মনোহস্তাদ্বেষণং বিহায় যথা সাধনাস্তরং নাস্তি যথা বা
বুভূক্ষিতস্মৈ ভোজনাদন্তং ক্ষুধানিবৰ্জকং নাস্তি এবং গুরুকৃত্যং ঈশ্বরানু-
গ্রহঞ্চ বিনা ব্রহ্মবিদ্যা সূহৃৎতা সা চ গুরুকৃত্য শ্রদ্ধয়া স্তম্ভবয়া চ লভ্যা
ঈশানুগ্রহশ্চ ইত্যবৈরাগ্যসহকৃতয়া পরয়া ভক্ত্যা প্রাপ্যতে ।

ন চ তত্র ভক্তির্নাম পুণ্যোষহরাগ ইতি সামান্তলক্ষণম্—সা চ ভক্তি-
র্নবলক্ষণা যথা শ্রীভাগবতে ‘শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অৰ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামান্ননিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা’ । তত্র শ্রবণং নাম বিষ্ণোর্নামরূপগুণাদি শ্রবণম্,
কীর্তনং তদুচ্চৈঃ পাঠঃ, স্মরণং বিষ্ণোঃ নামরূপগুণাদি-স্মরণপাধ্যানম্, পাদ-
সেবনম্ শ্রীহরেশ্বরপরিচর্য্যা বিষ্ণুভক্তানাম্ সাধূনাক্ পরিচর্য্যা, অৰ্চনম্
শ্রীহরেঃ প্রতিমালেখ্যাদিমূর্ত্তিপূজা, বন্দনং প্রতিমাদেঃ প্রণামঃ, দাস্যং
দাসবৎ প্রভৌ কৰ্ম্মার্পণং, সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি, আন্ননিবেদনম্ দেহসমর্পণম্
যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদেভরণপোষণচিন্তা ন স্যাৎ তথা দেহং তস্মৈ
সমর্প্য ভক্তরগচিন্তাবর্জনম্ । এষা চ নবাত্মিকা ভক্তিঃ ‘সত্ত্বএবৈক-
মনমোবৃন্তিঃ স্বাভাবিকৌ তু যা । অনিমিত্তা ভাগবতী . ভক্তিঃ
সিকের্গরীয়সী’ । অতএব আত্মারামাহি মুনয়োনিগ্রহা অপূৰ্ণক্রমে ।
কুর্ন্তুত্বাহৈতুকৌ ভক্তিমিচ্ছন্তুতগুণোহি সঃ । ভক্তিযোগোপায়োহপি
তত্রৈব বর্ণিতঃ যথা ‘অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি । ভক্তি-
যোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যাচ নয়েদ্বশম্ ॥’ যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যাসান্
শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ । যস্মি ভাবেন মতোন মৎকথাশ্রবণেন চ । সৰ্বভূত-
সমত্বেন নিৰ্ভৈরেণাপ্রসক্ততঃ । ব্রহ্মচর্য্যেণ মোনেন স্বধৰ্ম্মেণ মহীষসা ।

ষদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্‌মুনিঃ। বিবিভক্তশরণঃ শাস্তো মৈত্রঃ
করণ আত্মবান্। সান্নবন্ধে চ দেহেহশ্মিন্নকুর্ক্সন্নদাগ্রহম্। জ্ঞানেন
দৃষ্টতদ্বেন প্রকৃতে: পুরুষস্ত চ। সোহয়ং তক্তিযোগো সাত্ত্বিকাদিভেদেন
ত্রিবিধোহপি কার্য্যতো বহুবিধ উচ্যতে। তত্র তামসো যথা ‘অভি-
সন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব চ। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি
কুর্ধ্যাৎ স তামসঃ’। এবং রাজসাদিশ্চরুপং দ্রষ্টব্যম্। পরা ভক্তিস্ত
আত্মস্তিকশব্দেনোচ্যতে—তন্নরুপস্ত ‘অহৈতুক্যাব্যবহিতা যা তক্তি:
পুরুষোত্তমে। সালোক্যসাপ্তিসামীপ্যসারূপৈক্যমপ্যুত। দীয়মানং ন
গৃহ্ণন্তি বিনা যৎসেবনং জনাঃ। স এব তক্তিযোগোহয়মাত্মান্তিক
উদাহৃতঃ’। এবমস্ত বিস্তারো ভাগবতেহ্নসঙ্ক্ষেপ ইতি।

মুনিগূঢ়ার্থশ্বেতাস্বতরোপনিষদো বচঃ।

ব্যাখ্যাতং লেশতো যন্তু শ্রীহরে: করুণৈব সা।

তাভ্যাং বিনা ন কশ্চিৎ উপনিষদধৰ্ম্মা: প্রকাশন্তে, প্রকাশন্তে তু
মহাত্মন: তদুভয়াবিতস্ত প্রশান্তত্বাধিকারিণ উত্তমস্ত পুরুষস্ত, অস্যাং
শ্বেতাস্বতরোপনিষদি শ্বেতাস্বতরেণ মহাত্মনা কৃতভগবৎসাক্ষাৎকারেণ
কথিতা উপদিষ্টা: অর্থা: বিষয়া: প্রকাশন্তে স্বাহুভবায় কল্পন্তে।
দ্বির্বচনং স্তুত্ববিশেষতৎসাধনাদিহ্রলভবস্ত প্রদর্শনার্থমধ্যায়সমাপ্ত্যর্থম্
আদবার্থঞ্চ ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাস্বতরোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়স্ত ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’-

টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—উপনিষদে বর্ণিত-বিষয়ের গূঢ়তাৎপর্য্য ক্ৰাহার নিকট
প্রকাশিত হয়, তাহাই বর্তমান মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন যে, ক্ৰাহার

পরমেশ্বর শ্রীহরিতে পরা ভক্তি বর্তমান এবং মুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেবেও তদ্রূপ পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই এই সকল শ্রুতিতে উপদিষ্ট-বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ স্মৃতি প্রাপ্ত হয় বা অনুভবের বিষয় হয়।

আদর ও সমাপ্তি-ছোতনার্থ স্বিকৃতি ।

পরমারাধ্যতম শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্রচিত ‘জৈবধর্মে’ লিখিয়াছেন,—

“‘পরা ভক্তি’ শব্দের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাহি না, আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ বাক্য এই যে, ষাঁহার অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী। ষাঁহার অনন্তভক্তি উদ্ভিত হইয়াছে, তিনি তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“রজস্তুমশ্চ সৎস্বেন সত্বকোপশমেন চ ।

এতৎসর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হৃগ্গসা জয়েৎ ॥

যশ্চ সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।

মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তশ্চ সর্বং কুঙ্করশৌচবৎ ॥”

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“তাতে কৃষ্ণ ভজ্জে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী প্রভুপাদ স্বীয় অহুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন-বলেই বন্ধুজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।” ২৩।

ইতি—খেতাস্ততরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী
অনুবগাখ্যা সমাপ্তা ॥

শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু । স হ বীৰ্য্যং করবাবহৈ ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিষাবহৈ

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি—ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি—সমাপ্তেয়ম্ খেতাস্ততরোপনিষৎ ।

“নিখিল-কৃতি-স্রো-পি-ব্রহ্মাণ্য-
 দ্যুতি-নিরাজিত-পাদ-পঙ্কজাশ্রয়
 আমি মুক্তকুলে-রূপা-স্বয়ং
 পরিচয়ঃ হরি-নাম-সং-স্বয়ামি ॥”

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ-ব্রহ্মাণ্য
 প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা
 নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিবন্তর
 তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরি-নাম!
 আমি তোমাকে-সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।